১ম খণ্ড

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী

আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব

অনুবাদ
মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব-১

মূল
আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com; E-mail : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০১
চতুর্থ প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১১
চৈত্র, ১৪১৭
রবিউস সানি, ১৪৩২

ISBN 984-842-001-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Apnader Prosner Jawab-1 Written by Allama Muhammad Yusuf Ludhianabi Translated by Muhammad Khalilur Rahman Mumin and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition November-2001 4th Edition April-2011 Price Taka 150.00 only.

প্রকাশকের কথা

আল কুরআন ও আল হাদীস থেকে সরাসরি বিভিন্ন মাছআলার সমাধান যাঁরা বের করতে পারেন না তাঁরা ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করে থাকেন।

মাছআলার সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে এই উপমহাদেশে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁদের একজন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ)।

তিনি আনুমানিক খৃস্টীয় ১৯৩২ সনে পূর্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার ইসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সনে মুলতানের জামিআতু খাইরুল মাদারিস নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি মামুনকুঞ্জের ইহইয়াউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৪ সনে তিনি মুলতান থেকে করাচীতে এসে জামিআ আল উলুমুল ইসলামিয়াতে অধ্যাপনা শুরু করেন।

১৯৭৮ সন থেকে পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াব দেয়া শুরু করেন। এই জওয়াবগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা অনুভব করি যে তাঁর প্রদত্ত জওয়াবগুলো বাংলাভাষী মুসলিমদেরও জানা প্রয়োজন। বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবীর (রহ) জওয়াব গুলো বাছাই ও অনুবাদ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিন খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে।

বাংলা ভাষায় আমরা এই গ্রন্থের নাম রেখেছি– "আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব"। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটি বাংলাভাষী ভাই-বোনদের বিরাট উপকার করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখ্য যে আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ) ২০০০ সনের ১৮ই মে গাড়িতে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমীন ॥

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

আকাঈদ অধ্যায়

ঈমানিয়াত

পবিত্রতা অধ্যায়

ওযু

ওযু নষ্ট হওয়া

পানি

গোসল

যেসব কারণে গোসল ফরয হয়

তায়াম্মুম

মোজার ওপর মাসেহ

হায়িয ও নিফাস

নেইলপলিশ

অপবিত্রাবস্থায় তিলাওয়াত, দু'আ ও যিকির

পাক-নাপাক

নামায অধ্যায়

নামাযের ওয়াক্ত

মাসজিদ সংক্রান্ত মাসয়ালা

আযান ও ইকামাত

নামাযের শর্তাবলী

নামাযের নিয়ম

নামাযে কী পড়তে হবে

জামায়াতের কাতার

জামায়াতে নামায

বাড়িতে নামায

ইমামত

ইক্‌তিদা

'মাসবুক'-এর নামায

নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া

মহিলাদের নামায

যেসব কারণে নামায নষ্ট অথবা মাকরূহ্ হয়

যেসব কারণে নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয

নামাযে ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া

মাযূর (অপারগ ব্যক্তি) এর হুকুম

বিত্‌র নামায

সুন্নাত নামায

কাযা নামায

সাহু সিজদা

মুসাফির বা ভ্রমণকারীর নামায

জুম'আর নামায

নামাযের পরে দু'আ ও যিকির

ঈদের নামায

তারাবীহ্ নামায

নফল নামায

তিলাওয়াতের সিজদা

জানাযা অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন ও অন্যান্য বিষয়

জানাযা নামায

কবর যিয়ারত

রোযা অধ্যায়

যেসব কাজে রোযা নষ্ট হয়না

কাযা রোযা

ফিদইয়া

রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা

নফল এবং মানতের রোযা

ই'তিকাফ

রোযার বিবিধ মাসায়িল

যাকাত অধ্যায়

যাকাত দেয়ার নিয়ম

ওশর (জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত)

بسم الله الرحمن الرحيم

আকাঈদ অধ্যায়

ঈমানের মর্মকথা

প্রশ্ন-১ ঃ ঈমান কী? হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তর ঃ হাদীসে জিব্রাঈলে হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর প্রথম প্রশ্ন ছিল, ইসলাম কী? তার উত্তরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা বর্ণনা করেছেন। জিব্রাঈল (আ)-এর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো- ঈমান কী? রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছিলেন, 'ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, কিয়ামাত এবং তাকদীরের ওপর বিশ্বাস রাখা।'

ঈমান একটি নূর (আলো) যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে অন্তরে প্রবেশ করে। যখন এ নূর অন্তরে প্রবেশ করে তখন কুফর, বিদ'আত, কু-সংস্কার ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন মানুষ তার অন্তর্লোকের সাহায্যে সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয়। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার যাবতীয় কামনা বাসনা তার অনুগত না হয়ে যায় যা আমি নিয়ে এসেছি।' নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত দীনের সারকথা ছ'টি, যা উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ, তাঁর যাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। তাঁর যাত ও সিফাতে কোনোরূপ অসম্পূর্ণতা বা

ক্রটি নেই। পরিপূর্ণ। সবকিছু তাঁর ইচ্ছার অধীন। তাঁরই মুখাপেক্ষী। অবশ্য তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। গোটা বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে। তাঁর কোনো সঙ্গী সাথীরও প্রয়োজন নেই।

২. ফেরেশতার ওপর ঈমান আনার অর্থ ফেরেশতারা এক নূরানী সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। বরং মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্যে যাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেই দায়িত্ব তারা পালন করে যাচ্ছেন। মুহূর্তের জন্যও তারা অমনোযোগী হন না।

৩. রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হিদায়াত এবং তাঁর অপছন্দনীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত করানোর নিমিত্তে কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁদেরকে নবী-রাসূল বলে।

   স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির পরিচয় ঘটানোই রাসূলের দায়িত্ব। রাসূলদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কথা বান্দার নিকট পৌঁছে। প্রথম নবী আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবেন না। বরং তাঁর আনা দীন কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৪. কিতাবের ওপর বিশ্বাস বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী রাসূলের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও বিধান পাঠিয়েছেন সেগুলোকে মেনে নেয়া। প্রসিদ্ধ কিতাব চারটি; তাওরাত, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। যবুর, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইন্‌জিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর এবং কুরআন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ হিদায়াতনামা, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তার অনুসরণ সমস্ত মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। মুক্তির শর্ত। যে এ কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে অকৃতকার্য, ব্যর্থ।

৫. কিয়ামাত সম্পর্কে ঈমান বলতে বুঝায়, এমন একটি সময় আসবে যেদিন সমস্ত সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পৃথিবীকে সমতল করে দেয়া হবে। তারপর আল্লাহ্ সবাইকে পুনরায় সৃষ্টি করে যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। আদালত এবং মীযান প্রতিষ্ঠিত হবে (সূক্ষ্ম বিচারের জন্য)। নেকী এবং গুনাহকে পরিমাপ করা হবে। নেকীর ভাগ বেশী হলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং

জান্নাত লাভ করবে। আর গুনাহর ভাগ বেশী হলে আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে। সেই গযবের নাম জাহান্নাম। জাহান্নামে তারা অনন্তকাল বিভিন্ন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। পৃথিবীতে কারো ওপর যুল্‌ম করা হলে তার প্রতিশোধ সেদিন নেয়া হবে। কারো সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল করলে, কিংবা কারো সাথে খারাপ আচরণ করলে তার হিসাবও সেদিন হবে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দিনের নাম কিয়ামাত। সেদিন নেকী ও গুনাহকে পৃথক করা হবে এবং প্রত্যেক মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় হিসাব মিটিয়ে দেয়া হবে। কারো ওপর অণু পরিমাণ যুল্‌ম করা হবেনা।

৬. 'তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখা' অর্থ- সৃষ্টি জগতের এ ব্যবস্থাপনা আপনা আপনি চলছেনা বরং এর পেছনে সক্রিয় আছেন মহাজ্ঞানী এক সত্তা। সৃষ্টিজগতে ভালোমন্দের যে আগমন ঘটে, তা তাঁরই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয় তাঁর নখদর্পণে। সৃষ্টি জগতের জন্য যে বিধান তিনি প্রণয়ন করেছেন, সেই বিধান মুতাবিক চলছে সবকিছু।

মুক্তির জন্য কি ঈমান শর্ত?

প্রশ্ন-২ ঃ আমরা শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা পরিশেষে ঐ সমস্ত লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেবেন যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আমি পছন্দ করিনা যে, মুশরিক ও তাওহীদবাদীরা একসাথে থাকবে। তাহলে বর্তমান ইহুদী এবং খৃস্টানদেরকেও কি জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে? কারণ তারাও তো আল্লাহকে মানে। অবশ্য আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মানেনা। তাছাড়া ঈসা (আ) ও ওজাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইহুদী ও খৃস্টানগণ কি সরিষা পরিমাণ ঈমানের অধিকারী বলে গণ্য হবে? নাকি হবে না?

উত্তর ঃ চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। কারণ কুফর এবং শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য শুধু আল্লাহকে মানাই যথেষ্ট নয় বরং তাঁর সকল নবী রাসূলকে মানাও শর্ত। কাজেই যারা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শেষ নবী মানবে না তারা মূলত আল্লাহর

ওপরই ঈমান রাখেনা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁকে নবী ও রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং তাঁকে খাতামুন নাবিয়্যীন আখ্যা দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের ওপর ঈমান আনবে না এবং তাকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করবেনা তার ঈমানের দাবী মিথ্যা। কারণ যে আল্লাহ্র কথাকেই মিথ্যা মনে করে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কথা তার সাজে না। কাজেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনা পরকালের মুক্তির অন্যতম শর্ত। অন্য কথায় অমুসলিমদের জন্য পরকালে মুক্তির কোনো গ্যারান্টি নেই।

মুসলিমের সংজ্ঞা

প্রশ্ন-৩ ঃ মুসলিমের সংজ্ঞা কী?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দীন নিয়ে এসেছেন তা পুরোপুরিভাবে যিনি মানেন তিনি মুসলিম। ইসলামের সেইসব বিষয় যা নির্দিষ্টভাবে দীনের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে তার কোনোটিকে অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা করা কুফর। যে এরূপ করবে সে কাফির।

প্রশ্ন-৪ ঃ কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে বলবেন, মুসলিম কাকে বলে? বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, দলিল প্রমাণগুলো যেন আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। তাহলে মানুষ সুযোগ পেয়ে বলবে, এ মত তো আমাদের মাযহাবের নয়।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দীন নিয়ে এসেছেন তা কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়া হুবহু গ্রহণ করার নাম ঈমান। কুফর হচ্ছে ঈমানের বিপরীত অর্থাৎ তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা না মানার নাম কুফর। আল কুরআনে অগণিত আয়াতে-

مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ

"রাসূলের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে" বলে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নেয়াকে ঈমান এবং তা মেনে না নেয়াকে কুফর বলা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীসে রাসূলেও এর অনেক অনেক প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছে- 'আমি যা নিয়ে এসেছি তার ওপর যে ঈমান আনবে সত্যিকার অর্থে সেই আমার ওপর ঈমান আনলো।' (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭)। এ হাদীস দিয়েই মুসলিম এবং

কাফিরের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা যিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন এবং মেনে নেবেন তিনি মুসলিম। আর যে একটি কথাকেও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করে সে কাফির।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলেছেন। অনেক হাদীসে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি শেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। সমস্ত উম্মাতে মুসলিমা (যদিও তারা বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত) এ ব্যাপারে একমত, তিনি শেষ নবী। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সে আকীদা অস্বীকার করে নিজেই নবী দাবী করে বসেছে। এই কারণেই কাদিয়ানীরা অমুসলিম বা কাফির। তদ্রূপ আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে, ঈসা (আ)-কে শেষ জামানায় পৃথিবীতে পাঠানো হবে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা এটিকে অপব্যাখ্যা করেছে। তাদের দাবী হচ্ছে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই সেই ঈসা যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাদের অমুসলিম হবার এটিও একটি কারণ। তেমনিভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণকে পরকালের মুক্তির শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ কাদিয়ানীদের দাবী, মির্যা গোলাম আহমদের ওহী অনুসারে চলাই পরকালের মুক্তির শর্ত। কাদিয়ানীরা ইসলামের অসংখ্য অকাট্য দলিলকে অস্বীকার করে। তাই সারা পৃথিবীতে সমস্ত উলামায়ে কিরাম তাদেরকে কাফির মনে করেন।

প্রত্যেক মুসলিমই অমুসলিমকে মুসলিম বানাতে পারেন?

প্রশ্ন-৫ ঃ সাধারণ একজন মুসলিম কি কোনো অমুসলিমকে মুসলিম বানাতে পারেন? যদি পারেন তাহলে কীভাবে?

উত্তর ঃ অমুসলিমকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে দিন, আর বিগত জীবনে সে যে কুফরীতে নিমজ্জিত ছিলো এজন্য তাকে তাওবা করিয়ে দিন। ব্যস, সে মুসলিম হয়ে যাবে। তারপর তাকে ইসলামের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে থাকুন।

দীন এবং মাযহাব-এর পার্থক্য

প্রশ্ন-৬ ঃ 'মাযহাব' এবং 'দীন' এর মধ্যে পার্থক্য কী? ইসলাম কি 'মাযহাব' না 'দীন'?

উত্তর ঃ 'দীন' এবং 'মাযহাব' একই অর্থবোধক। আজকাল অনেকে মনে করেন দীন এবং মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, এ ধারণা ঠিক নয়।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কি অমুসলিমরাও শামিল?

প্রশ্ন-৭ ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কি অমুসলিমরাও শামিল? এক ব্যক্তি বলেছেন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে মা'ফ করার জন্য দু'আ করবে না বরং উম্মাতে মুসলিমাকে মা'ফ করে দেয়ার জন্য দু'আ করবে। কারণ কাফিররাও উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে শামিল। মেহেরবানী করে লিখে জানাবেন।

উত্তর ঃ কাফিররাও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাত এ অর্থে যে, তিনি তাদের নিকট দাওয়াত ও পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন 'উম্মাতে মুহাম্মাদী' শব্দটি বলা হয় তখন শুধু ঐ লোকদেরকেই বুঝায় যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছেন। তাঁর পয়গামকে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁকে বিশ্বাস করেছেন। তাই 'উম্মাতে মুহাম্মাদী' বলে দু'আ করা বিলকুল জায়েয। ঐ ভদ্রলোকের ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

মুসলিমদের কি আহলে কিতাব বলা যাবে?

প্রশ্ন-৮ ঃ যেহেতু মুসলিমগণ আসমানী কিতাবের ধারক ও বাহক এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শেষ নবী বলে মানেন, এই কারণে তাদেরকে কি আহলে কিতাব বলা যাবে, শরঈ অর্থে কিংবা আভিধানিক অর্থে?

উত্তর ঃ 'আহলে কিতাব' কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যারা আল কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে অন্যান্য আসমানী কিতাব মেনে চলতো তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। মুসলিমদেরকে ঐ নামে অভিহিত করা যাবে না।

ওলী এবং নবীর মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন-৯ ঃ আওলিয়া এবং আম্বিয়াদের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে?

উত্তর ঃ নবী বা আম্বিয়ায়ে কিরাম সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে চলে থাকেন। আর একজন ওলী নবীকে অনুসরণ করে থাকেন।

কাশ্‌ফ, ইলহাম এবং বাশারাত

প্রশ্ন-১০ ঃ কাশ্‌ফ, ইলহাম ও বাশারাতের মধ্যে পার্থক্য কী? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আর কারো ওপর এগুলো হওয়া কি সম্ভবপর? কুরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ কাশ্‌ফের অর্থ- কোনো কথা বা ঘটনা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া, ইলহাম অর্থ- অন্তরে কোনো কথা প্রবিষ্ট করে দেয়া, বাশারাত অর্থ- সুসংবাদ, যেমন উত্তম স্বপ্ন দেখা।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর কাশ্‌ফ, ইলহাম এবং বাশারাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা শরী'আতের দলিল নয় এবং তা বিশ্বাস করতে কিংবা মানতে লোকদেরকে আহবান জানানো যাবে না।

প্রশ্ন-১১ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি দাবী করেন, আমাকে কাশ্‌ফের মাধ্যমে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে একথা বলো। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে শরী'আতের রায় কী?

উত্তর ঃ নবী নন এমন ব্যক্তির কাশ্‌ফ বা ইলহাম হতে পারে। কিন্তু তা শরঈ দলিল হতে পারেনা। এমনকি তা দিয়ে কোনো নির্দেশও প্রমাণিত হবেনা। বরং তা শরী'আতের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে। শরী'আতের অনুকূলে হলে গ্রহণ করা যাবে প্রতিকূল হলে ত্যাগ করতে হবে। এটি ঐ অবস্থার জন্য যখন তিনি শরীআহ ও সুন্নাতে রাসূলের পুরোপুরি অনুসরণ করবেন। একজন লোক শরীআহ এবং সুন্নাতে রাসূলের ধার ধারে না, সে যদি কাশ্‌ফ বা ইলহামের দাবী করে তবে তা নির্জলা শয়তানী বা ধোঁকাবাজী।

শির্‌ক কী

প্রশ্ন-১২ ঃ শির্‌ক কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা) ও সিফাতের (গুণাবলীর) সাথে অন্য কাউকে সেরূপ মনে করার নাম শির্‌ক। এটি বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। এক কথায় বলা যায়, যে আচার আচরণ একমাত্র আল্লাহর সাথেই হওয়া উচিত সেইরূপ আচার আচরণ কোনো সৃষ্টির সাথে করাকে শির্‌ক বলে।

প্রশ্ন-১৩ ঃ শির্‌ক এমন এক পাপ যা আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। অবশ্য যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে নেয় তাহলে মা'ফ হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি না জেনে-বুঝে শির্‌কে লিপ্ত রইলো এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। এমতাবস্থায় তার গুনাহ আল্লাহ মা'ফ করবেন কি না?

উত্তর ঃ শির্‌ক অর্থ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে কিংবা তাঁর বিশেষ কোনো গুণের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা। এটি তাওবা ছাড়া মা'ফ হবার মতো

গুনাহ্ নয়। না জেনে-বুঝে শির্কে লিপ্ত থাকার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। বিস্তারিত জানিয়ে লিখুন।

কাফির ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন-১৪ ঃ কাফির ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য কী? কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের দেয়া খাদ্য খাওয়া এবং তাদের সালামের জবাব দেয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ে আসা দীনের কোনো কথাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির। আর যে আল্লাহ্র সত্তায় কিংবা গুণাবলীতে অন্য কাউকে সেরূপ মনে করে তাকে মুশরিক বলে। কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রয়োজনে তার সাথে খাওয়া দাওয়া করা যেতে পারে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দস্তরখানে কাফিরও খানা খেয়েছে। তবে কাফিরকে সালাম দেয়া যাবে না। যদি সে সালাম দেয় তবে জবাবে শুধু 'ওয়া "আলাইকুম" বলতে হবে।

শির্ক ও বিদ'আত

প্রশ্ন-১৫ ঃ শির্ক ও বিদ'আত কী? উদাহরণসহ বর্ণনা করবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর মতো অন্য কাউকে মনে করা বা সেসব গুণাবলীর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম শির্ক। আর যে কাজ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম কিংবা তাবিঈগণ করেননি অথচ দীনের মাঝে তা প্রচলন করা হয়েছে এবং তা সম্পাদন করাকে ইবাদত মনে করা হয়, এরূপ কাজকে বিদ'আত বলে। এ মূলনীতির আলোকে উদাহরণ আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

প্রশ্ন-১৬ ঃ বিদ'আত কাকে বলে? বিদ'আতের উদ্দেশ্য কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ দূররে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৬০ পৃষ্ঠায় বিদ'আতের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে-

هِيَ إِعْتِقَادُ خِلَافُ الْمَعْرُوْف عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بِمُعَانَاةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ.

'যে জিনিস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে স্বীকৃত ও প্রামাণ্য তার বিপরীত আকীদা রাখা। হিংসা বা বিদ্বেষপ্রসূত নয় বরং সন্দেহের ভিত্তিতে।'

আল্লামা শামী (রহ) আল্লামা শামসী (রহ) থেকে বিদ'আতের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-

مَا اَحْدَثَ عَلى خِلَافُ الْحَقِّ الْمُتَلَقِّى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِلْمٍ اَوْ عَمَلٍ اَوْ حَالٍ بِنُوْعٍ شُبْهَةٍ اَوْ اِسْتِحْسَنَ وَجَعَلَ دِيْنًا قَوِيْمًا وَصِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

'যে ইলম, আমল এবং পরিপ্রেক্ষিত সেই হকের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। সন্দেহ ও সুযোগের ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত দীন এবং সিরাতে মুস্তাকীমের স্থলাভিষিক্ত করে নেয়া হয়, তা-ই বিদ'আত। মোটকথা দীনের মধ্যে এমন আমল বা এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিদ'আত যা-

১. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতির বিপরীত। যার অনুকূলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা, কাজ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুমোদন বা ইঙ্গিত নেই।
২. যার অনুসারী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করেনা বরং সে মনে করে এটি একটি উত্তম কাজ, এ কাজ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।
৩. সেই কাজ দীনী কোনো উদ্দেশ্যের সহায়ক হবে না বটে কিন্তু সে মনে করবে এটি দীনী কাজ।

কাফির ও মুরতাদ

প্রশ্ন-১৭ ঃ ক. কাফির ও মুরতাদের মধ্যে পার্থক্য কী?

খ. যে ব্যক্তি কোনো মিথ্যা দাবীকৃত নবীকে মেনে নেবে সে কি কাফির না মুরতাদ?

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদ ও কাফিরের শাস্তি কী?

উত্তর ঃ ক. যে ইসলামকে মানতে পারেনি সেই কাফির। আর যে ইসলামকে মেনে নেয়ার পর তা আবার পরিত্যাগ করে তাকে মুরতাদ বলে।

খ. খতমে নবুওয়াত ইসলামের অকাট্য ও গভীর বিশ্বাসের বিষয়। এজন্য যে ব্যক্তি কোনো মিথ্যাবাদীকে নবী মেনে নেবে এবং কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণগুলোকে গোপন করবে সে মুরতাদ এবং যিন্দিক।

গ. মুরতাদের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে, তাকে তিনদিনের সময় দেয়া হবে। এ সময়ের মধ্যে তার সন্দেহ সংশয় দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যদি সে তিন দিনের মধ্যে তাওবা করে খাঁটি মুসলিম হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তাহলে তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিতে হবে। আর যদি সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। মুরতাদ পুরুষ হোক কিংবা মহিলা সবার জন্যই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম একমত। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ) মুরতাদ মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার চেয়ে তাকে বন্দী করে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো কাফির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গালি দিলে তার শাস্তি

প্রশ্ন-১৮ ঃ যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো কাফির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গালি দেয় তাহলে তার যিম্মাদারী কি নষ্ট হবে না? অথচ হাদীসে আছে- যে যিম্মী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেবে তার যিম্মাদারী শেষ হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে হানাফী ফিকহের রায় হচ্ছে- যে এরূপ অপরাধে লিপ্ত হবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দুররে মুখতার এবং শামী কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।... শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু তাইমিয়্যাসহ সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার যিম্মাদারী শেষ হয়ে যাবে কিনা? এতে অবশ্য মতবিরোধ আছে। হানাফীগণ বলেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবমাননা কুফর, প্রকৃতপক্ষে সেতো প্রথম থেকেই কাফির হয়ে আছে। কাজেই তার যিম্মাতো নষ্ট হবেনা। (কারণ তাকে তো কাফির হিসেবেই যিম্মা প্রদান করা হয়েছে- অনুবাদক) তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা ওয়াজিব।

অন্যদের মতে- তার যিম্মাদারী নষ্ট হয়ে যাবে। সে হারবী (যুদ্ধরত কাফির)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। উভয়দলের মূল বক্তব্য একটিই। তা হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা। যে হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে

তা হানাফীদের মতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কারণ এ হাদীসে অপরাধের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং তার শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সামান্য অবজ্ঞা প্রদর্শন

প্রশ্ন-১৯ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যদি কেউ সামান্য অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সে কি মুসলিম থাকে?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি চুলকে অবজ্ঞা করাও কুফর। ফিকহের কিতাবে বলা হয়েছে- রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লাশ মুবারক নিয়ে কোনো তাচ্ছিল্য বাক্য উচ্চারণ করাও কুফর। যে এরূপ করবে সে কাফির।

কোনো সাহাবাকে কাফির বললে

প্রশ্ন-২০ ঃ যায়েদ বলছে- কোনো সাহাবাকে যে কাফির বলবে সে অভিশপ্ত কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হবে না। আমর বলছে- কোনো তাচ্ছিল্য বাক্য উচ্চারণ করাও কুফর। যে এরূপ করবে সে কাফির। কোন্‌টি সঠিক?

উত্তর ঃ কোনো একজন সাহাবাকে যে কাফির বলবে, সে কাফির এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভূত।

কোনো সাহাবাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা

প্রশ্ন-২১ ঃ যে ব্যক্তি কোনো সাহাবাকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে এবং বলে আবু হুরাইরা মানে 'বিড়ালের জড়াজড়ি'। আরো বলে আমি তাঁর বর্ণিত হাদীস মানিনা। সে কি মুসলিম?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট সাহাবাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে সে জঘন্য ফাসিক। তার তাওবা করা উচিত। অন্যথায় তার খারাপ মৃত্যুর আশংকা আছে। আর যদি বলে আমি অমুক সাহাবার হাদীস মানিনা (নাউযুবিল্লাহ) সে ঐ সাহাবার ওপর ফাসিকীর অপবাদ দিলো। হযরত আবু হুরাইরা (রা) জলীলুল কদর একজন সাহাবী। দীনের বিরাট এক অংশের ভাষ্য তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে মুনাফিকী এবং দীন থেকে ফিরে যাবার নামান্তর।

কোনো সুন্নাত নিয়ে হাসিঠাট্টা করা

প্রশ্ন-২২ ঃ কোনো সুন্নাত নিয়ে হাসিঠাট্টা করা কিরূপ?

উত্তর ঃ সুন্নাত হচ্ছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরীকার নাম। কাজেই কোনো সুন্নাত নিয়ে যে হাসি-তামাশা করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির। যদি সে পূর্বে মুসলিম থাকে তাহলে এরূপ করার ফলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

যাচাই বাছাই না করে কোনো হাদীসকে অস্বীকার করা

প্রশ্ন-২৩ ঃ আমি একটি হাদীসে দেখেছি- মানুষ যখন যিনা করে তখন তার ঈমান তার কাছ থেকে বেরিয়ে মাথার ওপর ঝুলে থাকে। যখন সে অপকর্ম থেকে পৃথক হয় তখন ঈমান তার আপন জায়গায় গিয়ে স্থির হয়। এ হাদীসটি আমার এক বন্ধুকে এমন এক সময় শুনিয়েছি যখন তার সাথে যিনা সম্পর্কে কথোপকথন হচ্ছিলো। সাথে সাথে এও বলেছি যে, এটি হাদীস। 'মওলবীদের ঘরে বানানো কথা বাদ দাও।' সে জবাব দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাদীসটির কি সনদ আছে? এটি কি নির্ভরযোগ্য না যয়ীফ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমার বন্ধুর উক্তি- 'এটি মওলবীদের ঘরে বানানো কথা।' এটি কি ঠিক হয়েছে? একটু সবিস্তারে বর্ণনা করবেন।

উত্তর ঃ এ হাদীসটি সহীহ আল বুখারীর হাওয়ালা দিয়ে মিশকাত শরীফে সংকলন করা হয়েছে। আপনার বন্ধুর উক্তিটি মূর্খতা প্রসূত। তার তওবা করা উচিত। যাচাই বাছাই ছাড়া এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় যে কোনো সময়ে ঈমান হারানোর আশংকা আছে।

অমুসলিমকে কুরআন শরীফ পড়তে দেয়া

প্রশ্ন-২৪ ঃ কুরআন শরীফ তরজমা তাফসীরসহ যদি কোনো অমুসলিম পড়তে চায় তাকে পড়তে দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ যদি বিশ্বাস থাকে যে, তার দ্বারা কুরআন মাজীদের কোনো অমর্যাদা হবেনা তাহলে তাকে পড়তে দেয়ায় কোনো দোষ নেই। তবে বলে দেয়া যেতে পারে, সে যেন গোসল করে তা পড়ে।

অমুসলিম পিতামাতা ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক

প্রশ্ন-২৫ ঃ আমার সব ভাইয়েরা অমুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি মুসলিম হয়েছি। হানাফী মাযহাবের আলোকে আমাকে দয়া করে জানাবেন, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবো কিনা এবং তাদের সাথে লেনদেন করবো কিনা? পাঁচ বছর হয় আমি মনের তাগিদে তাদের সাথে

সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। শরী'আতের আলোকে আমাকে এও জানাবেন যে, আমার পিতার সাথে কিরূপ আচরণ করবো যিনি এখনো কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত। আমি তাকে দীনের পথে আনার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। উল্টো আমাকে বদ দু'আ এবং গালিগালাজ করে থাকেন। যে গালিগালাজ আমাকে করেন তার কি কোনো গুরুত্ব নেই?

উত্তর ঃ পিতামাতা যদি অমুসলিম হয় এবং তারা খেদমতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের খেদমত করতে হবে। তবে তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা যাবেনা। তদ্রূপ আত্মীয় স্বজনের সাথেও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা যাবেনা। আপনার পিতামাতা আপনাকে যে গালিগালাজ ও বদ দু'আ করে তার কোনো প্রভাব আপনার ওপর পড়বে না। তাদের এ কাজ নিজেদের ওপরই যুল্‌মের নামান্তর।

প্রশ্ন-২৬ ঃ আমার এক বন্ধু হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটি বর্তমানে মুসলিম হয়েছে। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনের সাথে গভীর সম্পর্কও রয়েছে। এখন সেখানে খাওয়া দাওয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে? সব ধরনের খাদ্যই কি গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের ঘরে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্যই যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, খাদ্য পবিত্র ও হালাল। তবে কোনো অমুসলিমের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই।

অমুসলিমদের দেয়া খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন-২৭ ঃ আমার এক খৃস্টান বন্ধু আছে। প্রতিদিনই প্রায় তার বাড়িতে আমার খাওয়া হয়। অনেক সময় আমাকে সেখানে খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। অমুসলিমের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ কি জায়েয? কেননা যে প্লেটে আমি খাই সেই প্লেটে তো তারা শূকর খেয়ে থাকে।

উত্তর ঃ যদি প্লেট পাক হয় এবং খাদ্য হালাল ও পবিত্র হয় তবে তা খাওয়া জায়েয আছে, কিন্তু অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নেই।

কোনো মুসলিমের জীবন বাঁচাতে অমুসলিম থেকে রক্ত গ্রহণ

প্রশ্ন-২৮ ঃ কোনো মুমূর্ষ মুসলিমকে বাঁচানোর জন্য অমুসলিমের দেয়া রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।

কোনো অমুসলিমকে আর্থিক সাহায্য করা

প্রশ্ন-২৯ ঃ কোনো অমুসলিমকে সাহায্য করা কি ইসলামে জায়েয? আমার সাথে কয়েকজন খৃস্টান চাকুরী করে। তারা অনেক সময় আমার কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে থাকে। এ সাহায্য কখনো ঋণের নামে আবার কখনো এমনিই চেয়ে থাকে। আমি কি তাদেরকে সাহায্য করতে পারবো?

উত্তর ঃ কোনো অমুসলিম যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং আপনি তাকে সাহায্য করতে সক্ষম হন তাহলে তাকে সাহায্য করা উচিত। কারো সাথে ভালো আচরণ করা এটাতো উত্তম কথা। অবশ্য যে অমুসলিম মুসলিমদের কষ্টের কারণ হয় তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা জায়েয নেই।

অমুসলিম শিক্ষককে সালাম দেয়া

প্রশ্ন-৩০ ঃ শিক্ষক যদি হিন্দু হয় তাঁকে কি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা যাবে?

উত্তর ঃ না। অমুসলিমদেরকে সালাম দেয়া যাবেনা।

প্রশ্ন-৩১ ঃ সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা অনেক সময় অমুসলিম শিক্ষকদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়। তিনি একদিকে যেমন বয়সে বড়ো অন্যদিকে শিক্ষকও বটে। আর একথাও সত্যি যে, ছাত্ররাই প্রথমে শিক্ষককে সালাম দিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অমুসলিম শিক্ষককে কিভাবে সালাম দিতে হবে? যেমন হিন্দুদেরকে 'নমস্কার' এবং খৃস্টানদেরকে আদাব বলা হয়ে থাকে। আমি কি তাদেরকে এরূপ বলবো? নাকি কিছু না বলে সরাসরি কথাবার্তা শুরু করে দেবো? পথ চলতে দেখা হয়ে গেলে সালাম সম্ভাষণ ছাড়াই কি চলে যাবো?

উত্তর ঃ অমুসলিমকে তো প্রথমে সালাম দেয়া যাবেনা। যদি সেই প্রথমে সালাম দিয়ে বসে তাহলে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে। অবশ্য কখনো যদি এমন সুযোগ আসে তাকে সালাম সম্ভাষণ না বলে 'আপনি কেমন আছেন', 'ভালো আছেন তো', 'আপনার শরীর স্বাস্থ্য ভালো তো'- এরূপ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনাকে এমন একটি কথা দিয়ে শুরু করতে হবে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

এমন থালা গ্লাস ব্যবহার, যেগুলো অমুসলিমরাও ব্যবহার করে থাকে

প্রশ্ন-৩২ ঃ আমরা বিয়ে-শাদীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে ডেকোরেটর থেকে থালা, বাটি, জগ, গ্লাস, ডেগ প্রভৃতি ভাড়া করে থাকি। সেগুলো আমরা যেমন ব্যবহার করি তেমনিভাবে অমুসলিমরাও ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেগুলো ব্যবহার করা কি আমাদের ঠিক হবে?

উত্তর ঃ ভালোভাবে ধুয়ে তা ব্যবহার করলে শরী'আতে কোনো বাধা নেই।

অমুসলিমদের উপহার গ্রহণ করা

প্রশ্ন-৩৩ ঃ আমাদের এখানে অনেক অমুসলিম (যেমন হিন্দু, খৃস্টান, শিখ প্রমুখ) বাস করে। যখন তাদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান হয় তখন তারা স্টাফদের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। সেগুলো গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি তা অপবিত্র ও হারাম না হয় তাহলে অমুসলিমদের যে কোনো উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৩৪ ঃ কোনো মুসলিম কি অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে? ভালোবাসা কিংবা অংশীদারী ব্যবসার কারণে যদি অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবেনা। হাদীসে এসেছে- 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুষ্ঠানকে জাঁকজমক করার জন্য সেখানে অংশগ্রহণ করবে সে তাদেরই দলভুক্ত।'

অমুসলিম কর্তৃক রান্না করা খাদ্য

প্রশ্ন-৩৫ ঃ আমাদের কোম্পানীর বাবুর্চি হিন্দু। আমরা কি তার দ্বারা রান্না করা খাদ্য খেতে পারবো? উল্লেখ্য যে, এখানে আমরা অনেক মুসলিম আছি।

উত্তর ঃ যদি তাদের হাত পবিত্র ও পরিষ্কার থাকে তাহলে তাদের রান্না করা খাদ্য খাওয়া যাবে।

চাইনিজ বা থাই রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া

প্রশ্ন-৩৬ ঃ কিছুদিন হয় আমার ভেতর খট্‌কা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের অনেক লোক চাইনিজ বা থাই রেস্টুরেন্টে সখ করে খেতে যায়। তারা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করেনা, যেসব খাদ্য তারা গ্রহণ করছে তা হালাল না হারাম। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে- তারা শুধু হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া নিজ হাতে যবাহ্‌ই করেনা অনেক সময় মৃত হাঁস, মুরগীও চালিয়ে দেয়। এবার মেহেরবানী করে বলুন, অমুসলিমদের হাতে যবাহ্ করা প্রাণী খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর ঃ এ ধরনের হোটেলে খাওয়া জায়েয নেই যেখানে পাক-নাপাক ও হালাল-

হারামের পরওয়া করা হয়না। আহলে কিতাবদের যবাহ করা প্রাণী খাওয়া যাবে যদি তা হালাল প্রাণী হয়। কিন্তু অন্য কোনো অমুসলিমের যবাহ খাওয়া মুসলিমদের জন্য হারাম।

অমুসলিমদের দ্বারা ধোলাই করা কাপড়

প্রশ্ন-৩৭ ঃ আমার বাড়িতে এক খৃস্টান মহিলা কাপড় চোপড় ধুয়ে থাকে। সে কখনো নোংরা কাজকর্ম করেনা। স্বামী কারখানায় কাজ করে আর সে মানুষের কাপড় চোপড় ধোলাই করে। প্রশ্ন হচ্ছে, তার ধোলাই করা কাপড় আমি ব্যবহার করতে পারবো, না আমাকে পুনরায় ধুয়ে পাক করে নিতে হবে? আমি আল্লাহর মেহেরবানীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। তাকে খেতে দিলে তার জন্য কি আলাদা প্লেট গ্লাস রাখবো নাকি তার খাওয়ার পর সেগুলো ধুয়ে ফেললেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ যদি সে কাপড় তিনবার করে ধুয়ে নেয় তাহলে সে কাপড় পাক। দ্বিতীয়বার ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে প্লেট গ্লাসে কোনো অমুসলিম খানা খায় তা ভালো করে ধুয়ে ব্যবহার করা জায়েয।

পূজার প্রসাদ খাওয়া

প্রশ্ন-৩৮ ঃ হিন্দুদের পূজার প্রসাদ বন্টন করা হয়। যার মধ্যে ফলমূলও থাকে আবার পাকানো খাদ্যদ্রব্যও থাকে। অনেক মুসলিম তা খেয়ে থাকে। মেহেরবানী করে জানাবেন এগুলো খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ পূজার প্রসাদ শরঈ দৃষ্টিতে হারাম। কোনো মুসলিমদের তা খাওয়া জায়েয নেই।

অমুসলিমদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৩৯ ঃ অমুসলিমের মৃত্যুতে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কি মুসলিমগণ অংশগ্রহণ করতে পারে?

উত্তর ঃ তাদের ধর্মের লোকজন যদি না থাকে তাহলে অংশগ্রহণ করা যাবে। আর যদি প্রয়াত ব্যক্তির ধর্মের লোকজন তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে তাহলে কোনো মুসলিমদের সেখানে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

কোনো অমুসলিমকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা

প্রশ্ন-৪০ ঃ কোনো অমুসলিমকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ কোনো অমুসলিমকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৪১ ঃ মুসলিমদের কবরস্থানে অমুসলিমদের কবর দেয়া জায়েয নেই কিন্তু মুসলিমদের কবরস্থানের পাশে অমুসলিমদের কবরস্থান তৈরী করা জায়েয কিনা।

উত্তর ঃ যে কারণে মুসলিমদের কবরস্থানে অমুসলিমকে দাফন করা যায় না সেই একই কারণে মুসলিমদের কবরস্থানের পাশে অমুসলিমকে দাফন করা যায় না এবং সেই একই কারণে মুসলিমদের কবরস্থানের পাশে অমুসলিমদের কবরস্থান করাও জায়েয নেই। কোনো এক সময় হয়তো দুই কবরস্থান এক হয়ে যেতে পারে এজন্য দুই কবরস্থানের মধ্যে দূরত্ব থাকা ভালো। তাছাড়া অমুসলিমদের কবরে শাস্তি হওয়ার দরুন মুসলিম মুর্দাগণ কষ্ট পেয়ে থাকেন।

অমুসলিমকে শহীদ বলা

প্রশ্ন-৪২ ঃ ১লা মে সারা দেশে মে দিবস পালন করা হয়। শ্রমিক আন্দোলনে শিকাগো শহরে যারা মারা গেছে তাদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করে তাদের জন্য দু'আ করা হয়। দেশে সেদিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যারা আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক আন্দোলনে মারা গেছে তারা তো কেউ মুসলিম ছিলোনা, তাহলে তাদেরকে শহীদ বলা হবে কেন?

উত্তর ঃ কোনো অমুসলিমকে শহীদ বলা যাবেনা। শহীদ হচ্ছে, ইসলামের একটি নিজস্ব পরিভাষা।

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলে তাকে সাহাবা বলা যাবে কি?

প্রশ্ন-৪৩ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখে থাকে, তাকে কি সাহাবা বলা যাবে?

উত্তর ঃ এটি ভুল ধারণা। স্বপ্নে দেখলে তাকে সাহাবা বলা যাবেনা। সাহাবা তাদেরকে বলা হয় যাঁরা জীবদ্দশায় ঈমানের সাথে নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছেন এবং ঈমানের সাথেই তাঁরা ইন্তিকাল করেছেন। এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহাবাদের মর্যাদা আর কারো লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি যত বড়ো ওলীই হোন না কেন।

আদমকে (আ) ফেরেশতাগণ কিভাবে সিজদা করেছেন

প্রশ্ন-৪৪ ঃ হযরত আদমকে (আ) ফেরেশতাগণ কিভাবে সিজদা করেছিলেন?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে দুটো মত আছে- এক. এ সিজদা ছিলো মূলত সম্মান প্রদর্শন। দুই. এ সিজদা আল্লাহর জন্যই ছিলো কিন্তু আদম (আ) ছিলেন উপলক্ষ মাত্র। যেমন আমরা কা'বামুখী হয়ে আল্লাহকেই সিজদা করি।

Muhammad শব্দটি সংক্ষেপে লেখা

প্রশ্ন-৪৫ ঃ ইংরেজীতে 'Muhammad' শব্দটি না লিখে সংক্ষেপে Mohd লেখা ঠিক হবে কি?

উত্তর ঃ ইংরেজদের কাছে যদিও 'মুহাম্মাদ' শব্দটির গুরুত্ব কম কিন্তু একজন মুসলিমদের কাছে 'আল্লাহ' শব্দটির পরই এ শব্দটির গুরুত্ব। কাজেই একে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করা মানে এ শব্দটির ব্যাপারে তার অবজ্ঞা প্রদর্শন (নাউযুবিল্লাহ) ছাড়া আর কিছুই নয়। ফিরিঙ্গিদের কর্তৃক আবিস্কৃত অর্থহীন একটি শব্দ ছাড়া Mohd আর কিছুই নয়। অর্থবোধক সুন্দর একটি শব্দকে পরিবর্তন করে অর্থহীন করে দেয়া কোনো মুসলিমের শোভা পায়না। অনেকে সংক্ষেপে শুধু 'M' বা Md. লিখেন, এটিও ইংরেজদের একটি ফ্যাশন। তেমনিভাবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না লিখে সংক্ষেপে সা. লেখাও ঠিক নয়। কারণ রচনা বা প্রবন্ধের চেয়ে দরূদশরীফের গুরুত্ব কম নয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম যখনই লেখা হোক না কেন অবশ্যই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে হবে। এ ব্যাপারে বখিলি করা ঠিক নয়।

আশারায়ে মুবাশ্শারাহ কাদেরকে বলা হয়?

প্রশ্ন-৪৬ ঃ এক হাফিয সাহেব বলেন, হযরত ফাতিমাও (রা) আশারায়ে মুবাশ্শারাহ এর একজন। আশারায়ে মুবাশ্শারাহ কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর ঃ আশারায়ে মুবাশ্শারাহ ঐ দশজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে বলা হয় যাঁরা একই সময় রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) হযরত আবু বাকর (২) হযরত উমার (৩) হযরত উসমান (৪) হযরত আলী (৫) হযরত তালহা (৬) হযরত যুবাইর (৭) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (৮) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (৯) আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ এবং (১০) সাঈদ ইবনু যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তিনি জান্নাতে মহিলাদের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু আশারায়ে মুবাশ্শারাহ একটি বিশেষ পরিভাষা। এঁদের মধ্যে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহা শামিল নেই। অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বতন্ত্রভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ বলা হয়না।

হযরত আবু বাকর (রা)-এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ

প্রশ্ন-৪৭ ঃ আমীরুল মুমিনীন সাইয়িদিনা হযরত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্ম তারিখ ও মৃত্যু তারিখ জানতে চাই।

উত্তর ঃ জন্ম তারিখ জানা নেই। মৃত্যু মঙ্গলবার, ২২শে জমাদিউল উখ্‌রা ১৩ হিজরী মুতাবিক ২৩শে অগাস্ট ৬৩৪ ঈসায়ী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। এতে বুঝা যায়, হিজরতের পঞ্চাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উমার (রা)-এর ইচ্ছানুযায়ী অবতীর্ণ আয়াতসমূহ

প্রশ্ন-৪৮ ঃ হযরত উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইচ্ছানুযায়ী কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জানতে চাই।

উত্তর ঃ হযরত উমার (রা)-এর পরম সৌভাগ্য যে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী আল কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) 'তারিখে খুলাফা' নামক গ্রন্থে বিশ/একুশ জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন। আর ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) 'ইযালাতুল খিফা আন খিলাফাতুল খুলাফা' নামক গ্রন্থে দশ এগারো জায়গার কথা বলেছেন। অন্যতম কয়েকটি জায়গার কথা নিচে দেয়া হলো।

১. হযরত উমার (রা) এর ইচ্ছে ছিলো বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে হত্যা করা। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সূরা আল আনফালের ১৬৯ থেকে ১৭৬ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
২. মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যখন মারা যায় তখন তাঁর অভিমত ছিলো- মুনাফিকের জানাযা পড়া উচিত নয়। এ অভিমতের সত্যতা স্বরূপ সূরা আত তাওবার ৮৪ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।
৩. তিনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সূরা আল বাকারার ১২৫ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।
৪. তিনি চাইতেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ পর্দার ভেতর অবস্থান করুন। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর ওপর যখন মুনাফিকরা অপবাদ রটিয়েছিলো তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমার (রা) এর পরামর্শ চাইলেন। তিনি শুনেই বললেন- 'তাওবা, তাওবা, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ।' পরবর্তীতে হযরত আয়িশা (রা)-এর নির্দোষিতা প্রমাণ করে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

৬. একবার আযওয়াযে মুতাহ্হারাকে তিনি বললেন- তোমরা যদি রাসূলের সাথে এরূপ করো আর তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তোমাদের চেয়ে ভালো স্ত্রী মিলিয়ে দেবেন। অতঃপর দেখা গেলো, রাব্বুল আলামীন একই কথা বলে আয়াত অবতীর্ণ করলেন। সূরা আত তাহ্রীমের ৫ নং আয়াত। এমনি ধরনের আরো কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত উমার (রা)-এর জন্ম ও শাহাদাত

প্রশ্ন-৪৯ ঃ আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যিদিনা হযরত উমার (রা) এর জন্ম ও শাহাদাতের তারিখ জানতে চাই।

উত্তর ঃ হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে জন্ম। শাহাদাত ২৬শে যিলহাজ্জ ২৩ হিজরী রোজ বুধবার মুতাবিক ৩১শে অকটোবর ৬৪৪ ঈসায়ী ফযর নামাযের সময় আবু লু-লু নামক এক অগ্নি উপাসক তাঁকে ছুরি মেরে গুরুতর আহত করে। তিনদিন মুমূর্ষ অবস্থায় থেকে ২৯শে যিলহাজ্জ (৩রা নভেম্বর) তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে চলে যান। ১লা মুহাররাম তাঁকে দাফন করা হয়। নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন হযরত সুহাইব রুমী (রা)।

হযরত উমার (রা) এর কাশ্ফ

প্রশ্ন-৫০ ঃ অনেক আলেমের নিকট শুনা যায়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) একবার জুম'আর খুতবা দেয়ার সময় সিরিয়ায় যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর কমান্ডারকে বলেছিলেন- 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও, সেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা কর।' যাহোক, তিনি হযরত উমার ফারুক (রা)-এর আওয়াজ শুনেছিলেন এবং সেই পরামর্শ মুতাবিক যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন। কথাটি কি সঠিক?

উত্তর ঃ এটি হযরত উমার (রা)-এর কাশ্ফ এবং কিরামত। এ ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে আছে। (এজন্য দেখুন হায়াতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮; আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩১)

হযরত উসমান (রা)-এর জন্ম এবং শাহাদাত

প্রশ্ন-৫১ ঃ আমীরুল মুমিনীন সাইয়িদিনা হযরত উসমান (রা)-এর জন্ম ও শাহাদাতের তারিখ জানতে চাই।

উত্তর ঃ শাহাদাতের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, ১৮ই যিলহাজ্জ ৩৫ হিজরী, (১৭ই জুন ৬৫৬ ঈসায়ী) শুক্রবার। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

(এই হিসেবে তাঁর জন্ম হিজরতের ৪৭ বছর পূর্বে-অনুবাদক)

হযরত আলী (রা)-এর নামের শেষে 'কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু' বলা হয় কেন?

প্রশ্ন-৫২ ঃ মেহেরবানী করে জানাবেন, প্রত্যেক সাহাবার নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' এবং আলী (রা)-এর নামের শেষে 'কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু' বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ খারেজীরা তাঁর নামের পরে বদ দু'আ স্বরূপ একটি খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতো। এজন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সেই শব্দের বিপরীতে দু'আ সূচক এ শব্দটি ব্যবহার করে। শব্দটির অর্থ- 'আল্লাহ তাঁর চেহারা উজ্জ্বল করে দিন।'

হযরত আলী (রা)-এর জন্ম এবং শাহাদাত

প্রশ্ন-৫৩ ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর জন্ম ও শাহাদাতের তারিখ জানতে চাই।

উত্তর ঃ শাহাদাত ১৭ই রামাদান ৪০ হিজরী (২৪শে জানুয়ারী ৬৬১ ঈসায়ী) শাহাদাতের সময় বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর।

হযরত মুআবিয়া (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

প্রশ্ন-৫৪ ঃ হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 'আল ইসাবা' (তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৪৩৩) গ্রন্থে ওয়াকিদী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু ব্যাপারটি গোপন রাখেন। পরে মক্কা বিজয়ের সময় তা প্রকাশ করেন।

হযরত বিলাল (রা)-এর বিয়ে এবং বয়স

প্রশ্ন-৫৫ ঃ হযরত বিলাল (রা)-এর বিয়ে কি তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে

হয়েছিলো? তাও গায়েবী ইশারায়? আল্লাহর পক্ষ থেকে কি তাঁর বয়স ৪০ বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো?

উত্তর ঃ হযরত বিলাল (রা) ইয়েমেনে বিয়ে করেছিলেন। একথা জানিনা তিনি মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে বিয়ে করেছিলেন। তবে গায়েবী ইশারা এবং বয়স বাড়ানোর কথা ডাহা মিথ্যা। তিনি ষাট বৎসরের চেয়ে সামান্য ক'দিন বেশী বেঁচে ছিলেন। হিজরী ১৮ মতান্তরে ১৯ বা ২০ সালে ইন্তিকাল করেন।

বার বার কৃত গুনাহ্ এবং তাওবা

প্রশ্ন-৫৬ ঃ পৃথিবীতে এমন মুসলিম আছে, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, আবার সেই সাথে এমন কিছু গুনাহর কাজও করে যা ইসলাম বারণ করেছে। আবার সেইসাথে তাওবাও করে। পুনরায় আবার একই গুনাহের পুনরাবৃত্তি এবং তাওবা। এভাবেই চলছে। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ কখনো গুনাহর কাজ করবো না এরূপ মনোভাব হওয়া উচিত। তবু যদি গুনাহর কাজ হয়ে যায় তাহলে তাওবা করতে হবে। আল্লাহ না করুন যদি দিনে ৭০ বারও গুনাহ হয়ে যায় তবে সত্তর বারই তাওবা করতে হবে। এভাবে তাওবা করতে করতে তার মৃত্যুও তাওবার হালতে হয়ে যাবে। ফলে সে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

গুনাহ্গার কোনো মুসলিম যদি তাওবা ব্যতিরেকে মারা যায়

প্রশ্ন-৫৭ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি অনেক গুনাহ করে এবং তাওবা ব্যতিরেকে মারা যায় তার মুক্তির কি কোনো পথ আছে? উল্লেখ্য সে নিঃসন্তান।

উত্তর ঃ বিনা তাওবায় কোনো মুমিনের মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। রাতে গুনাহ্ করলে সকালে এবং দিনে গুনাহ্ করলে রাতের মধ্যে তার তাওবা করা উচিত। যে মুসলিম তাওবা ছাড়া মারা যাবে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছে করলে দয়াপরবশ হয়ে মাফ করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

খাঁটি তাওবা এবং হক্কুল ইবাদ

প্রশ্ন-৫৮ ঃ যদি মানুষ কবীরাহ্ গুনাহ্ করে, যেমন- যিনা, মাদকদ্রব্য সেবন, কারো হক নষ্ট করা, কারো মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাকে হিদায়াত প্রদর্শন করেন ফলে সে তাওবা করে। ভবিষ্যতে সেসব কাজের পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এতে কি তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে?

আমি শৈশবে প্রায় পনের বছর পর্যন্ত নানীর কাছে থেকে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি তাকে দেখেছি, অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। মাঝে মাঝে আমাকে বদ দু'আ করতেন। সাত বছর হয় তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আমার বয়স এখন বাইশ। আমি চাই আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন।

উত্তর ঃ খাঁটি তাওবার দ্বারা সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হকের ব্যাপারটি আলাদা। যদি কারো সম্পদ হরণ করা হয়ে থাকে তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে অথবা মালিক থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি সম্পদ না হয়ে তার কোনো অধিকার নষ্ট করা হয় যেমন কাউকে হত্যা করা, গালি দেয়া, গীবত করা ইত্যাদি। তাহলে তাদের কাছ্ থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। কেউ যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং মাগফিরাত কামনা করা। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ মা'ফ করে দেবেন।

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়

প্রশ্ন-৫৯ ঃ কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানাবেন, মানুষের মৃত্যু কি কখনো তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হয়?

উত্তর ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট। তার এক মুহূর্ত পূর্বে কিংবা পরে কারো মৃত্যু হয় না।

কবরের মধ্যে কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছবি দেখানো হয়?

প্রশ্ন-৬০ ঃ আমাদের ফ্যাক্টরীর এক ভদ্রলোক বলেন, যখন মানুষের মৃত্যু হয় এবং কবরে সওয়াল জওয়াব হয় তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার সময় স্বয়ং তিনি সেখানে উপস্থিত হন। অন্য একজন বলেন, না তিনি সশরীরে উপস্থিত হন না কিন্তু তার ছবি মৃত ব্যক্তির নিকট তুলে ধরা হয়। জনাব, মেহেরবানী করে জানাবেন, ছবি দেখানো হয় নাকি তাঁকে স্বয়ং উপস্থিত করা হয়? যদি ছবি দেখানো হয় তাহলে তা কি ধরনের ছবি?

উত্তর ঃ কবরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং উপস্থিত হন কিংবা তাঁর ছবি দেখানো হয়, এই মর্মে কোনো প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই।

মৃত ব্যক্তি সালাম শুনেন?

প্রশ্ন-৬১ ঃ শুনেছি কবরস্থানের নিকট দিয়ে গেলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া

আহলাল কুবুর' বলে সালাম দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা কি সালাম শুনতে পান? যদি শুনেন তাহলে কিভাবে ? মৃত ব্যক্তি তো শুনতে পান না।

উত্তর ঃ সালাম দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ আছে। কতিপয় রিওয়ায়েতে আছে তাঁরা সালাম শুনে জবাবও দিয়ে থাকেন। যিনি সালাম দেন তাকেও তাঁরা চিনতে পারেন। কিন্তু আমরা তাদের সে অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। এজন্য আমরা শুধু একথার ওপরই থাকতে চাই যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সালাম করতে বলেছেন, ব্যস্ আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করে যাবো।

হিসেব নিকেশের পূর্বেই কেন কবরে শাস্তি দেয়া হবে?

প্রশ্ন-৬২ ঃ হাশরের ময়দানে মানুষের হিসেব নিকেশ নেয়া হবে। তারপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে হিসেব নিকেশের পূর্বেই কেন কবরে শাস্তি দেয়া হবে? এখনো তো তাদের মামলাই নিষ্পত্তি হয়নি? অপরাধীকে বড়োজোর গ্রেফতার করা যেতে পারে। তাই বলে বিচার না করে তাকে শাস্তি দেয়া যায়না। তাহলে কবরে কেন শাস্তি দেয়া হবে? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ চূড়ান্ত শাস্তি বা শাস্তি তো পরকালে হিসেব নিকেশের পরই দেয়া হবে। কিন্তু কতিপয় আমল এমন আছে যার কিছু শাস্তি দুনিয়ায়ও দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিবেক-বুদ্ধিও এর সত্যতা প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কিছু আমলের জন্য কবরেও শাস্তি কিংবা শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। একথার প্রমাণও হাদীস থেকে পাওয়া যায়। আশা করি এখন আপনার এ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যে, মামলা শেষ হওয়ার পূর্বে শাস্তি কিভাবে দেয়া হয়? সত্যি কথা বলতে কি, কারো সাজা তো মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরই দেয়া হবে। আলমে বারযাখে যে শাস্তি দেয়া হয় তা আসামীদেরকে একটি অবস্থায় রাখার জন্য। আবার একথাও ঠিক, কিছু লোককে আলমে বারযাখে যে সাজা দেয়া হবে এতেই তার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। যেমন দুনিয়ার বিপদাপদ ও পেরেশানী ঈমানদারদের জন্য গুনাহর কাফ্ফারা স্বরূপ। মোটকথা, কবরের আযাব বা শাস্তি সত্য। একথা বিশ্বাস করা অপরিহার্য। কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক ঈমানদারের দু'আ করা উচিত। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক

নামাযের পর কবর আযাব হতে আল্লাহর দরবারে পানাহ্ চাইতেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

কবরের আযাব জীবিতরা অনুভব করতে পারেনা কেন?

প্রশ্ন-৬৩ ঃ আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি গুনাহগার বান্দাহদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে। অনেক দিন আগে মিশরে লাশকে মমি বানিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে লাশকে কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। তাদেরকে কবরে রাখা হয়না তাহলে তাদের কবর আযাব হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝা যায়, আপনি কবর বলতে সেই গর্তকে বুঝেছেন যেখানে লাশ দাফন করা হয়। প্রকৃত অবস্থা এমন নয়। কবরের আযাব শুধু নাম যা আলমে বারযাখে প্রদান করা হয়। তাতে মৃতকে সেই গর্তে দাফন করা হোক কিংবা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হোক অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হোক কিংবা লাশকে সংরক্ষণ করা হোক না কেন। অন্য জগতের শাস্তি সম্পর্কে অনুভব করা যাবে একথা ঠিক নয়। তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে স্বপ্ন। অনেক সময় স্বপ্ন দেখে মানুষ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যায় কিন্তু তার পাশে বসে থাকা ব্যক্তি তা ঘূণাক্ষরেও টের পায়না।

কবরে রুহ এবং দেহ দুটোকেই শাস্তি দেয়া হয়?

প্রশ্ন-৬৪ ঃ কবরের আযাব কি শুধু দেহের ওপর হয়, না রুহের ওপরও তার প্রভাব পড়ে?

উত্তর ঃ রুহ এবং দেহ দুটোকেই শাস্তি দেয়া হয়। রুহকে সরাসরি এবং দেহকে রুহের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়।

মৃত ব্যক্তির অনুভূতি

প্রশ্ন-৬৫ ঃ মৃত্যুর পর গোসল, জানাযা এবং দাফন পর্যন্ত তার অনুভূতি কেমন হয়? আত্মীয়-স্বজনকে সে চিনতে পারে কি? তাদের কান্নাকাটি কি সে শুনতে পায়? মৃতদেহ স্পর্শ করলে কি তার কষ্ট হয়?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পর মানুষ অন্য এক জগতে চলে যায়। যাকে 'আলমে বারযাখ' বলে। সেখানকার পুরো অবস্থা অনুভব করা এখান থেকে সম্ভব নয়। এজন্য সব অবস্থার কথা বলা যাবেনা। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি যতটুকু জেনেছি তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। এক হাদীসে বলা হয়েছে-

কে তাকে গোসল দেয়, কে তাকে উঠায়, কে কাফন পরায় এবং কে তাকে কবরে নামায় মৃত ব্যক্তি সবাইকে চিনতে পারে। (মুসনাদে আহমদ)।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে- 'যখন জানাযা নিয়ে যাওয়া হয় তখন মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে বলতে থাকে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আর যদি গুনাহগার হয় তবে বলতে থাকে, আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে- যখন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে তিন কদম যাওয়া হয় তখন সে বলতে থাকে- হে আমার বন্ধুরা! হে আমার লাশ বহনকারীরা! দেখো, দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে যেভাবে আমাকে ফেলেছে, তোমাদেরকে যেন খেলার পুতুল বানাতে না পারে যেভাবে আমাকে বানিয়েছে। আমি যা কিছু রেখে যাচ্ছি তা ওয়ারিশদের কাজে লাগবে কিন্তু বিনিময় দেয়ার মালিক কিয়ামাতের দিন সেজন্য আমাকে ধরবেন। আমার থেকেই হিসেব নিকেশ নেবেন। আফসোস! তোমরা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যাবে! (ইবনু আবিদ-দুনিয়া ফিল কুবুর)।

অন্য এক হাদীসে আছে (যার সনদ দুর্বল, ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত) ঃ মৃত ব্যক্তি তার গোসলদাতাকে চিনতে পারে এবং তাকে যে উঠায় তাকে দোহাই দেয়। যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে বলে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আর যদি জাহান্নামী হয় তাহলে বলতে থাকে আমাকে তোমরা ওদিকে নিয়ে যেয়োনা। (আবুল হাসান বিন যারা, কিতাবুর রাওয়া)।

উপরোক্ত সবগুলো বর্ণনা হাফিয সুয়ূতীর 'শরহে সুদূর' থেকে নেয়া হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির রূহ্ কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসে?

প্রশ্ন-৬৬ ঃ চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাকি মৃত ব্যক্তির রূহ বাড়িতে ফিরে আসে?

উত্তর ঃ একথার কোনো ভিত্তি নেই। এটি ভুল।

বুজুর্গদের মাযারে মানত করা, চাদর পরানো এবং ওরস জায়েয কি?

প্রশ্ন-৬৭ ঃ অনেক জায়গায় বুজুর্গদের মাযার তৈরি করা হয় (আজ কাল তো অনেক নকল মাযারও আছে) তারপর প্রতি বছর সেখানে ওরস করা হয়, মাযারে নতুন চাদর পরানো হয় এবং মানত করা হয়। এগুলো কতটুকু ঠিক?

উত্তর ঃ এগুলো না জায়েয এবং বিলকুল হারাম। বুজুর্গদের ওরস মূলত এরূপ

হওয়া উচিত যে, তাঁর ভক্তবৃন্দ বৎসরের কোনো একটি দিন একত্রিত হয়ে ওয়াজ নসীহত করবেন, দু'আ খায়ের করবেন। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরস শরীফের নামে বুজুর্গ ব্যক্তির কবরে শির্ক ও বিদ'আতের সয়লাব হয়ে থাকে। যখন লোকজন এমন জমজমাট ব্যবসা দেখে তখন তারাও নকল মাযার তৈরি করে ব্যবসায় নেমে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কবরে ফুল দেয়া

প্রশ্ন-৬৮ ঃ প্রিয় ব্যক্তিদের কবরে পানি দেয়া, ফুল দেয়া, আটা দেয়া এবং আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো জায়েয কি না?

উত্তর ঃ দাফনের পর পানি ছিটিয়ে দেয়া জায়েয আছে। ফুল দেয়া সুন্নাতের খেলাফ। আটা দেয়া একটি ফালতু কাজ। আর মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো মাকরুহ এবং নিষিদ্ধ।

অমুসলিমদের ভালো কাজের বিনিময়

প্রশ্ন-৬৯ ঃ যদি কোনো অমুসলিম কোনো নেকীর কাজ করে যেমন টিউবওয়েল দিয়ে দেয়া, মুমূর্ষ রোগীকে নিজের রক্ত দান অথবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ তাহলে সে পরকালে এর বিনিময় পাবে কি?

উত্তর ঃ নেকীর জন্য ঈমান শর্ত। ঈমান ছাড়া কোনো নেকীর কাজ দেহ ছাড়া রুহের মতো। এ জন্য সে আখিরাতে কোনো বিনিময় পাবেনা। অবশ্য ভালো কাজের বিনিময় তাকে দুনিয়ায়-ই দিয়ে দেয়া হবে।

প্রশ্ন-৭০ ঃ আধুনিক শিক্ষিত কিছু ভদ্রলোকের বক্তব্য হচ্ছে, অমুসলিমরা যদি কোনো ভালো কাজ করে তাহলে পরকালে সে তার বিনিময় পাবে এবং সে জান্নাতেও যাবে। আমি তাদেরকে বলেছি, অমুসলিম যদি সে আহলে কিতাবও হয় তবু তার যাবতীয় ভালো কাজের বিনিময় এখানেই পাবে, পরকালে সে কিছুই পাবেনা। আর কালিমা স্বীকার না করা পর্যন্ত সে জান্নাতেও যেতে পারবে না।

উত্তর ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। কুরআন হাদীসে অসংখ্য জায়গায় বলা হয়েছে, জান্নাত শুধু ঈমানদারদের জন্য। কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম। একথাও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। ঈমান ছাড়া কোনো সৎ কাজ আল্লাহর দরবারে নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে না এবং পরকালে তার কোনো বিনিময়ও পাওয়া যাবেনা।

প্রশ্ন-৭১ ঃ সমস্ত মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান। ইহুদী এবং খৃস্টানগণ যাদের ওপর আল্লাহ্ তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন। যদি তারা নিজেদের স্ব-স্ব ধর্মে থেকে সৎকাজ করে যায় যেমন দুঃস্থ মানবতার সেবা, হাসপাতাল নির্মাণ, অর্থ সাহায্য প্রদানসহ অন্যান্য সৎকাজ যেগুলো ইসলাম অনুমোদন করেছে, তাহলে সেই লোক জান্নাতে যেতে পারবে না? আল্লাহ্ তো গাফুরুর রাহীম।

উত্তর ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা কুফুর ও শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। গুনাহর মাত্রা এর চেয়ে কম হলে আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছে মাফ করে দেবেন। হাদীস শরীফে আছে 'এ উম্মাতের মধ্যে যারা আমার কথা শুনবে কিন্তু আমার ওপর ঈমান আনবে না চাই সে ইহুদী হোক কিংবা খৃস্টান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।' মূলকথা, মুক্তি ও মাগফিরাতের জন্য ঈমান শর্ত। ঈমান না থাকলে তাকে মাফ করা হবে না।

দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার সময় মানুষের বয়স কত হবে?

প্রশ্ন-৭২ ঃ মানুষ মরার পর দ্বিতীয়বার জীবিত হবে কিন্তু তাকে কোন্ বয়সে ওঠানো হবে?

উত্তর ঃ তার বিশদ বর্ণনা তো আমাদের জানা নেই। অবশ্য আল কুরআনের দলিল থেকে অনুমান করা যায়, মানুষ যে বয়সে মারা যাবে ঠিক সেই বয়সী করেই তাকে ওঠানো হবে।

'হাসান হুসাইন (রা) জান্নাতে যুবকদের নেতা' হাদীসটি কি ভুল?

প্রশ্ন-৭৩ ঃ এক বন্ধুর সাথে কথাবার্তা বলার সময় তিনি বললেন, জুম'আর খুতবায় যে হাদীস পড়া হয়-

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَ اَشْبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

(হাসান এবং হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা হবে) এটি মাওলানাদের মনগড়া কথা। নইলে জান্নাতে তো নবী-রাসূলগণও থাকবেন, তাহলে তাঁরা কি তাঁদেরও নেতা? আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন আমার বন্ধুর কথা কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ এ হাদীসটি তিন ধরনের শব্দসহ বেশ কিছু সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্নে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে হুবহু এই শব্দসহ রিওয়ায়েত করেছেন নিম্ন বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম। ডানে হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

নং	সাহাবায়ে কিরাম	হাদীস গ্রন্থ
১.	হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)	মুসনাদে আহমাদ; তিরমিযী
২.	হযরত উমার (রা)	তাবারানী ফিল কাবীর
৩.	হযরত আলী (রা)	ঐ
৪.	হযরত জাবির (রা)	ঐ
৫.	হযরত আবু হুরাইরা (রা)	ঐ
৬.	হযরত উসামা ইবনু যায়িত (রা)	তাবারানী ফিল আওসাত
৭.	হযরত বারা ইবনু আযিব (রা)	ঐ
৮.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)	ইবনু আদী

অন্য হাদীসের ভাষা হচ্ছে-

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا.

অর্থ ঃ 'হাসান এবং হুসাইন জান্নাতে যুবকদের নেতা এবং তার পিতা-মাতা তাদের চেয়ে উত্তম।'

এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কিরাম রিওয়ায়েত করেছেন।

১.	আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)	ইবনু মাজাহ; মুস্তাদরাকে হাকিম
২.	কুররা বিন আয়াস (রা)	তাবারানী ফিল কাবীর
৩.	মালিক ইবনু হুয়াইরিছ (রা)	ঐ
৪.	ইবনু মাসউদ (রা)	মুস্তাদরাক

নিম্নোক্ত হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে-

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ اِبْنَى الْخَالَةِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَحْيِى بْنُ زَكَرِيَّا- وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ مَاكَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ.

অর্থ ঃ 'হাসান এবং হুসাইন জান্নাতে যুবকদের নেতা। দু'জন খালাতো ভাই ছাড়া, ঈসা ইবনু মারইয়াম এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়া। ফাতিমা জান্নাতে মহিলাদের নেতা, মারইয়াম বিনতু ইমরান ছাড়া।' এ বর্ণনাটি হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী

(রা) থেকে মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আবী ইয়ালা, তাবারানী, সুনানু কাবীর এবং মুস্তাদরাকে হাকিমে সংকলন করা হয়েছে। মাজমাউয যাওয়ায়িত (৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩-১৮৪)-এ হাদীসটি হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) এবং হুসাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (যার মধ্যে কিছু সহীহ, কিছু হাসান এবং কিছু যয়ীফ আছে)। এ থেকে বুঝা যায়, এ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীসটি সহীহ্। এমনকি ইমাম সুয়ূতী একে মুতাওয়াতির পর্যন্ত বলেছেন।

এবার রইলো আম্বিয়া কিরামের প্রসঙ্গ। এর জবাব হচ্ছে- 'জান্নাতে যুবকদের নেতা' বলতে হাদীসে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা পৃথিবীতে যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী রাসূলগণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তেমনিভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনও এদের মধ্যে শামিল নন। যেমন অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

وَأَبُوْ بَكْرٌ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الاَوَّلِيْنَ وَالأَخِرِيْنَ مَاخَلاَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আবু বাক্‌র ও উমার পরিণত বয়সী জান্নাতীদের নেতা শুধু নবী-রাসূলগণ ছাড়া।'

এ হাদীসটিও বেশ ক'জন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। যেমন-

১.	হযরত আলী (রা)	মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ
২.	হযরত আনাস (রা)	তিরমিযী
৩.	হযরত আবু হুযাইফা (রা)	ইবনু মাজাহ
৪.	হযরত জাবির (রা)	তাবারানী ফিল আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়িদ
৫.	হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)	ঐ
৬.	হযরত ইবনু উমার (রা)	বায্‌যার, মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ
৭.	হযরত ইবনু আব্বাস (রা)	তিরমিযী

এসব হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরিণত বয়সী সকল জান্নাতীদের

নেতৃত্ব দেবেন, শুধু নবী-রাসূলগণ তাদের নেতৃত্বের বাইরে থাকবেন। উপরিউক্ত সকল হাদীস থেকে যে কথা বুঝা গেলো তার সারকথা হচ্ছে, নবী-রাসূলদের ছাড়া সকল জান্নাতিদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেতৃত্ব প্রদান করা হবে। একদল যারা পৃথিবীতে বেশি বয়সে মারা গেছেন তাদের নেতৃত্ব দেবেন হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)। অন্যদল যারা যুবক বয়সে পৃথিবীতে ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হুসাইন (রা)। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

যাদুটোনা ও তাবীয

প্রশ্ন-৭৪ ঃ যাদু বলতে কোনো জিনিস আছে কি? যাদু সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর অভিমত কি? যাদু❖ করে কাউকে খারাপ পথে নিয়ে যাওয়া কিংবা যাদু করে কাউকে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করা আদৌ সম্ভব কিনা? যারা যাদুকে বিশ্বাস করে তাদের বক্তব্য হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও পর্যন্ত যাদু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আল ফালাকের রেফারেন্স দেয়া হয়। আপনি মেহেরবানী করে পথ নির্দেশ দেবেন।

উত্তর ঃ যাদু এবং তার প্রভাব সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যাদু করা কবীরা গুনাহ। যে যাদু করে এবং যে তা করায় উভয়ে অভিশপ্ত। আল কুরআনে যাদুকে কুফুরী বলা হয়েছে। কারণ যারা যাদু করে তারা মূলত ঈমানকে অস্বীকার করে।

প্রশ্ন-৭৫ ঃ যারা (যাদের মধ্যে বুজুর্গানে দীনও শামিল আছে) যাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট করার জন্য তাবীয বা অন্যান্য তদবীর দিয়ে থাকেন তাদের নিকট গিয়ে নিজের অসুবিধার কথা বলে তাদের সহযোগিতা চাওয়া কি শিরক? যদি উত্তর হাঁ-সূচক হয়, তাহলে না জেনে-বুঝে এরূপ করে ফেলেছে তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী?

উত্তর ঃ যাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে দেয়ার জন্য এমন লোকদের কাছে যাওয়া– যারা যাদু নষ্ট করে দিতে পারে– জায়েয। শর্ত হচ্ছে সে যেন যাদু দিয়ে যাদু নষ্টকারী না হয়। কিংবা নিকৃষ্ট কোনো কাজ দিয়ে যাদু নষ্টকারী না হয় বরং আল কুরআনের আয়াত দিয়ে যেন তদবীরকারী হয়। তাহলে শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

❖ বর্তমানে চিত্তবিনোদনমূলক এক প্রকার খেলাধুলাকে যাদু বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এখানে যাদু বলতে সেই যাদুকে বুঝানো হয়নি। এখানে বুঝানো হয়েছে শিরক ও কুফরীর মাধ্যমে মানুষকে অনিষ্ট করার প্রচেষ্টাকে। -অনুবাদক।

প্রশ্ন-৭৬ ঃ কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো মহিলা কাউকে তাবীয অথবা অন্য কোনো তদবীর দিয়ে কষ্ট দিলো, এমনকি সে কষ্টের কারণে মৃত্যুবরণ করলো। আল্লাহর নিকট ঐ লোকের স্থান কোথায়? মেহেরবানী করে জানাবেন। হতে পারে আপনার এ উত্তর শুনে অনেকে এ অপকর্ম থেকে ফিরে আসবে।

উত্তর ঃ যাদু এবং কোনো ক্ষতিকর তদবীর করা কবীরা গুনাহ, এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। শুধু মতবিরোধ হচ্ছে, এরূপ ব্যক্তিকে কাফির মনে করা যাবে কি না? সঠিক কথা হচ্ছে, ঐ কাজকে যে বৈধ মনে করবে সে কাফির। আর যদি গুনাহ্ মনে করেও করে থাকে তাহলে কাফির বলা না হলেও সে গুনাহ্গার ফাসিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের কাজের দ্বারা তার অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলিমদেরকে যেন এ মুসিবত থেকে হিফাযাত করেন। ফকীহগণ এটিও লিখেছেন যে, এ ধরনের খারাপ কাজের প্রতিক্রিয়ায় যদি কারো মৃত্যু সংঘটিত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

জ্বিন প্রসঙ্গে

প্রশ্ন-৭৭ ঃ জ্বিন কি মানুষের দেহে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে? কারণ জ্বিন আগুনের; জ্বিন মাটিতে অবস্থান করতে পারে কিভাবে? অনেক চিন্তাবিদ এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ জ্বিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। মেহেরবানী করে আলোকপাত করবেন।

উত্তর ঃ জ্বিনের অস্তিত্ব সত্য। কুরআন হাদীসে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। তাছাড়া কোনো জ্বিন কর্তৃক মানুষকে কষ্ট দেবার ব্যাপারেও আল কুরআন এবং হাদীসে রাসূলে বর্ণিত হয়েছে। যারা জ্বিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তারা ঠিক করেন না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, জ্বিন মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। অনুপ্রবেশ ছাড়া শুধু প্রভাবেও অনেক কিছু করতে পারে। তাছাড়া অনুপ্রবেশের ব্যাপারেও কোনো জটিলতা নেই। তাদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা বলতে এই বুঝায় না যে, তারা স্বয়ং আগুন। বরং তাদের সৃষ্টিতে আগুনের প্রাধান্য আছে। যেমন মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই বলে মানুষ মাটি নয়।

ইবলিসের পরিচয়

প্রশ্ন-৭৮ ঃ ইবলিস কি জ্বিন না ফেরেশতা? আমাদের এখানে কিছু লোকের ধারণা ইবলিস আল্লাহ তা'আলার নিকটতম ফেরেশতাদের একজন, শুধু

বেয়াদবির কারণে আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার যতটুকু ধারণা ইবলিস জ্বিনদের মধ্যে একজন। ইবাদাতের কারণে ফেরেশতার মর্যাদা লাভ করেছিলো। কিন্তু আদম (আ)-কে সিজদা না করার কারণে অভিশপ্ত হয়েছে।

উত্তর ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে-

كَانَ مِنَ الْجِنِّ...

অর্থাৎ, 'শয়তান জ্বিনদের একজন ছিলো' এবং বেশি ইবাদাত বন্দেগী করে ফেরেশতার মর্যাদা লাভ করেছিলো। কিন্তু অহংকার করার কারণে অভিশপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন-৭৯ ঃ ইবলিসের কি ছেলে-মেয়ে আছে? যদি একা হয় তাহলে একই সময়ে বিশাল সৃষ্টিকে কিভাবে গুমরাহ করে? এ প্রশ্নের জবাব কুরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে, তার ছেলে সন্তান এবং অগণিত সাহায্যকারী ও সহযোগী আছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- শয়তান পানির ওপর সিংহাসন পেতে অনুচরদের দৈনন্দিন কাজের হিসেব-নিকেশ নেয় এবং পরবর্তী দিনের কাজের পথ-নির্দেশ দেয়।

অশুভ (?)

প্রশ্ন-৮০ ঃ অনেক লোক পায়ের ওপর পা রাখা, আঙ্গুল মটকানো, হাই তোলা প্রভৃতি কাজকে অশুভ মনে করে। এটি কি ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক?

উত্তর ঃ অশুভ ধারণা ইসলাম সমর্থিত নয়। কোনো কাজ কিংবা কোনো দিনকে অশুভ মনে করা ভুল। অশুভ তো শুধু মানুষের খারাপ আমল। আঙ্গুল মটকানো, পায়ের ওপর পা রাখা, হাই তোলা প্রভৃতি অশুভ নয়। অবশ্য হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখার কথা বলা হয়েছে।

বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ মাস

প্রশ্ন-৮১ ঃ অনেকে মনে করেন মুহাররাম, সফর, রমযান এবং শা'বান মাসে বিয়ে নিষিদ্ধ। কুরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন, সত্যিই ইসলাম কোনো মাসকে বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ করেছে কিনা? যদি করে থাকে আর ঐ নিষিদ্ধ মাসে কেউ বিয়ে করে ফেলে তাহলে তার উপায় কী?

উত্তর ঃ শরী'আতে বিয়ের জন্য কোনো নিষিদ্ধ মাস নেই। যে কোনো মাসে বিয়ে জায়েয।

প্রশ্ন-৮২ ঃ আমি অনেকের নিকট শুনেছি, ঈদুল ফিতরের পর এবং ঈদুল আযহার পূর্বে বিয়ে-শাদী করা ঠিক নয়। অবশ্য ঈদুল আযহার পরে করা যেতে পারে। যদি কোনো কারণে বিয়ে হয়েই যায় তবে বর-কনে একত্রে থাকতে পারবে না। কথাগুলো কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এর কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই।

রাতে ঘরদোর ঝাড়ু দেয়া

প্রশ্ন-৮৩ ঃ রাতে (বা সন্ধ্যায়) ঘর দুয়ার ঝাড়ু দেয়া কি গুনাহ? যদি ব্যবসায়িক কারণে ঝাড়ু দিতে হয় তাহলে কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ রাতে (কিংবা সন্ধ্যায়) ঘরদুয়ার ঝাড়ু দেয়া যাবেনা এমন (উদ্ভট) কথা আমি কোথাও পড়িনি।

প্রশ্ন-৮৪ ঃ অনেকে বলে থাকেন, রাতের বেলা খোঁপা বাঁধা, ঝাড়ু দেয়া, নখ কাটা ঠিক নয়। মঙ্গলবার চুল ও নখ কাটা যাবে না। খাওয়া-দাওয়া করে ঝাড়ু দেয়া যাবে না। এতে রিযিক কমে যায়। এ কথাগুলো আমার বুঝে আসেনা।

উত্তর ঃ এগুলো কু-সংস্কার। এর কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

জ্যোতিষী বিদ্যা ও হস্তরেখা বিদ্যা

প্রশ্ন-৮৫ ঃ হস্তরেখা বিদ্যা সম্পর্কে ইসলামের অভিমত কী? এ বিদ্যা চর্চা করা এবং হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যত বলে দেয়া যায়েয কি?

উত্তর ঃ এ বিদ্যা চর্চা এবং বিশ্বাস করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৮৬ ঃ জ্যোতিষী বিদ্যাকে সঠিক মনে করা এবং জ্যোতিষী কর্তৃক ভবিষ্যত বাণীকে বিশ্বাস করা কি ঠিক?

উত্তর ঃ জ্যোতিষী বিদ্যা একটি মন্দ জিনিস। কারণ গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের সাথে মানুষের ভাগ্যে ও কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য এটি বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন-৮৭ ঃ আমার এক বন্ধুর মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি কিছুদিন পর উত্তর দিলেন, 'আমি নক্ষত্র ও রাশিফল মিলিয়ে দেখলাম, মেয়ের নক্ষত্র অনুকূলে নয়। এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে এ

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।' এ ধরনের বক্তব্য ও আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক কি না?

উত্তর ঃ নক্ষত্রের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা করা কুফরী।

প্রশ্ন-৮৮ ঃ আমার হাত দেখানোর বড্ড শখ। অনেককেই দেখিয়েছি। মেহেরবানী করে বলবেন, তাদের কথা বিশ্বাস করা যাবে কি না?

উত্তর ঃ হাত দেখানোর শখ থাকা ভালো নয়। এটি একটি উদ্দেশ্যহীন কাজ। এতে শক্ত গুনাহ হয়। কারো প্রতিকূলে কোনো কথা বললে সে (সেগুলো সত্য মনে করে) অত্যন্ত পেরেশানী বোধ করে। তাছাড়া জ্যোতিষীরা যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন তাদের কথার কোনো ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন-৮৯ ঃ জনাব আমার এক বন্ধু বলেছেন- দৈনিক পত্রিকায় বা কোনো সাময়িকীতে দেয়া হয়, ('আপনার দিনটি কেমন যাবে' অথবা বলা হয়) আপনার সপ্তাহটি কেমন যাবে? তারপর রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। যারা সেগুলো পড়বে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের কোনো দু'আ কবুল হবে না। আমি যখন এ কথা অন্যদের নিকট বলেছি তারা মন্তব্য করেছে- 'এটি বাজে কথা'। মেহেরবানী করে আপনি সমাধান দেবেন।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের জবাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই দিয়েছেন। সহীহ্ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন- 'কোনো ব্যক্তি জ্যোতিষ অথবা গণকের কাছে গেলো। অতঃপর তার নিকট ভূত-ভবিষ্যতের কোনো বিষয় জানতে চাইলো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা।' (সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩)।

বাচ্চাদের কালো সূতা বাঁধা

প্রশ্ন-৯০ ঃ অনেকে বদ-নজরের হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য কোমরে বা গলায় কালো সূতা (বা কাইতান) বাঁধেন। আবার অনেকে কপালে কালো কালি দিয়ে ফোটা দিয়ে রাখেন। এ কাজটি ইসলাম সমর্থিত কিনা?

উত্তর ঃ এটি একটি কু-সংস্কার। এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে বাতি জ্বালানো

প্রশ্ন-৯১ ঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথে বাতি জ্বালাতে হবে, বিলম্ব করা ঠিক নয়, আবার অনেকে মনে করেন, বাতি না জ্বালিয়ে মাগরিবের নামায পড়া যাবে না। এ সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ এগুলো কু-সংস্কার। শরী'আতে এর কোনো ভিত্তি নেই।

পাথরে ভাগ্য ফেরানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন-৯২ ঃ আমার এক খালা রূপার আংটির ভেতর 'ফিরুজা' পাথর বসিয়ে নিতে চায়। আপনি মেহেরবানী করে পাথরের ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? যদি সত্যিই 'ফিরুজা' পাথরে তার কোনো কল্যাণ হয় তাহলে তা কবে এবং কখন পরতে হবে?

উত্তর ঃ পাথর ব্যবহারে মানুষের কোনো কল্যাণ নেই। মানুষের আমল তার কল্যাণ করে কিংবা তাকে অভিশপ্ত করে। পাথর মানুষের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে পারে এ ধারণা করা ফাসেকী। এর থেকে তাওবা করা উচিত।

প্রশ্ন-৯৩ ঃ অনেকে নানা রকম পাথর আঙ্গুলে ধারণ করে এবং বলে অমুক পাথর আমার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। তাদের বিশ্বাস পাথর মানুষের কল্যাণে কিংবা অকল্যাণে ভূমিকা পালন করে। শরঈতের দৃষ্টিতে এসবের কোনো মূল্য আছে কি?

উত্তর ঃ ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ নিহিত। পাথর কোনো মানুষের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে এরূপ ধারণা পোষণ করা শির্‌ক। কোনো মুসলিম এরূপ ধারণা পোষণ করতে পারেনা। ■

পবিত্রতা অধ্যায়

ওযু

গোসলের পূর্বে ওযু

প্রশ্ন-৯৪ ঃ আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- 'গোসলের দ্বারাই ওযু হয়ে যায়। এজন্য গোসলের পর পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই। এ ওযু দিয়ে নামায পড়তে পারবে। বরং এ দিয়ে যদি কমপক্ষে দু'রাকাআত নামাযও না পড়ে পুনরায় ওযু করে তাহলে গুনাহ হবে।' আপনার কাছে আমার সবিনয় নিবেদন নিচের কথাগুলোর আলোকে আমাকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

ওযুতে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা ফরয। এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয, সে গোসলের পূর্বে ওযু করে নেবে। অপর ব্যক্তি অপবিত্রাবস্থায় গোসল করলো, সে ওযু করলো না। তাহলে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহের তাৎপর্য রইলো কোথায় এবং সে কিভাবে শুধু গোসল করে নামায আদায় করবে?

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোসলের পূর্বে ওযু করে নিতেন। গোসলের পর তিনি আর ওযু করতেন না। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা)

উপরিউক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেলো, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোসলের পূর্বে ওযুকেই যথেষ্ট মনে করতেন। অন্য কথায় তিনি অবশ্যই ওযু করতেন। এ আলোকে মেহেরবানী করে বলবেন, ওযু ছাড়া গোসলের দ্বারা নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর ঃ তিনটি অঙ্গ (মুখ, হাত ও পা) ধোয়া এবং মাথা মাসেহ্ করার নাম ওযু। কাজেই যখন কেউ গোসল করে তখন সবগুলো অঙ্গই তার ধোয়া হয়ে যায়, যা প্রকারান্তরে ওযুর শামিল। গোসলের পূর্বে ওযু করা সুন্নাত। যা আপনার উল্লেখিত হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয়। এখন যদি কেউ গোসলের পূর্বে ওযু না করে তবু তার গোসল হয়ে যাবে। আর গোসলের সুবাদে ওযুও হয়ে যাবে। মাসেহ্ অর্থ ভেজা হাত মাথার ওপর ফিরিয়ে নেয়া। যখন মাথায় পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেয়া হলো তখন তো মাসেহের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে গেলো। সাধারণ মানুষের অভ্যাস তারা

গোসলের পর ওযু করে নেয়। এটি ভুল। ওযু গোসলের পূর্বেই করা উচিত এতে সুন্নাতের ওপর আমল হয়। গোসলের পর ওযু করার কোনো ভিত্তি নেই।

গোসলের পর ওযু নিষ্প্রয়োজন

প্রশ্ন-৯৫ ঃ মানুষের নিকট শুনি, গোসলের পর ওযুর প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদীসের আলোকে কথাটি বুঝিয়ে বলবেন, গোসলের পর ওযুর প্রয়োজন আছে কি নেই।

উত্তর ঃ গোসলের দ্বারাই ওযু হয়ে যায়। নতুন করে ওযু করার প্রয়োজন নেই।

জুম'আর নামাযের জন্য গোসলের পরে ওযু করা

প্রশ্ন-৯৬ ঃ জুম'আর নামাযের জন্য গোসলের পর ওযু করতে হবে, নাকি প্রয়োজন নেই।

উত্তর ঃ না, গোসলের পর যতক্ষণ ওযু নষ্ট না হবে ততক্ষণ পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই।

ওযুতে নিয়াত করা শর্ত নয়

প্রশ্ন-৯৭ ঃ ওযু করার জন্য নিয়াত করা প্রয়োজন। আমরা কিতাবে দেখেছি, হাতমুখ ধুলে সেই কাজ হয়ে যায় যা ওযুতে সম্পন্ন হয়। যদি ওযুর নিয়াত না করা হয় তাহলে ওযু হবেনা। ওযুর ফরযই যদি ছুটে যায় তাহলে ওযু হয় কীভাবে?

উত্তর ঃ ওযুর নিয়াত করা ফরয নয়। যদি হাত, মুখ ও পা ধুয়ে নেয়া হয় এবং সেই সাথে মাথা মাসেহ করে নেয়া হয় তাহলে ওযু হয়ে যাবে। অবশ্য তখনই ওযুর সওয়াব পাওয়া যাবে যখন ওযুর নিয়াত করা হবে।

ওযু না করে শুধু নিয়াত করলেই কি ওযু হয়ে যাবে?

প্রশ্ন-৯৮ ঃ অনেক জায়গায় মাসজিদে পানির ব্যবস্থা থাকে না। ফলে ওযুর কষ্ট হয়। আমি শুনেছি কোথাও যদি পানি পাওয়া না যায় তাহলে শুধু ওযুর নিয়াত করে নিলেই ওযু হয়ে যায়। এটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ শুধু ওযুর নিয়াত করলেই ওযু হয়ে যায়না। আপনি ভুল শুনেছেন। শরী'আতের নির্দেশ হচ্ছে কোথাও পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে। পানি না পাওয়া মানে তা কমপক্ষে এক মাইল দূরে থাকা। এজন্য শহরে পানি না থাকার কোনো কারণ নেই। বনে-বাদাড়ে এরূপ হতে পারে।

প্রশ্ন-৯৯ ঃ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধোয়া প্রয়োজন, তবে দু'বার করে ধুলেও ওযু হয়ে যাবে। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ তিনবার ধোয়া পুরোপুরি সুন্নাত। দু'বার কিংবা একবার করে ধুলেও ওযু হয়ে যাবে। তবে কোনো একটি লোমও যেন শুকনো না থাকে।

দাড়ি ঘনো হলে দাড়ির নিচের চামড়া ভেজানো জরুরী নয়

প্রশ্ন-১০০ ঃ ওযুর সময় তিনবার মুখ ধোয়ার পর বার বার হাতে পানি নিয়ে দাড়ি ভেজানো প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ দাড়ি যদি ঘনো হয় এবং তার নিচে চামড়া দেখা না যায় তবে শুধু দাড়ির ওপরে ধোয়া ফরয এবং তা খিলাল করা সুন্নাত। আর যদি দাড়ি হালকা হয় তাহলে দাড়ি ও মুখ ভেজানো জরুরী।

যমযমের পানিতে ওযু-গোসল

প্রশ্ন-১০১ ঃ আমি মক্কা শরীফে থাকি। ক'দিন যাবৎ আমি এক মাসয়ালার ব্যাপারে পেরেশান আছি। মেহেরবানী করে শরঈ ফায়সালা জানাবেন। কৃতজ্ঞ থাকবো। যমযমের পানি দিয়ে লোকদেরকে ওযু গোসল করতে দেখি। এটি কি ঠিক? না কি আদবের খেলাপ? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় কিংবা পবিত্রাবস্থায় থাকে সে যদি শুধু বরকতের জন্য যমযমের পানি দিয়ে ওযু-গোসল করে তাহলে জায়েয আছে। তদ্রুপ কোনো পবিত্র কাপড় সেই পানি দিয়ে বরকতের জন্য ধোয়া দুরস্ত। কিন্তু যার ওযু নেই কিংবা যার ওপর গোসল ফরয যমযমের পানি দিয়ে এমন ব্যক্তির ওযু-গোসল করা মাকরূহ্। প্রয়োজনে ওযু করা যেতে পারে কিন্তু সর্বাবস্থায় নাপাক দেহে গোসল করা মাকরূহ্। তেমনিভাবে কাপড় বা শরীরে নাপাকী লেগে থাকলে যমযমের পানিতে তা ধোয়াও মাকরূহ্। অনেকের মতে হারাম। এই নির্দেশ যমযমের পানি দিয়ে শৌচ করার ব্যাপারেও। যমযমের পানি দিয়ে শৌচ করায় অনেকের অর্শ ভগন্দর হয়েছে বলেও শোনা যায়। সত্যিকথা বলতে কি, যমযমের পানি অত্যন্ত বরকতময় পানি। এমনকি মুখে, হাতে, শরীরে মাখানোও বরকত। কিন্তু নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার গর্হিত কাজ।

ওযু থাকাবস্থায় দ্বিতীয়বার ওযু করা

প্রশ্ন-১০২ ঃ যদি কোনো ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন না থাকে। এমতাবস্থায় যদি সে গোসল করে এবং আপাদমস্তক ভিজে যায় তাহলে বিনা ওযুতে নামায পড়তে

পারবে কি না? উল্লেখ্য যে, সে শুধু গোসল করেছে। গোসলের পূর্বাপর সে ওযু করেনি। শুধু আপাদমস্তক পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে।

উত্তর ঃ গোসল করলে ওযু হয়ে যায়। এজন্য গোসলের পর ওযুর প্রয়োজন নেই। এ ওযু দিয়ে নামায পড়া যাবে। বরং এ ওযু দিয়ে যদি কমপক্ষে দু'রাকায়াত নামায অথবা অন্য কোনো ইবাদাত না করা হয়ে থাকে তাহলে নতুন ওযু করা মাকরূহ্।

প্রশ্ন-১০৩ ঃ 'জঙ্' পত্রিকায় আপনার কলামে এবং প্রশ্নোত্তরে জানতে পারলাম গোসলের পূর্বে অথবা পরে ওযু না করলেও শুধু গোসল করে নামায পড়া যাবে। বরং গোসলের পর দু'রাকায়াত নামাযও যদি সেই ওযু দিয়ে না পড়া হয় তখন নতুন ওযু করা গুনাহর কারণ। কথাটি বুঝতে পারলাম না। বিস্তারিত বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেবেন।

উত্তর ঃ দুটো কথা বুঝে নিন। এক. গোসলের সময় সারা শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়ায় ওযুর কাজ সেরে যায়। অর্থাৎ গোসলের মধ্যে ওযু শামিল হয়ে যায়। দুই. ওযু করার পর যদি সেই ওযু ব্যবহারে না আসে তাহলে দ্বিতীয়বার ওযু করা মাকরূহ্। ওযুকে ব্যবহার করার অর্থ- ঐ ওযু দিয়ে কমপক্ষে দু'রাকায়াত নামায পড়া হবে কিংবা অন্য কোনো ইবাদাত করা হবে যার জন্য ওযু শর্ত। যেমন ঃ জানাযার নামায, তিলাওয়াতের সিজদা প্রভৃতি।

প্রশ্ন-১০৪ ঃ যখন আমরা গোসল করি, শুধু আন্ডার ওয়্যার ব্যবহার করি। আমি এ ব্যাপারে কয়েকজন আলিমের কাছে জিজ্ঞেস করেছি যে, গোসলের প্রথম ওযু করলে পুনরায় ওযু করার প্রয়াজন আছে কিনা? প্রত্যেকেই বলেছেন- কাপড় পরার পর পুনরায় ওযু করতে হবে নইলে নামায হবে না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ জানেন, আপনি কেমন আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করেছেন। আমার বিশ্বাস গোসল করার পর পুনরায় ওযু করা সম্পর্কে কোনো আলিম এ ধরনের কথা বলেন নি। অবশ্য একটি কথা প্রচলিত আছে, নগ্ন হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায় কিংবা নগ্ন অবস্থায় ওযু হয়না, এটি ভুল।

একবার ওযু করে একাধিক ইবাদাত

প্রশ্ন-১০৫ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ওযু করা হলো। সেই ওযুতে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর ঃ যে উদ্দেশ্যেই ওযু করা হোকনা কেন সেই ওযুতে নামায হয়ে যাবে। শুধু নামায নয় বরং ঐসব ইবাদাতও হয়ে যাবে যার জন্য ওযু শর্ত।

একবার ওযু করে একাধিক নামায

প্রশ্ন-১০৬ ঃ আমি আসরের সময় ওযু করে নেই এবং সেই ওযু দিয়ে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করি। আমার প্রতিবেশিনী বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ওযু করতে হবে। কোন্‌টি সঠিক।

উত্তর ঃ যদি ওযু নষ্ট না হয় তবে এক ওযু দিয়ে একাধিক নামায পড়া যাবে। প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য করতে পারলে ভালো।

প্রশ্ন-১০৭ ঃ পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু করলে, সেই ওযুতে নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যে কোনো উদ্দেশ্যেই ওযু করা হোক না কেন সেই ওযুতে নামায পড়া যাবে।

জানাযার নামাযের জন্য ওযু করলে সেই ওযুতে অন্য নামায পড়া যাবে কি?

প্রশ্ন-১০৮ ঃ জানাযার নামায পড়ার জন্য ওযু করা হয়েছে, এখন সেই ওযু দিয়ে ওয়াক্তিয়া নামায পড়া যাবে কিনা।

উত্তর ঃ ওযু করলে পড়া যাবে। কিন্তু যদি জানাযায় জন্য তায়াম্মুম করা হয় তবে সেই তায়াম্মুম দিয়ে নামায পড়া যাবে না।

গোসলের মধ্যে ওযু নষ্ট হয়ে গেলে

প্রশ্ন-১০৯ ঃ গোসলের পূর্বে ওযু করা হয়েছে । কিন্তু গোসলের মধ্যে আবার তা নষ্ট হয়ে গেলো এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার ওযু করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ যদি ওযু নষ্ট হওয়ার পর গোসল অব্যাহত রাখা হয় এবং ওযুর অঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয়া হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ওযু নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ না ঘটা পর্যন্ত ওযু বলবত থাকবে। সেই ওযুতে নামাযও পড়া যাবে।

যে গোসলখানায় প্রশ্রাব করা হয় সেখানে ওযু করা

প্রশ্ন-১১০ ঃ আমাদের বাড়ির গোসলখানায় আমরা গোসল করি আবার রাতে উঠে সেখানে পেশাবও করি। সেই গোসলখানায় বসে কি ওযু করা যাবে?

উত্তর ঃ গোসলখানায় পেশাব করা উচিত নয়, এতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যদি

সেখানে পেশাব করা হয় তবে ওযুর পূর্বে ভালো করে ধুয়ে তা পাক করে নিতে হবে।

গরম পানি দিয়ে ওযু করা

প্রশ্ন-১১১ ঃ গরম পানি দিয়ে ওযু করলে ওযু হবে কি?

উত্তর ঃ এতে কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-১১২ ঃ ওযু করার পর দেখা গেলো কিছু অংশ শুকনো রয়ে গেছে এখন কি পুনরায় ওযু করতে হবে, না শুকনো জায়গা ধুয়ে নিলেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ শুধু ঐ জায়গাটুকু ধুয়ে নিলেই হবে। তবে সেখানে পানি প্রবাহিত করতে হবে, শুধু ভেজা হাত দিয়ে মুছে দিলে ওযু হবেনা।

ওযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুনরায় ওযু করা

প্রশ্ন-১১৩ ঃ একজনের ওযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্য কেউ ওযু করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ ওযু করার পর ঐ পাত্রের অবশিষ্ট পানি পাক। অন্য যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্ন-১১৪ ঃ ব্যবহৃত পানি এবং অব্যবহৃত পানি এক জায়গায় জমা হলো। ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত পানি সমান সমান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওযু করার জন্য যদি কেউ অন্য কোনো পানি না পায় তাহলে এ পানি দিয়ে তার ওযু হবে কি না?

উত্তর ঃ ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত পানি মিশে গেলে দেখতে হবে কোনো ধরনের পানি বেশী। যদি অব্যবহৃত পানি বেশী হয় তাহলে সে পানিতে ওযু হবে। আর যদি সমান সমান হয় তাহলে সতর্কতার জন্য ব্যবহৃত পানি বেশি বলে ধরে নিতে হবে। কাজেই সেই পানি দিয়ে ওযু হবে না।

দাঁড়িয়ে ওযু করা

প্রশ্ন-১১৫ ঃ যদি বসে ওযু করতে কষ্ট হয় তাহলে কি দাঁড়িয়ে ওযু করা যাবে?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে ওযু করলে পানি ছিটার ভয় থাকে এজন্য যতদূর পারা যায় বসে ওযু করা উচিত। আর যদি কোনো অসুবিধার কারণে একান্তই দাঁড়িয়ে ওযু করার প্রয়োজন হয় তাহলে করা যাবে।

দাঁড়িয়ে বেসিনে ওযু করা

প্রশ্ন-১১৬ ঃ আজকাল অনেক বাড়িতে বেসিন লাগানো হয়। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

বেসিনে ওযু করে নেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দাঁড়িয়ে ওযু করলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে ওযু করলেও হয়ে যাবে আর যদি ওযু সঠিকভাবে করা হয় তাহলে সেই ওযু দিয়ে নামাযও পড়া যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে কিবলামুখ করে বসে ওযু করা।

কাপড় নোংরা হয়ে যাওয়ার ভয়ে দাঁড়িয়ে ওযু করা

প্রশ্ন-১১৭ ঃ কাপড় নোংরা হয়ে যাওয়ার ভয়ে দাঁড়িয়ে ওযু করা যাবে কি?

উত্তর ঃ বসার কোনো ব্যবস্থা না থাকলে দাঁড়িয়ে ওযু করা যাবে। তবে পানির ছিটা যাতে শরীরে বা কাপড়ে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কুরআন শরীফ বাঁধাই কাজের জন্য ওযু

প্রশ্ন-১১৮ ঃ আমি একজন বই বাঁধাইকারী। বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক এখানে বাঁধাই করা হয়। কুরআন শরীফও বাঁধাই করি। কিন্তু কুরআন শরীফ বাঁধাইয়ের পূর্বে ওযু করে নেয়া আবশ্যক। আমার কাজ এতো বেশী যে, ওযু করার সময়টুকু করতে পারিনা। কুরআন শরীফ বাঁধাইয়ের কাজ করেন এরূপ অনেকের সাথে আলাপ করেছি। তাদের বক্তব্য- নামায পড়তে থাক, এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা না। আর এটি ফরযও নয়। মেহেরবানী করে আমার পেরেশানী দূর করবেন।

উত্তর ঃ বিনা ওযুতে কুরআনুল কারীমের পৃষ্ঠায় হাত লাগানো জায়েয নয়। কারো সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি কুরআন শরীফ বাঁধাইয়ের পূর্বে ওযু করে নেবেন। আর যদি একান্ত অপারগ হন তবু ব্যাপারটিকে হালকা করে নেবেন না।

ওযুর পর হাত পা মুছে ফেলা

প্রশ্ন-১১৯ ঃ ওযুর পর হাত-পা মুছে ফেললে কি সওয়াব কমে যায়?

উত্তর ঃ না, কমে যায় না।

প্রশ্ন-১২০ ঃ ওযুর পর হাত মুখ মুছে ফেললে কি ওযু অবশিষ্ট্য থাকে, নাকি ওযু নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ঃ ওযুর পর তোয়ালে গামছা ব্যবহার করা জায়েয। এতে ওযুর কোনো ক্ষতি হয়না।

ওযুর পূর্বে এবং খাওয়ার পরে মিসওয়াক করা

প্রশ্ন-১২১ ঃ মিসওয়াক করে আসরের ওযু করা হয়েছে। এখন মাগরিবের ওযু

করার পূর্বে কি মিসওয়াক করতে হবে? এমনকি আসর মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়নি?

উত্তর ঃ ওযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত। ওযু থাকা অবস্থায়ই ওযু করা হোক না কেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ওযু করা পৃথক সুন্নাত।

প্রশ্ন-১২২ ঃ ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করা কি মহিলাদের জন্যও সুন্নাত?

উত্তর ঃ মহিলাদের জন্য ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

ওযুর পর এবং নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা

প্রশ্ন-১২৩ ঃ আমি রিয়াদে ফুফুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে মাসজিদে গিয়ে দেখলাম, লোকজন নামাযের কাতারে বসে মিসওয়াক করছেন। যখন তাকবীর দেয়া হলো তখন সবাই দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। নামায শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ করা জায়েয কিনা? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, হাদীসে নামাযের পূর্বে এবং ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার কথা বলা হয়েছে।

আমার ধারণা যারা ওযু করে খাওয়া-দাওয়া করে তারা নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করে কুলি করে নিতে পারবে। আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ঐ ইমাম সাহেব যে হাদীসের কথা বলেছেন, তা নিম্নরূপ-

لَوْلاَ اِنْ اَشَقَّ عَلى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

'যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্ট না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'

এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের শব্দ বর্ণনায় বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়।

অনেকে বলেছেন عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ আবার অনেকে বলেছেন- عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ (সহীহ আল বুখারী)।

উভয় শব্দকে সামনে রেখে ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেছেন- প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু এবং প্রত্যেক ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার গুরুত্ব বুঝানোই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বে মিসওয়াক করার তাকিদ দেয়া এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। যদি নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার প্রচলন করা হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে অনেকের দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আর যদি এমন হয় তাহলে তার ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যই আবু হানিফা (রহ) প্রত্যেক নামাযের ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করতে বলেছেন।

তাছাড়া মিসওয়াক করা হয় মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। আর এ উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে যখন ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করা হয় এবং পানি দিয়ে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা হয়। নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করে পানি দিয়ে কুলি না করলে মুখের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং মিসওয়াক করার উদ্দেশ্যও সফল হয়না। সম্ভবত রিয়াদের ইমাম সাহেব ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের অনুসারী। কারণ ইমাম হাম্বলের নিকট রক্ত বেরুলে ওযু নষ্ট হয় না। এ জন্যেই তিনি নামাযের পূর্বে মিসওয়াকের কথা বলেছেন।

টুথ ব্রাশ কি মিসওয়াকের বিকল্প?

প্রশ্ন-১২৪ ঃ ব্রাশ এবং টুথপেস্ট ব্যবহারে কি মিসওয়াকের সওয়াব পাওয়া যাবে? এজন্য কি বিশেষ কোনো মিসওয়াক ব্যবহার করতে হবে।

উত্তর ঃ সুন্নাত আদায়ের জন্য উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা। অনেক আলিমের মতে টুথব্রাশ ব্যবহারে সুন্নাত আদায় হয়ে যায় আবার অনেকের মতে সুন্নাত আদায় হয় না।

পরচুলার ওপর মাসেহ

প্রশ্ন-১২৫ ঃ এক ব্যক্তি কারণবশতঃ মাথায় পরচুলা ব্যবহার করে। ওযুর সময় সে কি পরচুলার ওপর মাসেহ করবে না পরচুলা খুলে মাসেহ করবে?

উত্তর ঃ পরচুলা বা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা জায়েয নেই। আর তা কোনো কারণে ব্যবহারও করা যাবেনা। তবু যদি কেউ তা ব্যবহার করে তবে পরচুলা খুলে তারপর মাথা মাসেহ করতে হবে। নইলে ওযু হবেনা।

রাতে ঘুমোবার পূর্বে ওযু করা

প্রশ্ন-১২৬ ঃ রাতে ঘুমোবার সময় কি ওযু করা উত্তম?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটি অতি উত্তম কাজ।

ওযু নষ্ট হওয়া

ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুলে কখন ওযু নষ্ট হবে

প্রশ্ন-১২৭ ঃ আমার হাতে একটি ক্ষত রয়েছে। অধিকাংশ সময় ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে। অনেক সময় নামাযে দাঁড়ানোর পরও রক্ত বেরুনোর সন্দেহ হয়। এমতাবস্থায় কি করবো? ওযুর সময় ক্ষত কি ভেজাতে হবে?

উত্তর ঃ এখানে দুটো মাসয়ালা। এক. যদি ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ঝরতে থাকে তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুনভাবে একবার ওযু করে নিলেই হবে। আর যদি মাঝে মাঝে বের হয় তাহলে পুনরায় ওযু করতে হবে।

দাঁতের গোড়া দিয়ে কী পরিমাণ রক্ত বেরুলে ওযু নষ্ট হবে

প্রশ্ন-১২৮ ঃ দাঁত থেকে রক্ত বেরুলে কি ওযু নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ যদি মুখে রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় কিংবা থুথুর রং রক্তবর্ণ হয় তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে, নইলে যাবেনা।

প্রশ্ন-১২৯ ঃ কুলি করার সময় মুখে রক্ত বেরুলো। রক্ত গলার ভেতর প্রবেশ করলোনা। দাঁত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে আর আমি তা থুথু করে ফেলে দিচ্ছি। এবার বলুন, মুখে রক্ত এলেই কি ওযু নষ্ট হয়ে যাবে? দ্বিতীয়বার কি ওযু করতে হবে?

উত্তর ঃ রক্ত বেরুলেই ওযু নষ্ট হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে- রক্তের পরিমাণ কমপক্ষে এতটুকু হতে হবে যাতে থুথু রক্তবর্ণ ধারণ করে কিংবা রক্তের স্বাদ মুখে অনুভূত হয়।

বায়ু নির্গত হলে শুধু ওযু করলেই হবে, ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন-১৩০ ঃ এক ব্যক্তি গোসল করে নামায পড়তে গেলো। অসাবধানতাবশতঃ বায়ু নির্গত হলো। এ অবস্থায় সে শুধু ওযু করবে, না ইস্তিঞ্জাও করবে।

উত্তর ঃ শুধু ওযু করলেই হয়ে যাবে। পেশাব পায়খানা ছাড়া ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন নেই।

নাক দিয়ে রক্ত বেরুলে

প্রশ্ন ১৩১ ঃ নামায পড়ার সময় যদি নাক দিয়ে রক্ত বের হয় তখন কি নামায ছেড়ে দেয়া যায়?

উত্তর ঃ নাক দিয়ে রক্ত বেরুলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হবে।

রোগাক্রান্ত চোখ থেকে নাপাক পানি বেরুলে

প্রশ্ন-১৩২ ঃ রোগাক্রান্ত চোখ দিয়ে যে পানি বের হয় তা কি পাক না নাপাক?

উত্তর ঃ চোখ দিয়ে যে পানি বের হয় তাতে ওযু নষ্ট হয় না। অবশ্য চোখে যদি কোনো ফোস্কা থাকে এবং তা ফেটে পানি বের হয় তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তা নাপাক।

ঠেস দিয়ে বসলে কিংবা শুয়ে গড়াগড়ি করলে ওযু নষ্ট হয় না

প্রশ্ন-১৩৩ ঃ ঘুমালে তো ওযু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শুয়ে গড়াগড়ি দিলে কিংবা ঠেস দিয়ে বসলেও কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ঃ ঠেস দিয়ে বসলে কিংবা শুয়ে গড়াগড়ি দিলে যদি ঘুম না আসে তাহলে ওযু নষ্ট হবে না।

চুমো খেলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৪ ঃ ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় দেখলাম, স্ত্রীকে চুমো খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। হানাফী মাযহাবের অভিমতও কি তাই?

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাবে স্ত্রীকে চুমো খেলে ওযু নষ্ট হয়না। তবে যদি মযী বেরিয়ে যায় তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

কাপড় পরিবর্তনের সময় অনাবৃত শরীর দেখলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৫ ঃ অনেক মহিলা বলে থাকেন, ওযু করে কাপড় বদলালে কিংবা কাপড় বদলানোর সময় অনাবৃত শরীর দেখলে ওযু নষ্ট হয়ে হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের এ মাসয়ালাটি সঠিক নয়। কাপড় পরিবর্তন করলে কিংবা কাপড় পরিবর্তনের সময় সতর দেখা গেলে ওযু নষ্ট হয় না।

উলঙ্গ শিশু দর্শনে ওযু নষ্ট হয় কি?

প্রশ্ন-১৩৬ ঃ কোনো শিশুকে নগ্ন অবস্থায় দেখলে ওযু নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ না, হবে না।

উলঙ্গ ছবি দেখলে ওযু নষ্ট হবে কি না?

প্রশ্ন-১৩৭ ঃ নগ্ন কোনো ছবি দেখলে ওযু নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ নগ্ন ছবি দেখলে ওযু নষ্ট হয়না। তবে তা দেখা গুনাহ। অবশ্য দ্বিতীয়বার ওযু করে নেয়া ভালো।

হাঁটুর ওপর পাজামা লুঙ্গি উঠে গেলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৮ ঃ সাধারণভাবে একটি কথার প্রচলন আছে, হাঁটুর ওপর কাপড় উঠে গেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কথাটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ পাজামা বা লুঙ্গি কারো সামনে হাঁটুর ওপর তোলা গুনাহ। কিন্তু এরূপ হলে ওযু নষ্ট হয় না।

শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত হয়ে গেলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৯ ঃ আমি শুনেছি ওযুর পর পায়ের নলা বেরিয়ে গেলেই ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় গোসলের পর কাপড় বদলানোর সময় পায়ের নলা বেরিয়ে যায়, এমতাবস্থায় কি ওযু নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত হয়ে পড়লে ওযু নষ্ট হয় না।

উলঙ্গ হলে কিংবা বিশেষ কোনো স্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৪০ ঃ গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা হলো। গায়ে সাবান মাখানো হলো; সাবান মাখানোর সময় হাত শরীরের বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলো। এখন গোসল করে কাপড় পরে নিলেই কি হয়ে যাবে, না পুনরায় ওযু করতে হবে?

উত্তর ঃ ওযু হয়ে যাবে, পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই। কারণ নগ্ন হলে কিংবা শরীরের বিশেষ কোনো জায়গা স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন-১৪১ ঃ হাদীসে (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) দেখলাম, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। মেহেরবানী করে প্রকৃত তথ্য জানাবেন।

উত্তর ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় না। হাদীসে ওযুর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে হাত ধুয়ে নেয়া বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-১৪২ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি ওযু করে খানা খায় তাহলে কি তার ওযু নষ্ট হয়ে যাবে? ওযুর পর নগ্ন হয়ে কাপড় পরিবর্তন করলে পুনরায় ওযু করতে হবে কি?

উত্তর ঃ দু' অবস্থার কোনো অবস্থায়ই ওযু নষ্ট হবে না।

আগুনে পাকানো কোনো খাদ্য খেলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৪৩ ঃ আমি নিয়মিত নামায আদায় করি। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে- অনেকে বলেন, আগুনে পাকানো কোনো খাদ্য অথবা গরম কোনো কিছু খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় ওযু করতে হবে। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ আগুনে পাকানো কোনো খাদ্য খেলে ওযু নষ্ট হয় না।

ওযু অবস্থায় হুক্কা, সিগারেট কিংবা পান খেলে

প্রশ্ন-১৪৪ ঃ অনেককে দেখা যায়, নামাযের জন্য ওযু করে নামায আদায় করলো। তারপর বিড়ি-সিগারেট কিংবা হুক্কা টানা শুরু করে দিলো। যখন অন্য নামাযের সময় এসে গেলো তখন শুধু দু'তিনবার কুলি করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। রমযানে দেখা যায় সারাদিন রোযা রেখে ইফতার করে। তারপরই শুরু

হয় মনের আনন্দে ধূমপান। তারাবীহ্ ও ইশার আযান হলো, কুলি করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। এমতাবস্থায় কি তার ওযু থাকবে এবং নামায হবে?

উত্তর ঃ পান খেলে কিংবা ধূমপান করলে ওযু নষ্ট হয়না কিন্তু নামাযের আগে ভালোভাবে কুলি করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নিতে হবে। যদি নামাযে দাঁড়ানোর পর মুখ থেকে ধূমপানের গন্ধ আসে তাহলে নামায মাকরূহ হবে।

ওযু অবস্থায় রেডিও শোনা ও টিভি দেখা

প্রশ্ন-১৪৫ ঃ ধূমপান, রেডিও শোনা ও টিভি দেখায় কি ওযু নষ্ট হয়?

উত্তর ঃ ধূমপানে ওযু নষ্ট হয় না ঠিকই কিন্তু মুখ থেকে সম্পূর্ণ দুর্গন্ধ দূর করতে হবে। আর রেডিও শুনলে এবং টিভি দেখলে ওযু নষ্ট হবে না, তবে পুনরায় ওযু করে নেয়া ভাল।

আয়না অথবা টিভি দেখার পর পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন আছে কি না?

প্রশ্ন-১৪৬ ঃ আয়না অথবা টিভি দেখলে কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ঃ আয়না দেখলে ওযু নষ্ট হয় না। অবশ্য টিভি দেখার পর পুনরায় ওযু করে নেয়া ভালো।

পুতুল দেখলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৪৭ ঃ পুতুল দেখলে কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়? আমি শুনেছি ওযুর পর পুতুলের দিকে দৃষ্টি পড়লেই ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, পুতুল দেখলে ওযু নষ্ট হয় না।

নখের ভেতর ময়লা থাকলে ওযু হবে কিনা?

প্রশ্ন-১৪৮ ঃ কাজ করার সময় নখের ভেতর ময়লা ঢুকে যায়। অনেক সময় পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ওযু করলে ওযু হবে কি?

উত্তর ঃ ওযু হয়ে যাবে কিন্তু নখ বড়ো রাখা উচিত নয়।

কান পরিষ্কার করলে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৪৯ ঃ কানের ভেতর থেকে ময়লা পরিষ্কার করলে ওযু নষ্ট হবে কি না? কানের খৈল যদি কাপড়ে লাগে তাহলে সেই কাপড়ে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কান পরিষ্কার করলে ওযু নষ্ট হবে না। হ্যাঁ যদি কান থেকে পূঁজ বা কোনো পানি বের হয় আর তা আঙ্গুল ঢুকালে আঙ্গুলে লেগে যায় তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেই পানি বা পূঁজও নাপাক।

চুল ও নখ কাটলে ওযু নষ্ট হবে কিনা?

প্রশ্ন-১৫০ ঃ ওযু অবস্থায় চুল দাড়ি কাটালে কিংবা নখ কাটলে কি পুনরায় ওযু করতে হবে? আমার মনে হয় এগুলো কাটলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।

উত্তর ঃ চুল দাড়ি কাটালে এবং নখ কাটলে ওযু নষ্ট হয় না। তাই পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই।

চুল দাড়িতে মেহেদী লাগালে ওযুর হুকুম

প্রশ্ন-১৫১ ঃ কোনো ব্যক্তি চুলে কিংবা দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করলো। মেহেদী শুকানোর পর তা না ধুয়ে শুধু ওযু করে নামায আদায় করতে পারে, না কি মেহেদী আগে ধুয়ে পরিস্কার করে তারপর ওযু করবে?

উত্তর ঃ ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য মেহেদী ধুয়ে ফেলা জরুরী নয়।

সন্তানকে স্তন থেকে দুধ পান করালে ওযু নষ্ট হবে কি?

প্রশ্ন-১৫২ ঃ যদি ওযু অবস্থায় সন্তানকে স্তন থেকে দুধ পান করানো হয় তাহলে কি পুনরায় ওযু করতে হবে?

উত্তর ঃ না, পুনরায় ওযু করতে হবে না।

রূপা দিয়ে দাঁত ফিলিং করালে ওযু গোসল হবে কি না?

প্রশ্ন-১৫৩ ঃ জায়েদ রূপা দিয়ে তার দাঁত ফিলিং করেছে। এমতাবস্থায় তার ওযু গোসল হবে কিনা?

উত্তর ঃ গোসল এবং ওযু হয়ে যাবে।

কৃত্রিম দাঁতসহ ওযু-গোসল

প্রশ্ন-১৫৪ ঃ কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে সেই দাঁত মুখে রেখে গোসল হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হবে। দাঁত খুলে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

ওযুর সময় মহিলাদের মাথা খোলা রাখা

প্রশ্ন-১৫৫ ঃ মহিলাদের ওযু করার সময় কি ওড়না অথবা আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা জরুরী?

উত্তর ঃ পারতপক্ষে মহিলাদের মাথা খোলা রাখা উচিত নয়। তবে ওযু হয়ে যাবে।

প্রসাধনী ব্যবহার করে ওযু করা

প্রশ্ন-১৫৬ ঃ নেইল পলিশ ব্যবহার করলে মহিলাদের ওযু হয়না কারণ নেইল

পলিশের ভেতর পানি ঢুকে না। কিন্তু ক্রীম, পাউডার, মেকআপ প্রভৃতি লাগিয়ে ওযু করা যাবে কি? নাকি নেইল পলিশের মতো এগুলোর ভেতরও পানি পৌঁছে না?

উত্তর ঃ যদি সেগুলো কোনো অপবিত্র বস্তুর সমন্বয়ে তৈরি হয়ে না থাকে তাহলে কোনো দোষ নেই। ওযু হয়ে যাবে।

সেন্ট ব্যবহারে ওযু নষ্ট হয় কি?

প্রশ্ন-১৫৭ ঃ শুনেছি সেন্ট ব্যবহার করলে নাকি ওযু নষ্ট হয়ে যায়? কারণ এতে স্প্রীট আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু পুনরায় ওযু করে নিলেই হবে, না কাপড়ও চেঞ্জ করে নিতে হবে?

উত্তর ঃ সেন্ট ব্যবহারে ওযু নষ্ট হয় না। অবশ্য দেখতে হবে সেন্ট তৈরিতে কোনো নাপাক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে কি না? সেন্টের উপাদান সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট শুনেছি নাপাক কোনো উপাদান সেন্টে নেই। যদি সত্যি হয় তাহলে সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয।

ওযুর সময় সালামের জবাব দেয়া

প্রশ্ন-১৫৮ ঃ ওযু এবং খাওয়ার সময় সালামের উত্তর দেয়া কি জরুরী?

উত্তর ঃ ওযুর সময় জবাব দেয়ায় কোনো দোষ নেই। তবে খাওয়ার সময় সালামের জবাব দেয়া উচিত নয়। কারণ সেই ব্যক্তির ওপর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়।

পানি

সমুদ্রের পানি নাপাক নয়

প্রশ্ন-১৫৯ ঃ সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করে নামায পড়া যাবে কি? যদি সকল প্রাণী সমুদ্র থেকে পানি পান করে তাহলে কি নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ সমুদ্রের পানি পাক। কোনো প্রাণী পানি পান করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে তা নাপাক হয় না।

কুয়ার দূষিত পানি সম্পর্কে

প্রশ্ন-১৬০ ঃ আমাদের মহল্লার মসজিদের জন্য কুয়া খনন করা হয়েছে। প্রায় চল্লিশ ফিট গভীর। আমরা পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়েছিলাম। তারা বলেছে, পানিতে দূষিত পদার্থ পাওয়া গেছে। পানি বিশুদ্ধ

নয়। কিন্তু পানির রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়নি। আমরা সেই পানি দিয়ে কি ওযু করতে বা পান করতে পারবো?

উত্তর ঃ সেই পানি দিয়ে ওযু-গোসল করা এবং কাপড়-চোপড় ধোয়া জায়েয। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তা পান করায়ও কোনো বাধা নেই। তবে স্বাস্থ্যসম্মত না হলে তা পান না করাই ভালো।

কূপে পেশাব করলে তার হুকুম

প্রশ্ন-১৬১ ঃ যদি বাচ্চা ছেলেমেয়ের পেশাব কূপের মধ্যে চলে যায় তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ কূপ নাপাক হয়ে যাবে। তা পাক করতে হলে কূপের সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিতে হবে। পানি ফেলে দিলেই কূপের রশি, বালতি, দেয়াল সব কিছু পাক হয়ে যাবে।

সাপ্লাইয়ের পানি যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়?

প্রশ্ন-১৬২ ঃ আমি একবার এক মাসজিদে গিয়েছিলাম। যখন ওযু করার জন্য কল খুললাম তখন পানির দুর্গন্ধ নাকে গিয়ে প্রবেশ করলো। পানি দেখতে পেলাম টলটলে। রংয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু খারাপ গন্ধ। এ অবস্থায় কি সেই পানি দিয়ে ওযু হবে, না পানিকে নাপাক মনে করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কলে প্রথমে দুর্গন্ধযুক্ত পানি বেরিয়ে পরে ভালো পানি বের হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধের কারণ নির্ণয় না করা যাবে এবং পানির রং পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নাপাক মনে করা যাবে না। কারণ পানি দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া এক কথা এবং নাপাক হওয়া অন্য কথা। যদি মনে হয় এ সাপ্লাইয়ের পানি তাহলে কল খুলে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর যে পানি আসবে তা পাক। যেহেতু ঐ পানির হুকুম প্রবাহিত পানির ন্যায়। দুর্গন্ধযুক্ত পানি বের করে দেয়ার পর যে পানি কলে আসবে তা দিয়ে ওযু গোসল করা যাবে।

নাপাক পানি শোধন করলেই কি পবিত্র হয়?

প্রশ্ন-১৬৩ ঃ আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে এমন হয়েছে যে, নোংরা পানি মেশিনের সাহায্যে শোধনাগারে শোধন করা হয়। বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে কোনো ময়লা দেখা যায় না। এখন বলুন এ পানি পাক, না কি নাপাক?

উত্তর ঃ পানি পরিষ্কার হয়ে গেলেই তা পাক হয়না। কারণ পরিষ্কার পানি এবং পবিত্র পানির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

পানি ভরা পাত্রে নাপাক জিনিসের ছিটে পড়লে

প্রশ্ন-১৬৪ ঃ এক লোটা পানি। সেখানে কোনো জিনিসের ছিটে পড়লো। এখন লোটা থেকে তিনবার পানি ঢেলে দিলেই হবে, না কি লোটার সব পানিই ফেলে দিতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু ছিটে পড়লেই তো পানি নাপাক হয় না। যদি কোনো নাপাক জিনিসের ছিটে হয় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তা পাক করার নিয়ম হচ্ছে, লোটার ভেতর ওপর থেকে পানি ঢালতে হবে যখন লোটার পানি উপচে পড়বে তখন তা পাক হয়ে যাবে।

বৃষ্টির পানির ছিটে

প্রশ্ন-১৬৫ ঃ বৃষ্টির পানি বিভিন্ন জায়গায় জমে জমে থাকে। তা নাজাসাতে গলিযা, না খফীফা? যদি নামাযীর কাপড়ে লেগে যায় তবে কতটুকু পরিমাণ লাগলে নামায হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ বৃষ্টির জমে থাকা পানির ছিটে কাপড়ে লাগলে ধুয়ে নেয়া উচিত। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ঐ কাপড়ে নামায হয়ে যাবে।

ট্যাংকিতে কোনো প্রাণী মরে ফুলে গেলে কত দিনের নামায পুনরায় পড়তে হবে?

প্রশ্ন-১৬৬ ঃ যদি পানির ট্যাংকিতে কোনো পাখি পড়ে মরে যায় এবং তা ফুলে ওঠে। পড়ার সময় যদি জানা না যায় তাহলে কতদিনের নামায পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর ঃ এখানে দুটো কথা আছে। যদি প্রাণী মরে ফুলে ফেটে যায় তাহলে তিন দিনের নামায পুনরায় পড়তে হবে। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, যেদিন দেখবে সেদিন থেকে পানি নাপাক ধরা হবে। প্রথম মত সতর্কতার জন্য আর দ্বিতীয় মত সহজতার জন্য। দুটোর যে কোনো একটির অনুসরণ করা যাবে।

অপবিত্র কূপের পানি ব্যবহার

প্রশ্ন-১৬৭ ঃ একটি কূপে অনেক দিন আগে একটি শূকর পড়ে মারা গেছে। কেউ পানি অথবা শূকর কোনোটিই কূপ থেকে বের করে ফেলেনি। এখন কিছু মজুর সেখানে কাঁচা ইট তৈরি করছে। আর কূপ কাছে থাকায় সেখান থেকে পানি ব্যবহার করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই পানি ব্যবহৃত মাটি কি পাক? আর পানি যে ছিটে ফোঁটা গায়ে কাপড়ে লাগে তাতে কি কাপড় বা শরীর নাপাক হয় না? না ধুয়ে কি নামায হবে?

উত্তর ঃ এ কূপ যতদিন পর্যন্ত পাক করা না হবে ততদিন পর্যন্ত তা নাপাক থেকে যাবে। সেই পানি দিয়ে যে কাঁচা ইট তৈরি করা হয় তাও নাপাক। কাদামাটির ছিটে যদি কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগে তা না ধুয়ে নামায হবে না।

কূপ পবিত্র করার নিয়ম হচ্ছে- সেখান থেকে শূকরের হাড়গোড় বের করে ফেলতে হবে। তারপর কূপের সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে। যদি সব পানি বের করা কঠিন হয় তাহলে কমপক্ষে দুইশ' বা তিনশ' বালতি পানি কূপ থেকে ফেলে দিতে হবে। তাহলে কূপ পাক হয়ে যাবে।

গোসল

গোসলের নিয়ম

প্রশ্ন-১৬৮ ঃ জনাব, আমি জানতে চাই আমাদের মাযহাবে গোসল করার নিয়ম কি? এটি এমন এক মাসয়ালা যা জানা প্রতিটি পুরুষ কিংবা মহিলার একান্ত প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, অনেক কম লোকই বিষয়টি অবগত আছেন। মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সেইসাথে এটিও জানাবেন যে, গোসলের পূর্বে ওযু করা জরুরী কি না? আর গোসলের সময় সতর ঢাকতে হবে কিনা? গোসলের সময় কোনো দু'আ পড়তে হবে কি? নাকি পাঁচ কালিমা বা দরূদ পড়লেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ গোসলের নিয়ম ঃ প্রথমে দু'হাত এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হবে। যদি শরীরে কোথাও নাপাকী লেগে থাকে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর ওযু করে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ভালোমত রগড়ে নেবে। সবশেষে সারা শরীর পানি দিয়ে তিনবার ধুয়ে নিলেই গোসল হয়ে যাবে।

গোসলের ফরয ৩টি। (১) কুলি করা। (২) নাকে পানি দেয়া। এবং (৩) সারা শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। যদি কোথাও সামান্য শুকনো থেকে যায় তাহলে গোসল হবে না এবং শরীর নাপাক-ই থেকে যাবে। নাক এবং কানের ভেতর দিকে পানি পৌঁছানোও ফরয। আংটি (কিংবা চুড়ি) থাকলে তা নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে শরীর ভেজাতে হবে। আর যদি আংটি আঙ্গুলের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে তাহলে খুলে নিতে হবে। অনেক বোন নেইল পলিশ কিংবা এমন কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করেন যার ভেতর পানি প্রবেশ করেনা। রিমোভার দিয়ে তা তুলে শরীরে পানি প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যথায় গোসল হবেনা। অনেক সময় অসতর্কতাবশত (মহিলাদের) নখের নিচে আটা বা ময়দা লেগে থাকে, গোসলের সময় তা উঠিয়ে নিতে হবে। যদি মহিলাদের চুল খোপা

বা বিনুনী করে বাঁধা থাকে তাহলে তা খুলে নেয়া জরুরী নয়। শুধু চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে গেলেই হয়ে যাবে। অবশ্য যদি চুল খোলা থাকে তাহলে অবশ্যই প্রতিটি চুল ভালোভাবে ভেজাতে হবে। এবার আপনার বাকী প্রশ্নের জবাব শুনুন।

❖ গোসলের পূর্বে ওযু করা সুন্নাত, ওযু না করলেও গোসল হয়ে যাবে।

❖ কাপড় পরে (বা সতর ঢেকে) গোসল করা জরুরী নয় বরং মুস্তাহাব।

❖ গোসলের সময় কোনো দু'আ, কালিমা বা দরূদ শরীফ পড়া জরুরী নয়। আর যদি শরীরে কোনো কাপড় না থাকে তাহলে ঐ অবস্থায় তো দু'আ কালিমা পড়াও জায়েয নেই। নগ্ন অবস্থায় চুপ থাকার নির্দেশ। এমতাবস্থায় দু'আ দরূদ পড়া অনভিজ্ঞ মহিলাদের বানানো কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুন্নাত নিয়মে ওযু করার পর গোসল

প্রশ্ন-১৬৯ ঃ আমরা জানি গোসলে ফরয ৩টি। যথা (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, এবং (৩) সারা শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি গোসলের পূর্বে সুন্নাত নিয়মে ওযু করে নিলো, কুলি করলো এবং নাকেও পানি দিলো কিন্তু ওযুর পর এবং গোসলের পূর্বে দ্বিতীয়বার সে কুলি করলো না এবং নাকে পানি দিলো না, যা গোসলের অন্যতম ফরয, সে মনে করলো আমিতো ওযু-ই করে নিয়েছি। এমতাবস্থায় সে গোসল করলে তার গোসল হবে কিনা?

উত্তর ঃ যেহেতু সে গোসলের পূর্বে ওযু করেছে এবং নাকে পানি দিয়েছে ও কুলি করেছে, তাই দ্বিতীয়বার আর এগুলো করার প্রয়োজন নেই। গোসল হয়ে গেছে।

গোসলের সময় কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম শর্ত

প্রশ্ন-১৭০ ঃ যার ওপর গোসল ফরয এমন ব্যক্তি বিশেষ নিয়মে গোসল না করে সাধারণ গোসলের মত গোসল করে নিলো। এতে কি সে পাক পবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ গোসল তো গোসলই। এর আর বিশেষত্ব কী। তবে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের সময় কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া অন্যতম শর্ত।

গোসলের শেষে কুলি ও গড়গড়ার কথা স্মরণ হলে

প্রশ্ন-১৭১ ঃ এক ব্যক্তি নাপাকীর গোসল করছে। গোসল শেষ করার পর মনে হলো, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া হয়নি। এখন শুধু কুলি করলে এবং নাকে পানি দিলেই হয়ে যাবে, না পুনরায় গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ গোসল হয়ে গেছে। পুনরায় গোসল করার প্রয়োজন নেই।

সুন্নাত পরিত্যাগ করে গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি?

প্রশ্ন-১৭২ ঃ যদি সুন্নাত পদ্ধতিতে গোসল না করা হয় তাহলে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি কুলি করা হয়, নাকে পানি দেয়া হয় এবং সারা শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়া হয় তাহলে গোসল হয়ে যাবে এবং শরীরও পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ গোসলে শুধু এ তিনটি কাজ ফরয।

রমযানে গড়গড়া এবং নাকে পানি দেয়া ছাড়া গোসল করা

প্রশ্ন-১৭৩ ঃ রমযানে কারো দিনে স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। রোযা রাখার কারণে গড়গড়া ও নাকে পানি দিতে পারছেনা, তখন শুধু গোসল করে নিলো। তাহলে ইফতার করার পর নাকে পানি দেয়া ও গড়গড়া করা তার জন্য ফরয, না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব? যদি ইফতার করার পরও কেউ নাকে পানি না দেয় এবং গড়গড়া না করে তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে।

উত্তর ঃ গোসল হয়ে যাবে, ইফতারীর পর নাকে পানি দেয়া ও গড়গড়া করার প্রয়োজন নেই। (অবশ্য গোসলের সময় সতর্কতার সাথে যতটুকু সম্ভব কুলি করা নাকে পানি দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।-অনুবাদক)

দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা খোলা ময়দানে গোসল

প্রশ্ন-১৭৪ ঃ পুরুষ কি দাঁড়িয়ে গোসল করবে না বসে? গোসলের সময় কি কাপড় পরতে হবে, না নগ্ন হয়ে বসে গোসল করা যাবে? খোলা মাঠে, উঠানে কিংবা রাস্তার পাশে পুরুষদের গোসল করা কেমন, যেখানে গাইর মুহাররাম মহিলা ও শিশুদের অবাধ যাতায়াত?

উত্তর ঃ আড়ালে কাপড় ছেড়ে গোসল করা জায়েয। তবে সেই অবস্থায় বসে গোসল করা উত্তম। পুরুষরা যদি নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জায়গা ঢেকে রেখে খোলা ময়দানেও গোসল করে, জায়েয আছে।

জাঙ্গিয়া (under wear) পরে ওযু গোসল করা

প্রশ্ন-১৭৫ ঃ আমরা জেলখানার কয়েদীরা জাঙ্গিয়া বা নেংটী পরে গোসল করে থাকি। এতে আমাদের গোসল হয় কিনা? যদি হয় তাহলে নাপাকীর গোসলও কি হয়ে যাবে? এভাবে গোসল করলে পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ যদি জাঙ্গিয়া পরে গোসলের সময় কাপড়ের নিচে পানি পৌঁছে দেয়া হয় এবং সে জায়গা পরিষ্কার করা হয় তাহলে গোসল হয়ে যাবে। গোসলের সাথে

সাথেই ওযু হয়ে যায়। গোসলের পর যদি এমন কোনো ইবাদাত করা না হয় যে ইবাদাতের জন্য ওযু শর্ত তাহলে পুনরায় ওযু করা মাকরুহ্।

গভীর ও প্রবাহিত পানিতে ডুব দিয়ে পবিত্রতা অর্জন

প্রশ্ন-১৭৬ ঃ আমার এক বন্ধু বলেছে, পানি যদি গভীর ও প্রবাহিত হয় তাহলে সেখানে একটি ডুব দিলেই শরীর পাক হয়ে যায়। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ কথা ঠিক আছে তবে সেই সাথে কুলি করে নাকে পানি দিয়ে নিতে হবে। যদি এ দুটো ফরয আদায় করে পানিতে ডুব দেয়া হয় তাহলে গোসল হয়ে যাবে।

মাসিকের পর কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে

প্রশ্ন-১৭৭ ঃ মাসিকের পর পাক-পবিত্রতা অর্জনের জন্য কি কি কাজ করতে হবে?

উত্তর ঃ কোথাও অপবিত্রতা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করা এবং গোসল করে নেয়া।

মহিলাদের সবগুলো চুল ভেজানো আবশ্যক কিনা?

প্রশ্ন-১৭৮ ঃ দাম্পত্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য পালন করার পর গোসলের সময় মহিলাদের মাথার সবগুলো চুলই কি ভেজাতে হবে, নাকি না ভিজালেও গোসল হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ মাথার চুল ধোয়া ফরয। একটি চুল শুকনো থাকলেও গোসল শুদ্ধ হবেনা। আগে মহিলারা খুব যত্ন করে চুলের খোঁপা বাঁধতো বা বিনুনী করতো। এ ধরনের মহিলাদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে যদি বিনুনী বা খোঁপায় নাপাকী না লেগে থাকে তাহলে খোঁপা বা বিনুনী না খুলে শুধু চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছুলেই গোসল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মাথার চুল খোলা থাকে যেভাবে আজকাল মেয়েরা রাখে তাহলে সবগুলো চুল ভেজানো ফরয। নইলে সে পাক-পবিত্র হবে না।

পিতল দিয়ে জোড়া দেয়া দাঁত নিয়ে ওযু গোসল করা

প্রশ্ন-১৭৯ ঃ আমি আপনার নিকট এক মাসয়ালা সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সামনের চওড়া দাঁতের একটি দাঁত কোনো কারণে আংশিক ভেঙ্গে যায়। আমি ভাঙ্গা দাঁতটি পিতল দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি। খুব মজবুতভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে। অনেকে বলছেন তোমার দাঁতে পানি পৌঁছে না তাই তোমার ওযু গোসল হয়না এবং নামাযও হয়না। মেহেরবানী করে আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনার ওযু ও গোসল সবই ঠিক আছে। (চিন্তার কোনো কারণ নেই।)

রূপা দিয়ে মাড়ির দাঁত ফিলিংকারীর ওযু-গোসল

প্রশ্ন-১৮০ ঃ ধরুন যায়েদ তার মাড়ির দাঁত রূপা দিয়ে ফিলিং করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার ওযু-গোসল শুদ্ধ হবে কিনা?

উত্তর ঃ ওযু-গোসল হয়ে যাবে।

ফিলিং করা দাঁত ওযু-গোসলে প্রতিবন্ধক নয়

প্রশ্ন-১৮১ ঃ আমার একটি দাঁতে সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে যার কারণে ব্যথা করে এবং দুর্গন্ত বের হয়। ডাক্তার বলছে তা ফিলিং করতে হবে। অনেকে বলছেন, এরূপ করলে ওযু গোসল হবে না। মেহেরবানী করে আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর ঃ অনেকের একথা ঠিক নয়। দাঁত ফিলিং করার পর যখন তা মূল দাঁতের মত হয়ে যায় তখন আর পৃথক বস্তুর হুকুম থাকে না। কাজেই ফিলিং করা দাঁত ওযু-গোসলে প্রতিবন্ধক নয়।

কোনো ধাতু দিয়ে দাঁত মোড়ালে ওযু-গোসল জায়েয হবে কি না?

প্রশ্ন-১৮২ ঃ জনাব, কিছুদিন আগে আপনি একটি মাসয়ালা দিয়েছিলেন। আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি।

প্রশ্নটি ছিল, সোনা কিংবা অনুরূপ ধাতু দিয়ে দাঁত মোড়ালে বা বাঁধালে ওযু-গোসল হবে কিনা। আপনি ওযু গোসল জায়েয হবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

আমি যতটুকু জানি তাতে মনে হয়, জানাবাতের গোসলের জন্য আপনার বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ ঠোঁট থেকে গলা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছানো ফরয। যদি দাঁতের মধ্যে কোনো জিনিস আটকে থাকে তা বের করে সেই জায়গায় পানি না পৌঁছালে জানাবাতের (নাপাকীর) গোসল শুদ্ধ হয়না। তাহলে মোড়ানো দাঁতের ভেতর পানি না পৌঁছুলে গোসল হয় কি করে? আর যদি গোসল না হয় তাহলে নামায আদায় হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ আপনি ঠিকই লিখেছেন, দাঁতের মধ্যে কোনো জিনিস আটকে থাকলে তা না বের করা পর্যন্ত নাপাকীর গোসল হবেনা। কিন্তু এই নির্দেশ তখন, যখন তা দাঁত থেকে বিনা ক্লেশে বের করা সম্ভব হয়। যদি তা দাঁতের সাথে এঁটে দেয়া হয় এবং তা পৃথক করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা পৃথক না করলেও গোসল হয়ে যাবে।

মেহেদী রঙ লাগিয়ে ওযু-গোসল

প্রশ্ন-১৮৩ ঃ আমাদের এক বুজুর্গ মহিলার বক্তব্য হচ্ছে, মেয়েদের বিশেষ

দিনগুলোতে যদি মেহেদী পরা হয় তাহলে যতদিন পর্যন্ত সেই মেহেদীর রঙ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে পাক-পবিত্র হতে পারবে না। এটি কি সত্য?

উত্তর ঃ ঐ মহিলার কথা সম্পূর্ণ অসত্য। গোসল হয়ে যাবে। গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য মেহেদীর রঙ তুলে দেয়া জরুরী নয়।

টয়লেট এবং বাথ একত্রিত থাকলে সেখানে গোসল করা

প্রশ্ন-১৮৪ ঃ বাড়িতে এটাচ্‌ত বাথরুম বর্তমানে একটি ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পায়খানা এবং গোসলখানা যদি একই রুমের মধ্যে হয় সেখানে গোসল করলে শরীর পাক হবে কিনা?

উত্তর ঃ যেখানে গোসল করা হবে সেই জায়গা যদি পাক হয় এবং নাপাকীর ছিটে না লাগে তাহলে গোসল করলে গোসল হবে না কেন? যদি সেই জায়গা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তাহলে গোসলের আগে পানি দিয়ে সেই জায়গা ধুয়ে নিলেই হলো।

ট্রেনে ভ্রমণের সময় গোসল

প্রশ্ন-১৮৫ ঃ করাচী থেকে লাহোর ট্রেনে ভ্রমণের সময় রাতে গোসলের প্রয়োজন হয়ে গেলো। কাপড়ও নষ্ট হলো। অবশিষ্ট সময়ে নামায পড়ার উপায় কী? ট্রেনে শুধু ওযু করার জন্য পানি থাকে, গোসলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। তাছাড়া ট্রেনে গোসল করা সম্ভবও নয়।

উত্তর ঃ ট্রেনে যদি এতটুকু পানি মওজুদ থাকে, যে পানি দিয়ে শুধু ওযু করা যায় গোসল করা যাবেনা তাহলে গোসলের বিকল্প হিসেবে ও নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে তায়াম্মু করতে হবে।

১. ট্রেনের কোনো বগিতেই এই পরিমাণ পানি না থাকা যাতে গোসল করা যায়।

২. এক শরঈ মাইলের মধ্যে যদি রাস্তায় এমন ট্রেন স্টেশন না থাকে যেখানে পানি ব্যবহার করা সম্ভব।

৩. ট্রেনের মেঝেতে এতটুকু ধুলো জমা থাকা, যা দিয়ে তায়াম্মুম করা সম্ভব হয়। যদি উপরিউক্ত দুটো শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে তৃতীয় শর্তানুযায়ী তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা হলেও পানি পাওয়া গেলে পুনরায় গোসল করে তা আদায় করতে হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮৬ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত নয়, তা ওযুতেই হোক না কেন। তাহলে আপনি মেহেরবানী করে বলুন, বড়ো চার বালতি পানি

দিয়ে গোসল করা কুরআন হাদীসের আলোকে ঠিক কিনা? অথচ এক বালতি পানি দিয়েই সে গোসল শেষ করতে পারে।

উত্তর ঃ পবিত্রতার গোসলের জন্য তো চার সেরের মত পানিই যথেষ্ট। তবে শরীর ঠাণ্ডা করা কিংবা ভালোভাবে শরীর পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বেশী পানি ব্যবহার করে তাহলে দোষের কিছু নেই। বিনা প্রয়োজনে বেশী পানি ব্যবহার করা মাকরূহ।

স্বর্ণালংকার পানিতে ভিজিয়ে সেই পানিতে গোসল করা

প্রশ্ন-১৮৭ ঃ আমার বড়ো ভাই বাড়িতে এসে পানিতে আংটি ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করেছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তার ওপর টিকটিকি পড়েছিলো। কে যেনো বলে দিয়েছে সোনার অলংকার ভেজানো পানি দিয়ে গোসল না করলে পবিত্র হওয়া যাবেনা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষের জন্য সোনার জিনিস ব্যবহার করা হারাম; তাহলে সোনার জিনিস ডুবিয়ে সেই পানিতে গোসল হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ পানিতে সোনার অলংকার ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করলে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু যে তাকে এরূপ বলেছে, সোনার জিনিস পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল না করলে শরীর পাক হবেনা, সে ভুল বলেছে।

গোসল কিংবা মলমূত্র ত্যাগের সময় কোন্ দিকে মুখ করে বসা উচিত

প্রশ্ন-১৮৮ ঃ গোসল করার সময় কোন্ দিকে মুখ করে গোসল করা উচিত? আজকাল তো গোসলখানা এবং পায়খানা একই সাথে তৈরি করা হয়। এজন্য গোসলের সময় কোন্ দিক মুখ করে গোসল করতে হবে? তাছাড়া পায়খানা কোন দিকে মুখ করে বানানো উচিত।

উত্তর ঃ কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পেছন ফিরে পায়খানা-পেশাবের জন্য বসা ঠিক নয়, মাকরূহ তাহ্রীমী। দিগম্বর হয়ে গোসল করলে কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো মাকরূহ তানযীহ্। অন্য কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ানো উচিত। আর যদি সতর ঢেকে গোসল করা হয় তাহলে যেদিক খুশী ফিরে গোসল করা যায়।

অপবিত্র (জানাবাত) অবস্থায় পানাহার করা

প্রশ্ন-১৮৯ ঃ অপবিত্র বা জানাবাত অবস্থায় পানাহার করা এবং হালাল কোনো প্রাণী যবাহ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ জানাবাত অবস্থায় পানাহার এবং এ ধরনের কোনো কাজ করার জন্য

পবিত্রতার প্রয়োজন নেই, জায়েয। কিন্তু পানাহারের পূর্বে নাপাকী লেগে থাকলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ওযু করে নেয়া উত্তম।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নাপাকী অবস্থায় কিছু খেতে চাইতেন কিংবা ঘুমুতে চাইতেন তখন তিনি নামাযের ওযুর মত ওযু করে নিতেন।

প্রশ্ন-১৯০ ঃ দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছি স্বপ্নদোষ হলে গোসল ছাড়া পানাহার করা হারাম। যদি গোসলের পানি না পাওয়া যায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে তাহলে ওযু করে (গড়গড়া ও নাকে পানি দেয়া সহ) কিছু খেতে পারে। কতটুকু ঠিক?

উত্তর ঃ অপবিত্রাবস্থায় পানাহার জায়েয। অবশ্য কুলি করা ছাড়া পানি পান করা মাকরুহ তান্‌যীহ। তা শুধু প্রথম ঢোক। কারণ এ পানিটুকু মুখের অপবিত্রতা দূর করে দেয়। তদ্রূপ হাত না ধুয়ে কিছু পানাহার করাও মাকরূহ্ তান্‌যীহ্।

গোসল ফরয অবস্থায় রোযা রাখা ও পানাহার করা

প্রশ্ন-১৯১ ঃ কারো ওপর যদি গোসল ফরয হয় তাহলে সে গোসল না করে রোযা রাখতে এবং পানাহার করতে পারে কি?

উত্তর ঃ হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে রোযা রাখবে। পরে গোসল করলেও হবে। জানাবাত অবস্থায় পানাহার করা মাকরূহ নয়।

ফরয গোসল বিলম্বে সম্পন্ন করা

প্রশ্ন-১৯২ ঃ আমি আপনার প্রশ্নোত্তর বিভাগে দেখেছি, জানাবাত অবস্থায় পানাহার করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করা যায় এবং কতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করে থাকা যায়?

উত্তর ঃ জানাবাত অবস্থায় হাতমুখ ধুয়ে পানাহার করা যায় কিন্তু গোসলে এতো বিলম্ব করা ঠিক নয় যাতে নামায কাযা হয়ে যায়।

অফিসে যাবার তাড়ার কারণে ফরয গোসল ত্যাগ করা

প্রশ্ন-১৯৩ ঃ এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয। আবার অফিসে যাবার সময়ও বেশি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে, না গোসল করে পরে কাযা পড়ে নেবে?

উত্তর ঃ শহরে পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকার পরও তায়াম্মুম হবে কিভাবে? অফিসে যাবার সময় বেশী হয়ে যায় এ ধরনের ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। যখন তার ওপর গোসল ফরয তখন ফযরের আগে উঠে গোসল করে নামায পড়ে নেয়াই উচিত। এতটুকু বিলম্বে গোসল করা যাতে নামায কাযা হয়ে যায়– হারাম ও শক্ত গুনাহ।

ওযু-গোসলে সন্দেহ প্রবণতা

প্রশ্ন-১৯৪ : ওযু ও গোসলের সময় প্রচুর পানি ব্যবহার করার পর ওযু কিংবা গোসল শেষ করে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কোথাও শুকনো রয়ে গেল না তো! এ সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর : ওযু এবং গোসল সুন্নাত নিয়মে করুন। অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে নিন। ধোয়ার সময় পানি বেশী ব্যবহার করুন। এরপর সন্দেহ করা ভুল। এটি শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা। একে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক নয়।

ফরয গোসলের পর পূর্বের ব্যবহৃত কাপড় পুনরায় পরা

প্রশ্ন-১৯৫ : এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয হলো। সে গোসল করে পূর্বের ব্যবহৃত কাপড় কি পুনরায় পরতে পারবে, যদি সেই কাপড়ে কোনো নাপাকী লেগে না থাকে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে পরতে পারবে।

নাপাকী অবস্থায় চুল নখ কাটা

প্রশ্ন-১৯৬ : নাপাকী অবস্থায় চুল নখ কাটা যায়?

উত্তর : নাপাকী অবস্থায় কি চুল, নখ কাটা মাকরূহ। তবে চুল কিংবা নখ কাটার আগে তা ধুয়ে নিলে মাকরূহ হবে না।

প্রশ্ন-১৯৭ : নাপাকী অবস্থায় চুল নখ কাটলে যতদিন পর্যন্ত বড়ো হয়ে সেই পরিমাণ না হবে ততদিন পর্যন্ত শরীর পাক হবে না। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর : নাপাকী অবস্থায় চুল নখ কাটা ঠিক নয়। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তা বড়ো হয়ে সাবেক অবস্থায় না পৌঁছা পর্যন্ত শরীর পাক হবে না।

অপবিত্রাবস্থায় ব্যবহৃত কাপড়, থালা-বাসন প্রভৃতি সম্পর্কে বিধান

প্রশ্ন-১৯৮ : যদি অপবিত্র ব্যক্তি কোনো জিনিস ব্যবহার করে, যেমন : কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন প্রভৃতি তাহলে তা নাপাক হবে কিনা? এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলে পরদিন দুপুরে গোসল করেছি, বাড়ির বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার পর।

উত্তর : নাপাক অবস্থায় পানাহার ও অন্যান্য কাজকর্ম করা জায়েয। আর অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত আসবাবপত্র নাপাক হয়না। কিন্তু এতো বিলম্বে গোসল করা হারাম যাতে নামায কাযা হয়ে যায়।

অপবিত্র অবস্থায় মেলামেশা ও সালামের জবাব দেয়া

প্রশ্ন-১৯৯ ঃ অপবিত্র অবস্থায় কোনো ব্যক্তি কারো সাথে মেলামেশা করা কিংবা সালামের জবাব দেয়া অথবা অন্য কাউকে সালাম দিতে পারে কি?

উত্তর ঃ অপবিত্র অবস্থায় কারো সাথে মেলামেশা করা, সালামের আদান প্রদান এবং খাওয়া দাওয়া করা জায়েয।

নগ্ন হয়ে গোসলের সময় কথাবার্তা বলা

প্রশ্ন-২০০ ঃ উলঙ্গ হয়ে গোসল করার সময় কারো সাথে কথাবার্তা বললে পুনরায় গোসল করতে হবে কি?

উত্তর ঃ নগ্ন অবস্থায় গোসল করলে কথাবার্তা না বলা উচিত। কিন্তু কথাবার্তা বললে পুনরায় গোসলের প্রয়োজন নেই।

নাভীর নীচের লোম কোন পর্যন্ত কাটতে হবে

প্রশ্ন-২০১ ঃ নাভীর নিচের লোম কোন পর্যন্ত কাটতে হবে। তার সীমা-পরিসীমা কী?

উত্তর ঃ নাভি থেকে নিয়ে উরুসন্ধি পর্যন্ত এবং পেশাব পায়খানার জায়গার আশপাশের সমস্ত অঞ্চল।

অপ্রয়োজনীয় লোম কতদিন পরপর পরিষ্কার করা উচিত

প্রশ্ন-২০২ ঃ অপ্রয়োজনীয় লোম কতদিন পরপর পরিষ্কার করা উচিত?

উত্তর ঃ অপ্রয়োজনীয় লোম প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিলম্বের অনুমতি আছে। তার চেয়ে বেশি দেরি করা গুনাহ। তবে নামায হয়ে যাবে।

ব্লেড দিয়ে বুকের পশম পরিষ্কার করা

প্রশ্ন-২০৩ ঃ ব্লেড কিংবা অন্য কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে বুকের পশম পরিষ্কার করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।

পায়ের নলা এবং উরুর লোম পরিষ্কার করা

প্রশ্ন-২০৪ ঃ পায়ের নলা এবং উরুর লোম ব্লেড বা কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে কাটা কিংবা নাপিত দিয়ে কাটানো জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ লোম পরিষ্কার করায় তো কোনো দোষ নেই কিন্তু উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাপিত দিয়ে পরিষ্কার করা জায়েয নেই।

কাটা চুল পবিত্র কি না?

প্রশ্ন-২০৫ ঃ শুনেছি চুল যতক্ষণ শরীরে থাকে ততক্ষণ পাক, কেটে ফেললে কাটা চুল নাপাক হয়ে যায়। তাহলে চুল কাটিয়ে গোসল ছাড়া নামায আদায় করা যাবে কি? জামায়াত আরম্ভ হয়ে গেলে তখন কি করবে?

উত্তর ঃ চুল কাটালে গোসল করার প্রয়োজন হয় না। এমনকি ওযু অবস্থায় চুল কাটালে পুনরায় ওযু করারও প্রয়োজন নেই। চুলের কাটা যে অংশ তাও পাক। আপনি ভুল শুনেছেন।

যেসব কারণে গোসল ফরয হয়

স্বপ্নদোষ হলে

প্রশ্ন-২০৬ ঃ ঘুমানোর পর কোনো ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে গেলে গোসল করা কি ফরয? এ অবস্থায় পানাহার করা যাবে কি? নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যায় কি?

উত্তর ঃ ঘুমের মধ্যে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে গোসল করা ফরয। কিন্তু এতে রোযা নষ্ট হয় না। গোসল ফরয অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। হাত ভালোভাবে ধুয়ে কিছু স্পর্শ করলে তা নাপাক হয় না।

সহবাসের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর গোসল ফরয

প্রশ্ন-২০৭ ঃ সহবাসের পর স্ত্রীর ওপরও কি গোসল ফরয হয়?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়।

স্বপ্নে নিজেকে অপবিত্র দেখা

প্রশ্ন-২০৮ ঃ স্বপ্নে যদি কেউ নিজেকে অপবিত্র দেখে, যেমন– দেখলো তার মাসিক হয়েছে, তাহলে কি গোসল করতে হবে, নাকি শুধু ওযু করে নামায আদায় করলেই হবে?

উত্তর ঃ যদি শরীরে নাপাকীর কোনো চিহ্ন না থাকে তাহলে স্বপ্নে নিজেকে অপবিত্র দেখলেও গোসল ফরয হবেনা।

পেট ওয়াশ করালে

প্রশ্ন-২০৯ ঃ অনেক সময় রোগীর পেট পরিষ্কার করার জন্য পায়খানার রাস্তা দিয়ে পানি প্রবেশ করিয়ে পেট ওয়াশ করা হয়। এমতাবস্থায় গোসল ফরয হবে কিনা?

উত্তর ঃ অবশ্য গোসল ফরয হবে না কিন্তু পেট থেকে নির্গত পানি নাপাক।

শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর ওযু করে নামায পড়লেই হয়ে যাবে। গোসলের প্রয়োজন নেই।

লাশ কাটার পর গোসল করা

প্রশ্ন-২১০ ঃ আমি মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। অনেক সময় শেখার জন্য লাশ কাটতে হয়। লাশের গোশত্ হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। এতে কি গোসল ফরয হয়ে যায়।

উত্তর ঃ না, শুধু হাত ধুয়ে নেয়াই যথেষ্ট।

প্রস্রাবান্তে গোসল

প্রশ্ন-২১১ ঃ মহিলাদের প্রসব হলেই কি গোসল ফরয হয়ে যায়? আমরা শুনেছি মহিলারা গোসল না করলে তাদের পানাহার সব হারাম হয়ে যায় এবং তারা গুনাহগার হয়।

উত্তর ঃ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদের হাতের খানা খাওয়া জায়েয। যতক্ষণ তা বন্ধ না হয় ততক্ষণ তাদের ওপর গোসল ফরয হয় না। প্রসব করার সাথে সাথে গোসল করতে হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং যখন প্রসবান্তে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন গোসল ফরয হবে।

পেশাবের সাথে দু'এক ফোঁটা বীর্য বেরুলে

প্রশ্ন-২১২ ঃ পেশাবের সাথে যদি দু'এক ফোটা বীর্য বের হয় তাহলে কি গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ পেশাবের সাথে দু'এক ফোঁটা বের হলে গোসল করতে হবেনা। অনেক লোক আছে যাদের পেশাবের সাথে সাদা গাঢ় পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, যাকে 'ওদী' বলে। 'ওদী' বেরোলে গোসল ফরয হয় না।

ওযু কিংবা গোসলের পর পেশাবের ফোঁটা নির্গত হলে

প্রশ্ন-২১৩ ঃ ওযু কিংবা গোসলের পর পেশাবের ফোঁটা বের হলে পুনরায় ওযু কিংবা গোসল করতে হবে কি?

উত্তর ঃ ওযুর পর পেশাবের ফোঁটা বেরুলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় ওযু করতে হবে। তবে গোসলের পর পেশাবের ফোঁটা বেরুলে পুনরায় গোসলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু গোসলের পর মনি বেরুলে কথা আছে। গোসলের প্রথমে যদি কিছুক্ষণ গড়াগড়ি কিংবা পেশাব করে অথবা কিছুক্ষণ চলাফেরা করে তারপর গোসল করে তাহলে গোসলের পর 'মনি' বেরুলেও পুনরায় গোসল করতে

হবেনা। আর যদি সহবাস করে পৃথক হওয়া মাত্রই গোসল করে ফেলে অর্থাৎ বিলম্ব করলো না, পেশাব করলো না কিংবা চলাফেরা করলো না, তারপর যদি 'মনি' বের হয় তাহলে পুনরায় গোসল করতে হবে।

প্রশ্ন-২১৪ ঃ যদি গোসল করার পর অথবা নামায পড়ার পর পেশাব কিংবা 'মনি'র ফোঁটা বের হয় তাহলে দ্বিতীয়বার গোসল করতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি গোসলের পূর্বে বিছানায় শুয়ে একটু আরাম করা হয় কিংবা পেশাব করা হয় অথবা চলাফেরা করার পর যদি গোসল করা হয়ে থাকে তারপর এমন হলে পুনরায় গোসল করতে হবে না। আর যদি উপরিউক্ত কোনো কিছু না করে সরাসরি গোসল করে ফেলে এবং তারপর 'মনি' বের হয় তাহলে আবার গোসল করতে হবে। তবে গোসল করে মনি নির্গত হওয়ার পূর্বে যদি নামায পড়ে থাকে তাহলে নামায হয়ে যাবে। আর যদি শুধু পেশাবের ফোঁটা বের হয় তাহলে গোসল করতে হবে না শুধু ওযু করে নেয়াই যথেষ্ট। অবশ্য কাপড়ের যে অংশে নাপাকী লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলতে হবে। (বীর্যপাতের পর পাতলা পিচ্ছিল যে পদার্থ নির্গত হয় তাকে 'মনি' বলে।-অনুবাদক)

তায়াম্মুম

পানি না পেলে তায়াম্মুম কেন?

প্রশ্ন-২১৫ ঃ পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে হয়, এর পেছনে যৌক্তিকতা কি?

উত্তর ঃ আমাদের জন্য বড় যৌক্তিকতা হচ্ছে– এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। কুরআনুল কারীমেও এ ধরনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করে দিতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' (সূরা আল মায়িদা-৬)

এ আয়াতে কারীমা থেকে জানা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্রতা অর্জনের জন্য মাটিকে পানির বিকল্প বানিয়েছেন। পানি যেমন একজন অপবিত্র লোককে পবিত্র করে তেমনি পানি সংগ্রহ কিংবা ব্যবহারে অপারগ হলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করলেই পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ) লিখেছেন-

'মাটি পবিত্র। পানি যেমন পবিত্র করে তেমনি মাটিও অনেক জিনিসকে পবিত্র

করতে পারে। যেমন চামড়ার মোজা, তলোয়ার, আয়না ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব নাজাসাত মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যায় তাও পবিত্র। বড়ো কথা হচ্ছে হাত ও মুখকে ধুলোমলিন করা- গুনাহ্ থেকে ক্ষমা চাওয়ার এক উৎকৃষ্ট অবস্থা। যেহেতু মাটি দৃশ-অদৃশ্য সব ধরনের নাপাকীকে দূর করে দেয় সেহেতু পানি সংগ্রহ কিংবা ব্যবহারে অপারগতায় সবচেয়ে সহজলভ্য বস্তুটিকেই তায়াম্মুমের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন। মাটি পৃথিবীর সবখানেই পাওয়া যায়। আরেকটি কথা হচ্ছে, মানুষের গঠনের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, তাই মাটির দিকে ফিরে যাওয়া বা মৌলের দিকে ফিরে যাওয়া গুনাহ্ বা অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়। কাফিররা পর্যন্ত কামনা করে কিভাবে মাটির সাথে মিশে যাবে। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।' (তরজমা শাইখুল হিন্দ, সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)

কখন তায়াম্মুম করা জায়েয

প্রশ্ন-২১৬ ঃ আমাদের পরিবারের অধিকাংশ মহিলা তায়াম্মুম করে নামায পড়েন। ঘরে পানি থাকা অবস্থায়ও। তাদের এমন কোনো অসুখ-বিসুখও নেই যার কারণে তায়াম্মুম করা চলে। এভাবে নামায পড়লে কবুল হবে কি? এ ধরনের নামাযের ব্যাপারে ফায়সালা কী?

উত্তর ঃ তায়াম্মুমের নির্দেশ তো তখনকার জন্য যখন পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়। যে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম তায়াম্মুম করে তার নামায হবে না। পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার দুটো কারণ আছে। এক. পানি সহজলভ্য বা পর্যাপ্ত না থাকা। এ অবস্থাটা সফরের সময় হয়ে থাকে। পানি আছে কিন্তু তা এক মাইল দূরে অথবা কুয়ায়। কিন্তু সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা পানির নিকট কোনো হিংস্র প্রাণী থাকায় পানি ব্যবহার সম্ভব নয় কিংবা শত্রু ভয়ের কারণে পানি পর্যন্ত পৌঁছা যাচ্ছে না, এরূপ সকল অবস্থায়ই ধরে নেয়া হবে পানি তার জন্য সহজলভ্য নয়, তখন তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে।

দুই. পানি আছে কিন্তু তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না, কারণ কোনো কঠিন অসুখ, পানি ব্যবহারে তা আরো বেড়ে যাওয়ার আশংকা কিংবা শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে গেলে অথবা ঘা হলে পানি লাগলে পচন ধরবে এ আশংকায় অথবা পানি আছে কিন্তু দুর্বলতার কারণে একা ব্যবহার করা যাচ্ছে না, এমনকি কেউ সাহায্য করবে এমন লোকও নেই এসব অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয।

যেসব মহিলা এসব অসুবিধা ছাড়াই তায়াম্মুম করে থাকেন তাদের তায়াম্মুম এবং নামায কী করে হতে পারে?

তায়াম্মুমের নিয়ম

প্রশ্ন-২১৭ ঃ তায়াম্মুমের নিয়ম কী?

উত্তর ঃ পবিত্রতা অর্জনের নিয়াত করতে হবে। তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে হবে অতিরিক্ত মাটি ঝেড়ে ফেলে দু'হাতের তালু দিয়ে মুখমণ্ডল ভালো করে মাসেহ করতে হবে। একটি চুল পরিমাণ জায়গাও যেন বাদ না যায়। দ্বিতীয়বার আবার মাটিতে দু'হাতের তালু দিয়ে আঘাত করতে হবে। তারপর বাম হাতের তালু দিয়ে ডান কনুই পর্যন্ত এবং ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন-২১৮ ঃ আমার এক বন্ধু আছে। নিয়মিত নামাযী। তার বক্তব্য হচ্ছে.... অনেক লোক নিয়মিত নামায রোযায় অভ্যস্ত নয় অথচ তারা পছন্দ করে কিন্তু বাস্তবায়নে কিছুটা সমস্যা মনে করে পরিত্যাগ করে থাকে। এজন্য আমি ই'তিদাল এর সুযোগ নিতে চাই। তাকে দেখা যায়, অধিকাংশ সময় পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে নামায পড়ে। টিভিতে নাটক শেষ করে ইশার নামায আদায় করে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে- আমরা যখন কোনো ফরয আদায় করবো তখন তা সঠিকভাবে যথাসময়ে আদায় করাই ভালো। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ আপনার বক্তব্যই সঠিক। পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম হবে না। আপনার বন্ধুর কথা ..... 'আমি ই'তিদাল এর সুযোগ নেই' কথাটি যথাস্থানে ঠিক কিন্তু আমরা যদি ই'তিদাল এর মানদণ্ড নিজেদের সুবিধা মত নিজেরাই বের করে নেই তাতো ঠিক নয়। ই'তিদাল এর মানদণ্ড খোদ শরী'আত নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমনঃ কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ... যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছে করো। আপনি দেখুন, কুরআনে কারীমে তায়াম্মুমের জন্য পানি না পাওয়াকে শর্ত করা হয়েছে।

এতেই প্রমাণিত হল, যে ব্যক্তি পানি ব্যবহরে সক্ষম হয়েও তায়াম্মুম করে নামায পড়েন, তিনি ই'তিদাল এর বিপরীত কাজটিই করে থাকেন।

ওযু এবং গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম কিভাবে করবে?

প্রশ্ন-২১৯ ঃ ওযু এবং গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমে কি কোনো পার্থক্য আছে? আমি শুনেছি জানাবাতের তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার ডান দিকে গড়াগাড়ি

দিতে হবে। আরেকবার বাম দিকে গড়াগাড়ি দিলেই তায়াম্মুম হয়ে যাবে, কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ ওযু এবং গোসলের তায়াম্মুমে কোনো পার্থক্যে নেই। উভয় তায়াম্মুমের নিয়ম পদ্ধতি এক। জানাবাতের তায়াম্মুম সম্পর্কে আপনি যা শুনেছেন তার পুরোটাই ভুল।

কি কি জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয

প্রশ্ন-২২০ ঃ কি কি জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয? যেমন সিমেন্ট ওয়ালা বিছানা, পরিষ্কার কাপড়, মাটি ইত্যাদি?

উত্তর ঃ তায়াম্মুম পবিত্র মাটি দিয়ে হয় এবং যে সমস্ত জিনিস মাটির তৈরি সেগুলোতেও তায়াম্মুম হবে। লাকড়ি, কাপড়, লোহার তৈরি জিনিসপত্রে তায়াম্মুম হবে না। অবশ্য যদি এগুলোর ওপর ধূলোর আস্তরণ পড়ে যায় তাহলে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

সময়ের স্বল্পতার কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম

প্রশ্ন-২২১ ঃ যায়েদ জামায়াতে নামায পড়ে। একদিন ফযর নামাযের পূর্বে গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কিন্তু সূর্যোদয়ের মাত্র ১৫/২০ মিনিট আগে ঘুম ভাঙ্গলো। এখন যদি গোসল করে তাহলে নামায কাযা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় যায়েদ কি তায়াম্মুম করতে পারবে?

উত্তর ঃ শুধু সময়ের স্বল্পতার কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। গোসল করে নামায পড়বে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কাযা পড়বে। উত্তম পন্থা হচ্ছে- তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়বে তারপর গোসল করে কাযা আদায় করে নেবে।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম দুর্বলের জন্য নয়

প্রশ্ন-২২২ ঃ আমি একজন যক্ষা রোগী। অগাস্ট থেকে এপ্রিল/মে পর্যন্ত একটানা জ্বর, সর্দি, কাশি থাকে। শরীরের কোথাও না কোথাও ব্যথা থাকেই। কষ্টের কারণে আমি আসর থেকে ইশা তায়াম্মুম করি। আমার এ কাজটি বৈধ কি না ইসলামের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ পানি যদি আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়, অসুখ বেড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আপনি তায়াম্মুম করতে পারেন। নিছক দুর্বলতার জন্য তায়াম্মুম করা ঠিক নয়।

কখন গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা বৈধ

প্রশ্ন-২২৩ ঃ যদি গোসল অপরিহার্য হয়ে যায় এবং রোগ বেড়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হয় তখন কি তায়াম্মুম করা যাবে? গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলে তা কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু সম্ভাবনার কারণে নয়, যদি কারো অবস্থা বাস্তবিকই এরূপ হয় যে, গরম পানিতে গোসল করলেও অসুখ বেড়ে যায় কিংবা বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে তাহলে তিনি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবেন। ওযু ও গোসলের পরিবর্তে করা তায়াম্মুমের নিয়ম এক ও অভিন্ন।

ডাক্তারের পরামর্শে তায়াম্মুম

প্রশ্ন-২২৪ ঃ যদি কোনো ব্যক্তির অসুখ হয় এবং গোসল করার কারণে তার অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন সে কী করবে?

উত্তর ঃ যদি অসুখ বেড়ে যাওয়ার সত্যিকার আশংকা থাকে এবং কোনো দীনদার ডাক্তার পরামর্শ দেন তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে।

গোসলের পরিবর্তে একবার তায়াম্মুম করাই কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন-২২৫ ঃ কোনো ব্যক্তি যতদিন অসুস্থ থাকবে ততদিন প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু করার আগে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হবে, নাকি একবার করলেই যথেষ্ট?

উত্তর ঃ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম শুধু একবার করে নেয়াই যথেষ্ট। যদি পুনরায় গোসল অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে দ্বিতীয়বার করতে হবে, নইলে নয়।

পানি লেগে ব্রণ থেকে রক্ত বেরুনোর আশংকায় তায়াম্মুম

প্রশ্ন-২২৬ ঃ আমার বয়স ১৮ বৎসর। আমার সমস্ত মুখভর্তি ব্রণ, যা রক্ত ও পূঁজে ভরা। ওযু করার সময় মুখমণ্ডলে পানি দিলেই ব্রণ থেকে রক্ত ঝরা শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থায় কি আমি সব নামাযের আগে তায়াম্মুম করতে পারবো?

উত্তর ঃ আপনি যেমন লিখেছেন বাস্তব অবস্থাও যদি তাই হয়ে থাকে, মাসেহ করাও সম্ভব না হয়, তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে।

ব্যবহৃত পানি এবং তায়াম্মুম

প্রশ্ন-২২৭ ঃ ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত পানি যখন একত্রে মিশে যায় এবং সেই পানি ছাড়া ওযু করার জন্য আর কোনো পানি না পাওয়া যায়; ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত

পানি সমান সমান, যেমন এক লোটা ব্যবহৃত এক লোটা অব্যবহৃত, এবার বলুন এ অবস্থায় কী করবো ওযু না তায়াম্মুম?

উত্তর ঃ ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত পানি যদি একত্রে মিশে যায় তাহলে চিন্তা করতে হবে কোনটির পরিমাণে বেশি। যদি বেশি-কম মনে না হয়ে সমান সমান মনে হয় তাহলে সতর্কতার জন্য ব্যবহৃত পানিকে বেশী ধরতে হবে, তাই সেই পানি দিয়ে ওযু না করে বরং তায়াম্মুম করতে হবে।

রেলগাড়ীতে পানি না পেলে করণীয়

প্রশ্ন-২২৮ ঃ রেলগাড়ীতে ভ্রমণের সময় ওযু করার জন্য পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ রেলগাড়ীতে প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে তায়াম্মুম করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, রেলগাড়ীর কোনো বগীতেই যেন পানি না থাকে এবং এক শরঈ মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া যাবে এমন কোনো জায়গায় রেল থামার সম্ভাবনাও যদি না থাকে।

মোজার ওপর মাসেহ

কোন ধরনের মোজার ওপর মাসেহ জায়েয?

প্রশ্ন-২২৯ ঃ শীতের সময় অনেককেই দেখি নাইলনের মোজার ওপর মাসেহ করতে। আমি ফিক্‌হের গ্রন্থাদিতে দেখেছি, এমন মোজার ওপর মাসেহ জায়েয, যে মোজা পায়ে দিলে মোজার ভেতর দিয়ে পা দেখা যায় না । অবশ্য অনেকে এ কথার সাথেও দ্বিমত পোষণ করেছেন। আপনি কুরআন সুন্নাহর আলোকে মেহেরবানী করে বলবেন- কী ধরনের মোজার ওপর মাসেহ করা চলে?

উত্তর ঃ এমন মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ যা এতটুকু মোটা যে, শুধু মোজা পরে অনায়াসে তিন চার মাইল পথ হাঁটা যায়। ইমাম আবু হানিফা (রহ) আরও একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, পুরুষের জুতোয় যতটুকু চামড়া ব্যবহৃত হয় এ ধরনের মোজায়ও কমপক্ষে ততটুকু চামড়া থাকতে হবে। যাহোক, মোজা যদি পাতলা হয় তাহলে সকল ফকীহদের মতেই তার ওপর মাসেহ করা যাবে না। আবার মোজা যত মোটাই হোক না কেন যদি তার ওপর চামড়া না থাকে তাহলে আবু হানিফা (রহ) এর মতে মাসেহ করা যাবে না। সাহিবাঈন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে মাসেহ করা যাবে।

মাসেহকৃত মোজার চামড়া পাক হতে হবে

প্রশ্ন-২৩০ ঃ মোজার ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তার ওপর মাসেহ করা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে- মোজা তো পরেছি কিন্তু তা হালাল জানোয়ারের চামড়ায় তৈরি, না হারাম জানোয়ারের, তা কী করে জানবো? যে কোনো পশুর চামড়ায় তৈরি মোজার ওপর কি মাসেহ করা যায়?

উত্তর ঃ চামড়া দাবাগাত (ট্যানার) করার পর তা পাক হয়ে যায়। কাজেই যে চামড়া দিয়ে মোজা বানানো হয় তা পাক বলেই ধরে নেয়া হয়। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

হায়িয ও নিফাস

দশ দিনের মধ্যে নিঃসৃত রক্ত হায়িযের

প্রশ্ন-২৩১ ঃ এক মহিলার প্রতিমাসে ৬/৭ দিন হায়িয হয়। হঠাৎ করে দেখা গেলো পাঁচ দিন পর সকালে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সে গোসল করে ফেললো। কিন্তু গোসলের পর আবার রক্ত দেখতে পেলো। এভাবে দু'দিন চললো। মাঝে ৪/৫ ঘন্টা বন্ধ রইলো। তারপর আবার রক্ত দেখা দিলো। প্রশ্ন হচ্ছে- শেষ দু'দিন যে বিরতি দিয়ে রক্ত বেরুলো তা কি হায়িয হিসেবে গণ্য হবে নাকি ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর)? অর্থাৎ ৫/৬ ঘন্টা বিরতি দিয়ে যদি আবার স্রাব হয় তাহলে তা হায়িয হিসেবে ধর্তব্য কিনা? প্রতি মাসে হায়িয বন্ধ হওয়ার যে নির্দিষ্ট দিন থাকে যদি কোনো মাসে ব্যতিক্রম হয়ে এরূপ হয় তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর ঃ হায়িযের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন আর সর্বোচ্চ দশ দিন। কাজেই হায়িযের এই সময়ের মধ্যে যেভাবেই রক্ত আসুক না কেন তা হায়িয বলেই গণ্য হবে। ৫/৬ ঘন্টা বিরতি দিয়ে হোক বা ২/১ দিন বিরতি দিয়েই হোক না কেন।

নাপাকীর দিনগুলোতে মহিলাদের গোসল

প্রশ্ন-২৩২ ঃ আমি শুনেছি নাপাকীর দিনগুলোতে মহিলাদের গোসল করা উচিত নয়। কারণ গোসল করলে সেই শরীর জান্নাতে যাবে না। যদি গোসল না করে মাথা ধুয়ে নেয় তবু সেই একই কথা, মাথা জান্নাতে যাবেনা। আমি কম করে হলেও সাতদিন নাপাকীর অবস্থায় থাকি। মেহেরবানী করে বলবেন, সাতদিন গোসল না করে গরমের দিনে কি থাকা সম্ভব?

উত্তর ঃ মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোতে গোসল করা জায়েয। তবে সেই গোসলে

শরীর পবিত্র হবেনা, শুধু পরিষ্কার হবে। আপনি যা শুনেছেন তা সম্পূর্ণ বাজে কথা।

হায়িয থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো আয়াত নেই

প্রশ্ন-২৩৩ ঃ হায়িয থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো আয়াত আছে কি?

উত্তর ঃ না, অমুক অমুক আয়াত বা কালিমা পড়ে পাক হতে হয় এই মর্মে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা ভুল। পানি দিয়ে নাপাকী থেকে পাক হতে হয়, আয়াত অথবা কালিমা দিয়ে নয়।

বিশেষ দিনগুলোতে দৈহিক মিলন করে ফেললে

প্রশ্ন-২৩৪ ঃ আমরা শুনেছি মেয়েদের বিশেষ দিনগুলোতে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারে না। তবু যদি কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে এরূপ করে ফেলেন তাহলে কী করতে হবে? তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কি নষ্ট হয়ে যাবে? এতে কোন্ ধরনের গুনাহ্ হবে, কবীরাহ নাকি সগীরাহ?

উত্তর ঃ স্ত্রীর অপবিত্রাবস্থায় তার সাথে সহবাস করা না জায়েয, হারাম ও কবীরা গুনাহ্। তবু কেউ এরূপ করে ফেললে তাওবা ইস্তিগফার করতে হবে এবং সম্ভব হলে ছ'গ্রাম রূপা বা তার সমমূল্যের টাকা দান করা ভালো। এ ধরনের না জায়েয কাজের দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয় না।

বিশেষ দিনগুলোতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে স্পর্শ করা

প্রশ্ন-২৩৫ ঃ মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্বামী কি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে? কিংবা হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত অংশ স্পর্শ করতে পারে?

উত্তর ঃ এ সময় দাম্পত্য ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ এবং হারাম। এমন কি স্ত্রীর হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত অংশ স্পর্শ করাও জায়েয নেই। তবে কাপড়ের ওপর দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

বিশেষ দিনগুলোতে মহিলাদের প্রতি ইসলামের উদারতা

প্রশ্ন-২৩৬ ঃ বিশেষ পিরিয়ডে মহিলাদের রান্না করা খাবার খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ জাহেলী যুগে এবং বিশেষ করে ইহুদী সমাজে বিশেষ দিনগুলোতে মহিলাদেরকে অপবিত্র মনে করা হতো। তাই তাদেরকে নির্জন এক কামরায় বসবাসের জন্য দেয়া হতো। সেখানে তারা কিছু স্পর্শ করতে পারতো না, তাদেরকে রান্না-বান্না করতে দেয়া হতোনা, এমনকি কেউ তাদের সাথে

মেলামেশাও করতো না। কিন্তু ইসলাম নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত (ও স্ত্রী সহবাস) ছাড়া আর সব কাজকর্মই জায়েয করে দিয়েছে। এমনকি সে দু'আ দরূদ এবং যিকির আযকারও করতে পারে। নিষেধ নেই। কুরআনের আয়াত নেই এমন ওযীফাও সে পড়তে পারে। এ সময় নামায মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর রোযা কাযা করে পরে তা আদায় করে দিতে বলা হয়েছে। বস্তুত মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডে রান্না-বান্না করা, কাপড় চোপড় ধোয়াসহ ঘরকন্যার যাবতীয় কাজ করাই জায়েয।

নিফাসের বিধান

প্রশ্ন-২৩৭ ঃ 'নিফাস' কাকে বলে? হায়িযের মত নিফাসের সময়ও কি নামায মাফ নাকি কাযা পড়তে হবে? নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কী? 'নিফাস' এর সময় রমযান মাস চলে এলে রোযা রাখতে হবে, নাকি কাযা করে পরে আদায় করে দিতে হবে?

উত্তর ঃ সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলে। হায়িযের বেলায় যেমন নামায মাফ তেমনিভাবে নিফাসের বেলায়ও নামায মাফ। হায়িযের সময় যেমন রোযা মাফ নেই তদ্রূপ নিফাসের সময়ও রোযা মাফ নেই। অন্য সময় তার কাযা আদায় করে দিতে হয়। নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করার পর মহিলারা পাক পবিত্র হয়।

নিফাসের মহিলাদের হাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ

প্রশ্ন-২৩৮ ঃ নিফাসের মহিলারা যতদিন পর্যন্ত নিফাস থেকে পাক সাফ না হবে ততদিন তাদের হাতে খাওয়া-দাওয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, জায়েয।

যে ঘরে বাচ্চা প্রসব হয় সে ঘর কি নাপাক হয়ে যায়?

প্রশ্ন-২৩৯ ঃ বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর মা ও সন্তানকে যে ঘরে রাখা হয়– চল্লিশ দিন পর তা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রঙ বার্ণিশ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত এরূপ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত তা নাপাক থেকে যাবে। অথচ ঐ মহিলার সাথে ঘরের সবটুকুর কিংবা সব জিনিসের সম্পর্ক থাকে না। আপনি এই গাইর ইসলামী প্রথার বিরুদ্ধে কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা করবেন।

উত্তর ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তো ভালো কথা কিন্তু ঘর বা রুম নাপাক হয়ে যায় এ ধারণাটি ভুল। কু-সংস্কার মাত্র।

বিশেষ পিরিয়ডে মহিলাদের মেহেদী লাগানো

প্রশ্ন-২৪০ ঃ অনেক পরহেযগার মহিলা বলে থাকেন, বিশেষ সময় যেন মেহিদী না ব্যবহার করা হয়, কারণ তখন হাত পবিত্র থাকে না। ঐ সময়ের আগে লাগালে কোনো দোষ নেই। আপনি মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের বিশেষ সময়ে মেহেদী লাগানো শরঈ দৃষ্টিতে জায়েয। উপরে যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়, ভুল।

হায়িযের সময় পরিহিত কাপড়

প্রশ্ন-২৪১ ঃ বিশেষ সময় মেয়েরা যে কাপড় পরে থাকে তা না ধুয়ে নামায পড়া যাবে কি? কাপড়ের যে অংশে নাপাকী লেগে থাকে শুধু সেই অংশ ধুয়ে নিলেই হবে, নাকি ব্যবহারের সমস্ত কাপড়ই (যেমন সায়া, ব্লাউজ, কাপড়, কামিজ, সেলোয়ার, ওড়না প্রভৃতি) ধুতে হবে।

উত্তর ঃ কাপড়ের যে অংশে নাপাকী লেগে যায় শুধু সেই অংশটুকু ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। আর পাক-পবিত্র কাপড় পরায় দোষের তো কিছু নেই।

মহিলাদের অবাঞ্ছিত লোম ধারালো কিছু দিয়ে কাটা

প্রশ্ন-২৪২ ঃ মহিলাদের অবাঞ্ছিত লোম ধারালো কিছু দিয়ে কাটা কি গুনাহ?

উত্তর ঃ মহিলাদের অবাঞ্ছিত লোম উপড়ে ফেলা কিংবা লোম নাশক হেয়ার রিমোভার দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম। ধারালো কিছু দিয়ে কাটা অপছন্দনীয় বটে কিন্তু তাতে কোনো গুনাহ হবে না।

বিশেষ পিরিয়ডে ব্যবহৃত ফার্নিচার

প্রশ্ন-২৪৩ ঃ ঐ সমস্ত জিনিসের পবিত্রতা সম্পর্কে জানাবেন যা হায়িযের সময় মহিলারা ব্যবহার করে থাকে। যেমন সোফা সেট, নতুন কাপড়, চেয়ার বা এমনি ধরনের বস্তু যা পানি দিয়ে পাক করা যায় না।

উত্তর ঃ ঐ সমস্ত জিনিসে যতক্ষণ নাপাকী না লাগবে ততক্ষণ শুধু ব্যবহারে তা নাপাক হবেনা।

হায়িযের সময় কুরআনুল কারীমের আয়াত তিলাওয়াত

প্রশ্ন-২৪৪ ঃ আমি ছোট বেলায় কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারিনি। তাই এখন শিখতে চেষ্টা করছি। আমাকে যে মহিলা পড়ান তিনি বলেছেন, বিশেষ সময়েও পড়তে পার তবে পৃষ্ঠার ওপর কাগজ দিয়ে ধরে নেবে। পড়াতো পড়বে মুখ

দিয়ে। মুখ সব সময় পবিত্র থাকে। আমার জিজ্ঞাসা আমি কি তার কথা মত ঐ সময় কুরআন শরীফ পড়তে পারি?

উত্তর ঃ হায়িযের সময় মুখে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। তেমনিভাবে যে পুরুষ অথবা মহিলার ওপর গোসল ফরয তাদেরও কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। আপনার শিক্ষিকার বক্তব্য ঠিক নয়। ঐ সময় পানাহার করার জন্য মুখ পাক থাকে ঠিকই কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের জন্য পাক থাকে না। যেমন ওযু না থাকা অবস্থায়ও মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক পবিত্র থাকে কিন্তু ওযু না করা পর্যন্ত তা নামাযের জন্য পাক হয়না। এ অবস্থাটাকে 'নাজাসাতে হুকমী' বলে। জানাবাত, হায়িয ও নিফাসের সময় মুখ হুকমী নাপাক (নির্দেশগত অপবিত্রতা) থাকে। তবে যিকির, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি করা যায়।

প্রশ্ন-২৪৫ ঃ বিশেষ দিনগুলোতে মহিলারা মুখস্থ কোনো আয়াত পড়তে পারে কি?

উত্তর ঃ মহিলাদের বিশেষ সময়ে কুরআনুল কারীমের আয়াত পড়া জায়েয নেই। অবশ্য দু'আ হিসেবে কোনো আয়াতাংশ পড়া যেতে পারে। এ অবস্থায় কোনো হাফিযা যদি কুরআন শরীফ ইয়াদ করতে চায় তাহলে জিহবা না নেড়ে শুধু মনে মনে ইয়াদ করবে। কোনো শব্দ বা আয়াত দেখার প্রয়োজন হলে কাপড় দিয়ে ধরে কুরআন শরীফ খুলে দেখে নেবে।

বিশেষ দিনগুলোতে হাদীস মুখস্থ করা এবং কুরআন মাজীদের তরজমা পড়া

প্রশ্ন-২৪৬ ঃ আমি 'রিয়াদুস সালেহীন' আরবী ১ম খণ্ড পড়ছি এবং কিছু হাদীস মুখস্থ করার চেষ্টা করছি। বিশেষ দিনগুলোতেও কি আমি এরূপ করতে পারবো? তাছাড়া ঐ সময়ে যদি কুরআন মাজীদের আরবী না পড়ে শুধু তরজমা পড়ি এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করি তা করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ দুটো কাজই আপনি করতে পারবেন।

বিশেষ সময়ে মহিলারা পরীক্ষার্থী হলে কুরআনের সূরা সংক্রান্ত উত্তর কিভাবে লিখবে?

প্রশ্ন-২৪৭ ঃ কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। পরীক্ষার সময় যদি বিশেষ সময়টি শুরু হয়ে যায় তাহলে উত্তরপত্রে লিখবো কি করে?

উত্তর ঃ তরজমা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখা জায়েয, কিন্তু আরবী আয়াত লিখা যাবে না। আয়াতের উল্লেখ করে শুধু অর্থ লিখে দিতে হবে।

ছাত্রী এবং শিক্ষিকাগণ ঐ সময় কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে

প্রশ্ন-২৪৮ ঃ

ক. মহিলারা তাদের বিশেষ দিনগুলোতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারে কি?

খ. অনেক শিক্ষিকা কায়দা, নজরানা কুরআন তিলাওয়াত কিংবা হিফয শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তারা ঐ দিনগুলোতে কিভাবে শিক্ষা দেবেন?

গ. ঐ সময়ে মহিলাগণ কোনো ব্যক্তি, ক্যাসেট বা রেডিও টি.ভি'র তিলাওয়াত শুনতে পারবে কি?

উত্তর ঃ

ক. ঐ সময়ে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মহিলাদের জন্য জায়েয নেই। চাই সে এক আয়াত অথবা তার চেয়ে কম তিলাওয়াত করুক না কেন। অবশ্য কুরআনের এমন কিছু আয়াত আছে যা দু'আ ও যিকির হিসেবে পড়া হয় সেগুলো দু'আ ও যিকির হিসেবে পড়া জায়েয আছে। যেমন- খাওয়ার প্রথম 'বিসমিল্লাহ' এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা, অথবা এমন কোনো শব্দ বলা যা সচরাচর বলা হয়ে থাকে।

খ. কুরআন শরীফ শিক্ষা দেন এমন মহিলাদের জন্যও সে সময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা তা স্পর্শ করা জায়েয নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কিভাবে শিক্ষা দেবেন। এ ব্যাপারে ফকীহগণ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে- প্রতিটি আয়াতের শব্দগুলোকে পৃথক পৃথক করে বলে দেবেন। যেমন– আলহামদু.... লিল্লাহ.... রাব্বিল.... আলামীন। এভাবে শিক্ষিকাগণ প্রতিটি শব্দ বানান করতেও পারবেন।

গ. ঐ সময় মহিলাগণ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন না- হাদীসে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু কুরআন মাজীদ শোনার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তাই সে সময় কোনো ব্যক্তির কণ্ঠে কিংবা ক্যাসেটে অথবা রেডিও-টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত শোনা যাবে।

মহিলা হাফিযা হলে কীভাবে সে কুরআন শরীফের ইয়াদ করবে

প্রশ্ন-২৪৯ ঃ কুরআন শরীফ হিফয করার সময় বিশেষ দিনগুলোতে কলম অথবা অন্য কিছু দিয়ে কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ইয়াদ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ মেয়েদের ঐ সময় মুখে উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয

নেই। হাফিযা কোনো মেয়ের যদি কুরআন শরীফ ভুলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে সে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে ইয়াদ করবে। কোনো মতেই যেন জিহবা না নড়ে। কাপড়, কলম প্রভৃতি দিয়ে কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টানো জায়েয আছে।

বিশেষ পিরিয়ডে কুরআনের আয়াত সম্বলিত সিলেবাস কিভাবে স্পর্শ করবে এবং পড়বে

প্রশ্ন-২৫০ ঃ আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমাদের ইসলামী স্টাডিজে কুরআনের প্রথম থেকে ১২ রুকু পর্যন্ত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। আমার অসুবিধা হচ্ছে, আল্লাহ না করুন পরীক্ষার সময় যদি আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আমি কিভাবে পড়াশুনা করবো? কারণ বিশেষ দিনগুলোতে কুরআন স্পর্শ করা তো হারাম। আর যদি না পড়তে পারি তাহলে তো পরীক্ষা দেয়া যাবেনা। আপনার কাছে জিজ্ঞাসা সেই সময় আমি কিভাবে উপকৃত হতে পারি?

উত্তর ঃ কুরআনের আয়াত স্পর্শ করা যাবেনা এবং মুখে উচ্চারণও করা যাবেনা। তবে বই ধরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পড়া যাবে।

বিশেষ দিনগুলোতে মহিলারা ইসলামী সাহিত্যে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ কিভাবে পড়বে

প্রশ্ন-২৫১ ঃ ইসলামী সাহিত্যে জায়গায় জায়গায় কুরআনের আয়াত উল্লেখ থাকে। যদি তার অর্থ না দেয়া থাকে তাহলে ঐ সময় কুরআনের আয়াত পড়া কেমন?

উত্তর ঃ কুরআনের আয়াতগুলো মনে মনে পড়া যেতে পারে।

হায়িয অবস্থায় মহিলাদের যিকির আযকার

প্রশ্ন-২৫২ ঃ মহিলারা কি হায়িয অবস্থায় যিকির আযকার করতে পারে, যেমন- কালিমা, দরূদ শরীফ, ইস্তিগফার ইত্যাদি?

উত্তর ঃ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ছাড়া আর সব যিকির করা যাবে।

মহিলাদের মাথা থেকে উপড়ে পড়া চুল কী করবে

প্রশ্ন-২৫৩ ঃ মাথা আঁচড়ানোর পর মাথা থেকে যেসব চুল উঠে যায়, সেগুলো নাকি ফেলে দেয়া যায়না, সবগুলো একত্রিত করে কবরস্থানে পুতে ফেলতে হয়?

উত্তর ঃ মহিলাদের মাথার চুল সতরের অন্তর্ভুক্ত। চিরুণী করার পর যেসব চুল উঠে যায় সেগুলোও গাইর মুহাররামকে দেখানো জায়েয নয়। এজন্য তা যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া উচিত নয়। বরং কোথাও পুতে রাখা উচিত।

নেইলপলিশ

নেইলপলিশ ব্যবহার অমুসলিমদের অনুকরণ, এতে না ওযু হয় না নামায

প্রশ্ন-২৫৪ ঃ নখে নেইলপলিশ ব্যবহার আজকাল মেয়েদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওযু করতে গেলে কি নেইলপলিশ তুলে ফেলতে হবে? নাকি এর ওপর দিয়ে ওযু হয়ে যাবে? আধুনিক শিক্ষিত কিছু মহিলা এমনকি অনেক নামাযী মহিলা পর্যন্ত বলে থাকেন নেইলপলিশ ব্যবহার করে ওযু হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ নখ সংক্রান্ত দুটো রোগ মহিলাদের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে। একটি নখ বড়ো রাখার প্রবণতা, আরেকটি নেইলপলিশ ব্যবহার। নখ বড়ো করার ফলে তাদের হাত হিংস্র প্রাণীর থাবার মত মনে হয়। তাছাড়া নখের ভেতর ময়লা আবর্জনা প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি ছড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশটি জিনিসকে ফিতরাত বা স্বভাব প্রকৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন, নখ কাটা তার অন্যতম। নখ বড়ো রাখা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী কাজ, এটি অমুসলিমদের অনুকরণ, যা একজন মুসলিম মহিলার জন্য শোভা পায় না। মুসলিম মহিলাদের অমুসলিম মহিলাদেরকে অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

দ্বিতীয় রোগটি নেইলপলিশের। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগত ভাবেই মহিলাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। তাছাড়া নেইলপলিশের মধ্যে এমন কিছু ক্যামিক্যাল থাকে যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সাথে পেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, নেইলপলিশ ব্যবহার করা মাত্র নখের ওপর হাল্কা একটি আস্তরণ পড়ে যায়, যা ভেদ করে নিচে পানি পৌঁছতে পারেনা। তাই এ অবস্থায় ওযু গোসলও শুদ্ধ হয়না। কাজেই অপবিত্র ব্যক্তি অপবিত্রই থেকে যায়। যেসব মহিলা বলেন, নেইলপলিশ না উঠিয়ে ওযু গোসল হয় তারা ভুল বলেন।

নেইলপলিশ ব্যবহারকারী কোনো মহিলার মৃত্যু হলে

প্রশ্ন-২৫৫ ঃ যদি নেইলপলিশ ব্যবহারকারী কোনো মহিলার মৃত্যু হয় তাহলে তাকে গোসল করালে গোসল শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ না, তার গোসল শুদ্ধ হবে না। প্রথমে নেইলপলিশ তুলে ফেলতে হবে। তারপর গোসল করতে হবে।

নেইলপলিশ ও লিপস্টিক ব্যবহার করে নামায

প্রশ্ন-২৫৬ ঃ ক'দিন আগে আমাদের বাড়িতে কুরআন শরীফ খতম করানো হয়েছে। সেদিন আমার ক'জন আত্মীয় এসেছিলেন যারা ফ্যাশন-দুরস্ত। ফ্যাশন বলতে বুঝাতে চাচ্ছি- হাতে পায়ে নেইলপলিশ, শরীরে পারফিউম, ঠোঁটে লিপস্টিক ইত্যাদি। নামাযের সময় হলে সবাই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তাদেরকে বলা হলো, এগুলো ব্যবহার করে তো ওযু হয়না তাহলে নামায হবে কী করে? তারা উত্তর দিলেন, আল্লাহ তো নিয়াত দেখেন। মাওলানা সাহেব! নেইলপলিশ, লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করে ওযু হয় কি? তাছাড়া এসব ব্যবহার করে নামায পড়া যায় কি? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন। খুশী হবো।

উত্তর ঃ আল্লাহ শুধু নিয়াত দেখেন না সাথে এটিও দেখেন, যে কাজটি করা হলো তা শরঈতসম্মত হয়েছে কিনা। যেমন, কেউ ওযু না করে নামায পড়লো এবং বললো আল্লাহ তো নিয়াত দেখেন। এ কথা বলা আল্লাহ এবং রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব লোকের ইবাদাত মূলত ইবাদাত-ই নয়। ফ্যাশনপ্রিয় মহিলারা যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তাদের ভেবে দেখা উচিত নেইলপলিশ ও লিপস্টিক ব্যবহার করলে ভেতরে পানি প্রবেশ করেনা। ফলে ওযু হয় না। আর ওযু না হলে নামাযও হয়না।

নেইলপলিশকে মোজার ওপর 'কিয়াস' করা ঠিক নয়

প্রশ্ন-২৫৭ ঃ ওযু করে মোজা পরলে পরের বার ওযুর সময় পা ধোয়া জরুরী নয়, শুধু মোজার ওপর মাসেহ করলেই যথেষ্ট। তদ্রুপ ওযু করে নেইলপলিশ লাগালে দ্বিতীয়বার ওযুর সময় তা ওঠাতে হবে কেন?

উত্তর ঃ চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। নাইলন বা সূতির তৈরি মোজার ওপর মাসেহ করা ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর নিকট জায়েয নয়। কাজেই নেইলপলিশকে মোজার ওপর 'কিয়াস' করা ঠিক নয়। নেইলপলিশ ব্যবহার করলে তা না উঠিয়ে ওযু গোসল করলে হবেনা।

নেইলপলিশ ও লিপস্টিক ব্যবহারে ওযু গোসলের ওপর তার প্রভাব

প্রশ্ন-২৫৮ ঃ নেইলপলিশ লাগালে যেমন ওযু হয় না তদ্রুপ ঠোঁটে কোনো হাল্কা রঙ লাগালেও কি ওযু হয়না? ওযু করার পরে যদি লাগানো হয় তাহলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নেইলপলিশ ব্যবহারে ওযু গোসল এজন্য হয়না যে, নেইলপলিশের ভেতর দিয়ে পানি শরীরে প্রবেশ করে না। ঠোঁটের রঙের ব্যাপারেও একই কথা। যদি তা এমন হয়, যার ভেতর দিয়ে পানি প্রবেশ করে না তাহলে ওযু গোসল হবেনা। আর যদি হাল্কা কোনো রঙ হয় যার ভেতরে পানি প্রবেশ করে তাহলে ওযু গোসল হবে। ওযু করার পর যদি এগুলো ব্যবহার করে নামায পড়া হয় তবে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু এ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন-২৫৯ ঃ আমি ফরয গোসল সংক্রান্ত আলোচনায় পড়েছি সারা শরীর পানি দিয়ে ধোয়া ফরয। চুল পরিমাণ জায়গাও যেন শুকনো না থাকে। আজকাল নেইলপলিশ ব্যবহার একটি ফাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সমাজের মেয়েরা নেইলপলিশ ব্যবহার করে যা গাঢ় তরল। নখের ওপর হাল্কা আবরণ পড়ে যায়। যেসব পুরুষ রঙের কাজ করে তাদের শরীরের কোনো অংশে যদি রঙ লেগে যায় তা সহজে ওঠে না। এমতাবস্থায় জানাবাতের গোসল হবে কিনা? ইসলাম নারীকে তার স্বামীর জন্য সাজসজ্জা ও রূপ চর্চার অনুমতি দিয়েছে। তাহলে কি নেইলপলিশ ব্যবহারও জায়েয? যদি না জায়েয হয় তাহলে যেসব মহিলা তা ব্যবহার করে তাদের নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ নেইলপলিশের আবরণ পড়ে গেলে তা না উঠিয়ে ওযু-গোসল হবেনা। অন্যান্য রঙের ব্যাপারেও একই নির্দেশ, যা শরীরে পানি পৌঁছুতে বাধা দেয়।

নেইলপলিশ ব্যবহারে বাধ্য করা হলে

প্রশ্ন-২৬০ ঃ স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য যদি নেইলপলিশ ব্যবহার করা হয় এবং নেইলপলিশ ব্যবহারের জন্য যদি স্বামী কঠোরতা আরোপ করে তাহলে মহিলারা কি করবে? ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি এটি না জায়েয হয় তাহলে এর জন্য দায়ী কে, স্বামী না স্ত্রী?

উত্তর ঃ যদি নেইলপলিশ ব্যবহারের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী জেনেও বাধা না দেয় তাহলে উভয়েই গুনাহগার হবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর মন রক্ষার্থে নেইলপলিশ ব্যবহারে বাধ্য হয় তাহলে ওযু করার আগে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে, নইলে ওযু হবেনা এবং নামাযও হবেনা।

নেইলপলিশ ও কৃত্রিম দাঁতসহ গোসল

প্রশ্ন-২৬১ ঃ কোনো মুসলিম সোনার দাঁত অথবা নেইলপলিশ লাগিয়ে গোসল করলে গোসল হবে কি?

উত্তর ঃ বাঁধানো দাঁতসহ গোসল করলে গোসল হয়ে যাবে তা খুলে নেয়ার প্রয়োজন নেই। নেইলপলিশ লাগিয়ে গোসল হবেনা, যতক্ষণ না তা তুলে ফেলা হয়।

মহিলাদের জন্য কি ধরনের মেকআপ জায়েয?

প্রশ্ন-২৬২ ঃ আমাদের সমাজের মহিলারা প্রায়ই মেকআপের ব্যাপারটি নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। তাদের বক্তব্য, মহিলারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মেকআপ করতে পারে। তাছাড়া মহিলারা ইসলামী গণ্ডির ভেতর থেকেই লিপস্টিক, স্নো, ক্রীম, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহার করতে চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো ব্যবহার করা এবং এগুলো ব্যবহার করে দীনী মজলিস ও ওয়াজের মাহফিলে যাওয়া এবং নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তর ঃ মহিলাদের জন্য এমন মেকআপ বা সাজসজ্জা করা জায়েয নেই যা প্রকৃতিগত সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়। যেমন- মাথার চুল প্রকৃতিগত সৃষ্টি, এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের চুল মিলিয়ে বেশী করা। তবে মানুষের চুল ছাড়া কৃত্রিম চুল লাগানো জায়েয। যেসব মেকআপে প্রকৃতিগত সৃষ্টির কোনো বিকৃতি সাধিত হয়না, তা ব্যবহার করা বৈধ। তাই বলে এভাবে গাইর মুহাররাম পুরুষের সামনে যাওয়া জায়েয নেই। অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করলেও নেইলপলিশ ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা ভালো। কারণ সবসময় তা উঠিয়ে ফেলে ওযু করা সম্ভব হয়না। আর যদি না উঠিয়েই কেউ ওযু করে তাহলে তার ওযু কিংবা নামায কিছুই হবেনা। সুতরাং এ ধরনের ঝামেলা এড়িয়ে চলাই উত্তম।

অপবিত্রাবস্থায় তিলাওয়াত, দু'আ ও যিকির

অপবিত্র অবস্থায় ও বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ পড়া

প্রশ্ন-২৬৩ ঃ অপবিত্র অবস্থায় অথবা বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ গোসল ফরয এমন অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং মুখস্থ পড়া উভয়টিই নাজায়েয। আর বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই, কিন্তু দেখে দেখে অথবা মুখস্থ পড়া জায়েয আছে।

অপবিত্রাবস্থায় কুরআনের আয়াতের তাবীয ব্যবহার

প্রশ্ন-২৬৪ ঃ আমরা শুনেছি অপবিত্র অবস্থায় কুরআনের আয়াতের তাবীয ব্যবহার করা জায়েয নয়। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ যে কাগজের ওপর কুরআনের আয়াত লিখা হয় তা নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয নয়। যদি কাপড় কিংবা অন্য কিছুতে তা মুড়ানো থাকে তাহলে ছোঁয়া জায়েয। এ থেকে বুঝা যায় নাপাকী অবস্থায়ও তাবীয ব্যবহার জায়েয কিন্তু তা অবশ্যই মোড়কের ভেতর থাকতে হবে।

গোসল ফরয অবস্থায় কি কি পড়া জায়েয?

প্রশ্ন-২৬৫ ঃ গোসাল ফরয অবস্থায় তাস্‌বীহ্‌, দরূদ শরীফ, কালিমা তাইয়্যিবা, ইস্তিগফার ইত্যাদি পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় শুধু কুরআনুল কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করা যাবে না। যিকির, দু'আ, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া যাবে।

আল কুরআনের আয়াত ও হাদীস সম্বলিত কোনো কিছু বিনা ওযুতে স্পর্শ করা

প্রশ্ন-২৬৭ ঃ ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী পত্র-পত্রিকায় জায়গায় জায়গায় কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া থাকে, এ ধরনের সাহিত্য কিংবা পত্রপত্রিকা ওযু ছাড়া ছোঁয়া এবং পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ যাবে। তবে কুরানুল কারীমের আয়াতসমূহে যেন হাত না লাগে।

জর্দা দিয়ে পান খেয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা

প্রশ্ন-২৬৭ ঃ জর্দা দিয়ে পান খেয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যায় কি?

উত্তর ঃ হাঁ যায়। অবশ্য দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে তিলাওয়াত করা মাকরুহ্‌।

বিনা ওযুতে কুরআন তিলাওয়াত

প্রশ্ন-২৬৮ ঃ ওযু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয কি? যদি তিলাওয়াতের সময় ওযু থাকে কিন্তু মুখে কিছু খাচ্ছে আর তিলাওয়াত করছে তাহলে সেটি কেমন?

উত্তর ঃ বিনা ওযুতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। তবে তা স্পর্শ করা যাবে না। খেতে খেতে তিলাওয়াত করা আদবের খেলাপ।

প্রশ্ন-২৬৯ ঃ আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- 'ওযু ছাড়া কুরআন শরীফ ছোঁয়া কিংবা দেখে দেখে পড়া না জায়েয। তবে বিনা ওযুতে মুখস্থ পড়া যাবে।' এরকম তিলাওয়াতে সওয়াব হবে কি?

উত্তর ঃ বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নিষেধ। তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ নয়। অবশ্য বিনা ওযুতে তিলাওয়াতের সময় হাতের মধ্যে কাপড় পেচিয়ে কিংবা

কলম, চাকু ইত্যাদি দিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টানো জায়েয। এভাবে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে সওয়াব কম বেশী হওয়ার ব্যাপারে কথা আছে।

বিনা ওযুতে দরূদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন-২৭০ ঃ বিনা ওযুতে চলাফেরা করার সময় দরূদ শরীফ পড়া জয়েয কিনা? যদি বিনা ওযুতে আল্লাহর যিকির করা যায় তাহলে দরূদ শরীফ পড়া যাবেনা কেন?

উত্তর ঃ বিনা ওযুতে দরূদ শরীফ পরা যায় তবে ওযুর সাথে পড়া সোনায় সোহাগা।

ওযু ছাড়া আল্লাহর যিকির

প্রশ্ন-২৭১ ঃ এক ব্যক্তি অফিসে একাকী বসে আছে। হাতে কোনো কাজ নেই। এখন সে ওযু ছাড়া আল্লাহর যিকির এবং আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর যিকিরে জন্য ওযু শর্ত নয়। বিনা ওযুতে তাসবীহ্-তাহ্লীল করা জায়েয। তবে ওযুর সাথে করা উত্তম।

টয়লেটে গিয়ে সশব্দে কালিমা বা দু'আ পড়া

প্রশ্ন-২৭২ ঃ টয়লেটে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগের সময় মুখে কালিমা কিংবা দু'আ পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ পায়খানায় গিয়ে মলমূত্র ত্যাগের সময় কালিমা বা কোনো দু'আ মুখে উচ্চারণ করা জায়েয নয় তবে মনে মনে পড়া যেতে পারে।

'আল্লাহ' শব্দ খচিত লকেট পরে টয়লেটে যাওয়া

প্রশ্ন-২৭৩ ঃ 'আল্লাহ' শব্দ খচিত লকেট কেউ যদি চেইনের সাথে সারাক্ষণ ব্যবহার করে তাহলে সেই লকেট পরে টয়লেটে যেতে পারবে কি? এভাবে ব্যবহার করাটা বেয়াদবী নয় কি?

উত্তর ঃ টয়লেটে যাবার পূর্বে তা খুলে রাখা দরকার। (তদ্রূপ কোনো আংটির মধ্যে যদি এরূপ লিখা থাকে তবে সে সম্পর্কেও একই নির্দেশ-অনুবাদক)

খোলা ময়দানে পেশাব-পায়খানা করলে দু'আ কখন পড়বে

প্রশ্ন-২৭৪ ঃ শহরে তো পায়খানার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মফস্বলে সবখানে এরূপ ব্যবস্থা নেই। তারা খোলা ময়দানেই পেশাব-পায়খানা করে থাকে। এমতাবস্থায় কখন দু'আ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ পায়খানায় পা রেখে এবং উন্মুক্ত ময়দানে সতর খোলার সময় দু'আ পড়তে হবে।

পাক-নাপাক

নাজাসাতে গালীযা ও নাজাসাতে খাফীফাহ্

প্রশ্ন-২৭৫ ঃ আমি অনেক বুজুর্গদের নিকট শুনেছি যদি পরনের কাপড় তিন-চতুর্থাংশ নাপাক এবং এক-চতুর্থাংশ পাক হয় তাহলে তা পরে নামায হয়ে যাবে। এ মাসয়ালাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, ঠিক নয়। মাসয়ালা বুঝাতে এবং বুঝতে গলদ আছে। এ কথার সাথে পৃথক পৃথক দুটো মাসয়ালা আছে।

এক ঃ কাপড়ে যদি নাজাসাত লেগে যায় তাহলে তা কতটুকু পর্যন্ত মা'ফ? এর উত্তর হচ্ছে- নাজাসাত দু'প্রকার, 'গালীযা' এবং 'খাফীফাহ্'।

নাজাসাতে গালীযা যেমন- মানুষের পেশাব, পায়খানা, মাদক জাতীয় পানীয়, রক্ত, পশুর গোবর, হারাম পশুর পেশাব ইত্যাদি। এগুলো তরল হলে এক টাকা (অর্থাৎ এক বর্গ ইঞ্চি প্রায়) পরিমাণ পর্যন্ত মাফ। আর যদি গাঢ় হয় তাহলে পাঁচ আনা ওজন পরিমাণ মাফ। তার চেয়ে বেশী হলে নামায হবেনা।

'নাজাসাতে খাফীফাহ্'- যেমন হালাল পশুর পেশাব ইত্যাদি, কাপড়ে লাগলে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত মাফ। এক-চতুর্থাংশ বলতে কাপড়ের প্রতিটি অংশের (যেমন- হাতা, কলার, বডি, ইত্যাদি) এক-চতুর্থাংশ ধরতে হবে।

মাফ হওয়ার অর্থ- এ অবস্থায় নামায পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাথে সাথে ঐ কাপড় থেকে নাজাসাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

দুই ঃ কারো নিকট যদি পাক কাপড় না থাকে এবং কাপড় পাক করার কোনো ব্যবস্থাও না করতে পারে তাহলে সে কী করবে। কাপড় পরে নামায পড়বে না উলঙ্গ হয়ে নামায আদায় করবে? এ মাসয়ালার তিনটি অবস্থা আছে।

১. এ অবস্থায় কাপড় পরেই নামায আদায় করতে হবে। উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ার অনুমতি নেই।

২. কাপড় এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম পাক আর অবশিষ্ট সমস্ত কাপড় নাপাক তাহলে সে ইচ্ছে করলে ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে পারে অথবা কাপড় ত্যাগ করে উলঙ্গ হয়ে বসে বসে নামায আদায় করতে পারে।

৩. কাপড় পুরোটাই নাপাক। এ অবস্থায় সেই কাপড় পরে নামায পড়া যাবেনা। কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়তে হবে। তবে রুকু সিজদা ইশারায় আদায় করতে হবে। যাতে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে। যতটুকু সম্ভব চেপে রাখা।

আপনি বুজুর্গদের থেকে যে মাসয়ালা শুনেছেন তার সারকথা হচ্ছে- যদি কারো নিকট পাক কাপড় না থাকে বরং এরূপ কাপড় থাকে যার চারভাগের তিনভাগ নাপাক এবং এক ভাগ পাক তাহলে সেই কাপড়েই নামায পড়া উচিত।

কতটুকু নাপাকী লেগে থাকলে নামায হয়ে যাবে?

প্রশ্ন-২৭৬ ঃ যদি নাপাক পানির ছিটে কাপড়ে লাগে তাহলে ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু এক ভদ্রলোক বলেছেন- একটি কাঁচা টাকার যতটুকু আয়তন ততটুকু পরিমাণ কাপড়ে লাগলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। বেশী হলে ধুতে হবে। এ সম্পর্কে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি মাসয়ালা বুঝতে ভুল করেছেন। যদি নাপাক পানি কিংবা অন্য কোনো নাপাকী কাপড়ে লেগে থাকে এবং ঐ কাপড় পরেই নামায আদায় করে ফেলে তাহলে দেখতে হবে নাপাকীর পরিমাণ কাঁচা টাকার যে আয়তন তার চেয়ে আয়তনে বেশী না কম। যদি কম হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি আয়তনে বেশী হয় তাহলে- নামায হবেনা পুনরায় (পাক কাপড় পরে) নামায আদায় করতে হবে। উদ্দেশ্য এটি নয় যে, নাপাকী কম থাকলে তা ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

পেশাব করার পরও যদি মনে হয় পেশাবের ফোঁটা ঝরছে

প্রশ্ন-২৭৭ ঃ আজকাল টয়লেটে পেশাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করেই একটু পর ওযু করা হয়। অথচ খোলা জায়গায় পেশাব করে মাটির ঢেলা ব্যবহার করলে দেখা যায় অনেক সময় পরও পেশাবের ফোঁটা ঝরছে। এমতাবস্থায় পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ওযু করতে হবে নাকি এমনি ওযু করলেই হবে? যদি মনে হয় এর পরও পেশাবের ফোঁটা ঝরছে তাহলে কি করা উচিত?

উত্তর ঃ পেশাবের ফোঁটা নির্গত হওয়ার অসুখ যার আছে তাকে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়ার পূর্বে ঢেলা অথবা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। যখন তার মন বলবে এখন আর পেশাব বের হচ্ছেনা তখন সে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

বায়ু নির্গত হওয়ার সাথে যদি ময়লা বেরিয়ে যায়

প্রশ্ন-২৭৮ ঃ নামাযের মধ্যে যদি বায়ু নির্গত হয় তাহলে পুনরায় ওযু করে নামায

আদায় করে নিলেই হয়ে যায়। যদি নামাযের বাইরে বায়ু নির্গত হয় এবং ময়লা বেরিয়ে যায় তাহলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে, না শুধু ওযু করলেই নামায হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ বায়ু নির্গত হলে শুধু ওযু করলেই হবে। শৌচ করার প্রয়োজন নেই। যদি বায়ুর সাথে নাজাসাত বেরিয়ে যায় তাহলে আগে শৌচ বা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে তারপর ওযু করে নামায পড়বে।

ঘুম থেকে উঠে হাত ধোয়া

প্রশ্ন-২৭৯ ঃ আমি বেহেশ্তি জেওর-এ দেখেছি, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠলে তার হাত নাপাক থাকে, কাজেই হাত পাক না করে কোনো ভেজা জিনিস ধরা যাবেনা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- মানুষের হাত ঘামে কিংবা অন্য কোনো ভাবে যদি ভিজে যায় আর সেই ভেজা হাত শরীরে কোথাও লাগে তাহলে কি শরীরের সেই জায়গা নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ আপনি বেহেশ্তি জেওরের যে মাসয়ালার বরাত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

'ঘুম থেকে উঠে কব্জি পর্যন্ত যতক্ষণ না ধুবে ততক্ষণ পর্যন্ত পানিতে হাত ঢুকানো যাবেনা, চাই হাত পাক হোক কিংবা নাপাক।'

আপনি বেহেশতি জেওরের উদ্ধৃতি দিতে দুটো ভুল করেছেন। একটি হচ্ছে- আপনি লিখেছেন 'যখন মানুষ ঘুম থেকে ওঠে তখন হাত নাপাক হয়ে যায়' অথচ বেহেশতি জেওরের কোথাও এরূপ লেখা নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আপনি লিখেছেন- 'হাত পাক না করে কোনো কিছু ধরা যাবেনা।' কিন্তু বেহেশতি জেওরে লিখা হয়েছে- 'হাত পাক হোক বা নাপাক হোক তা না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ডুবানো যাবেনা।'

ঘুমানোর আগে যদি শরীর পাক থাকে এবং ঘুমের মধ্যে যদি গোসল ফরয হয়ে না যায় তাহলে নিছক ঘামের কারণে শরীর নাপাক হয় না। তবে সর্বাবস্থায় ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানিতে প্রবেশ করানো ঠিক নয়।

ওযুতে ব্যবহৃত পানির ফোঁটা নাপাক (?)

প্রশ্ন-২৮০ ঃ ওযু করে মাসজিদে প্রবেশ করলে দেখা যায় ওযুর পানির ফোঁটা মাসজিদের মেঝে কিংবা চাদরে পড়ে, এরূপ পড়লে গুনাহ্ হবে কি?

উত্তর ঃ না, গুনাহ্ হবেনা। ওযুর পর ফোঁটা ফোঁটা যে পানি পড়ে তা নাপাক নয়।

ওযুর সময় ছিটকে পড়া পানির ফোঁটা হাউযে পড়লে

প্রশ্ন-২৮১ ঃ অনেকে বলে থাকেন ওযুর ছিটকে পড়া পানির ফোঁটা নাপাক, তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। তাহলে অনেক মাসজিদে হাউয থেকে ওযু করার সময় সেখানে অনেক পানিই তো ছিটকে পড়ে, এতে কি হাউয নাপাক হয়ে যায়?

উত্তর ঃ হাউয থেকে ওযু করার সময় সতর্কতা অলম্বন করা উচিত যেন ওযুর পানির ছিটে হউযে না পড়ে। তবে এরূপ ছিটে ফোঁটা পানিতে হাউযের পানি নাপাক হয়না।

সর্দির কারণে নাক থেকে নির্গত পানি

প্রশ্ন-২৮২ ঃ সর্দি ও ঠান্ডা লাগার কারণে নাক দিয়ে অতিমাত্রায় যে পানি বের হয় তা পাক কিনা? যদি পাক হয় তার দলিল কী? আর যদি নাপাক হয় তাহলে তারই বা দলিল কী?

উত্তর ঃ সর্দির কারণে নাক থেকে যে পানি বের হয় তা নাপাক নয় কারণ এটি কোনো ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয়না কিংবা কোনো অক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয়ে ক্ষতস্থানের ভেতর দিয়েও বের হয় না। এজন্য এসব পানি বেরুলে ওযু নষ্ট হয়না।

দুধের শিশুর পেশাব

প্রশ্ন-২৮৩ ঃ দুধের শিশু যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয় তাহলে কাপড় নাপাক হবে কি?

উত্তর ঃ দুধ পানকারী শিশুর পেশাব নাপাক। কাপড়ে লাগলে তা পাক করে নিতে হবে। যেটুকু কাপড়ে পেশাব লাগে শুধু সেইটুকু কাপড় ধুয়ে নিলেই হয়ে যাবে।

কোনো বস্তুতে শিশুদের পেশাব লেগে গেলে

প্রশ্ন-২৮৪ ঃ মাটির কোনো পাত্রে শিশুদের পেশাব লাগলে তা ফেলে দিতে হবে নাকি পবিত্র করা যাবে? অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা কোনো খাদ্যদ্রব্যে পেশাব করলে তা ফেলে দেয়া হয়। তবে দামী খাদ্য হলে ধুয়ে খেয়ে নেয়া হয় অথচ এতে সন্দেহ নেই যে, সেই খাদ্যের ভেতর পেশাব ঢুকে গেছে। এ ব্যাপারে সমাধান কি?

উত্তর ঃ মাটির পাত্র তিনবার ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। তবে প্রতিবার ধোয়ার পর পানি ভালোভাবে নিংড়ে নিতে হবে। আর যে খাদ্যদ্রব্যে শিশু পেশাব করেছে তা খাওয়া জায়েয নেই। সেগুলো এমন জায়গায় রেখে দিতে হবে যেন কোনো পশুপাখি এসে খেতে পারে।

একই মেশিনে অমুসলিমদের কাপড়ের সাথে ধোলাইকৃত কাপড়

প্রশ্ন-২৮৫ ঃ সম্মিলিতভাবে সবার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য কোম্পানী একটি মেশিন দিয়েছে। সেখানে অধিকাংশ অমুসলিমরা কাপড় ধুয়ে থাকে। এখন যদি কোনো মুসলিমের কাপড় সেইসাথে ধোলাই করা হয় তাহলে সেই কাপড় পরে নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের কাপড়ের সাথে ধোয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যখন কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন তখন তিনাবার করে নিংড়ে নিলেই হয়ে যাবে।

ড্রাইক্লিনার্সে ধোয়া কাপড়

প্রশ্ন-২৮৬ ঃ আমাদের দেশে গরম কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য মেশিন বা ব্যবস্থাপনা আছে তাকে ড্রাই ক্লিনার্স বলে। এতে মেশিনে পেট্রোল জাতীয় তরল পদার্থ দিয়ে কাপড় ওয়াশ করা হয়। এ তরল পদার্থটি একবার ঢেলে কাপড় পরিস্কার করার পর আবার ঢেলে কাপড়ে দেয়া হয়। এভাবে কম করে হলেও দশবার তা পরিষ্কার করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে ধোলাইকৃত কাপড় পাক কিনা? যেহেতু ঐ মেশিনে পাক-নাপাক সব ধরনের কাপড়ই দেয়া হয় এবং কখনো সেই মেশিন পানি দিয়ে ধোয়া হয় না। এ ব্যাপারে মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি সেই মেশিনে নাপাক কাপড়ের সাথে পাক কাপড় মিলিয়ে ওয়াশ করা হয়, তাহলে পাক নাপাক মিলে সবগুলোই নাপাক হয়ে যাবে। আমরা জানি কোনো নাপাক জিনিস মিললে সবগুলোই নাপাক হয়ে যায়। আমরা আরো জানি কোনো নাপাক কাপড় পাক করার জন্য তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে নিংড়ে নিতে হয়। অথচ ড্রাইক্লিনার্সে এরূপ করা হয়না। সুতরাং তাদের ধোলাইকৃত কাপড় পাক হবেনা। যদি কেউ সেখানে কাপড় ওয়াশ করায় তাহলে বাসায় এনে পুনরায় তা ধুতে হবে।

আর যদি আপনি নিশ্চিত হোন, মেশিনে আপনার কাপড়ের সাথে নাপাক কোনো কাপড় দেয়া হয়নি, আপনার কাপড়ও পাক। তাহলে ড্রাইওয়াশ করার পরও তা পাক থাকবে। আর যদি আপনার কাপড়ই নাপাক থাকে তাহলে ড্রাইওয়াশের পরও তা নাপাক-ই থেকে যাবে।

ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া কাপড়

প্রশ্ন-২৮৭ ঃ ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া কাপড় পাক কিনা? এবং তা পরে নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ ওয়াশিং মেশিনে সাবানের পানি দিয়ে কাপড় ধোয়া হয়। প্রথমবারের দেয়া পানি বের করে দ্বিতীয়বার আবার নতুন পানি দেয়া হয়। এভাবে যতক্ষণ কাপড়ে সাবান থাকে ততক্ষণ পানি ফেলা হয়। তাই ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া কাপড় পাক। সেই কাপড় পরে নামায হবে।

ধোপা কর্তৃক ধোলাইকৃত কাপড়

প্রশ্ন-২৮৮ ঃ আমাদের সব কাপড়, এমনকি জায়নামায পর্যন্ত ধোপা দিয়ে ধোলাই করে থাকি। আমরা জানিনা কিভাবে তারা ধোয়। তাদের ধোয়া কাপড় বিসমিল্লাহ বলে তিনবার ঝেড়ে নিলেই কি পাক হয়ে যাবে? নাকি পুনরায় ধুয়ে পাক করে নিতে হবে?

উত্তর ঃ ধোপার ধোলাইকৃত কাপড় পাক। সুতরাং দ্বিতীয়বার তা ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

নাপাক থালা বাটি পাক করার নিয়ম

প্রশ্ন-২৮৯ ঃ অধুনা প্লাষ্টিকের ব্যবহার বেড়ে গেছে। থালা বাটিও তৈরি হচ্ছে। আমি শুনেছি প্লাষ্টিকের বাসন পেয়ালা নির্দিষ্ট একটি সময় পর নাপাক হয়ে যায়। (এক ধরনের ছিট পড়ে যায় যা নাপাক)। তা আর পাক করা যায় না এ মাসায়ালাটি কতটুক ঠিক?

উত্তর ঃ এরূপ কথা কোন্ বেয়াকুফ বলেছে? অন্য বাসন পেয়ালা যেমন ধুলে পাক হয়ে যায় তেমনিভাবে প্লাষ্টিকের বাসন, পেয়ালা, জগ, বালতি ইত্যাদিও পাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২৯০ ঃ বাসন পেয়ালা নাপাক হয়ে গেলে তা পাক কার উপায় কি?

উত্তর ঃ বাসন পেয়ালা তিনবার ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যায়।

অপবিত্র স্থানে পতিত ঘড়ি পাক করার নিয়ম

প্রশ্ন-২৯১ ঃ আমার হাত ঘড়িটি অত্যন্ত দামী। ওয়াটার প্রুফ। রাত ন'টায় টয়লেটে পড়ে যায়। দামী ঘড়ি হওয়ার কারণে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। সকাল নটায় মেথর আমার ঘড়িটি তুলে দেয়। পুরো বার ঘন্টা পর আমার ঘড়িটি ওঠানো

হয়। তখনো তা ঠিকমত চলছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘড়িটি কিভাবে পাক করা যায়? এ ঘড়ি হাতে দিয়ে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, ঘড়ির ভেতর পানি ঢুকেনি তাহলে বাইরের দিকটি ভালো করে তিনবার ধুয়ে নিলেই হবে। আর যদি ভেতরেও নাপাকী ঢুকে থাকে তাহলে তা খুলে নিয়ে ধুতে হবে। পানির পরিবর্তে পেট্রোল ব্যবহার করলেও ঘড়ি পাক হয়ে যাবে।

তুলা বা ফোমের গদি পাক করার নিয়ম

প্রশ্ন-২৯২ ঃ তুলা বা ফোমের গদি বিছানায় (বা সোফায়) বিছানো হয়। অনেক সময় ছোট বাচ্চারা এতে পেশাব করে দেয়। এগুলো নাপাক হলে পাক করার উপায় কি?

উত্তর ঃ যেসব জিনিস ধুয়ে চিপে পানি বের করা অসম্ভব, সেগুলো পাক করার নিয়ম হচ্ছে পানি দিয়ে ধুয়ে কোথাও ঝরা দিতে হবে, সমস্ত পানি ঝরে গেলে আবার পানিতে ধুয়ে ঝরা দিতে হবে এভাবে তিনবার ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে।

নাপাক কাপড় রোদে শুকালেই কি পাক হয়ে যায়?

প্রশ্ন-২৯৩ ঃ বলা হয়ে থাকে যেসব কাপড় মহিলারা বিশেষ দিনগুলোতে পরে, তা না ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে পাক হয়ে যায়। কথাটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ যদি নাপাকী লেগে থাকে, তাহলে রোদে শুকালে পাক হবেনা। আর যদি নাপাকী না লেগে থাকে তাহলে তো শুকানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ হায়িযের সময় মেয়েরা যে কাপড় পরে থাকে তাতে নাপাকী না লাগলে সেই কাপড় নাপাক হয় না।

নাপাক কাপড়ের পানির ছিটে

প্রশ্ন-২৯৪ ঃ যদি পাক কাপড় পরে নাপাক কাপড় ধোয়। তাহলে ধোয়ায় সময় যে পানির ছিটে এসে পাক কাপড়ে লাগে তাতে সেই কাপড় নাপাক হবে কি?

উত্তর ঃ নাপাক পানির ছিটে কাপড়ে লাগলে অবশ্যই কাপড় নাপাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২৯৫ ঃ কাপড়-চোপড় ধোয়ার সময় পানি ছিটে এসে কাপড়ে লাগে এতে কাপড় নাপাক হয় কি? জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ কাপড় যদি নাপাক হয় তাহলে পানির ছিটেও নাপাক। এজন্য নাপাক কাপড় ধোয়ার পূর্বে সতর্কতার সাথে তা পাক করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ যেখানে

নাপাকী লেগে থাকে, সেই জায়গাটুকু তিনবার ধুয়ে নিয়ে তারপর কাচতে হবে। তাছাড়া এমন পোশাক পরে কাপড় কাচা উচিত যা সব সময় ব্যবহার করা হয় না।

অপবিত্র ব্যক্তির ছোয়ায় কাপড় নাপাক হয় কি?

প্রশ্ন-২৯৬ ঃ আমি একজন কম্পাউন্ডার। আমার এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি যেখানে কাজ করি সেখানকার ৯০% রোগী হিন্দু। তাদের চালচলন অত্যন্ত নোংরা। ডিসপেনসারী ছোট হওয়ার কারণে তারা এসে গাদাগাদি করে দাঁড়ায়। আমার কাপড় তাদের শরীর ও পোশাকের সাথে লেগে যায়। এমতাবস্থায় আমি সেই কাপড় পরে নামায আদায় করতে পারবো কি? কিভাবে আমি কাপড় পাক পবিত্র রাখতে পারি?

উত্তর ঃ যদি তাদের শরীরে বা কাপড়ে দেখা যাওয়ার মত কোনো নাপাকী না থাকে তাহলে মেলামেশার কারণে আপনার কাপড় নাপাক হবেনা। স্বচ্ছন্দে আপনি সেই কাপড় পরে নামায পড়তে পারেন।

অপবিত্র জায়গা শুকালে পাক হয়ে যায়

প্রশ্ন-২৯৭ ঃ অনেক বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে। তারা যেখানে সেখানে পেশাব করে দেয়। এরূপ জায়গায় বসলে কিংবা গড়াগড়ি দিলে সেই শরীর নিয়ে নামায পড়া যাবে কি? প্রকাশ থাকে যে, পেশাবের পর সে জায়গা শুকিয়ে গিয়েছিলো।

উত্তর ঃ অপবিত্র জায়গা শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায়। এরূপ নাপাক জায়গা শুকিয়ে গেলে কোনো কাপড় বা বিছানা ছাড়া খালি জায়গার ওপর নামায পড়লেও নামায হয়ে যাবে। তবে মনে খুঁত খুঁতে ভাব থাকলে কোনো কিছু বিছিয়ে নামায পড়ে নেবেন। (তদ্রুপ এরূপ জায়গায় কেউ বসলে কিংবা ঘুমালেও তার শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না। –অনুবাদক)

প্রশ্ন-২৯৮ ঃ নাপাক জায়গা কিভাবে পাক করা যায়। পাকা জায়গা হলে না হয় ধুয়ে ফেলা যায় কিন্তু যদি কাঁচা মেঝে বা জমিন হয় তাহলে তা পাক করার উপায় কি?

উত্তর ঃ জমিন শুকিয়ে গেলেই তা পাক হয়ে যায়। সেখানে নামায পড়াও জায়েয। তবে সেখানকার মাটি দিয়ে তায়াম্মুম হবেনা।

কোনো জিনিস নাপাক হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস না হলে

প্রশ্ন-২৯৯ ঃ আমি অনেক কিছু ধুতে গেলে সন্দেহে পড়ে যাই। অনেক পাক জিনিস ধুতে গেলেও মনে ওয়াস্‌ওয়াসা শুরু হয়ে যায়। এর সমাধান কী?

উত্তর ঃ যে জিনিস নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা না থাকে তা পাক বলে ধরে নিতে হবে। ওয়াসওয়াসাকে আমল না দেয়াই ভালো। আর যদি কোনো ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় যে, এটি নাপাক তাহলে তা ধুয়ে পাক করে নিলেই হলো।

পাক পবিত্রতা সম্পর্কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা

প্রশ্ন-৩০০ ঃ অনেক সময় একটি জিনিস ধুয়ে পাক করে নিলাম। তবু মনে খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকে যায়। পেরেশানী বেড়ে যায়। কুরআন হাদীসের আলোকে এর প্রতিকার কী?

উত্তর ঃ এ রোগের ওষুধ হচ্ছে আপনি প্রতিটি জিনিস তিনবার করে ধুয়ে নিবেন। তারপর যদি এ রোগ দেখা দেয় আপনি শয়তানকে মনে মনে বলবেন 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যেভাবে ধোয়ার পর পাক বলেছেন, আমি সেভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার তোমার ধোকার থোড়াই কেয়ার করি। এভাবে কিছুদিন করলেই দেখবেন আপনার এ সমস্যা দূর হয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ।

কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ লাগলে

প্রশ্ন-৩০১ ঃ আজকাল মুসলিমরাও অমুসলিমদের মত কুকুর পালন করে। কাপড়ে যদি কুকুরের স্পর্শ লাগে তাহলে কি কাপড় নাপাক হয়ে যাবে? কুকুরের শরীর যদি ভেজা না থাকে তবু কি কাপড় বা শরীর নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ যারা শখ করে কুকুর পালন করে, তাদের জন্য কুকুর পাক কিংবা নাপাক হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। যদি তাদের পাক নাপাকের কিঞ্চিত চিন্তাও থাকতো তাহলে এই নিকৃষ্ট প্রাণীটির প্রতি কিছুটা হলেও ঘৃণা পোষণ করতো।

মূল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- কোনো কাপড় কিংবা অন্য কোনো বস্তুর সাথে যদি কুকুরের ছোঁয়া লাগে তাহলে তা নাপাক হবেনা। অবশ্য কুকুরের গায়ে স্পষ্ট কোনো নাপাকী যদি না থাকে। কুকুরের শরীর শুকনো হোক কিংবা ভেজা। তবে কুকুরের লালা যেখানে লাগবে তা নাপাক হয়ে যাবে। সাধারণত কুকুর যেখানে সেখানে মুখ লাগায়। তাই যদি কাপড়ে মুখ লাগায় তাহলে সেই কাপড় নাপাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩০২ ঃ যদি কুকুর কারো হাত পা চাটে, তাহলে কি সারা শরীর নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ কুকুরের লালা নাপাক ও বিষাক্ত। এজন্য যেখানে লালা লেগে যায় সেই জায়গা তৎক্ষণাৎ ধুয়ে পাক-পবিত্র করে নেয়া জরুরী।

কুকুর ছানাও কি নাপাক

প্রশ্ন-৩০৩ ঃ বড়ো কুকুর তো নাপাক কিন্তু কুকুর ছানাও কি নাপাক?

উত্তর ঃ ছোট হোক কিংবা বড়ো সব ধরনের কুকুরের বেলায় একই হুকুম। আল্লাহ যেন আপনাকে কুকুরের আকর্ষণ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং কুকুরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন।

কাপড়ে বিড়ালের ছোঁয়া লাগলে

প্রশ্ন-৩০৪ ঃ একবার আমার বাড়িতে আমার এক বন্ধু এসছিলেন। বিড়াল দেখে তিনি লাফ দিয়ে চেয়ারের ওপর দু পা উঠিয়ে বসলেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন কাপড়ে বিড়ালের ছোঁয়া লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। সেই কাপড় পরে নামায হয় না। অথচ আমার দাদী বলেছেন বিড়াল ভেজা না হলে শুকনো বিড়ালের স্পর্শে কাপড় নাপাক হয় না। এ সমস্যার সমাধান কি ?

উত্তর ঃ বিড়ালের ছোঁয়ায় কাপড় নাপাক হয় না। বিড়ালের শরীর শুকনো হোক কিংবা ভেজা। তবে শর্ত হচ্ছে- দেখতে পাওয়া যায় এমন নাপাকী যেন শরীরে না থাকে।

নাপাক চর্বি দিয়ে তৈরি সাবান

প্রশ্ন-৩০৫ ঃ মৃত ও হারাম জন্তুর চর্বি দিয়ে তৈরি সাবানে পবিত্রতা অর্জন করা যায় কি? এবং এ ধরনের সাবান ব্যবহার করলে নামায শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ নাপাক চর্বি ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে চর্বির তৈরি সাবান ব্যবহার করা জায়েয। কারণ সাবান তৈরির পরে চর্বির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। (বর্তমানে ভেজিটেবলস্ ফ্যাট থেকে তৈরি সাবান বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করাই ভালো। –অনুবাদক)। ■

নামায অধ্যায়

বালেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত না হলে কখন থেকে নামায পড়তে হবে?

প্রশ্ন-৩০৬ ঃ নামায কখন ফরয হয়? অনেকেই বলে থাকেন, যতদিন স্বপ্নদোষ না হবে ততদিন নামায ফরয হবেনা।

উত্তর ঃ বালেগ হওয়ার পর নামায ফরয হয়। যখনই কারো বালেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন থেকেই তার ওপর নামায ফরয হয়ে যায়। আর যদি বালেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত না হয় তাহলে পনের বছর বয়স হলেই তাদেরকে বালেগ মনে করতে হবে। এই হুকুম ছেলে মেয়ে উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। যেদিন ষোল বছরে পদাপর্ণ করবে সেদিন থেকে শরী'আতের যাবতীয় বিধি বিধান পালনের দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে।

বালেগ হওয়ার সময় স্মরণ না হলে কাযা নামায কখন থেকে আদায় করবে?

প্রশ্ন-৩০৭ ঃ বিভিন্ন কিতাবে পড়েছি বালেগ হওয়ার পর নামায ফরয হয়। কিন্তু বালেগ হওয়ার সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও বারো, কোথাও তের, কোথাও চৌদ্দ আবার কোথাও পনেরো বছরের কথা বলা হয়েছে। আমি চৌদ্দ বছর থেকে নিয়মিত নামায আদায় করি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কত বছরের কাযা নামায আদায় করবো? উল্লেখ্য যে, আমি কত বছরে বালেগ হয়েছি তা স্মরণ নেই।

উত্তর ঃ ছেলে মেয়ে বালেগ হওয়ার কিছু নিদর্শন (আলামত) আছে। যদি ছেলেদের স্বপ্নদোষ এবং মেয়েদের মাসিক শুরু হয় তাহলে তাদেরকে বালেগ ধরা হবে। পনেরো বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই যদি এরূপ আলামত প্রকাশ পায় তাহলে তখন থেকেই শরী'আতের যাবতীয় দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। যদি কেউ বালেগ হওয়ার পর অলসতা বশত নামায রোযা না করে, অতপর সে তওবা করে বিগত জীবনের নামায কাযা করতে চায় কিন্তু তার জানা নেই যে, সে কখন বালেগ হয়েছে। তাহলে ছেলেরা ১৩ বছর বয়স থেকে নামাযের কাযা হয়েছে মনে করে কাযা নামায আদায় করবে। কেননা ছেলেরা বারো বছর বয়সেও বালেগ হতে পারে। আর মেয়েরা ১০ বছর বয়স থেকে নামায কাযা হয়েছে বলে ধরে নিয়ে কাযা নামায আদায় করবে। কারণ অনেক মেয়ে ৯ বছর বয়সেও বালেগ হয়।

বেনামাযী কি পূর্ণ মুসলিম?

প্রশ্ন-৩০৮ ঃ এক ব্যক্তি শুধু জুম'আ ও ঈদের নামায ছাড়া আর কোনো নামায পড়েনা, তাকে কি পূর্ণ মুসলিম বলা যাবে?

উত্তর ঃ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখে এবং নামায পড়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয এ কথাও স্বীকার করে কিন্তু অলসতার কারণে নিয়মিত নামায আদায় করেনা। এমন ব্যক্তি মুসলিম বটে কিন্তু পূর্ণ মুসলিম তাকে বলা যাবে না।

যে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন পরিত্যাগ করে সে মহাপাপী ও ফাসিক। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে নামায পরিত্যাগকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান

প্রশ্ন-৩০৯ ঃ আমার এ ব্যাপারটি বুঝে আসছেনা, বেনামাযীর শাস্তির জন্য ইসলাম কী বিধান দিয়েছে! কেউ বলেন, বেনামাযী কাফির হয়ে যায় আবার কেউ বলেন বেনামাযী কাফির হয়না। আমি শুনেছি ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) বেনামাযীকে হত্যা করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটি কি ঠিক? আরো শুনেছি আবদুল কাদির জিলানী (রহ) এর অভিমত বেনামাযীকে মেরে তার লাশ টেনে হিঁচড়ে শহরের বাইরে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। এ কথাও কি ঠিক? অবশ্য আমি অনেকের কাছে শুনেছি তাকে ততক্ষণ কাফির বলা যাবেনা যতক্ষণ সে নামাযকে অস্বীকার না করবে কিংবা বলবে, আমি নামায পড়বো না। প্রশ্ন হচ্ছে সে যদি নামায পরিত্যাগ করার কারণে কাফির বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া যায় কিভাবে? অথচ কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। মেহেরবানী করে আমাকে ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ), ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ) এর সঠিক অভিমতগুলো রেফারেন্সসহ জানাবেন। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর ঃ যদি নামায পরিত্যাগকারী নামাযের ফরয হওয়ার ব্যাপারটিই অস্বীকার করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির মুরতাদ (তবে যদি নওমুসলিম হওয়ার কারণে ফরয হওয়ার ব্যাপারটি সে না জানে, কিংবা এমন পরিবেশে থাকে যেখানে সবাই নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে জানেনা। এই অবস্থায় তাকে ফযর হওয়ার ব্যাপারটি জানাতে হবে, যদি মেনে নেয় ঠিক আছে, অন্যথায় সে মুরতাদ

এবং তাকে হত্যা করতে হবে।) আর যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু অলসতার কারণে নিয়মিত পড়েনা, ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ) এর আরেক বক্তব্য অনুযায়ী সে মুরতাদ, তাকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হবে এবং তাকে নামায পড়তে আহ্বান জানাতে হবে। যদি সে তিন দিনের মধ্যে নামায পড়া শুরু করে তাহলে ঠিক আছে, নইলে মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করতে হবে। এমনকি মুসলিমদের কবরস্থানেও তাকে দাফন করা যাবে না।

ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) এর নিকট এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) এর এক বক্তব্য মতে, নামায পরিত্যাগকারী মুসলিম ঠিকই কিন্তু নামায পরিত্যাগ করে যে অপরাধ সে করেছে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য তাকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হবে এবং অপরাধের জন্য তাওবার আহ্বান জানানো হবে। তাওবা করলে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে। মোটকথা, ইমাম আবু হানিফা (রহ) ছাড়া আর সকল ইমামের নিকট নামায পরিত্যাগ করার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর অভিমত হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না। তবে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন তাকে জুতাপেটা করতে হবে। যতদিন সে তাওবা করে নামাযে ফিরে না আসবে ততদিন এরূপ করা যাবে। (শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ শরহে মুহায্‌যাব, ৩য় খণ্ড, পৃ-১২, হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হ আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৮, হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হ ফাতওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯২)

যাঁরা বেনামাযীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের দলিল হচ্ছে, এটি সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। এছাড়া আরো দলিল প্রমাণও তাদের আছে। শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ) এর কিতাব দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু আমি জানি তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর হাম্বলী মাযহাবের রায়তো ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল যেহেতু নামায পরিত্যাগকারীকে মুরতাদ মনে করতেন তাই আবদুল কাদির জিলানী (রহ) উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন।

নামায পরিত্যাগ করা কুফর

প্রশ্ন-৩১০ ঃ হাদীস শরীফে আছে যে ব্যক্তি ইচ্ছেকৃত নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী করলো। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন কি, আল্লাহ না করুন লোকটি

নামায পরিত্যাগ করে কাফির হয়ে যাবে? নাকি তরক করা নামায ও পরবর্তীতে আদায়কৃত নামাযের মধ্যবর্তী সময়টুকু শুধু সে কাফির থাকবে? অথচ যে ব্যক্তি জীবনে একটি বারও কালিমা পড়েছে তাকে কাফির বলা উচিত নয়।

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি দীন ইসলামের সমস্ত বিষয়কে সত্য বলে স্বীকার করে এবং দীনের সকল জরুরী বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমাধানকে সত্য বলে মেনে নেয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে কোনো গুনাহর কারণে তাকে কাফির বলা যাবেনা। হাদীসে যে কুফরের কথা বলা হয়েছে তা কুফরে ই'তিকাদী (আকীদাগত কুফর) নয় বরং তা কুফরে আমরী (কর্মগত কুফর)।

হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, উক্ত ব্যক্তি কুফরীর কাজ করেছে। অর্থাৎ নামায ত্যাগ করা মুমিনের কাজ নয়। কাফিরদের কাজের মত জঘন্য একটি কাজ হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। যেমন কাউকে মেথর বলা হলো, এর অর্থ এই নয় যে, সে সত্যি সত্যি মেথর। এর অর্থ তার কাজ-কর্ম মেথরের মত। তদ্রুপ হাদীসে কাফির বলার অর্থ তার কাজটি কাফিরের মত।

বেনামাযীর অন্যান্য সৎ কাজ কি গ্রহণযোগ্য?

প্রশ্ন-৩১১ ঃ অনেকে আছেন যারা দুঃস্থ মানবতার সেবা করেন, যাকাত দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন যখন তাদেরকে বলা হয়, ভাই নামাযটাও পড়ো, তখন তারা বলেন এগুলোও তো ফরয কাজ। বেনামাযীর এসব আমল কবুল হবে কি?

উত্তর ঃ কালিমা শাহাদাত ঘোষণার পর একজন মুসলিমের প্রথম দায়িত্ব নামায। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার চেয়ে বড়ো কোনো নেকী নেই। আর নামায পরিত্যাগ করার চেয়ে বড়ো কোনো গুনাহও নেই। যিনা, চুরি ইত্যাদি বড়ো গুনাহ সন্দেহ নেই কিন্তু নামায না পড়ার মত বড়ো গুনাহ এগুলো নয়। যে ব্যক্তি নামায না পড়ে অন্যান্য সৎকাজ করে আমরা তো একথা বলতে পারিনা যে, তা কবুল হবেনা। কিন্তু নামায পরিত্যাগ করার গুনাহ এতো মারাত্মক যে, এগুলো তা মোচন করতে পারবে না।

আপনি তাকে বলে দিন আপনি তো এতো ফরয কাজ করছেন কিন্তু বড়ো ফরয (নামায তা) পালন করছেন না কেন?

ফরয নামায পড়ার অনুমতি না দেয়া

প্রশ্ন-৩১২ ঃ আমি এমন এক দোকানে চাকুরী করি যেখানে দুপুর ১২ টা থেকে

রাত ১০ টা পর্যন্ত ডিউটি করতে হয়। ডিউটির সময় চার বার নামাযের ওয়াক্ত হয় কিন্তু মালিক আমাকে নামায পড়ার অনুমতি দেন না। অপরাগতার কারণে রাত ১০ টায় ছুটির পর কাযা নামায আদায় করি। আপনি মেহেরবানী করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানাবেন, আমার নামায হয় কি না? যদি না হয় তাহলে আমাকে পরামর্শ দেবেন এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামায পড়ার অনুমতি দেয় না তার অধীনে চাকুরী করা-ই জায়েয নেই।

আল্লাহ্ তা'আলাকে 'গাফুরুর রাহীম' মনে করে নামায না পড়ার শাস্তি

প্রশ্ন-৩১৩ ঃ অনেক লোক আছে যারা বিনা ওযরে নামায ছেড়ে দিয়ে খেলাধুলা কিংবা বাজে কাজে ব্যস্ত থাকে। যখন তাদেরকে বলা হয় নামায না পড়লে আল্লাহ্ নারাজ হবেন এবং গযব দেবেন তখন তারা জাবাব দেয় আল্লাহ তো গাফুরুর রাহীম আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ 'গাফুরুর রাহীম' কিন্তু সে 'গাফুরুর রাহীম' এর নাফরমানী যখন বেপরওয়াভাবে করা হয় এবং তার জন্য অনুতাপ সৃষ্টি না হয় তখন আল্লাহর গযব তো অবশ্যই নাযিল হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে কিয়ামাতের দিন তার জন্য একটি আলো দেয়া হবে। নামায হবে তার ঈমানের সাক্ষ্য। ফলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কাজেই যে নামায না পড়বে সে আলোও পাবেনা এবং ঈমানের পক্ষে কোনো সাক্ষ্যও উপস্থিত করতে পারবে না। ফলে তার পরিণতি হবে কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবনু খালফ এর সাথে। আল্লাহ্ যেন সমস্ত মুসলিমকে তাঁর গযব থেকে রক্ষা করেন। এতো হচ্ছে শয়তানের ধোকা তুমি গুনাহ্ করে যাও, আল্লাহ তো 'গাফুরুর রাহীম'। পরওয়া কি, মাফ তিনি করবেনই। মুমিনের বৈশিষ্ট্য তো এমন হওয়া উচিত, সে আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের পাবন্দী করবে এবং সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর রাহমাতের প্রত্যাশা করতে থাকবে। যেভাবে আমরা দু'আ কুনূত এ বলে থাকি–

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার রহমের প্রত্যাশা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করি।'

নামায এবং দাড়ি

প্রশ্ন-৩১৪ ঃ এক ব্যক্তি নামায পড়েনা কিন্তু দাড়ি রেখেছে, এতে সাওয়াব পাবে কি? আরেক ব্যক্তি নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু দাড়ি রাখে না তার ব্যাপারে নির্দেশ

কী? অন্য এক ব্যক্তি দাড়ি রেখেছিলো কিন্তু তা কেটে ফেলেছে তবে নামায পড়া ছেড়ে দেয়নি, সে কোনো সাওয়াব পাবে কি?

উত্তর ঃ নামায পড়া ফরয। নামায না পড়া কবীরাহ্ গুনাহ্ ও কুফরী কাজ। দাড়ি রাখা ওয়াজিব। তা কেটে ফেলা হারাম ও কবীরাহ গুনাহ। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য ফরয এবং ওয়াজিবগুলোকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা আর আখিরাত ও কবরের জন্য বেশি বেশি করে নেকী সঞ্চয় করা। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে নেকী সঞ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সাথে হারাম, নাজায়েয ও গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। দুর্ঘটনাবশত কোনো গুনাহ্ হয়ে গেলে তখনই দরবারে ইলাহী-তে তাওবা করা এবং কিছু কাফ্ফারা প্রদান করা উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলিম আখিরাতের পথের যাত্রী তাই পথের সম্বল সঞ্চয় করা তার একান্ত দায়িত্ব। সেই সাথে লোভ-লালসা, রাস্তার চড়াই-উৎরাই, ঝোপ-ঝাড় প্রভৃতি থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কর্তব্য।

এখন কেউ যদি ভালো কাজও করে আবার খারাপ কাজও করে তাহলে তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কি? এর উত্তর হচ্ছে- কিয়ামাতের দিন ভালোমন্দ ওজন করার জন্য এক ধরনের পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে যার নাম 'মীযান', তারপর ভাল ও মন্দ উভয় কাজকে পরিমাপ বা ওজন করে দেখা হবে। যার নেকীর পরিমাণ বেশি হবে সে সৌভাগ্যবান আর যার গুনাহর পরিমাণ বেশি হবে তার জীবনে নেমে আসবে দুর্ভোগ। যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার কোনো শেষ নেই।

বেনামাযীর সাথে কাজ করা

প্রশ্ন-৩১৫ ঃ আমি এক ব্যক্তির সাথে কাজ করি যে নামায পড়েনা। এমন কি জুম'আর নামায পর্যন্ত সে পড়েনা। তার সাথে কাজকর্ম করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ কাজতো কাফিরের সাথেও করা যায়। ঐ ভদ্রলোক যদি মুসলিম হন তাহলে তাকে নামাযের জন্য তাকিদ দেয়া প্রয়োজন। আপনি কোনোভাবে তাকে ভালো লোকদের সংস্পর্শে নিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ্ সে ভালো হয়ে যাবে এবং নামায পড়া শুরু করবে।

নামায পড়া এবং নামায কায়েম করার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন-৩১৬ ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন 'নামায কায়েম কর' কিন্তু মাওলানা সাহেবরা বলেন নামায পড় অথচ নামায পড়ার কথা কুরআন এবং হাদীসে কোথাও নেই। আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন নামায কায়েম করা ও নামায পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

আমরা যদি নামায কায়েম করার পরিবর্তে নামায পড়ি তাহেল সাওয়াব পাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ নামায কায়েম করা অর্থ সমস্ত শর্তাবলী ও আদবের সাথে একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্তে তা আদায় করা। এ কথাগুলোকে আমাদের ভাষায় পড়া বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে নামায কায়েম করা এবং নামায পড়া তাৎপর্যের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। যখন নামায আদায় করা বা নামায পড়া বলা হয় তখন তার তাৎপর্য হয় নামায কায়েম করা।

কর্মব্যস্ততা প্রদর্শন করে নামায না পড়া

প্রশ্ন-৩১৭ ঃ ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বের মাযহাব। তখন মানুষের প্রয়োজন কম ছিলো। ব্যবসা বাণিজ্যও ছিলো তুলনামূলকভাবে কম। মানুষের হাতে ছিলো প্রচুর অবকাশ। তাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া মামুলী ব্যাপার ছিলো। কিন্তু বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অখণ্ড ব্যস্ততায় সময় অতিবাহিত করে। তাই শুধু সকাল ও রাতে নামায পড়লে কেমন হয়? যেন মানুষ মনে প্রাণে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। এর জন্য যে সময় নির্দিষ্ট তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। কর্মব্যবস্ততার অজুহাত নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে হয় প্রশ্নকারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতকে তাঁর সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মনে করেন। পরবর্তী সময়ের জন্য উপযোগী মনে করেন না। এরূপ ধারণা কুফরীর কাছাকাছি। বর্তমানে মানুষ বন্ধু বান্ধবের সাথে গল্পগুজব ও বিভিন্ন ধরনের চিত্তবিনোদনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে। তখন তাদের কর্মব্যস্ততার কথা মনে পড়ে না, শুধু নামাযের সময় হলেই কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায় এটি কোন্ ধরনের মানসিকতা?

প্রথমে চরিত্র সংশোধন পরে নামায

প্রশ্ন-৩১৮ ঃ অনেকের ধারণা প্রথমে চরিত্র সংশোধন করে তারপর নামায পড়া উচিত, কথাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

উত্তর ঃ এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা চরিত্র ঠিক করার জন্যই তো নামাযের ব্যবস্থা। এটি শয়তানের একটি চাল। মানুষকে বুঝায়- চরিত্র ঠিক না করে নামায পড়ে কি হবে? এ ব্যাপারে শয়তানের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এ লোক মৃত্যুর পূর্ব

মুহূর্তেও চরিত্র সংশোধন করতে পারবেনা। কাজেই সে আর কোনোদিন নামাযের কাছেও যাবেনা। আসল কথা হচ্ছে, নামায পড়তে হবে এবং সেই সাথে চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। নামায পরিত্যাগ করে চরিত্র সংশোধন হবে কিভাবে?

শিক্ষার্থীর জন্য আসর নামায ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-৩১৯ ঃ আমি একজন ছাত্রী। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। কিছুদিন হয় কলেজে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু কলেজে ক্লাশ করে আসর নামায পড়ার সুযোগ হয়না। আমি কি সব সময় মাগরিবের সাথে আসরের কাযা আদায় করে নিতে পারবো? এতে কি কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ হাদীসে আছে যার আসর নামায কাযা হলো তার যেন বাড়িঘর সব লুট হয়ে গেলো এবং পরিবার পরিজনও ধ্বংস হয়ে গেলো। নামায কাযা করা জায়েয নেই। আপনি নামাযের সময় কলেজের ভেতর নামায পড়ে নেবেন। আর যদি সে সুযোগটুকু না পাওয়া যায় তাহলে লা'নত সেই কলেজের এবং লা'নত সেই শিক্ষাব্যবস্থার।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত নামায

প্রশ্ন-৩২০ ঃ আমার কিছু বন্ধু আছে যারা বিপদাপদে পড়লে নামাযের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় আবার বিপদ দূর হয়ে গেলেই তারা নামায ছেড়ে দেয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নামাযকে ফরয মনে করেই তা আদায় করা উচিত। বিপদ মুসিবত থেকে উদ্ধারের অবলম্বন বানানো উচিত নয়। সউদীতে একবার আমার দু'বন্ধুর চাকুরী ছিলো না। একজন তাদেরকে বললেন ঃ নামায পড়, দু'আ কর চাকুরী হয়ে যাবে। আমি বললাম স্রেফ একটি চাকুরীর জন্য আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলেই নামায ছেড়ে দেয়া এটি কি ঠিক? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ পার্থিব কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নামায রোযা করা এবং স্বার্থ-সিদ্ধি হয়ে গেলেই তা পরিত্যাগ করা খুব খারাপ কথা। তার চেয়েও বেশি খারাপ বিপদ ও প্রয়োজনে আল্লাহর সাহায্য না চাওয়া। যাবতীয় ইবাদাত আল্লাহর হক, একথা মনে করেই ইবাদাত করা উচিত। সুখে এবং দুঃখে সর্বদা তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা। দুনিয়ার কোনো স্বার্থ-সিদ্ধি মুখ্য হওয়া উচিত নয় মুখ্য হওয়া উচিত আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ। আপনার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আছে, দুনিয়ার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নামায রোযা করা ঠিক নয়। কিন্তু আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। আপনি

বলেছেন, বিপদের সময় নামায রোযা করে কী হবে। মানুষ যেভাবেই আল্লাহর সান্নিধ্যে আসতে চায় আসুক তাকে নিরুৎসাহিত করা ঠিক নয়।

নামায কবুল হয়েছে কিনা জানার উপায় কি?

প্রশ্ন-৩২১ ঃ এমন কোনো উপায় আছে কি যাতে জানা যায় নামায কবুল হয়েছে কিনা এবং আল্লাহ্ আমার ওপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা?

উত্তর ঃ সবগুলো শর্ত পূরণ করে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করার পর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমার নামায কবুল করেছেন।

নামায কায়েম করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব

প্রশ্ন-৩২২ ঃ নামায প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি?

উত্তর ঃ নামায ছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তাও করা যায় না।

প্রশ্ন-৩২৩ ঃ যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা হয় নামায কায়েম করা এবং বেনামাযীর শাস্তি বিধান করাই কি তার জন্য প্রথম ফরয নয়?

উত্তর ঃ জি হাঁ, এটিই প্রথম ফরয।

প্রশ্ন-৩২৪ ঃ যদি রাষ্ট্র এরূপ না করে তাহলে কিয়ামাতের দিন সমস্ত বেনামাযীর গুনাহর সমপরিমাণ গুনাহ্ কার মাথায় ওঠানো হবে?

উত্তর ঃ বেনামাযী তো গুনাহর বোঝা বইবেই ওপরন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠিত না করার জন্য যারা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তারাও দায়ী হবেন। যদি আল্লাহ্ নিজের রহম ও করম গুণে মাফ করে দেন সে ভিন্ন কথা।

নামাযের সময় ব্যবসা বাণিজ্যে মশগুল থাকা

প্রশ্ন-৩২৫ ঃ এক ব্যক্তি দোকানদারী করে বা এ ধরনের কোনো ব্যবসা করে। যখন আযান হয় তখন সে নামায পড়েনা কিংবা জামায়াতে নামায পড়েনা। প্রশ্ন হচ্ছে, নামাযের সময় সে যে টাকা উপার্জন করলো তা কি হালাল না হারাম?

উত্তর ঃ উপার্জন তো হারাম নয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল থেকে নামায কাযা করা কিংবা জামায়াতের গুরুত্ব না দেয়া হারাম।

নামাযের ওয়াক্ত

ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায পড়া

প্রশ্ন-৩২৬ ঃ ওয়াক্ত মত নামায না পড়লে তা কাযা পড়তে হয়, যদি ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া হয় তাহলে?

উত্তর ঃ নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য ওয়াক্ত হওয়াও একটি শর্ত। ওয়াক্ত হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তা 'আদা' হিসেবে ধরে নেয়া হয় আর ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তা 'কাযা' হিসেবে ধরে নেয়া হয়। আর ওয়াক্ত হওয়ার আগে যে নামায পড়া হয় তা না 'আদা' আর না 'কাযা' বরং তা কোনো নামাযই নয়।

আযানের সাথে সাথে ঘরে নামায পড়া

প্রশ্ন-৩২৭ ঃ কোনো বক্তি যদি ঘরে একাকী নামায পড়তে চায় তাহলে আযানের সাথে সাথেই কি পড়া যাবে, না একটু বিলম্ব করে পড়তে হবে? আযানের পর পর পড়ে ফেললে তো মাসজিদে জামায়াতের আগেই পড়া হলো। এরূপ কোনো নির্দেশ আছে কি, আযানের পর সামান্য বিলম্ব করে তারপর নামায পড়তে হবে?

উত্তর ঃ মহিলা এবং সংগত কারণসম্পন্ন (মা'যুর) লোকদের ঘরে নামায পড়ার অনুমতি আছে। বিনা ওযরে মাসজিদের জামায়াত ত্যাগ করা কীবরা গুনাহ্। যদি এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা থাকে যে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া হয়নি, তাহলে যাদের ঘরে নামায পড়া জায়েয তারা আযানের পর পরই নিজেদের ঘরে নামায পড়ে নিতে পারেন। এমনকি যদি দেখা যায়, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে তাহলে মাসজিদে আযানের পূর্বেও বাড়িতে নামায পড়া যায়। কারণ আযান সাধারণত ওয়াক্ত হওয়ার বেশ কিছু পরে দেয়া হয়ে থাকে।

দিনের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাবার পর ফযরের নামায পড়া

প্রশ্ন-ঃ ৩২৮ ঃ ফযরের সময়ের শেষ দিকে যখন চুতর্দিক ফর্সা হয়ে যায় এবং পূর্ব দিগন্তে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে তখন নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত নিঃসন্দেহে ফযর নামায পড়া যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর নিকট ফযর নামায এমন সময় শুরু করা উত্তম যাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে জামায়াত ও কিরায়াতের সাথে তা সম্পূর্ণ করা যায়।

সূর্যোদয়ের আধঘন্টা পূর্বে ফযরের জামায়াত

প্রশ্ন-৩২৯ ঃ ফযরের নামায সূর্যোদয়ের কত মিনিট আগে শুরু করা উচিত যাতে বেশি সংখ্যক মুসল্লীরা জামায়াতে শরীক হতে পারে এবং নামাযেও যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায় আবার যেন তা পুনরায় পড়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে ফযর শুরু করা উচিত, নামাযে ভুলত্রুটি হয়ে গেলে যেন পুনরায় ধীরে সুস্থে সুন্নাত নিয়মে তা আদায় করা যায়। সময়ের

হিসেবে সূর্যোদয়ের কমপক্ষে আধা ঘন্টা কিংবা পৌনে এক ঘন্টা আগে শুরু করা উচিত।

সুবহে সাদিকের পর বিত্র এবং নফল নামায পড়া

প্রশ্ন-৩৩০ ঃ অনেকে বিত্র নামায তাহাজ্জুদের সাথে পড়েন এবং বলেন- ফযরের আযানের সময় হলে কিংবা আযান হতে থাকলেও তাহাজ্জুদ ও বিত্র নামায পড়া যায়। কেননা আযানের ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর ফযর নামায পড়া হয়।

উত্তর ঃ বিত্র নামায তাহাজ্জুদের সাথে পড়া জায়েয। তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য সময়মত উঠতে পারবে এ বিশ্বাস যার আছে তার জন্য বিত্র নামায তাহাজ্জুদের সাথে আদায় করা উত্তম। বিতর নামায অবশ্যই সুবহে সাদিক বা ফযরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই পড়তে হবে নইলে তা কাযা হয়ে যাবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে যদি বিতর নামায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে সুবহে সাদিকের পর এবং ফযরের নামাযের পূর্বে (কাযা) পড়ে নিতে হবে। কিন্তু সুবহে সাদিকের পর তাহাজ্জুদ অথবা অন্য কোনো নফল নামায পড়া জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৩৩১ ঃ ফযর নামাযের সুন্নাতের পর এবং জামায়াতের পূর্বে অনেককেই দেখা যায় নফল নামায পড়তে, এ ধরনের নফল নামায পড়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ সুবহে সাদিকের পর ফযরের সুন্নাত (ও ফরয) নামায ছাড়া আর কোনো নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য কাযা নামায পড়া যেতে পারে, তাও মানুষের দৃষ্টির আড়ালে।

ফযরের নামায পড়ার সময় সূর্যোদয় হলে

প্রশ্ন-৩৩২ ঃ ফযরের নামায শুরু করার পর সূর্যোদয় হলো, নামায শেষ করার পর তা জানা গেল, এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ কী? নামায হবে নাকি হবে না?

উত্তর ঃ ফযর নামায পড়তে পড়তে যদি সূর্য উঠে যায় তাহলে নামায হবে না। ইশরাকের সময়ে ফযরের কাযা পড়ে নিতে হবে। যখন সূর্যের হলুদ বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে চতুর্দিকে তাপ বিকিরণ শুরু করে তখন ইশরাকের সময় হয়। আর দিগন্তে সূর্যের আংশিক দেখা যাওয়া মাত্র সূর্যোদয়ের সময় শুরু হয়ে যায়।

সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং পরে কতক্ষণ মাকরূহ সময়?

প্রশ্ন-৩৩৩ ঃ ফযর নামাযের পর ২০ মিনিট মাকরূহ সময়। তার শুরু ও শেষ কোন্ পর্যন্ত? সূর্যের আংশিক উদয় থেকে ২০ মিনিট, নাকি পূর্ণ উদয়ের পর ২০ মিনিট?

উত্তর ঃ ফযর নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায পড়া জায়েয নেই। কাযা নামায, তিলাওয়াতের সাজদা এবং জানাযার নামায জায়েয আছে। ফযর নামাযের পর থেকে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সময় তো মাকরূহ্ নয় নফল নামায পড়া শুধু মাকরূহ। যখন সূর্যের আংশিক উদয় হয় তখন থেকে সূর্যের হলুদ বর্ণ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়টি মাকরূহ সময়। এ সময়টি আনুমানিক ১৫/২০ মিনিট। এই সময়টুকুর মধ্যে ফরয, নফল, তিলাওয়াতের সিজদা এবং জানাযাসহ্ সব ধরনের নামায ও সিজদা নিষিদ্ধ। তবে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ্ তাহলীল, দরুদ শরীফ ইত্যাদি জায়েয আছে। মনে করুন যদি আবহাওয়া অফিস জানায় যে, আগামীকাল ৬.০০ টায় সূর্য উঠবে, তাহলে ৬.০০ টা থেকে ৬.২০ মিনিট পর্যন্ত মাকরূহ্ সময় ধরে নেয়া যেতে পারে।

ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়?

প্রশ্ন-৩৩৪ ঃ আমাদের মাসজিদে অনেক সময় ইশরাক নামায নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। অনেকে সূর্য ওঠার পাঁচ মিনিট পরই ইশরাকের নামায পড়ে ফেলেন। এরূপ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তারা তেড়ে আসেন এবং বলেন সূর্য উঠতে ১৫ মিনিট লাগে নাকি?

উত্তর ঃ সূর্য ওঠার পর যতক্ষণ তা হলুদ বর্ণের দেখায় ততক্ষণ নামায পড়া মাকরূহ্। হলুদ বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ শুরু হতে বিভিন্ন মওসুমে বিভিন্ন সময় লাগে। সাধারণ ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে সূর্যের এ পরিবর্তন ঘটে থাকে। এজন্য এ সময়টুকু বিলম্ব করা প্রয়োজন। যারা সূর্য ওঠার ৫ মিনিট পর নামায পড়া শুরু করে দেন তারা ভুল করেন। অনেক মওসুমে (যেমন গ্রীষ্মকালে) সূর্য ওঠার ১০ মিনিটের মধ্যেই তাপ বিকিরণ শুরু হয়ে যায়। সময় বড়ো কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে সূর্যের হলুদ বর্ণ বিলুপ্ত হতে হবে।

রমযান মাসে ফযরের নামায

প্রশ্ন-৩৩৫ ঃ আমাদের এলাকায় ৪টার সময় সাহ্রীর সময় শেষ হয়ে যায় এবং মাসজিদে সাড়ে চারটায় ফযরের জামায়াত শুরু হয়। কিন্তু কিছু মুসল্লীর আপত্তি হচ্ছে অন্ধকার থাকতে ফযর নামায হবে না। মাসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন নামায হবে। কারণ চারদিক ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করলে তো অনেকে অস্বস্তি বোধ করবেন বা অনেকে ঘুমিয়ে যাবেন, এ জন্য তাড়াতাড়ি ফযর নামায পড়া জায়েয। মেহেরবানী করে এর সঠিক সমাধান জানাবেন।

উত্তর ঃ সুবহে সাদিক হওয়া মাত্র সাহ্রীর সময় শেষ হয়ে যায় এবং ফযরের

ওয়াক্ত শুরু হয়। রমযান মাসে রোযাদারদের সুবিধার্থে ফযর নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুবহে সাদিক শুরু হয়ে গেলেই ফযর নামায আদায় করা জায়েয। চারদিক ফর্সা হয়ে যাওয়া ফযর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্ন

প্রশ্ন-৩৩৬ ঃ নামায মাকরূহ হওয়ার যেসব ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সূর্য মধ্য গগনে অবস্থানের সময়টি অন্যতম। আলিমগণ উক্ত সময় সম্পর্কে বলেন, চিত্রে মধ্যাহ্নের যে নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে তার পাঁচ মিনিট পূর্বে ও পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত নিষিদ্ধ ওয়াক্ত। কিন্তু নামাযের যে চিরস্থায়ী কেলেন্ডার তৈরি করা হয়েছে (প্রণেতা কারী শরীফ আহমদ সাহেব) সেখানে হাদীসের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে উক্ত সময়কে প্রায় ৪০ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারী সাহেব ব্যাখ্যায় বলেছেন, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময়কে দু'ভাগ করলে প্রথম অংশের শেষ মুহূর্ত থেকে মধ্যাহ্ন শুরু হয়। মধ্যাহ্ন শেষ হওয়ার পর পরই শুরু হয় যোহর নামাযের ওয়াক্ত। এ ব্যাখ্যার সাথে সাথে তিনি ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দেরও বরাত দিয়েছেন (যার কপি নাকি কারী সাহেবের নিকট রয়েছে)। এ ব্যাপারে সঠিক মত জানিয়ে বাধিত করবেন।

আরো বলা হয় জুম'আর দিন নাকি 'যাওয়াল' বা মধ্যাহ্নের সময় ধর্তব্য নয়। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ মধ্যাহ্ন থেকে 'যাওয়াল' (সূর্য ঢলে পড়া) পর্যন্ত সময় নামায নিষিদ্ধ। অবশ্য প্রচলিত ও স্থানীয় সময়ে যখন মধ্যাহ্ন হয় তখনকার সময়ই ধর্তব্য। মধ্যাহ্নের পূর্বে পাঁচ মিনিট এবং পরে পাঁচ মিনিট সময় অপেক্ষা করাই যথেষ্ট। এটি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান ওসমানী (রহ) এর অভিমত। (ফাতওয়া দারুল দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯)

জুমুআর দিন মধ্যাহ্নে নামায পড়া সেই রকম নিষিদ্ধ যেরকম নিষিদ্ধ অন্যান্য দিন। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর অভিমত। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) মনে করেন জুমু'আর দিন মধ্যাহ্নে নামায পড়া যায়। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর অভিমতের ওপর ফাতওয়া। অর্থাৎ জুম'আর দিনও মধ্যাহ্নে নামায পড়া নিষিদ্ধ। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

'যাওয়াল' এর বর্ণনা

প্রশ্ন-৩৩৭ ঃ নামাযের নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে যাওয়াল এর সময় অন্যতম। কিন্তু এ

সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের শেষ নেই। (১) কেউ কেউ বলেন- যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার জন্য এক কিংবা দু'মিনিট সময়ই যথেষ্ট। (২) আবার অনেকে মনে করেন এ সময়টি প্রায় ২০/২৫ মিনিট। (৩) অনেকের ধারণা জুমু'আর দিন যাওয়াল এর সময় ধর্তব্য নয়। (৪) কিছু লোকের ধারণা যাওয়াল এর সময় আট/দশ মিনিট সতর্কতা অবলম্বন করাই যথেষ্ট। সঠিক অভিমত কোন্‌টি?

উত্তর ঃ সময় সংক্রান্ত চিত্রে যে সময়টিকে যাওয়াল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার অর্থ ঐ সময়ের পর নামায পড়া জায়েয। যাওয়াল (বা সূর্য ঢলে পড়া) এর জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না, তবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মধ্যাহ্ন শুরু হবার পূর্বে পাঁচ মিনিট এবং মধ্যাহ্ন শুরু হওয়ার পর পাঁচ মিনিট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এর মতে জুম'আর দিন যাওয়াল এর সময় ধর্তব্য নয় কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মত দলিল প্রমাণের দিক থেকে মজবুত এবং সতর্কতার দিক থেকেও উত্তম। এজন্য এ মতের ওপর আমল করা উচিত।

রাত ১২ টার সময়ও কি 'যাওয়াল' এর ওয়াক্ত?

প্রশ্ন-৩৩৮ ঃ অনেক সময় মনে করা হয় রাত বারোটার সময় 'যাওয়াল' এর ওয়াক্ত। এ সময় কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়না এবং তাকে দাফনও করা হয়না। লাশ নিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করা হয়। তারপর জানাযা ও দাফন করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাত ১২ টার সময়কে কি যাওয়াল মনে করা হয়? যাওয়াল এর সময় কি কি কাজ করা নিষিদ্ধ?

উত্তর ঃ 'যাওয়াল' এর সময় দিনে হয়, রাতে নয়। রাতের সকল অংশেই নামায পড়া জায়েয। অবশ্য ইশার নামায অর্ধেক রাতের পর পড়া মাকরূহ। রাত ১২টার সময় 'যাওয়াল' এর যে ধারণা তা ভুল। এমনকি দিনে ১২টার সময় যাওয়াল এর ওয়াক্ত হয় সে ধারণাও সঠিক নয়। কারণ বিভিন্ন মওসুমে বিভিন্ন শহরে বা এলাকায় যাওয়াল এর সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

মক্কা মুকাররমায় এবং জুম'আর দিন 'যাওয়াল' এর ওয়াক্ত

প্রশ্ন-৩৩৯ ঃ খানায়ে কা'বায় কখনো 'যাওয়াল' এর সময় আসেনা এবং জুম'আর দিন কোথাও 'যাওয়াল' এর ওয়াক্ত হয়না। কথাটি কি সঠিক?

উত্তর ঃ 'যাওয়াল' এর সময় (এবং অন্যান্য মাকরূহ্ সময়) নামায পড়া নিষিদ্ধ। তা খানায়ে কাবায়-ই হোক কিংবা জুম'আর দিন।

ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং কতিপয় ইমামের মতে মাকরূহ্ সময়েও মাসজিদে হারামে নামায আদায় করা মাকরুহ্ নয়। তদ্রুপ 'তাহ্ইয়াতুল ওযু' এবং 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ' এর নামাযও সব সময় পড়া জায়েয। এ মতের ওপর ভিত্তি করে কিছু লোক মাকরূহ্ সময়েও নামায শুরু করে দিয়েছে। এটি মাসয়ালা না জানার-ই ফল।

যোহরের সময় কি ১টা ২০ মিনিটে

প্রশ্ন-৩৪০ ঃ আমাদের মহল্লার মাসজিদে বিগত দশ বছর যাবৎ যোহর নামায দুপুর ১ টা ২০ মিনিটে পড়া হয়। এটি কি ঠিক নাকি পরিবর্তন করা উচিত?

উত্তর ঃ 'যাওয়ালের' পর হতেই যোহর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। শীতের সময় যোহর নামায তাড়াতাড়ি এবং গরমের সময় বিলম্বে পড়া উত্তম। যদি মুসল্লীদের সুবিধার্থে এরূপ করা হয়ে থাকে তাহলে কোনো দোষ নেই। যদি গরমের সময় মুসল্লীদের কষ্ট হয় তাহলে জামায়াতের সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পর আসরের নামায পড়া

প্রশ্ন-৩৪১ ঃ হানাফী মাযহাব মতে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসর নামায পড়া হয়। এক ব্যক্তি নিজ দেশে কিংবা অন্য দেশে এমন এক ইমামের পেছনে আসর নামায পড়েন যিনি ছায়া সমপিরমাণ হওয়ার পরই আসরের নামায পড়িয়ে থাকেন। এখন সেই ব্যক্তি কি করবেন, নামায জামায়াতে আদায় করবেন, নাকি জামায়াত ছেড়ে দিয়ে ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরে একা নামায আদায় করবেন? এমতাবস্থায় জামায়াত ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে দুটো মত পরিলক্ষিত হয়। এক ঃ ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের নামায পড়া উচিত। দুই ঃ কিন্তু কোথাও যদি ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বেই আসর নামায জামায়াতের সাথে পড়া হয় তাহলে জামায়াতের সাথে শামিল হয়ে আসর নামায পড়া যাবে। ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার অপেক্ষা করতে গিয়ে জামায়াত ত্যাগ করা জায়েয নয়।

সূর্যাস্তের সময় আসর নামায

প্রশ্ন-৩৪২ ঃ এক ব্যক্তি কোনো বিশেষ কারণে সঠিক সময়ে আসর নামায পড়তে পারলেন না, এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে। (অবশ্য সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া জায়েয নয়)। এখন ঐ ব্যক্তি কি করবেন? নামায পড়বেন নাকি বিরত থাকবেন?

এক কিতাবে লিখা আছে, এমতাবস্থায় যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে কেউ এক রাকায়াত নামায পড়তে পারেন এবং অবশিষ্ট নামায পড়তে পড়তে সূর্য ডুবে যায় তাহলে তার আসর নামায আদায় হয়ে যাবে। মেহেরবানী করে আমার দ্বন্দ্ব নিরসন করবেন।

উত্তর ঃ ঐ দিনের আসর নামায পড়া জায়েয। নামায পড়তে পড়তে যদি সূর্য ডুবেও যায় তবু নামায হয়ে যাবে। কিন্তু নামায না পড়ে বসে বসে অপেক্ষা করা শক্ত গুনাহ্। হাদীসে আছে-

تِلْكَ صَلوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّت وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِىْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً.

'এ হচ্ছে মুনাফিকের নামায। বসে বসে অপেক্ষা করবে যখন সূর্য হলদেটে হয়ে শয়তানের দু'শিঙের মাঝে অবস্থান নেয় তখন উঠে ঝটপট চারটি ঠোকর দেয়, অবশ্য এতে খুব সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।' (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত) এটিও মনে রাখা দরকার, যে কোনো নামাযের ওয়াক্তই শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাক দ্রুত নামায পড়ে নেয়া উচিত। এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, এখনতো সময় কম পরের নামাযের সাথে কাযা পড়ে নিলেই হবে। কারণ নামায কাযা করা সাংঘাতিক মুসিবতের কথা। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

اَلَّذِى يَفُوْتُه صَلوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُه وَمَالُه.

'যে ব্যক্তির আসর নামায ফওত হয়ে গেলো তার ঘরবাড়ি সব কিছুই যেন ধ্বংস হয়ে গেলো। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে-

مَنْ تَرَكَ صَلوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه.

'যে আসর নামায ছেড়ে দিলো তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেলো। (সহীহ আল বুখারী, মিশকাত)।

অনেক লোক এ ব্যাপারে অলসতা করে। একটু বিলম্ব হয়ে গেলেই তারা কাযা আদায়ের নিয়াত করে বসে। বিশেষ করে মাগরিবের নামায। অন্ধকার একটু বেশি হয়ে গেলেই তারা কাযা করে ইশার নামাযের সাথে আদায় করেন। এটি মারাত্মক ভুল এবং অবহেলা।

মাগরিবের আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর ইশার নামায

প্রশ্ন-৩৪৩ ঃ কোনো বিশেষ কারণে মাগরিব নামাযের আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর ইশার নামায পড়া যায় কি?

উত্তর ঃ মাগরিবের আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টা পর ইশার নামাযের ওয়াক্ত হয় না। তাই ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায পড়লে তা আদায় হবে না। সূর্যাস্তের পর যতক্ষণ পশ্চিম দিগন্তে লালিমা দেখা যায় ততক্ষণ মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে ইশার নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না। লালিমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাদাটে আভা যতক্ষণ পশ্চিমাকাশে দেখা যাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর নিকট ততক্ষণ ইশার নামায পড়া উচিত নয়। অবশ্য সাহেবাঈন (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ) এর মতে লালিমা বিলীন হওয়া মাত্র ইশার নামাযের সময় শুরু হয়। সতর্কতা স্বরূপ সাদাটে আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করাই উত্তম।

কতক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের নামায আদায় করা যাবে

প্রশ্ন-৩৪৪ ঃ কিছুদিন পূর্বে আমি বাসে কোথাও যাচ্ছিলাম। মাগরিবের আযানের প্রায় আধা ঘন্টা পর আমি ড্রাইভারকে বাস থামাতে বললাম নামায পড়ার জন্য। ড্রাইভার বাস থামিয়ে দিলেন। আমাদের ধারণা ছিলো মাগরিবের আযান হলে ড্রাইভার বাস থামিয়ে নামাযের সুযোগ করে দিবেন। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেলো। তখন বাধ্য হলাম ড্রাইভারকে বাস থামানোর অনুরোধ জানাতে। যাহোক আমরা সবাই নামায পড়লাম। কিন্তু সবাই জিদ করে বলতে লাগলো আমাদের নামায আদায় হয়নি। কাযা হয়েছে। অথচ আমি যতটুকু জানি ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত মাগরিব নামায পড়া যায়। আমি যখন মাসয়ালা আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম পশ্চিম দিগন্তে লালিমা থাকা পর্যন্ত মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সময়ে আমরা যখন লালিমা সম্পর্কে ধারণাই রাখিনা তখন লালিমার কথা না বলে আপনি মেহেরবানী করে বলবেন কতুটুক সময় পর্যন্ত মাগরিরে নামায আদায় করা যায়?

উত্তর ঃ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দৃষ্টিগোচর হয় তাকে 'শাফাক' বলে। যতক্ষণ দিগন্তে লাল আভা বর্তমান থাকে (এ সময় প্রায় সোয়া ঘন্টা কিংবা তারচেয়ে কিছু বেশি বা কম হয়ে থাকে) ততক্ষণ মাগরিবের নামায পড়া যায়। সাধারণের ধারণা অন্ধকার বেশি হয়ে গেলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং ইশার নামাযের সময় হয়। এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা।

মাগরিব নামায ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে পড়া মাকরূহ। তবে কোনো সংগত কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে পড়ে নেয়া উচিত। না হয় তা কাযা হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করা কবীরাহ গুনাহ্।

ঘুমানোর পর ইশার নামায আদায় করা

প্রশ্ন- ৩৪৫ ঃ আমার আম্মা খুব ভোরে ওঠেন। অনেক সময় তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান এবং ঘুম থেকে জেগে রাত ১০ টা ১১টা নাগাদ ইশার নামায পড়ে নেন। কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছেন- ইশার নামাযের আগে ঘুমিয়ে গেলে ঘুম থেকে উঠে ইশার নামায আদায় করলে তা কবুল হবে না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ইশার নামায না পড়ে ঘুমানো মাকরূহ। এরূপ করলে তার জন্য হাদীসে বদদু'আ করা হয়েছে। হযরত উমার (রা) বলেছেন-

فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُه (يَقُوْلُ ثَلٰثًا)

'অতপর যে বক্তি নামায না পড়ে ঘুমাবে তার চোখ যেন আর খুলতে না পারে। (একথা তিনি তিনবার বলেছেন)।

তবু যদি কেউ ঘুমিয়ে যায় এবং ঘুম থেকে উঠে ইশার নামায পড়ে তাহলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে।

মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে পড়া

প্রশ্ন-৩৪৬ ঃ সৌদি আরবে বিশেষ করে নাজ্দ এলাকায় বৃষ্টি বাদলের দিনে অধিকাংশ মাসজিদে মাগরিব নামাযের পর পরই ইশার নামাযও পড়ে নেয়া হয়। এমতাবস্থায় আমরা কী করবো? জামায়াতের সাথে শরীক হয়ে নামায আদায় করে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় ইশার নামায পড়ে নেব? তাহলে পূর্বের নামায কি নফল হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ আমাদের নিকট বৃষ্টির কারণে মাগরিব নামাযের সাথে ইশার নামায পড়ে নেয়া ঠিক নয়। আপনারা ইশার নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর পড়ে নেবেন। আর মাসজিদে ইশার নামাযের যে জামায়াত হয় সেখানে অংশগ্রহণ করবেন না।

ইশার ফরয নামাযের পর সুন্নাত ও বিত্‌র নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন-৩৪৭ ঃ ইশার ফরয নামাযের পর সুন্নাত এবং ওয়াজিব নামায আদায় করার উত্তম সময় কোনোটি?

উত্তর ঃ ইশার ফরয নামাযের সাথে সাথেই সুন্নাত পড়ে নেয়া উচিত। তবে যদি

এ বিশ্বাস থাকে যে, রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারবেন তাহলে তাহাজ্জুদের পর বিতর নামায আদায় করা উত্তম। আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে তাহলে সুন্নাতের পর পরই পড়ে নেয়া দরকার।

সফরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা

প্রশ্ন-৩৪৮ ঃ সফরে এক ওয়াক্ত নামাযের সাথে কি পরের ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া যায়?

উত্তর ঃ দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়া আমাদের (অর্থাৎ হানাফীদের) নিকট জায়েয নয়। ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা উচিত। কষ্টকর সফরের সময় প্রথম ওয়াক্তের নামায বিলম্বে শেষ ওয়াক্তে আদায় করে এবং পরবর্তী ওয়াক্তের নামায ওয়াক্ত শুরুর সাথে সাথে আদায় করা যায়। এতে ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় হলেও মূলত একত্রেই তা আদায় করা হয়। যদি প্রথম ওয়াক্ত বিলম্ব করে কাযা করা হয় কিংবা পরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই পড়ে নেয়া হয় তাহলে পুনরায় ওয়াক্ত হওয়ার পর আবার পড়তে হবে।

প্লেনে ভ্রমণে সময়ের পার্থক্যে নামায রোযা

প্রশ্ন-৩৪৯ ঃ কোনো ব্যক্তি ফযর, যোহর, আসর ও মাগরিব নামায পড়ে প্লেনে চড়ে এমন জায়গায় উপস্থিত হলো, যেখানে তখনো যোহর নামাযের সময় রয়েছে। এমতাবস্থায় নামায রোযা কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ নামায যা পড়া হয়েছে তা আদায় হয়ে গেছে। পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে রোযা থাকলে তখন ইফতার করতে হবে যখন সেখানে ইফতারের সময় হবে।

ফযর ও আসরের তাওয়াফের পর নফল নামায পড়া

প্রশ্ন-৩৫০ ঃ ফযর বা আসর নামাযের পর যদি কেউ বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করে তাহলে দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ ফযর ও আসর নামাযের পর কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলে সাথে সাথে দু'রাকায়াত নফল নামায সে পড়তে পারবে না। সূর্যোদয়ের পর ফযরের তাওয়াফের নফল আদায় করবে এবং সূর্যাস্তের পর মাগরিবের তাওয়াফের নফল আদায় হবে। উক্ত দুটো সময় নামায পড়া মাকরূহ্। তাই সে সময় তাওয়াফের নফলও আদায় করা যাবে না।

অসময়ে নফল নামায পড়ার কাফ্ফারা

প্রশ্ন-৩৫১ ঃ আমি এক বছর হয় নামায শুরু করেছি। অত্যন্ত মনযোগের সাথে দু'আ এবং নফল নামাযও পড়ে থাকি। অনেক সময় আসর নামাযের পর নফল নামায পড়েছি। তখন আমি জানতাম না ঐ সময় নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। পরে আমি কিতাবাদি পড়ে এং আপনার প্রশ্নোত্তর দেখে জানতে পেরেছি। এখন আমার কৃত অপরাধের কাফ্ফারা কী?

উত্তর ঃ তওবা ও ইসতিগ্ফার ছাড়া এর আর কোনো কাফ্ফারা নেই।

বৃষ্টি কিংবা অন্য কোনো ওযরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া

প্রশ্ন-৩৫২ ঃ বৃষ্টি অথবা অন্য কোনো কারণে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়া যায় কি?

উত্তর ঃ সফরে যোহর ও আসর নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে পড়ার কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রা) এর এক বর্ণনায় আছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে পড়েছেন। অথচ তখন তিনি সফরে ছিলেন না কিংবা ভীতিকর কোনো অবস্থাও ছিলো না, এমনকি বৃষ্টি বাদলের দিনও ছিলো না। এ ধরনের সকল হাদীসের ওপর আমরা আমল করি এভাবে যোহর নামাযকে বিলম্ব করে শেষ ওয়াক্তে এবং আসর নামাযকে প্রথম ওয়াক্তে পর্যায়ক্রমে আদায় করা। এতে ওয়াক্তমতই উভয় নামায আদায় হয় এবং একত্রিত করেও পড়া হয়। বৃষ্টির কারণে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়ার প্রমাণস্বরূপ কোনো হাদীস আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আল্লামা শাওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলিষ্ঠতার সাথেই এ ধরনের হাদীসের কথা নাকচ করে দিয়েছেন।

কখন নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

প্রশ্ন-৩৫৩ ঃ 'তাহ্ইয়াতুল ওযু' -এর নামায কখন পড়া মাকরূহ্। আমি এক কিতাবে দেখেছি, যে সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ্ ঐ সময় তাহ্ইয়াতুল ওযু এর নামায পড়াও মাকরূহ। কিন্তু তারপরও আমি বুঝতে পারিনি সেই মাকরূহ সময় কোন্টি।

উত্তর ঃ 'তাহ্ইয়াতুল ওযু' এবং 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ' নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত। আর নিম্নোক্ত সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ্।

১. সুবহে সাদিকের পর থেকে ইশরাকের পূর্ব পর্যন্ত।

২. আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩. মধ্যাহ্নের সময়।

৪. সুবহে সাদিকের পর ফযরের সুন্নাত নামায ছাড়া যাবতীয় নফল নামায পড়া মাকরূহ্।

সাহ্‌রীর সময় তাহাজ্জুদ নামায

প্রশ্ন-৩৫৪ ঃ আমার তাহাজ্জুদ নামায পড়ার বেজায় শখ। অধিকাংশ সময় আমি রাত দুটোর দিকে উঠে এ নামায পড়ে থাকি। প্রশ্ন হচ্ছে, রমযানে সাহ্‌রীর সময় (অবশ্য সুবহে সাদিকের পূর্বে) তাহাজ্জুদ নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়া যাবে।

রমযানে আযানের সময়

প্রশ্ন-৩৫৫ ঃ আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, রোযার ইফতারের সময় মাগরিবের আযান দেয়া ঠিক নয় বরং দশ মিনিট পর আযান দেয়া উচিত। কারণ তখন মাগরিবের সময় হয় না। তিনি আরো বলেন সাহ্‌রীর সময় শেষ হওয়া মাত্র আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং দশ মিনিট পর আযান দেয়া উচিত। যদি এর পূর্বে আযান দেয়া হয় তাহলে পুনরায় দিতে হবে।

উত্তর ঃ ইফতারের সময় আযানের ওয়াক্ত হয়ে যায়। সময় হওয়া মত্র আযান দেয়া উচিত। সাহ্‌রীর সময় শেষ হওয়া মাত্রই আযানের সময় হয়ে যায়। তবে সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট পর আযান দেয়া ভালো।

জুম'আ ও যোহর নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন-৩৫৬ ঃ কুরআন মাজীদে প্রত্যেক নামায 'আওয়াল ওয়াক্তে' পড়ার জন্য বলা হয়েছে এবং ওয়াক্তের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। আমাদের এলাকার অধিকাংশ মাসজিদে ২টা ৩০মিঃ যোহর এবং ২টা ৫০ মিঃ জুম'আর নামায পড়া হয়। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন বিলম্বে নামায পড়া কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে কতটুকু ঠিক।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর নিকট শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং গরমকালে একটু দেরীতে যোহর নামায পড়া উত্তম। কিন্তু জুম'আর নামায সব সময় 'আওয়াল ওয়াক্তে' পড়া সুন্নাত। বিলম্বে পড়া সুন্নাতের খেলাফ। যদি কোনো বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পর জুম'আর নামায পড়া হয় তাহলে অনেক ফকীহদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আপনি আরো লিখেছেন- 'কুরআন মাজীদে প্রত্যেক নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়ার জন্য বলা হয়েছে একথা আপনি কোথায় পেয়েছেন? আপনার ধ্যান ধারণাকে কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়াটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাসজিদ সংক্রান্ত মাসয়ালা

সব মাসজিদ আল্লাহর ঘর

প্রশ্ন-৩৫৭ ঃ মাসজিদগুলো কি আল্লাহর ঘর নয়? বাইতুল্লাহ্ তথা কা'বা শরীফই কি শুধু আল্লাহর ঘর?

উত্তর ঃ কা'বা শরীফকে তো বাইতুল্লাহ বলা হয় সাধারণ মাসজিদগুলোকেও আল্লাহর ঘর বলা যাবে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّ بُيُوْتُ اللهِ تَعَالَى فِى الْأَرْضِ الْمَسَاجِدَ وَاَنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يُكْرَمَ مَنْ زَارَه فِيْهَا.

'পৃথিবীতে মাসজিগুলোই হচ্ছে আল্লাহর ঘর। আর আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে যারা সেসব মাসজিদে যায় তাদেরকে সম্মানিত করা। [ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত]

অন্য এক হাদীসে আছে 'যারা আল্লাহর ঘর আবাদ করে তারা আল্লাহ তা'আলার খাস লোক।' (হাদীস দুটো জামে সগীর, ১ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)।

প্রশ্ন-৩৫৮ ঃ অমুসলিমরা তাদের উপসনালয়ের নাম মাসজিদ রাখতে পারে কি?

উত্তর ঃ মাসজিদের আভিধানিক অর্থ সিজদার জায়গা। ইসলামী পরিভাষায় এমন জায়গাকে মাসজিদ বলে যা মুসলিমদের নামাযের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়। মোল্লা আলী কারী মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন-

وَالْمَسْجِدُ لُغَةً مَحَلُ السُّجُوْدُ وَشَرْعًا الْمَحَلُ الْمَوْقُوْفُ لِلصَّلوةِ فِيْهِ.

'মাসজিদের অভিধানিক অর্থ সিজদার জায়গা। আর পারিভাষিক অর্থে এমন ওয়াক্ফকৃত স্থান যা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট।' (মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১)

শব্দটি মুসলিমদের ইবাদাতগৃহের জন্য নির্দিষ্ট। পবিত্র কুরআনুল কারীমেও 'মাসজিদ' শব্দটি দ্বারা মুসলিমদের ইবাদাতগৃহকেই বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا.

'আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে (খৃস্টানদের) নির্জন গীর্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়। (সূরা আল হজ্জ : ৪০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনু জারীর, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; তাফসীরে নিশাপুরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; তাফসীরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১; তাফসীরে বাগভী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪; তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪ প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে মুসলিমের ইবাদাতগৃহকে মাসজিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং কুরআনুল কারীমের এ আয়াতের তাফসীর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মাসজিদ মুসলিমদের ইবাদাতগৃহের নাম। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় থেকে স্বতন্ত্র রাখার জন্য এ নাম নির্বাচন করা হয়েছে। এ জন্যই তো ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মুসলিমদের ইবাদাতগৃহ ছাড়া আর কোনো উপাসনালয়কে মাসজিদ নামে অভিহিত করা হয়নি। কাজেই মুসলিমের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে তারা যেন অমুসলিমদেরকে তাদের উপসানালয়ের নাম মাসজিদ রাখতে না দেয়।

যে জিনিস কোনো জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট তা তাদের ঐতিহ্যের বা স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন স্বরূপ। তদ্রূপ মাসজিদও ইসলামের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। অর্থাৎ কোনো জনপদ, শহর কিংবা মহল্লার মাসজিদ একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, জনপদটি মুসলিম অধ্যুষিত। ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখেছে-

'মাসজিদ বানানো, মাসজিদে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে নামযের প্রতীক্ষা করার ফযীলতের কারণ এই যে, মাসজিদ ইসলামের নিদর্শন। যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যখন কোনো জনপদে মাসজিদ দেখবে কিংবা মুয়াজ্জিনের আযান শুনবে সেখানে তোমরা হামলা করবে না। মাসজিদ নামাযের জায়গা এবং ইবাদাতকারীদের অবস্থানস্থল। সেখানে আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হয়। এক দিক থেকে তা কা'বার সদৃশও বটে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮)

সৈনিকের পোশাক পরিচ্ছদ ও নির্দশনগুলো যেমন সাধারণ মানুষের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, একজন বিচারকের স্বাতন্ত্র্যবোধক নির্দশনগুলো যেমন কোনো মানুষের ব্যবহার করার অনুমতি নেই, তদ্রুপ ইসলামের নির্দশনসমূহও কোনো অমুসলিম তাদের নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। কেননা যদি অমুসলিমদেরকেই ইসলামের নিদর্শনসমূহ যেমন মাসজিদ বানানো, আযান দেয়া প্রভৃতির অনুমতি দেয়া হয় তাহলে ইসলামী ঐহিত্য ও নিদর্শন শেষ হয়ে যাবে এবং একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিমের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের জন্য যেমন অমুসলিমদের কোনো নিদর্শন ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করা যাবেনা, তেমনিভাবে কোনো অমুসলিমকেও মুসলিমদের কোনো নিদর্শন কিংবা কোনো আচার অনুষ্ঠান পালন করতে দেয়া যাবে না।

মাসজিদ তৈরি ও আবাদ করা ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদাত। এ অধিকার কোনো অমুসলিমের নেই। আল কুরআন পরিষ্কারভাবে একথা বলে দিয়েছে-

"আল্লাহর মাসজিদ আবাদ করার কোনো অধিকার ও যোগ্যতা মুশরিকরা রাখেনা, যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা স্থায়ীভাবে আগুনে বসবাস করবে। (সূরা আত তাওবা : ১৭)

এ আয়াতের ভাষ্যে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) লিখেছেন-

'আল্লাহ তা'আলা বলেন মাসজিদ তো এজন্যই তৈরি করা হয় যেন সেখানে আল্লাহর ইবাদাত করা যায়, কুফরীর জন্য নয়। কাজেই যে কাফির, আল্লাহর মাসজিদ তৈরির কোনো অধিকারই তার নেই। (তাফসীরে তাবারী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৩)

ইমাম মাহমুদ ইবনু উমার আয যামাখ্‌শায়ী (মৃত্যু-৫২৮ হিঃ) লিখেছেন-

'এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দুটো বিপরীতধর্মী বস্তুকে একত্রিত করবে এ অধিকার তাদের নেই। একদিকে আল্লাহর ঘর মাসজিদ নির্মাণ করবে আবার অপরদিকে আল্লাহর ইবাদাতকে অস্বীকারও করবে। তারা 'নিজেরা কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে' একথার অর্থ তাদের আচরণেই কুফরীর প্রকাশ পাচ্ছে।'

(তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খন্ড, পৃ.-২৫৩)

'ওয়াহেদী বলেন- এ আয়াত ঐ মাসয়ালার দলিল যে,

"মুসলিমদের মাসজিদের মধ্যে কোনো একটি মাসজিদ বানানোর অনুমতি

অমুসলিমদের নেই। যদি কোনো অমুসলিম এ ব্যাপারে ওসিয়ত করে তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। (তাফসীরে কাবীর, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৭)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আল কুরতুবী (মৃত্যু-৬৭১ হিঃ) এর ভাষ্য-

'মুসলিমের ওপর এ দায়িত্ব (ফরয) বর্তায় যে, মাসজিদের মুতাওয়াল্লী তাদেরকেই হতে হবে এবং কাফির মুশরিকরা যাতে সেখানে নাক গলাতে না পারে সে ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। (তাফসীরে কুরতুবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮৯)

ইমাম মহিউস্ সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনু মাসউদ আল ফারা আল বাগবী (মৃত্যু-৫১৬ হিঃ) বলেছেন-

'আল্লাহ তা'আলা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন তারা যেন অমুসলিমদেরকে মাসজিদ বানাতে বিরত রাখে। কারণ মাসজিদ তৈরি করা হয় শুধু আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। কাজেই যারা অমুসলিম, মাসজিদ তৈরি করা তাদের কাজ নয়। একদলের মতে এখানে "তা'মীর" বলতে মাসজিদ আবাদ নয় বরং তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এবং যাবতীয় অনিষ্ট হতে তাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্যই অমুসলিমদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তেমনিভাবে কোনো অমুসলিম যদি মাসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যায় তাহলে তা পুরো করা যাবেনা।" (তাফসীরে মু'আলিমুত তানযীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫)

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (মৃত্যু-১২২৫ হিঃ) লিখেছেন-

'অমুসলিমকে মাসজিদ নির্মাণ থেকে বিরত রাখা মুসলিমদের অন্যতম কর্তব্য। কারণ মাসজিদ তৈরি করা হয় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, কাজেই যে ব্যক্তি অমুসলিম বা কাফির তার তো কোনো অধিকারই নেই একাজ করার। (তাফসীরে মাযহারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৬)

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো অমুসলিমকে আল্লাহ্ মাসজিদ নির্মাণের অধিকার দেননি। যদি তারা তা করতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দান ও বিরত রাখা মুসলিমের ওপর ফরয।

বিনা অনুমতিতে অমুসলিমদের জায়গায় মাসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন-৩৫৯ ঃ অমুসলিমের একটি জায়গা এক মুসলিমকে এই শর্তে প্রদান করা হলো যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জায়গাটি আপনি দেখাশুনা করবেন।

কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি সেখানে মাসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করলো সেই অমুসলিম ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া। অনেক দিন পর মালিক ফিরে এসে বললো আমার অনুমতি ছাড়া আপনি আমার জায়গায় মাসজিদ মাদ্রাসা বানিয়েছেন এটি ঠিক হয়নি। আমি এগুলো ভেঙ্গে ফেলবো। সেকি মাসজিদ মাদ্রাস ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রাখে? এ ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জায়গায় মাসজিদ-মাদ্রাসা বানানো জায়েয নেই। অমুসলিম ব্যক্তির এই অধিকার আছে, তার জায়গা থেকে মাসজিদ-মাদ্রাসা তুলে দেবে। যদি মুসলিমরা তা ঠিক রাখতে চায় তাহলে অমুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গা বিক্রি করে দেয়ার জন্য রাজী করাতে পারে এবং উচিত মূল্যে তা কিনে নিতে হবে।

জবরদকলকৃত জায়গায় মাসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন-৩৬০ ঃ সরকারী অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো জমিতে সরকারের অনুমতি নিয়ে কিংবা অনুমতি ছাড়া মাসজিদ বানালে সেই জায়গাকে কি জবরদখলকৃত জায়গা বলা যাবে? আর সেই মাসজিদে নামায পড়লে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যতক্ষণ মালিকের অনুমতি না পাওয়া যাবে ততক্ষণ জবরদখলকৃত জমিতে মাসজিদ বানালে তা মাসজিদ হিসেবে গণ্য হবেনা। সরকারী অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো জায়গা দখল করে সেখানে মাসজিদ তৈরি করলে তা জবরদখলকৃত জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হবে। হাঁ, যদি এলাকার লোকদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য কোনো (সরকারী) জমি খালি পড়ে থাকে তাহলে সেখানে মাসজিদ বানানো জায়েয। আর সেখানে এলকাবাসীর প্রয়োজনে মাসজিদ তৈরি করে দেয়া সরকারেরও দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৩৬১ ঃ কোনো জমির মূল্য পরিশোধ ছাড়া সেই জমির ওপর মাসজিদ বানানো জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ এতো জবরদখলের পর্যায়ে পড়ে। জবরদখলকৃত কোনো জায়গায় মাসজিদ বানানো জায়েয নেই। যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে যতক্ষণ মালিক তার অনুমতি না দেবে ততক্ষণ তা মাসজিদ বলে স্বীকৃতি লাভ করবে না। সেখানে নামায পড়া গুনাহ, যদিও নামায আদায় হয়ে যাবে।

মাসজিদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয়

প্রশ্ন-৩৬২ ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার মাসজিদে টাকা দেই, এটি কি সাদাকা হবে?

সাদকা তো তাদেরকে দেয়া হয় যারা গরীব মানুষ। (আমি একজন মহিলা কাজেই কে গরীব তা আমার জানা নেই, তাছাড়া আমি বাড়ি থেকে বাইরে বের হইনা। এজন্য মাসজিদে দিয়ে দেই) এটি ঠিক হচ্ছে কি? আর এজন্য সাওয়াব পাব কি?

উত্তর ঃ যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়া হয় তা-ই সাদাকা। এজন্য মাসজিদের উন্নয়মূলক কাজের জন্য দান করাটাও সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। আর সাদাকা প্রদানের জন্য কোনো বিশেষ দিন নেই। যে কোনো দিন তা দেয়া যেতে পারে।

অবৈধ পথে উপার্জিত টাকা মাসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা

প্রশ্ন-৩৬৩ ঃ এক ব্যক্তি বিশ বছর যাবত অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত। তার ব্যাপারটি এলাকা এবং এলাকার বাইরের সকলেই জানে। ঐ ব্যক্তি মাসজিদ মেরামতের জন্য বিশ হাজার টাকা দিয়েছে। অথচ মাসজিদ কমিটির সকলেই জানেন তার সমস্ত টাকা অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত। সেই টাকা দিয়ে মাসজিদের কাজও শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই মাসজিদে নামায আদায় করলে তা হবে কিনা?

উত্তর ঃ এটি তো শরঈ দৃষ্টিতে মাসজিদের হুকুম রাখে কাজেই সেই মাসজিদে নামায পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যারা জেনে শুনে অবৈধ পথে উপার্জিত টাকা মাসজিদে লাগালো তারা গুনাহগার হবে। তাদের তাওবা করা উচিত।

প্রতিষ্ঠাতার নামে মাসজিদের নামকরণ

প্রশ্ন-৩৬৪ ঃ আমাদের মহল্লার একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠাতার নামে নামকরণ করা হচ্ছে। মাসজিদ তো আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত আমি কোনো ব্যক্তির নামে তা নামকরণ করতে দেখিনি। এটি কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয?

উত্তর ঃ প্রতিষ্ঠাতার নামে কোনো মাসজিদের নামকরণ করা জায়েয। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠাতা তার নামে নামকরণ করাটা অপছন্দ করে তাহলে তার মৃত্যুর পর তার নামে মাসজিদের নামকরণ করা থেকে উত্তসূরীদের বিরত থাকা উচিত।

মাসজিদের মর্যাদা পরিবর্তন করা

প্রশ্ন-৩৬৫ ঃ আমাদের এখানে একটি মাসজিদ আছে, মুসল্লী কম আসেন। কমিটি চাচ্ছে মাসজিদটি স্থানান্তর করে রাস্তার পাশে নিয়ে যাবে এবং মাসজিদের

জায়গায় মাদ্রাসা তৈরি করবে। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এর বিধান জানাবেন?

উত্তর ঃ যেখানে একবার মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জায়গা সর্বদা মাসজিদ হিসেবেই থাকবে। মাসজিদের মর্যাদাকে পরিবর্তন করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

এক মাসজিদের আবাদ করতে গিয়ে অন্য মাসজিদকে বিরান করা

প্রশ্ন-৩৬৬ ঃ একটি প্রাচীন মাসজিদ। চারদিকে গাছপালা এবং ঝোপঝাড়। অত্যধিক গরম। গরমে মুসল্লীরা অতিষ্ট হয়ে যায়, চারদিকে জায়গা না থাকায় মাসজিদ বাড়ানোও সম্ভব হচ্ছে না। একশ' গজ দূরে অন্য আরেকটি মাসজিদ তৈরি করা জায়েয হবে কি? যদি হয়, তাহলে একত্রে দু'মাসজিদে তো নামায পড়া যাবে না, তাহলে পূর্বের মাসজিদ কি বিরান থাকবে?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মাসজিদ আবাদ করতে গিয়ে আরেকটি বিরান করা জায়েয নেই। যদিও প্রয়োজনে দ্বিতীয় মাসজিদ তৈরি করা হয় তবু প্রথমটিকে বিরান করা চলবে না।

ইমাম সাহেবের একদিকে মুসল্লী বেশি এবং অন্যদিকে কম দাঁড়ালে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি?

প্রশ্ন-৩৬৭ ঃ আমাদের মহল্লায় একটি মাসজিদ আছে যা এমনভাবে তৈরি যে, ইমাম সাহেবের ডান দিকে চল্লিশ/পঞ্চাশ জন মুসল্লী দাঁড়াতে পারে এবং বাম দিকে চার/পাঁচজন। এভাবে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ্ হবে।

কবরের পাশে মাসজিদ তৈরি করা

প্রশ্ন-৩৬৮ ঃ মাসজিদের সাথে কবর, মাঝে কোনো ফাঁক নেই। শুধু একটি দেয়াল। এমতাবস্থায় ঐ মাসজিদে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামায হবে। কবরস্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। তবে এমন মাসজিদ যার কাছে কবর আছে, সেখানে নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়।

অফিস বিল্ডিংয়ে অবস্থিত মাসজিদে নামায

প্রশ্ন-৩৬৯ ঃ আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনেছি অফিস বিল্ডিংয়ের কোনো কামরা যদি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় তাহলে সেখানে নামায পড়লে বাইরের মাসজিদের সমান সাওয়াব পাওয়া যাবেনা। এটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ অফিস বিল্ডিংয়ের কোনো কামরা যদি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় তা মাসজিদের পর্যায়ে পড়েনা, ফলে সেখানে নামায পড়লে মাসজিদে নামায পড়ার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবেনা।

মহল্লার মাসজিদ ছেড়ে অন্য মাসজিদে নামায পড়া

প্রশ্ন-৩৭০ ঃ আমি চার ওয়াক্ত নামায আমার মহল্লার মাসজিদে পড়ি। কিন্তু ইশা এবং জুম'আ অন্য মাসজিদে গিয়ে পড়ি। কারণ সেখানে প্রতিদিন ইশার পর পবিত্র কালামের তাফসীর করা হয় এবং জুম'আর দিন সুন্দর আলোচনা করা হয়। অনেকে বলেন মহল্লার মাসজিদে নামায না পড়ে অন্য মাসজিদে নামায পড়া গুনাহ্। আপনি মেহেরবানী করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ কাছের মাসজিদে নামায পড়ার হক-ই সবচেয়ে বেশি। তবে অন্য মাসজিদে যদি আরো ভালো আলিম থাকেন তাহলে সেখানে নামায পড়তে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই।

মাসজিদে জুতা নেয়া

প্রশ্ন-৩৭১ ঃ আমরা জুতা পায়ে পায়খানায় যাই সেই জুতা নিয়েই আবার মাসজিদে যাই। অনেকে মাসজিদের চাদরের ওপরই জুতা রাখেন। কারণ অনেক মাসজিদেই জুতা রাখার বাক্স থাকে না। এমতাবস্থায় কি মাসজিদ অপবিত্র হয়ে যায় না?

উত্তর ঃ জুতা যদি শুকনো হয় তাহলে মাসজিদ অপবিত্র হবে না।

মাসজিদে প্রবেশের সময় কি সালাম দেয়া জরুরী

প্রশ্ন-৩৭২ ঃ অনেকে বলে থাকেন মাসজিদে প্রবেশের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলা প্রয়োজন অথচ আমি শুনেছি হাদীসে মাসজিদে প্রবেশের দু'আ বলে দেয়া হয়েছে। কোন্টি সঠিক?

উত্তর ঃ মাসজিদে প্রবেশের দু'আ বলতে হবে। যদি ভেতরে কোনো লোক চুপচাপ বসে থাকে তাহলে তাকে আস্তে করে সালাম দেয়া যেতে পারে। আর যদি অন্যরা নামাযে ব্যস্ত থাকে, এক্ষেত্রে সালাম না দেয়া ভালো। নামাযীর মনোযোগ নষ্ট হয় এমন জোরে সালাম দেয়া ঠিক নয়।

নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব

প্রশ্ন-৩৭৩ ঃ এক ব্যক্তি নামাযের নিয়াত বাঁধছেন। আরেক ব্যক্তি নামাযের জন্য মাসজিদে ঢুকছেন। এখন সেই ব্যক্তি কি করবেন? প্রবেশকারীকে সালাম দেবেন,

না চুপচাপ নিয়াত করে নামায শুরু করবেন? যদি কেউ নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেন তাহলে কি মনে মনে সালামের জবাব দেয়া উচিত নাকি উচিত নয়?

উত্তর ঃ যদি কোনো ব্যক্তির অবসর না থাকে তাহলে প্রবেশকারীকে সালাম দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি নামাযরত অবস্থায় কেউ সালাম দিয়েই ফেলে তাহলে তার জাবাব দিতে হবে না। এমন কি মনে মনেও না।

মাসজিদে প্রবেশ এবং বেরুনোর সময় দরুদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন-৩৭৪ ঃ মাসজিদে প্রবেশ এবং বেরুনোর সময় 'আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌' বলা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে নিচের দু'আ পড়তে হবে।

'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌ সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিক।'

মাসজিদ থেকে বেরুনোর সময় বলতে হবে-

'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আবওয়াবা রিয্‌কিকা, আল্লাহুম্মা আ'সিম্‌নী মিনাস্‌ শাইত্বানির রাজীম।"

আপনি প্রশ্নে যে দরূদের কথা কথা উল্লেখ করেছেন, তা মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণিত নয়।

মাসজিদের যে কোনো অংশে প্রবেশের সময় দু'আ

প্রশ্ন-৩৭৫ ঃ মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে দু'আ পড়া সুন্নাত। আপনি মেহেরবানী করে বলুন মাসজিদের বাইরের বাউণ্ডারী গেইট দিয়ে প্রবেশের সময় দু'আ পড়ে হবে, নাকি যেখানে নামায পড়া হয় সেই গেইট দিয়ে প্রবেশের সময় পড়তে হবে? সুন্নাত পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ যে অংশ নামাযের জন্য নির্দিষ্ট এবং মাসজিদের হুকুম রাখে (যেমন নাপাকী অবস্থায় মাসজিদের যে অংশে প্রবেশ নিষেধ এবং ইতিকাফ অবস্থায় যেখান থেকে বাইরে বেরুনো নিষেধ) সেখানে প্রবেশের সময় উপরিউক্ত (৩৭৪ নং মাসয়ালার) দু'আ পড়তে হবে।

মাসজিদ সংরক্ষণের জন্য তালা দিয়ে রাখা

প্রশ্ন-৩৭৬ ঃ মাসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, তালা দিয়ে রাখার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ইশার নামাযের পর মাসজিদের মেইন গেইটে তালা দিয়ে রাখা হয়। আমার

দৃষ্টিতে এটি ঠিক নয়। কারণ অনেক লোক আছে যারা শহরে নতুন আসে এবং এসে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তাদের যাবার কোনো জায়গা থাকে না। হয়তো ভাবে আজ রাতটা মাসজিদে কাটিয়ে দেব কিন্তু তালা দেখে ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তখন হয় পুলিশ তাকে চোর বলে পাকড়াও করে, না হয় সর্বস্ব খুইয়ে ফেলে। অবশ্য মাসজিদের জিনিসও যে চুরি হয় না আমি সেকথা বলছি না। যারা মাসজিদের জিনিস চুরি করে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক।

উত্তর ঃ মাসজিদের জিনিসপত্র হিফাযাতের জন্য তালা লাগিয়ে রাখা জায়েয।

মাসজিদের চাঁদার টাকায় কমিটির অফিস বানানো

প্রশ্ন-৩৭৭ ঃ আমাদের মহল্লায় একটি মাসজিদ তৈরি হচ্ছে। কাজ প্রায় শেষের পথে। মাসজিদ পরিচালনা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওযুখানার ওপরে কমিটির একটি অফিস রুম বানাবে। যেন সেখানে বসে মাসজিদ কমিটির মিটিংসহ যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা যায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাসজিদ ফাণ্ডের টাকা থেকে এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যারা মাসজিদ ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে তাদের থেকে অনুমতি নেয়া হলে জায়েয আছে।

বিশ্রামের জন্য মাসজিদের ফ্যান ব্যবহার

প্রশ্ন-৩৭৮ ঃ এবার রমযানের রোযা শুরু হয়েছে প্রচণ্ড গরমের সময়। অনেক সময় দেখা যায় স্থানীয় কিছু মুসল্লী যোহর নামাযের পূর্বে মাসজিদে এসে ফ্যান ছেড়ে শুয়ে পড়ে। মাসজিদের চাটাইয়ের ওপর কাপড় না থাকায় চাটাইয়ে ঘামের দুর্গন্ধ হয়ে যায়। আবার অনেকে যোহর নামায পড়ে মাসজিদের ফ্যান ছেড়ে ঘুমিয়ে যায়। এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী? তাদেরকে উঠিয়ে দিতে হবে, না কি ফ্যান বন্ধ করে দেয়া উচিত? আর তাদের এ ধরনের কাজ মাসজিদের আদবের পরিপন্থী নয় কি?

উত্তর ঃ নামাযের সময় ফ্যান ব্যবহার করা যাবে। অন্য সময় ব্যবহার করতে চাইলে যাদের টাকায় মাসজিদ পরিচালিত হচ্ছে তাদের অনুমতি লাগবে। মাসজিদে ঘুমানো মুসাফির (পর্যটক) এবং ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। অন্যদের বেলায় মাকরুহ। যারা মাসজিদে ঘুমান তাদের উচিত পিঠের নিচে কাপড় দিয়ে ঘুমানো। যেন তাদের ঘামে মাসজিদের চাটাই কিংবা ফ্লোর নোংরা না হয়।

বেনামাযীকে মাসজিদ কমিটিতে নেয়া

প্রশ্ন-৩৭৯ ঃ নামায পড়ে না এমন লোককে মাসজিদ কিংবা যাকাত কমিটিতে সভাপতি, সেক্রেটারী কিংবা সদস্য বানানো জায়েয কি না?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি নামাযই পড়েনা মাসজিদ ও যাকাতের সাথে তার সম্পর্ক কী?

মাসজিদে দুনিয়ার কথা বলা

প্রশ্ন-৩৮০ ঃ আজকাল এমন হয়েছে যে, মাসজিদে বসেই রাজনৈতিক কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা কিংবা দুনিয়াদারীর কথাবার্তা শুরু করে দেয়। যদি তাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয় তারা উত্তর দেয় রাজনীতি ও দীন পৃথক কোনো বিষয় নয়। আপনি এ দুটোকে পৃথক মনে করেন কেন? তারা আরো দলিল পেশ করেন মাসজিদে নববীর। সেখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বিষয়েই আলাপ আলোচনা করেছেন এবং তার সমাধান দিয়েছেন। আপনি মেহেরবানী করে বলুন এ ধরনের কথাবার্তা মাসজিদে বসে বলা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ হাদীসে আছে মাসজিদ আল্লাহ্‌র যিকির, কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত এবং নামাযের জন্য বানানো হয়েছে। সেখানে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা মাকরূহ্‌। এ কথাতো ঠিক যে, দীন ও রাজনীতি পৃথক নয়। এখানে রাজনীতি বলতে দীনী রাজনীতিকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান ধর্মহীন রাজনীতির কথা বলা হয়নি। দীনী রাজনীতির জরুরী কথাবার্তা মাসজিদে বলা জায়েয আছে।

মাসজিদে ভিক্ষা করা

প্রশ্ন-৩৮১ ঃ মাসজিদে কোনো ভিক্ষুক ভিক্ষা করলে তাকে মাসজিদে বসেই কিছু দেয়া জায়েয কি? আমার এক বন্ধু বলেছেন মাসজিদে বসে এক টাকা ভিক্ষা দিলে কাফ্‌ফারা স্বরূপ আরো ৭০ টাকা দিতে হবে। এ মাসয়ালাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ মাসজিদে ভিক্ষা করা জায়েয নেই। ভিক্ষুককে মাসজিদের ভেতর ভিক্ষা দেয়া জায়েয কিন্তু মাসজিদে বসে ভিক্ষা করা যেন তার অভ্যাসে পরিণত না হয় সে জন্য মাসজিদের বাইরে গিয়ে ভিক্ষা দেয়া উচিত। আপনার বন্ধুর মাসয়ালাটি ঠিক নয়।

প্রশ্ন-৩৮২ ঃ অনেক সময় দেখা যায় মাসজিদে নামাযের পর দাঁড়িয়ে অনেকে নিজের অক্ষমতার কথা বলে সাহায্যের জন্য আবেদন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, মাসজিদে এরূপ করা জায়েয কি এবং মুসল্লীরা তাকে সাহায্য করতে পারে কি?

উত্তর ঃ মাসজিদে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। তাদের উচিত মাসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আবেদন করা এবং মুসল্লীদের উচিত মাসজিদের ভেতর তাদেরকে কিছু না দেয়া। অবশ্য যদি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে মাসজিদে আবেদন করে তাহলে জায়েয আছে।

মাসজিদে জানাযা নামাযের ও হারানো বস্তুর ঘোষণা প্রদান

প্রশ্ন-৩৮৩ ঃ মাসজিদের মাইকে জানাযা নামাযের ঘোষণা দেয়া এবং হারানো বস্তুর ঘোষণা প্রদান করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ জানাযা নামাযের ঘোষণা তো মুসল্লীদের সংবাদ প্রদানের জন্য জায়েয, কিন্তু হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৩৮৪ ঃ মাসজিদের মাইক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা প্রচার করা হয় যেমন বিভিন্ন সভা সমাবেশ পত্র-পত্রিকা, হারানো টাকা, সন্তান হারানো, গৃহপালিত পশু হারানো, জানাযার নামায প্রভৃতি। এসব ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ মাসজিদের মাইকে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা জায়েয নয়। হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য মানবিক কারণে সন্তান হারানোর ঘোষণা মাসজিদের মাইকে প্রচার করা জায়েয। মাসজিদে অমুক জিনিস পাওয়া গেছে প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন কিংবা অমুক সময় অমুকের জানাযার নামায পড়া হবে এ ধরনের প্রচারও জায়েয। অন্য কিছু জায়েয নেই।

শবে বরাতে মাসজিদের মাইক দিয়ে আলোচনা করা ও হাম্‌দ না'ত পরিবেশন

প্রশ্ন-৩৮৫ ঃ শবে বরাতসহ বিশেষ বিশেষ রাতে মাসজিদের মাইকে আলোচনা ও হাম্‌দ না'ত পরিবেশন করা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বাসায় না স্বস্তির সাথে ঘুমানো যায় আর না মনোযোগের সাথে ইবাদাত করা যায়। মেহেরবানী করে বলবেন এ রকম কাজকর্ম ঠিক কি না?

উত্তর ঃ মাসজিদের যে কোনো অনুষ্ঠানে তা শবে বরাতের রাত হোক কিংবা অন্য রাত লাউড স্পীকার এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেন বাইরে শব্দ না যায়। কারণ মহল্লায় অনেকে অসুস্থ থাকতে পারে আবার অনেকের আলোচনার প্রতি মনোযোগ নাও থাকতে পারে। শুনানোর কল্যাণ তো তখনই পাওয়া যাবে যখন মানুষ শুনার জন্য উৎসুক থাকবে। যাদের শুনানোর ইচ্ছে তাদেরকে বলে কয়ে মাসজিদে হাজির করানো উচিত।

মাসজিদের ওযুখানা থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-৩৮৬ ঃ অনেকেই মাসজিদের ওযুখানা থেকে ব্যবহারের পানি নিয়ে থাকে, শরঈ দৃষ্টিতে এটি কি জায়েয?

উত্তর ঃ ওযুখানার পানি ওযুর জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয নেই। অবশ্য যদি মহল্লাবাসীর অনুমোদন থাকে সেটি ভিন্ন কথা।

মাসজিদের দেয়ালে পোস্টার লাগানো

প্রশ্ন-৩৮৭ ঃ মাসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। তার সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। অথচ অনেকে মাসজিদের দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে থাকে। এটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ মাসজিদের দরোজা এবং দেয়ালে দুটো কারণে পোস্টার বা প্রচার পত্র লাগানো জায়েয নয়।

এক. ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে মাসজিদের দেয়াল ব্যবহার করা হারাম। ইসলামী আইন বিশারদগণ বলেছেন, মাসজিদের সাথে বসবাসকারী ব্যক্তি তার বাড়ির বেড়া কিংবা অন্য কোনো কাজে মাসজিদের দেয়ালকে ব্যবহার করতে পারবে না।

দুই. মাসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তার সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাসজিদের দেয়ালে পোস্টার লাগানো মাসজিদকে অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামান্তর। কোনো লোক কি গর্ভনর হাউজের দেয়ালে পোস্টার লাগানোর সাহস পায়, আর না তাকে এ জন্য অনুমতি দেয়া হয়। তাছাড়া নিজ বাড়ির দেয়ালে পোস্টার লাগানোও কেউ পছন্দ করে না। মুসলিমদের কাছে কি আল্লাহ্‌র ঘর নিজের ঘরের সমান মর্যাদাও রাখে না?

মাসজিদের নিকট চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

প্রশ্ন-৩৮৮ ঃ আমাদের মহল্লায় মাসজিদের কাছে আনন্দ অনুষ্ঠানের নামে প্রচার চালানো হচ্ছে এবং চাঁদা সংগ্রহ অভিযান চলছে। শুনেছি সেখানে না কি চলচ্চিত্রও প্রদর্শন করা হবে। চাঁদা সংগ্রহের জন্য সর্বদা মাইক ব্যবহার করছে যার আওয়াজ মাসজিদ পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে। মাসজিদের ইমাম সাহেব এবং মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ তাদেরকে মাসজিদের মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে উল্টা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লোকদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছে। এবং ধূমধামের সাথে তাদের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ প্রশ্নে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে বুঝা যায় তারা ইমাম সাহেব ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাচ্ছে তা সুস্থতার পরিচায়ক কোনো সঠিক কাজ নয়। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবা করা উচিত। মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তকে গুনাহ্ থেকে সতর্ক করা হলে সে সেই গুনাহ্র ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবেনা। নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

গুনাহর কাজে চাঁদা সংগ্রহ করা কিংবা চাঁদা প্রদান করা হারাম। মাসজিদে চিৎকার কিংবা শোরগোল করা হারাম। গান-বাজনা অথবা যে কোনো কোলাহল মাইকের সাহায্যে মাসজিদ পর্যন্ত পৌঁছানো মাসজিদের প্রতি অসম্মানেরই বহিঃপ্রকাশ। এ রকম লোকদের প্রতি ফেরেশতারা লা'নত করেন। আল্লাহ্ এজন্য তাদের ঘরেও কোনো গযব পাঠিয়ে দিতে পারেন।

মাসজিদ ফাণ্ডের টাকা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা

প্রশ্ন-৩৮৯ ঃ এক ব্যক্তি মাসজিদ কমিটির অনুমোদন পত্র দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে মাসজিদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত টাকা কিছু মাসজিদের জন্য খরচ করে অবশিষ্ট টাকা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করে। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে শরঈ হুকুম কী? যারা চাঁদা দিলেন, মহল্লাবাসী এবং মাসজিদের মুসল্লীদের ওপর কি কোনো দায়িত্ব-ই নেই? বিস্তারিত জানিয়ে আশ্বস্ত করবেন।

উত্তর ঃ মাসজিদের নামে সংগৃহিত টাকা থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। যে এরূপ করবে তার তাওবা করা উচিত এবং নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত টাকা ফেরত দেয়া উচিত। মহল্লাবাসী ও মুসল্লীদের কর্তব্য হচ্ছে তার কাছ থেকে সবগুলো টাকা উসূল করা।

মাসজিদের উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে তা মাসজিদ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন-৩৯০ ঃ মাসজিদের নির্মাণ কাজ শেষে কিছু জিনিসপত্র উদ্বৃত্ত হলো। এখন সেগুলো বিক্রি করে মাসজিদের উন্নয়ন কাজের জন্য রেখে দেয়া যাবে কিনা? না গেলে সেগুলো কী করতে হবে?

উত্তর ঃ সেগুলো বিক্রি করে মাসজিদের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যাবে। আর যদি সেগুলো বিক্রি করা সম্ভব না হয় তাহলে তা অন্য মাসজিদে দেয়া যেতে পারে।

মাসজিদে ছবি তোলা এবং ফিল্ম তৈরি করা

প্রশ্ন-৩৯১ ঃ মাসজিদে ছবি তোলা, সংবাদপত্র পড়া, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের ফিল্ম তৈরি করা, শ্লোগান দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ না, মাসজিদে এসব কাজ করা ঠিক নয়।

মাসজিদ থেকে কুরআন শরীফ এনে নিজের কাছে রেখে দেয়া

প্রশ্ন-৩৯২ ঃ কোনো ব্যক্তি মাসজিদ থেকে পড়ার জন্য কুরআন শরীফ এনে নিজের কাছে রেখে দিলো। এমতাবস্থায় তাকে কি কুরআন শরীফের হাদীয়া মাসজিদে প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ মাসজিদ থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়া ঠিক নয়। হয় সেই কুরআন শরীফ মাসজিদে ফেরত দেবে, না হয় নতুন আরেকটি কিনে রেখে আসবে।

নামাযের সামনাসামনি মোমবাতি রাখা

প্রশ্ন-৩৯৩ ঃ অনেক সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে মাসজিদে মোমবাতি জ্বালানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে নামায পড়ার সময় সামনাসামনি মোমবাতি রাখা জায়েয কি না? নাকি অন্ধকারে নামায পড়া উত্তম?

উত্তর ঃ সামনাসামনি মোমবাতি রেখে নামায পড়া মাকরূহ্। একটু ডানে অথবা বামে রেখে নামায পড়লে কেনো অসুবিধা নেই। অন্ধকারে নামায পড়াও জায়েয আছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে অন্ধকারের কারণে যেন কিবলার দিক ভুল হয়ে না যায়।

মাসজিদ ফান্ডে অমুসলিমদের চাঁদা দান

প্রশ্ন-৩৯৪ ঃ একটি মাসজিদ তৈরি হচ্ছে। সেখানে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা প্রদান করেছে, এমন কি কিছু সংখ্যক অমুসলিমও মাসজিদ ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে অমুসলিমদের চাঁদায় মাসজিদ তৈরি করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ মাসজিদ নির্মাণের জন্য অমুসলিমদের কাছে চাঁদা চাওয়া মুসলিমদের জন্য আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। তবে তারা যদি সৎকাজ মনে করে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করে তবে সেই টাকা মাসজিদে লাগানো জায়েয আছে।

অবুঝ বাচ্চাদেরকে মাসজিদে নেয়া

প্রশ্ন-৩৯৫ ঃ ছোট বাচ্চাদের মাসজিদে নেয়া কিরূপ? অনেক সময় বাচ্চারা মাসজিদ নষ্ট করে ফেলে। খালি পায়ে মাসজিদে আসে, চেচামেচি করে, ওযুখানা নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং এ ব্যাপারে শরঈ মাসয়ালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ যদি পেশাব-পায়খানার আশংকা থাকে তাহলে ছোট বাচ্চাদেরকে মাসজিদে না নেয়া উচিত। যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে তাদেকে তো অবশ্যই

মাসজিদে যাওয়ার অভ্যাস করানো উচিত। তবে মাসজিদে নেয়ার পূর্বে মাসজিদের আদব কায়দা শিক্ষা দিতে হবে।

খালি মাথায় নামায পড়া

প্রশ্ন-৩৯৬ ঃ আমি টি এন্ড টি তে চাকুরী করি। আগে অফিসের মাসজিদে তালের টুপি রাখতাম এবং সেই টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়তাম। কিন্তু মাসজিদের পেশ ইমাম সেই টুপি ফেরত দিয়ে বলেছেন মাসজিদে টুপি রাখা জায়েয নেই। যারা রাখেন তারা ভুল করেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ মাসজিদে টুপি রাখা একটি প্রচলিত রীতি। অনেকে বাজারে বা অফিসে টুপি ছাড়া যায় (যদিও সর্বদা টুপি নিয়ে ঘর থেকে বেরুনো উচিত) এবং মাসজিদের টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ে। যদি সেই টুপি পরিষ্কার হয় তাহলে তা মাথায় দিয়ে নামায পড়ায় কোনো দোষ নেই। আর যদি সেই টুপি অপরিষ্কার হয় তাহলে তা মাথায় দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ্ তাহরীমা। **মূলনীতি হচ্ছে এমন পোশাক পরে নামায আদায় করা মাকরূহ্, যে পোশাক পরে লোক সমাজে যেতে আপত্তি হয়।**

মাসজিদ জিন্দা ও মুর্দা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন-৩৯৭ ঃ অনেকে বলেন মাসজিদের জমিন জিন্দা কাজেই সেখানে চুলা তৈরি করা কিংবা গরম কিছু রাখা উচিত নয়। আপনি আমাদেরকে মেহেরবানী করে জানাবেন, কথাটি সত্যি কিনা? আরো বলা হয় নামায ও যিকিরের কারণে মাসজিদের মাটি জিন্দা হয়ে যায়।

উত্তর ঃ মাসজিদের জায়গা সম্মানার্হ, কিন্তু জিন্দা-মুর্দা প্রসঙ্গ অবান্তর। এটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাসজিদের পরিত্যক্ত বস্তু ক্রয়কারী তা ব্যবহার করতে পারে কি?

প্রশ্ন-৩৯৮ ঃ আমাদের গ্রামের একটি মাসজিদ বহুদিনের পুরনো। আমরা চাঁদা সংগ্রহ করে তা নতুন করে তৈরি করেছি। পূর্বের বাতিল কাঠগুলো আমরা বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকা মাসজিদে লাগাতে চাই। কিন্তু আমাদের গ্রামের এক মৌলভী সাহেব বলেছেন মাসজিদের কাঠ বাড়িতে নেয়া যাবেনা এবং তা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করাও যাবেনা। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ মাসজিদের যে জিনিস মাসজিদে আর ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ পরিত্যক্ত, তা বিক্রি করে মাসজিদের কাজে টাকা লাগানো জায়েয। শুধু জায়েযই

নয় প্রয়োজনও। আর যে ব্যক্তি তা কিনে নেবে সে নিঃসন্দেহে তা ব্যবহার করতে পারবে। এমন কি জ্বালানী হিসেবেও তা ব্যবহার করা যাবে। মৌলভী সাহেবের কথা সঠিক নয়।

হারাম উপায়ে অর্জিত টাকায় ইবাদাত-বন্দেগী

প্রশ্ন-৩৯৯ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি সুদ এবং ঘুষ খেয়ে টাকা পয়সার মালিক হয়ে যায়, আর সেই টাকা দিয়ে মাসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে সেই মাসজিদ কি সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা কোনো সৎকাজে লাগালেও ইবাদাত হিসেবে তা কবুল হবে না। অসৎ পথে যারা টাকা উপার্জন করে একমাত্র লা'নত-ই তাদের প্রাপ্য।

মাসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত প্লটের পরিবর্তে অন্য জায়গায় মাসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন-৪০০ ঃ আমরা মাসজিদের জন্য একটি প্লট রেখেছি এবং তা মাসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত। মাসজিদের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি খনন করা হয়েছে এবং মজুরের টাকাও পরিশোধ করা হয়েছে। এখন কিছু লোক মনে করে অন্যত্র যদি এ মাসজিদটি নির্মাণ করা হয় তাহলে বেশি মুসল্লী নামাযে উপস্থিত হবে। আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন প্রথম জায়গার পরিবর্তে দ্বিতীয় জায়গাটি বদল করে নেয়া যাবে কিনা? নাকি প্রথমটি বিক্রি করে দ্বিতীয় জায়গা কিনে নিতে হবে? আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন, আমরা প্রথম নির্বাচিত জায়গায় একটি ইটও গাঁথিনি কিংবা এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করিনি।

উত্তর ঃ মাসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করার পর যদি সেখানে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং নামাযও পড়া হয় তাহলে তা মাসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। মাসজিদের নিয়াতে জায়গা ওয়াক্‌ফ করে সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য খননও করা হয়েছে কিন্তু নামায পড়া হয়নি, কাজেই তা এখনো মাসজিদ হিসেবে ধর্তব্য নয়। তাই প্রথম জায়গার পরিবর্তে দ্বিতীয় জায়গায় মাসজিদ স্থাপন করা যাবে।

আযান ও ইকামাত

আযানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলা

প্রশ্ন-৪০১ ঃ যে কোনো কাজের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা সুন্নাত। তাহলে আযান ও নামাযের নিয়াত বাঁধার সময়ও কি 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়তে হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তা'বিঈ এবং তাবি তা'বিঈ থেকে কোনো ভাষ্য নেই। এমন কি ইমাম ও ফকীহ্গণও এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। তবে বিস্‌মিল্লাহ্ না পড়ার ব্যাপারেই আমল চলে এসেছে।

মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪০২ ঃ আমাদের মহল্লায় একটি মাসজিদ তৈরি হচ্ছে এবং তা আংশিক নির্মিত হয়েছে। ইমাম সাহেব বলেছেন, আযানের জন্য আলাদা কামরা তৈরি করতে হবে, কেননা মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া জায়েয নেই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর ঃ মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া মাকরূহ্ তানযিহি। মাসজিদের বাইরে আযানের ব্যবস্থা করতে হবে। ইমাম সাহেব ঠিক বলেছেন কিন্তু মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া না জায়েয এ কথাটি ঠিক বলেননি। না জায়েয নয় মাকরূহ্ তানযিহি মাত্র। অবশ্য মাকরূহ্ তানযিহি থেকে বেঁচে থাকাও ভালো। তবে জুম'আর দ্বিতীয় আযান ব্যতিক্রম। তা মাসজিদের ভেতর খতীব সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৪০৩ ঃ এক প্রশ্নের জবাবে আপনি লিখেছেন- 'মাসজিদে আযান দেয়া মাকরূহ্ তান্‌যিহি।' তারপর বলেছেন জুম'আর দ্বিতীয় আযান ব্যতিক্রম। তা মাসজিদের ভেতর খতীব সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে।

এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে বলবো- আপনি মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া মাকরূহ্ তান্‌যিহি বলেছেন। অথচ কোনো ফিক্‌হী গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। অবশ্য ফিক্‌হী গ্রন্থে 'কারাহিয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হলে তা দিয়ে মাকরুহ্ তাহ্‌রীমী বুঝায়। তান্‌যিহী নয়। শাফিঈদের নিকট 'কারাহিয়াত' শব্দটি মাকরূহ্ তান্‌যিহি বুঝায়। তাই আল্লামা আবদুল গনী নাবলিসী হাদীকায়ে নাদ্‌ইয়াতে লিখেছেন-

'কারাহিয়াত' শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয় তখন শাফিঈদের নিকট তা মাকরূহ্ তান্‌যিহি বুঝায়, তাহ্‌রীমী নয়। কিন্তু হানাফীদের নিকট তা মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী বুঝায়।'

আপনার কি জানা নেই, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মাতের জন্য কোনো মাকরূহ্ তান্‌যিহি কাজকে জায়েয করার জন্য মাঝে মাঝে করতেন। কিন্তু তিনি কখনো মাসজিদের ভেতর আযান দিতে বলেননি। আর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও কখনো এমন হয়নি। তাছাড়া আপনি জুম'আর দ্বিতীয় আযান মাসজিদের ভেতর দেয়াকে মাকরূহ্ তানযিহি থেকে বাদ দিয়েছেন। যদি আপনি

'বাইনা ইয়াদাইন' শব্দ দ্বারা একথা বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি ভুল বুঝেছেন। কারণ বাইনা ইয়াদাইন অর্থ সামনে কিন্তু 'মুখোমুখি' নয়। যেখানে সাধারণভাবে মাসজিদে আযাদ দেয়া মাকরূহ্ সেখানে আপনি জুম'আর দ্বিতীয় আযানকে বাদ দিলেন কিভাবে? আমি আপনাকে জানাতে চাই বাইনা ইয়াদাইন তথা মুখোমুখি হয়ে দ্বিতীয় আযান দেয়া মাকরুহ্। শুধুমাত্র হানাফী মতানুসারে। মালিকীরা একে বিদ'আত বলেন। আল্লামা খলীল ইবনু ইসহাক মালিকী (রহ) বলেন-

'ইসলামী আইন বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। জুম'আর দ্বিতীয় আযান কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দেয়া হতো নাকি মিনারায়? আমাদের (অর্থাৎ মালিকী) উলামাগণ বলেন- আযান মিনারায় দেয়া হতো।

আল্লামা ইউসুফ ইবনু সাঈদ সাক্বাফী-মালিকী (রহ) জাওয়াহিরে জাকিয়ার টিকায় লিখেছেন-

পূর্ব জামানায় মিনারায় আযান দেয়া হতো। আসলে আরবদের আমল আজও এটির ওপরই আছে। আর ইমামের সামনে আযান দেয়া মাকরূহ্।

আমি বিশদ দলিল প্রমাণের দিকে যেতে চাই না। আমার আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, হানাফীদের নিকট যে কোনো আযান মাসজিদে দেয়া মাকরূহ্ তাহ্রীমী। আশা করি আপনি আপনার এ অনচ্ছিাকৃত ভুলের কথা পাঠকদের কাছে বলবেন, না হয় আমার এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেবেন।

উত্তর ঃ প্রথমে আমি কয়েকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে চাই।

১. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ডে ৫৫ পৃষ্ঠায় ফাতওয়ায়ে কাজী খান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

'আর এটি উচিত যে, আযান যেন মিনারায় বা মাসজিদের বাইরে দেয়া হয়। মাসজিদের ভেতর আযান না দেয়া উচিত।'

২. হিদায়ায় আছে-

ইমাম সাহেব যখন মিম্বারে বসে যাবেন, তখন মুয়াজ্জিন সাহেব সমানে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। এ রীতিই চলে আসছে। (ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২১)

৩. বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে-

'মাহ্লাব বলেন- এ স্থানে অর্থাৎ মিম্বারের আযান দেয়ার হিকমত এই যে, ইমাম সাহেব যে মিম্বারে বসেছেন তা যেন মুসল্লীরা জানতে পারেন এবং তিনি যখন খুতবা শুরু করবেন তখন যেন তারা নীরবতা অবলম্বন করেন। একথার প্রমাণ তাবারানী সহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে, ইবনু ইসহাক জুহুরী থেকে বর্ণনা করেছেন- বিলাল (রা) মাসজিদের দরোজায় আযান দিতেন। বুঝা গেল এ আযানটি সাধারণ ঘোষণার জন্য দেয়া হয়েছিলো, শুধু লোকজনকে চুপ করানোর জন্য নয়। হ্যাঁ, যখন প্রথম আযানের পর আরেকটি আযান দেয়া হয় তখন বুঝতে হবে, প্রথম আযানটি ব্যাপকভাবে অবগতির জন্য ছিলো। আর খতিবের সামনে যে আযান দেয়া হচ্ছে তা চুপ করানোর জন্য।

প্রথম উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় আযান মিনারায় কিংবা মাসজিদের বাইরে দেয়া উচিত। মাসজিদের ভেতর আযান দেয়া উচিত নয়। আর মাকরূহ্ তান্যিহি দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয় কেননা মাকরূহ্ তাহ্রীমীকে লা-ইয়ামবাগী' তথা 'অনুচিত' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয় না। বরং জায়েয নেই এ ধরনের শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যে ফকীহ্ (ইসলামী আইনবিশারদ) দের আলোচনায় শুধু 'মাকরূহ্' শব্দটি এসেছে তা দিয়ে মাকরুহ তানযিহি'ই বুঝায়, মাকরূহ তাহরীমী নয়। তবে সূত্রটিও যথাস্থানে ঠিক আছে। মাকরূহ্ শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয় তা শুধু মাকরূহ্ তাহ্রীমী'ই বুঝায়। কিন্তু এ সূত্রটি ব্যাপক নয়। কারণ অনেক সময় এককভাবে মাকরূহ্ শব্দটির ব্যবহার হলেও তা মাকরূহ্ তানযিহি বুঝায় কাজেই কোনো স্থানে মাকরূহ্ শব্দটি এককভাবে ব্যবহৃত হলেও পূর্বাপর ও আলামত দেখে বুঝতে হবে এখানে শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাকরূহ্ তানযিহি না কি মাকরূহ্ তাহরীমী অর্থে? নামাযের মাকরূহ সংক্রান্ত আলোচনা শাইখ ইবনু নাজীম (রহ) বাহরুর রায়িক এবং শাইখ আল্লামা শামী (রহ) রদ্দুল মুহতারে যেমনটি আলোচনা করেছেন।' (দেখুন বাহ্রুর রায়িক, ১ম খণ্ড, পৃ-২০; রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃ৬৩৯)।

মাসজিদে আযান দেয়ার ব্যাপারে কিতাবুল উসূল আল মাবসূতে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) বলেছেন-

আমি আবু হানিফা (রহ) কে বললাম যখন মুয়াজ্জিনের জন্য কোনো মিনার না থাকে এবং মাসজিদও ছোট হয়, তখন আপনার মতে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দেবে? সে কি বাইরে আযান দেবে যেন লোকজন শুনতে পায়, নাকি মাসজিদের ভেতর আযান দেবে? তিনি বললেন মাসজিদের বাইরে আযান দেয়াটাই আমার

নিকট উত্তম মনে হয়। অবশ্য মাসজিদর ভেতর দাঁড়িয়ে আযান দিলেও হয়ে যাবে। (কিতাবুল উসূল, ১ম খন্ড, পৃ-১৪১)

২নং উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় জুম'আর দ্বিতীয় আযান মিম্বারের সামনে দিতে হয়। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ্র আমল চলে আসছে। ফকীহ্গণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে এই আযান মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। তারা কখনো বলেছেন খতীবের সামনে, আবার কখনো বলেছেন মিম্বারের কাছে আবার বলেছেন তার নিকটে আবার অনেক জায়গায় বলেছেন মিম্বারের ওপর। এসব শব্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে স্বতঃই বুঝা যায় জুম'আর দ্বিতীয় আযান মাসজিদের ভেতর এবং মিম্বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দিতে হবে।

৩নং উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর (রা) ও উমার (রা) এর যমানায় অন্যান্য ওয়াক্তের আযানের মত জুম'আর সময়ও মাত্র একটি আযান দেয়া হতো। উদ্দেশ্য ছিলো দুটো : এক. মাসজিদের বাইরের লোকজনকে নামাযের ঘোষণা দেয়া। দুই. উপস্থিত মুসল্লীদেরকে খুতবা শুনার জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট করা। তাই সেই আযান মাসজিদের দরোজায় দাঁড়িয়ে দেয়া হতো।

হযরত উসমান (রা) এর সময়কাল থেকে প্রথম আযানের সূচনা হয়, যা উঁচু স্থান থেকে দেয়া হতো। আর দ্বিতীয় আযান শুধু খুতবার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা মাসজিদের মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে দেবার প্রচলন হয়। হিদায়ার গ্রন্থকার ও অন্যান্য ফকীহ্গণ যে ধারাবাহিকতার রীতি চলে আসার কথা বলেছেন তা হযরত উসমান (রা) থেকে চলে আসার কথাই বুঝিয়েছেন। আমি যতদূর জানি চার মাযহাবের আলিমগণ একমত যে, জুম'আর দ্বিতীয় আযান মাসজিদে মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের শাইখ আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী মা'আরিফুস সুন্নাহ্ চতুর্থ খণ্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ বলেছেন। আরো বলেছেন, 'যদিও কিছু সংখ্যক মালিকী ওলামা এতে দ্বিমত করেছেন, তবু চলে আসা রীতি ও আমলের মুকাবিলায় তা দলিল হতে পারে না।'

আমি আমার চিন্তা ও গবেষণা পেশ করলাম। যদি কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তাহলে তিনি তার মতের ওপর চলতে পারেন।

বসে আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪০৪ ঃ বসেও কি আযান দেয়া যায়?

উত্তর ঃ বসে আযান দেয়া সুন্নাতের পরিপন্থী। মাকরূহ্ তাহ্রীমী। এভাবে আযান দেয়া হলে পুনরায় আযান দেয়া মুস্তাহাব।

আযানের মধ্যে অতিরিক্ত কথা সংযোজন

প্রশ্ন-৪০৫ ঃ আযানের পূর্বে কিংবা পরে কোনো বাক্য অতিরিক্ত যোগ করলে তা কি শরী'আত সম্মত আযান বলে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ শরী'আত সম্মত আযান তো সেইটি যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও ধারাবাহিকতায় চলে আসছে। তার মধ্যে কোনো বাক্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো জায়েয নেই। যদি আযানের সাথে নতুন বাক্য সংযোজন করা হয় তাহলে তা আর আযান হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তা হবে নতুন ধর্মের নতুন আযান।

প্রশ্ন-৪০৬ ঃ আমাদের জামে মাসজিদে পেশ ইমাম সাহেব যখন আযান দেন তখন আযানের শেষ বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও বলে থাকেন। অথচ আযানের শেষ বাক্যটি কালিমা তাইয়িবা হিসেবে উচ্চারণ করা হয় না। এভাবে আযান দিলে তা হবে কি?

উত্তর ঃ আপনাদের ইমাম সাহেব সুন্নাতের বিপরীত কাজটিই করছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার সাথে সাথেই আযান শেষ হয়ে যায়।

আযানের পূর্বে দরূদ পড়া

প্রশ্ন-৪০৭ ঃ আযানের পূর্বে দরূদ পড়া কেমন? আমাদের মাসজিদের মুসল্লীরা বলেন, আযানের আগে এরূপ পড়া উচিত নয়। অথচ আমি পড়ছি।

উত্তর ঃ আযান তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় হতে চলে আসছে। কিন্তু আযানের পূর্বে দরূদ পড়ার রিওয়াজ চালু হয়েছে মাত্র ক'বছর আগে। এটি যদি দীনের অংশ হতো তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই লোকদেরকে বলতেন এবং সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন অন্যান্য বুজুর্গানে দীনও এরূপ আমল করতেন। যেহেতু সালফে সালিহীন এর ওপর আমল করেননি এমনকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করার নির্দেশ দেননি তাই আযানের আগে দরূদ পড়া বিদ'আত বলে পরিগণিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যাবতীয় বিদ'আত পরিত্যাজ্য। তাছাড়া সকল ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর তখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে যখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও তরীকা মত সেই ইবাদাত করা হবে। অবশ্য শরী'আতে আযানের পরে দরূদ শরীফ পড়া এবং আযানের দু'আ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' না বলে আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪০৮ ঃ ফযরের আযানে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা ভুলে গেলে আযান হবে কি? নাকি পুনরায় দিতে হবে? আর যদি কেউ জেনে শুনে বাদ দেয় তাহলে কি পুনরায় আযান দিতে হবে?

উত্তর ঃ ফযরের আযানের সময় 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা মুস্তাহাব। জেনে শুনে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তবু যদি কেউ ইচ্ছাকৃত 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' না বলে কিংবা বলতে ভুলে যায় তাহলে আযান হয়ে যাবে। পুনরায় আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৪০৯ ঃ আমি এখন আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবের কাশফুল আস্‌রার নামক গ্রন্থটি পড়ছি। তিনি মিশকাত শরীফের ৬০-১১৪ পৃষ্ঠার রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন তারাবীহ্ নামায এবং ফযরের আযানে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলার প্রথা দুটো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে চলে আসছে। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত উমার (রা) থেকে এ দুটো জিনিস চলে আসছে। মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ ফযরের আযানে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম,' বলার প্রচলন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আসছে। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে বেশ কিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় বর্ণিত এক হাদীসে আছে একদিন ফযরের সময় মুয়াজ্জিন হযরত উমার (রা) কে নামাযের আহ্বান জানাতে গিয়ে দেখলেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' একথা শুনে হযরত উমার (রা) বললেন- 'এ বাক্যটি ফযরের আযানে বলো।'

উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বলা হয়েছে এ বাক্যটি ফযরের আযানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে, এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস তার প্রমাণ আবার হযরত উমার (রা) সম্পর্কেও একথা চিন্তা করা যায় না যে, তিনি এ ব্যাপারটি জানতেন না। সম্ভবত তিনি একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ বাক্যটি ফযরের আযানের সময় বলা হয়, তাই যথেষ্ট।

আমীরের দরোজার সামনে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি মুয়াজ্জিনকে সতর্ক করে ফযরের আযানের সাথেই যেন তা উচ্চারণ করা হয়। হাফিয ইবনু আবদুল বার এবং আল্লামা রাজী (রহ) এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর আল্লামা ফুরকানী এ ব্যাখ্যার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন আমার কাছে এ ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়। (শরহে মুয়াত্তা, ইমাম মালিক, পৃ.১৯৪ ১ম খণ্ড)।

উপরিউক্ত ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফযরের আযানে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা হযরত উমার (রা) এর সময় হতে শুরু হয়নি। বরং এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে চলে আসছে। হযরত উমার (রা) তাকিদ দিয়েছেন মাত্র।

তদ্রূপ তারাবীর নামাযও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই চলে আসছে, তবে উমার (রা) তা জামায়াতে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশ রাকায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আযানে কোনো বাক্য শেষ করতে না পারলে পুনরায় তা বলা

প্রশ্ন-৪১০ ঃ আমাদের মহল্লার মাসজিদে একদিন ফযরের আযানে মুয়াজ্জিন সাহেব 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিন........ বলার পর তার কাশি শুরু হলো, কাশি শেষ হলে তিনি 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' দু'বার বললেন। আমার মনে হয় তিনি ভুল করেছেন। কারণ বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন। যদি তিনি ভুল করে থাকেন তাহলে তা শুধরানোর উপায় কি? সেদিনের ফযরের ওয়াক্ত তো চলেই গেছে।

উত্তর ঃ যদি পুরো বাক্য বলতে না পারেন তাহলে তা পুনরায় বলা উচিত। কাজেই মুয়াজ্জিন সাহেব কোনো ভুল করেননি।

প্রশ্ন-৪১১ ঃ আযানের সময় কোনো বাক্য শেষ না করতেই যদি শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হয়, নেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ বিরতিকাল দীর্ঘ না হলে শ্বাস নেয়া যাবে। তবে এতোটুকু টেনে আযান দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যেখানে শ্বাস নেয়ার দরকার হয়।

আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেয়া শর্ত কিনা?

প্রশ্ন-৪১২ ঃ আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেয়া জরুরী কিনা? এরূপ করা কি ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নাত? যদি কেউ আযানের সময় কানে আঙ্গুল না দেয় তাহলে কি আযান হবে না?

উত্তর ঃ আযান দেয়ার সময় কানে আঙ্গুল দেয়া সুন্নাত। কানে আঙ্গুল দেয়ার উদ্দেশ্য আওয়াজকে সুউচ্চ করা। কানে আঙ্গুল দেয়া ছাড়া আযান দিলেও আযান হয়ে যাবে।

ফযরের আযানের পর মানুষকে পুনরায় নামাযের জন্য আহ্বান

প্রশ্ন-৪১৩ ঃ আমাদের মহল্লার মাসজিদে ফযরের সময় মুসল্লী কম হয় তাই আমি বন্ধুবান্ধবকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে ডেকে তুলতাম। অনেকে জামায়াতে নামায পড়তে পারায় আমার ওপর খুশী হতেন, আবার অনেকে বিরক্তবোধ করতেন। মাসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন এরূপ করা বিদ'আত। আযান শুনে যার মনে চায় আসবে না হয় না আসবে। তারপর থেকে আমি নামাযের জন্য ডাকা বন্ধ করে দিয়েছি। এদিকে মাসজিদে মুসল্লীও আগের চেয়ে কমে গেছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ যারা ঘুমিয়ে থাকে তাদেরকে নামাযের জন্য জাগানো তো বিদ'আত নয় আইম্মায়ে মুতাআখ্খিরীনের (পরবর্তী যুগের আলেম) নিকট আযানের পর নামাযের জন্য আহ্বান জানানো মুস্তাহসান (উত্তম) কাজ।

আযান ছাড়া জামায়াতে নামায

প্রশ্ন-৪১৪ ঃ এক মাসজিদ। নির্দিষ্ট কোনো মুয়াজ্জিন নেই। অনেক সময় আযান ছাড়াই (নামাযের) জামায়াত হয়ে যায়। যারা জামায়াতে নামায পড়েন তারা মনে করেন হয়তো আগে আযান হয়ে গেছে। অথচ আযান হয়নি। এরূপ অবস্থায় জামায়াত শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ আযান ছাড়া জামায়াতে নামায পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সুন্নাতের খিলাফ হবে। মাসজিদে আযানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ফকীহগণ লিখেছেন, আযান ছাড়া যে জামায়াত হয় তা (জামায়াত হিসেবে) গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তীতে যারা নামায পড়তে আসবেন তাদেরকে আযান দিয়ে জামায়াত পড়তে হবে।

তাহাজ্জুদ নামাযে আযান ও ইকামাত

প্রশ্ন-৪১৫ ঃ শবে বরাত ও লাইলাতুল কদরে রাত জেগে ইবাদাত করার সুযোগ হয়। তখন অনেকে বলেন, আসুন জামায়াতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ি। আমি তা অস্বীকার করেছি। আমার বক্তব্য হলো, আগে এ সম্পর্কে জানবো তারপর পড়বো। অথচ সৌদি আরবে রমযানে জামায়াতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়।

অনেক সময় আমরা তা রেডিওতে শুনে থাকি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহাজ্জুদ নামায জামায়াতে পড়া জায়েয কিনা? যদি জায়েয হয় তাহলে আযান-ইকামাতের বিধান কী?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামায ছাড়া অন্য কোনো নফল নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ্। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযও জামায়াতে পড়া মাকরূহ্। নফল নামাযের জন্য আযান ইকামাতের প্রয়োজন নেই। আযান ও ইকামাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুম'আর নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোনো নামাযে আযান ইকামাত নেই।

বালা-মুসিবাতের সময় আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪১৬ ঃ ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি বালা মুসিবাতের সময় আযান দেয়া জায়েয কিনা? আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে এটি ভুল এবং নাজায়েয কাজ। মেহেরবানী করে সঠিক সিদ্ধান্ত জানাবেন।

উত্তর ঃ আল্লামা শামশী বাহ্রুর রায়িক গ্রন্থ থেকে আল্লামা খাইরুদ্দীন রুম্লী কর্তৃক লিখিত টীকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি লিখেছেন আমি শাফিঈ মাযহাবের গ্রন্থে দেখেছি নামায ছাড়া আরো কিছু অনুষ্ঠানে আযান দেয়া সুন্নাত। যেমন নবজাতকের কানে, দুশ্চিন্তার সময়, মহামারী দেখা দিলে, দুষ্টলোক কিংবা হিংস্র জানোয়ারের সামনে, সৈন্যদের আক্রমণের সময় এবং কোথাও আগুন লাগলে। (দুররুল মুখতর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫)।

বিপদাপদে আযান দেয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের কোনো গ্রন্থে কিছু লিখা নেই। শাফিঈ ফিক্হে মুস্তাহাব লিখা হয়েছে। এ জন্য আমরা এ ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত করি না। আবার যদি কেউ এরূপ আমল করে, সে সম্পূর্ণ ভুল কাজ করে একথাও বলতে পারি না। অবশ্য নবজাতকের কানে আযান দেয়ার ব্যাপারটি হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং হানাফীদের নিকটও সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত।

সাত আযান

প্রশ্ন-৪১৭ ঃ রমযানের ২৭তম রাতে আমাদের মহল্লার মাসজিদে ইশা'র সময় সাতটি আযান দেয়া হয়। আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, এ কাজের শরঈ কোনো ভিত্তি আছে কিনা?

উত্তর ঃ রমযানের ২৭তম রাতে সাতটি আযান দিতে হবে হাদীস কিংবা ফিক্হ থেকে ব্যাপারটি প্রমাণিত নয়। তাই আমরা বলতে পারি এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা

প্রশ্ন-৪১৮ ঃ আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা প্রয়োজন, নাকি হাত না উঠিয়ে শুধু দু'আ পড়লেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা শর্ত নয়। শুধু মুখে পড়লেই হবে। হাত ওঠানোর প্রয়োজন নেই।

ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪১৯ ঃ আযানের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দিলে, সেই আযানের ওপর ভিত্তি করে জামায়াতে নামায আদায় করা যাবে কি? যদি অনেক মুসল্লী মিলে জামায়াত পড়া হয়?

উত্তর ঃ ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেয়া হলে তা পুনরায় ওয়াক্ত হওয়ার পর দিতে হবে। নইলে আযান হয়নি বলে ধরে নেয়া হবে। আর আযান ছাড়া জামায়াতে নামায পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। মাকরূহ্।

ভুলে দু'বার আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪২০ ঃ আযান হয়েছে। অতপর একব্যক্তি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আযান দেয়া শুরু করলো। অর্ধেক আযান দেয়ার পর স্মরণ হলো কিংবা কেউ বলে দিলো আগের আযানের কথা। এখন সে কি করবে, আযান ছেড়ে দেবে, না সম্পূর্ণ করবে?

উত্তর ঃ যেহেতু একবার আযান হয়ে গেছে তাই দ্বিতীয়বার আযানের প্রয়োজন নেই। কাজেই সে আযান ছেড়ে দেবে।

রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারিত আযানের শরঈ ভিত্তি

প্রশ্ন-৪২১ ঃ রেডিও, টিভিতে আযান প্রচার করা হয়। দেখা যায় একই দেশের কোনো কোনো এলাকায় তখনো ওয়াক্ত হয়নি। এ ধরনের আযান প্রচারের শরঈ ভিত্তি কি?

উত্তর ঃ নামাযের জন্য আযান। যদি নামাযের ওয়াক্তই না হলো তাহলে আযানের মূল্য কী? রেডিও, টিভিতে যে আযান প্রচার করা হয় তা নামাযের জন্য (আহ্বান) নয়, উৎসাহ মূলক। এর কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

রেডিও, টিভিতে প্রচারিত আযানের জবাব

প্রশ্ন-৪২২ ঃ রেডিও, টিভিতে যে আযান প্রচার করা হয়, তা শুনে কি জবাব দিতে হবে?

উত্তর ঃ রেডিও, টিভিতে যে আযান প্রচার হয় তা মূলত আযান নয়, আযানের আওয়াজ। রেকর্ডকৃত আযানের টেপ বাজানো হয় মাত্র। সুতরাং তা আযানের হুকুমের মধ্যে পড়ে না এবং তার জবাব দেয়াও সুন্নাত নয়।

আযানের সময় কুরআন তিলাওয়াত ও নামায

প্রশ্ন-৪২৩ ঃ আযানের সময় কুরআন তিলাওয়াত কিংবা নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ আযানের সময় কুরআন শরীফ বন্ধ করে আযানের জবাব দেয়া উচিত। কেউ নামায শুরু করে থাকলে ভিন্ন কথা, অন্য কথায় আযানের সময় নতুন করে নামাযের নিয়াত করা যবে না।

প্রশ্ন-৪২৪ ঃ শুনেছি আযানের সময় কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ রাখতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু সময় পরপর বিভিন্ন মাসজিদে আযান হতে থাকে। সব আযান শেষ হতে প্রায় ১৫/২০ মিনিট লেগে যায়। তাহলে পুরো সময়ই কি তিলাওয়াত বন্ধ রাখতে হবে?

উত্তর ঃ পুরো সময় কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ রাখাই উত্তম। অবশ্য নিজ এলাকার মাসজিদের আযানের জবাব দেয়া জরুরী। অন্যান্য মাসজিদের আযানের জবাব দেয়া জরুরী নয়। অনেকে বলেছেন, প্রথমে যে আযান শোনা যাবে শুধু সেই আযানের জবাব দিলেই হয়ে যাবে।

আযানের সময় সালাম দেয়া

প্রশ্ন-৪২৫ ঃ আযান হচ্ছে এমতাবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা যাবে কি? নাকি চুপচাপ গিয়ে বসে পড়তে হবে?

উত্তর ঃ আযানের সময় সালাম দেয়া উচিত নয়। মাসজিদে ঢুকে চুপচাপ বসে যাওয়া ভালো।

কোথায় দাঁড়িয়ে ইকামাত দিতে হবে

প্রশ্ন-৪২৬ ঃ নামাযের জন্য যিনি ইকামাত বলবেন তিনি কোথায় দাঁড়াবেন? ইমামের পেছনে নাকি অন্য কাতারে দাঁড়ালেও হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। যেখানে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে ইকামাত দিতে পারে।

আযান নামাযের জন্য লোকদেরকে আহ্বান

প্রশ্ন-৪২৭ ঃ আমাদের মহল্লার মাসজিদে ফযরের আযানের পর জামায়াত শুরু

হওয়ার ১০/১৫ মিনিট আগে লোকদেরকে পুনরায় জামায়াতের জন্য ডাকা হয়। 'জামায়াতের সময় হয়ে গেছে মাসজিদে আসুন' 'ঘুমের চেয়ে নামায ভালো', ইত্যাদি বলে মুসল্লীদেরকে আহ্বান জানানো হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ করা জায়েয কিনা? এতে আযানের গুরুত্ব কি কমে যায় না? আযানই কি যথেষ্ট নয়?

উত্তর ঃ আযানের পর লোকদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'তাছবীব' বলে। পূর্ববর্তী আলিমদের (মুতাকাদ্দিমীনের) নিকট ফযর নামায ছাড়া অন্য নামাযের জন্য তাছবীব বা লোকদেরকে আহ্বান করা মাকরূহ্। কিন্তু পরবর্তী আলিমদের (মুতাআখ্খিরীন) অভিমত হচ্ছে, যে কোনো ওয়াক্তের নামাযের জন্যই তা করা জায়েয, শুধু জায়েযই নয় বরং মুসতাহ্সান (উত্তম)। কারণ মানুষ দীনের ব্যাপারে অলস হয়ে গেছে, তাই তাদেরকে দাওয়াত দেয়া উত্তম কাজ।

একাকী নামায আদায়কারীর ইকামাত

প্রশ্ন-৪২৮ ঃ ফরয নামায যদি জামায়াত না পেয়ে একাকী পড়তে হয় তাহলে কি ইকামাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ একাকী নামায পড়লে ইকামাত দেয়া মুস্তাহাব।

নফল নামাযের ইকামাত

প্রশ্ন-৪২৯ ঃ নফল নামায পড়ার সময় ইকামাত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ নফল নামাযে কোনো ইকামাত নেই। আযান ও ইকামাত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে এবং জুম'আর নামাযের জন্য।

নবজাতকের কানে আযান দেয়া

প্রশ্ন-৪৩০ ঃ নবজাতকের কানে আযান দেয়ার নিয়ম কি? উভয় কানেই কি আযান ও ইকামাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ নবজাতকের ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাতের শব্দগুলো বলতে হবে।

নামাযের শর্তাবলী

সাধারণের মাঝে যাওয়া যায় না এমন কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩১ ঃ অনেকে খালি মাথায় নামায পড়েন। আবার অনেকে শুধু লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নামায আদায় করেন। টুপির পরিবর্তে রুমাল বা তোয়ালে মাথায়

দিয়েও অনেকে নামায পড়ে থাকেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে নামায পড়লে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামায হচ্ছে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি। তাই ভালো কাপড়-চোপড় পরে নামায আদায় করা উচিত। যে পোশাক পরে লোক সমাজে যাওয়া যায় না বা যেতে দ্বিধা হয় এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ্। তদ্রূপ খালি মাথায় নামায আদায় করাও মাকরূহ্।

ময়লা ও পূতিগন্ধময় কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩২ ঃ অনেকে গ্যারেজে কাজ করে এবং ময়লা ও তেলচিটে কাপড় পরে নামাযে আসে। মেহেরবানী করে বলবেন এ ধরনের কাপড় পরে নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ এ ধরনের পোশাকে নামায আদায় করা মাকরূহ। যারা গ্যারেজে কাজ করেন তাদের উচিত নামাযের জন্য পৃথক কাপড় ব্যবহার করা।

পায়ের নলা খোলা রেখে নামায

প্রশ্ন-৪৩৩ ঃ পায়ের নলা পুরুষের জন্য খোলা রাখা জায়েয কি? পায়ের নলা না ঢেকে নামায পড়া যাবে কিনা? এতে ওযু নষ্ট হবে না?

উত্তর ঃ পায়ের নলা খোলা রাখায় ওযু নষ্ট হয় না এবং নামাযও নষ্ট হয় না। কারণ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা পুরুষের জন্য ফরয। অবশিষ্ট অংশ ঢেকে রাখা ফরয নয়, সুন্নাত। অবশ্য পায়ের নলা অর্ধেক খোলা রাখাও সুন্নাত।

টাখনুর (পায়ের গোড়ালির গিঁটের) নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩৪ ঃ টাখনুর ওপর কাপড় পরে নামায পড়া উচিত। অনেকে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে এবং নামাযের সময় তা ভাজ করে টাখনুর ওপরে উঠিয়ে নেয়। আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন এরূপ করলে নামায হবে না। মেহেরবানী করে সঠিক মাসয়ালা জানিয়ে বাধিত করবেন?

উত্তর ঃ প্যান্ট, পাজামা, লুঙ্গি প্রভৃতি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা হারাম। আর এরূপ অবস্থায় নামায পড়া শক্ত গুনাহ। তাই শুধু নামাযের সময় কাপড় ভাঁজ করে না উঠিয়ে সব সময় টাখনুর ওপর কাপড় পরার অভ্যাস করতে হবে।

তালের টুপিতে নামায

প্রশ্ন-৪৩৫ ঃ আমাদের মাসজিদে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু তালের

টুপি আছে। কিন্তু আমাদের ইমাম সাহেব সেগুলো মাথায় দিয়ে নামায পড়াকে মাকরূহ্ বলেন। তার যুক্তি হচ্ছে আপনারা এ ধরনের টুপি মাথায় দিয়ে কোথাও যান না, কাজেই শুধু মাসজিদে এ টুপি পরে নামায কেন পড়বেন? আপনি এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেবেন।

উত্তর ঃ এক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের ইমাম সাহেবের কথা ঠিক। নামাযের পোশাক এমন হওয়া উচিত, যে পোশাকে ভদ্রসমাজে চলাফেরা করা যায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমাদের দেশের লোকেরা খালি মাথায় চলফেরা করে। এমন কি তাদের পকেটে টুপি পর্যন্ত থাকে না। কাজেই মাসজিদে গিয়ে যা পায় তাই মাথায় দিয়ে গণিমত মনে করে নামায আদায় করে (যদিও এমনটি হওয়া উচিত নয়)।

প্রাণীর ছবি সম্বলিত কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩৬ ঃ এমন কাপড় পরে নামায পড়া কেমন, যে কাপড়ে প্রাণীর ছবি আছে?

উত্তর ঃ এমন কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ্। ছবি সম্বলিত কাপড় পরে কখনো নামায পড়া উচিত নয়।

পশুর চামড়া পরে নামায

প্রশ্ন-৪৩৭ ঃ আমাদের এলাকায় অনেকে রোগ মুক্তির জন্য ভেড়া ও ছাগলের চামড়া পরে থাকে। আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে ঐ চামড়া পরে নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ যবেহকৃত পশুর চামড়া যদি দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত) করা হয়, তাহলে সেই চামড়া পরে নামায পড়া জায়েয আছে।

জুতা পায়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩৮ ঃ সাইয়িদ ইবনু ইয়াজীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আনাস ইবনু মালিক (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জুতা পায়ে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ, পড়েছেন। ইবনু বাত্তাল (রহ) বলেছেন জুতা পাক হলে, পরে নামায পড়া জায়েয আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে জুতা পরে নামায পড়া মুস্তাহাব। কারণ আবু দাউদ ও হাকিমে বর্ণিত হাদীসে আছে 'তোমরা ইহুদী ও খ্রীস্টানদের বিপরীত কাজ কর, তারা নামাযে জুতা ও মোজা পরে না। হযরত উমার (রা) জুতা খুলে নামায পড়া মাকরূহ্ মনে করতেন। আল্লামা শাওকানী বলেছেন- সঠিক ও শক্তিশালী কথা হচ্ছে, জুতা পরে

নামায পড়া মুস্তাহাব। জুতার তলায় নাপাকী থাকলে তা মাটিতে ঘষে নিলেই পাক হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ জুতা যদি পাক হয় তাহলে তা পায়ে দিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে। তবু কয়েকটি ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত।

১. সিজদার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটিতে স্পর্শ করা জরুরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যে জুতা পরা হতো তা অত্যন্ত নরম চামড়ার তৈরি ছিলো বলে ইচ্ছেমত আঙ্গুল মাটিতে লাগানো যেত। তাছাড়া সেই জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়তেও কোনো কষ্ট হতো না। জুতা যদি শক্ত চামড়ার তৈরি হয় বিশেষ করে যে তলা বা সুল ব্যবহার করা হয়। শক্ত তলার কারণে তা পায়ে দিয়ে নামায পড়া কষ্টকর।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যে সব মাসজিদ ছিলো সেগুলোর মেঝে পাকা ছিলো না। কংকর বা সুরকী দিয়ে সমান করে দেয়া হতো। সেই সুরকীর ওপর তারা জুতা পায়ে হাঁটতেন কেউ এটিকে খারাপ মনে করতেন না। কিন্তু আজকাল মাসজিদের মেঝে পাকা করা হয়, অনেক মাসজিদ তো মুজাইক করা। তার ওপর দামী কার্পেট বিছানো হয়। এগুলোর ওপর দিয়ে জুতা পায়ে হাঁটা সামাজিক দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ মনে করা হয়। তাছাড়া মদীনা শরীফের অলিগলিও ছিলো পবিত্র এবং শুকনো, সেখানে হাঁটলে জুতা নাপাক হতো না। বর্তমানে আমাদের রাস্তাঘাট নোংরা আবর্জনায় ভরপুর, জুতা পাক রেখে চলাফেরা করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই চাদর ও কার্পেট নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কিংবা মাসজিদে এসে অন্য জুতা পায়ে নামায আদায় করা কষ্টসাধ্য বিধায় আজকাল মাসজিদে জুতা পায়ে ঢুকতে নিষেধ করা হয়।

৩. প্রশ্নে উল্লেখ আছে- ইহুদী ও খ্রীস্টানদের বিপরীত করার জন্য মাসজিদে জুতা পায়ে প্রবেশে উৎসাহিত করা হয়েছে, জুতা পায়ে নামায পড়লে বেশি সাওয়াব হবে এ কারণে উৎসাহিত করা হয়নি। বর্তমানে ইহুদী-খ্রিস্টানরা জুতা পায়ে দিয়ে না, খুলে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করে সেই খবরও কেউ রাখে না। আজ বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় ইহুদী-খ্রীস্টান সৈন্যরা তাদের বুট জুতা দিয়ে মুসলিমদের মাসজিদসমূহ মাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই যে কারণে একদিন মাসজিদে জুতা নেয়া মুস্তাহাব ছিলো আজ সেই একই কারণে জুতা পায়ে মাসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহ।

৪. আল্লামা শাওকানী (রহ) জুতা পায়ে নামায পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। হাদীসের আলোকে আমাদের নিকটও মুস্তাহাব। তবে উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে। অন্যথায় তা মাকরূহ্ বলে গণ্য হবে। আল্লামা শাওকানীও তার আলোচনার আগে ওপরে একথাই বলেছেন।

৫. যদি জুতার তলায় নাপাকী লেগে যায় আর সেই নাপাকী শুষ্ক ধরনের হয় তাহলে জুতার তলা মাটিতে ঘষে নিলে পাক হয়ে যাবে কিন্তু যদি নাপাকী এমন ধরনের হয় যা ঘষলে পাক হয় না যেমন মদ, পেশাব, তরল পায়খানা ইত্যাদি তাহলে সেই জুতা পায়ে নামায মুস্তাহাব হবে কি করে?

নাপাক কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৩৯ ঃ এক ব্যক্তি এমন এক জায়গায় অবস্থান করছে যেখানে পানি নেই, তায়াম্মুম করে ওযু গোসলের কাজ সারা হয়। এমন অবস্থায় যদি স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তাহলে কাপড় পাক করবে কিভাবে? গোসলের পরিবর্তে না হয় তায়াম্মুম করে নিলো।

উত্তর ঃ কয়েকটি মাসয়ালা ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত।

১. পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এ অংশটুকু ঢেকে রাখা ফরয। যদি লুঙ্গি বা পাজামা নষ্ট হয়ে যায় আর জামা এতটুকু লম্বা হয় তাহলে লুঙ্গি পাজামা খুলে রেখে শুধু জামা গায়ে নামায আদায় করলেই নামায হয়ে যাবে।

২. যদি ফরয অংশটুকু ঢেকে নেয়ার মত পাক কাপড় না থাকে অথবা নাপাক কাপড়ও পাক করার সুযোগ না থাকে তাহলে নিচের তিনটি অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে–

ক. সেই কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ কিংবা তার চেয়ে বেশি পাক আছে– এমতাবস্থায় সেই কাপড় পরে নামায আদায় করা যাবে। এ অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে নামায হবে না।

খ. যদি সেই কাপড় পুরোটাই নাপাক হয় তাহলে বিবস্ত্র অবস্থায়ই নামায পড়ে নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বসে নামায পড়তে হবে এবং রুকু-সিজদাও ইশারায় আদায় করতে হবে।

গ. যেই কাপড় এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম পাক। সেই কাপড় পরে সে ইচ্ছে করলে নামায পড়তে পারে আবার চাইলে কাপড় ত্যাগ করে বসেও (২-এর খ. নিয়মানুযায়ী) নামায পড়তে পারে।

প্রশ্ন-৪৪০ ঃ কেউ যদি নাপাক কাপড় পরে ওযু করে তারপর পাক কাপড় পরে নামায আদায় করে, তার ওযু ও নামায হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হবে। যদি নাপাক থেকে নাপাকী তার শরীরে লেগে না যায়।

প্রশ্ন-৪৪১ ঃ নাপাক কাপড় পরে কেউ ভুলে নামায পড়ে ফেললো, তার নামায কি পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর ঃ যদি শুষ্ক নাপাকী হয় এবং তা ৩.৫ মাশা♦ ওজন পরিমাণ থাকে কিংবা তরল নাপাকী এক টাকা (এক বর্গ ইঞ্চি) পরিমাণ হয়, তাহলে সেই কাপড়ে নামায পড়ে ফেললে তা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি ওজন ও পরিমাণে তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

গাঁজা বা ভাঙ (এক প্রকার মাদক দ্রব্য) এর ধোঁয়ালাগা কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৪৩ ঃ যদি কাপড়ে গাঁজা বা ভাঙ এর ধোয়া লাগে তাহলে সেই কাপড়ে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ ভাঙ-এর ধোঁয়া নাপাক নয়, কাজেই তা কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে নামায হবে।

অপবিত্র ব্যক্তি ভুলে নামায পড়ে ফেললে

প্রশ্ন-৪৪৪ ঃ রাতে ঘুমের ঘোরে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলো। কিন্তু সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সেই ব্যক্তি ফযরের নামায আদায় করলো এবং কুরআন তিলাওয়াতও করলো। পরে রাতের কথা স্মরণ হলো। এজন্য সে কি ধরনের কাফ্ফারা আদায় করবে?

উত্তর ঃ সে পবিত্রতা অর্জন করে পুনরায় ফযরের নামায পড়ে নেবে। এটিই হবে অপবিত্র অবস্থায় পড়া নামাযের কাফ্ফারা আর কুরআন তিলাওয়াতের কাফ্ফারার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করাই যথেষ্ট।

অপবিত্র অবস্থায় পরা হয়েছিলো এমন কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৪৪৫ ঃ অপবিত্র অবস্থায় পাক কাপড় পরা হয়েছিলো, গোসলের পর না ধুয়ে

♦ ১ মাশা = ৭ রতি, ১২ মাশা = ১ ভরি বা তোলা।

আবার ঐ কাপড়ই পরা হলো। এমতাবস্থায় সেই কাপড়ে নামায আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যদি সেই কাপড়ে কোনো নাপাকী লেগে না থাকে তাহলে নামায পড়ায় কোনো দোষ নেই।

পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামায

প্রশ্ন-৪৪৬ ঃ এক ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করছে। এমন সময় তার পেশাবের চাপ বৃদ্ধি পেলো কিংবা পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো, এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিতে হবে? না কষ্ট করে হলেও নামায শেষ করতে হবে?

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানার চাপ যদি খুব বেশি হয় তাহলে নামায ছেড়ে দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী। পুনরায় আদায় করা জরুরী।

নখ বড়ো রেখে নামায

প্রশ্ন-৪৪৭ ঃ নখ বড়ো রেখে নামায পড়লে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নখ বড়ো রাখা রুচি ও প্রকৃতি বিরোধী- মাকরূহ্। যদি নখের ভেতর ময়লা জমে ওযুর পানি প্রবেশে বাধা দেয় তাহলে ওযু হবে না। আর ওযু না হলে নামাযও হবে না। আর যদি নখ পরিষ্কার থাকে তাহলে নামায হবে ঠিকই কিন্তু এ ধরনের কাজ মোটেই রুচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়।

অন্ধকারে নামায

প্রশ্ন-৪৪৮ ঃ অন্ধকারে নামায পড়লে তা হবে কিনা? আমার এক বান্ধবী বলেছে নামায হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ অন্ধকারের কারণে যদি কিবলার দিক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অন্ধকারে নামায পড়ায় কোনো দোষ নেই। নামায হয়ে যাবে।

ঘরের মালামাল সামনে রেখে নামায

প্রশ্ন-৪৪৯ ঃ আমাদের ঘরে তিনটি রুম আছে। তিনটি রুমই মাল-সামানায় ভর্তি। যেমন শো-কেইজ, টি.ভি, আলনা প্রভৃতি। অনেকে বলেন নামাযীর সামনে ঘরের দেয়াল ছাড়া আর কিছু থাকলে নামায হবে না। আমরা (মেয়েরা) তো একেবারেই নিরুপায়। এমতাবস্থায় কি করতে পারি?

উত্তর ঃ নামাযীর সামনে মাল সামান থাকলে তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না। অনেকে যা বলে তা ঠিক নয়।

জ্বলন্ত আগুন সামনে রেখে নামায

প্রশ্ন-৪৫০ ঃ জ্বলন্ত আগুন সামনে রেখে নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ নামায হয়ে যাবে কিন্তু তা মাকরুহ্ হবে।

বিনোদনের জায়গায় নামায

প্রশ্ন-৪৫১ ঃ বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট এমন জায়গা কিংবা রুমে নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যে জায়গা খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট সেখানে (বিনা ওযরে) নামায পড়া মাকরূহ্।

প্রতিকৃতি সামনে রেখে নামায

প্রশ্ন-৪৫২ ঃ প্লাষ্টিক বা সিরামিকের খেলনা, যেমন- হাতি, বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীর প্রতিকৃতি সামনে রেখে নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ মূর্তি পূজার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বিধায় এগুলো সমানে রেখে নামায পড়া জায়েয নেই। এমনকি এ ধরনের প্রতিকৃতি ক্রয়-বিক্রয় ও সংরক্ষণ করাও জায়েয নেই।

অমুসলিমের ঘরে নামায

প্রশ্ন-৪৫৩ ঃ কাছাকাছি কোথাও মাসজিদ না থাকলে কিংবা দূরের কোনো মাসজিদে যেতে যেতে নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে কোনো অমুসলিমের ঘরে চাদর বিছিয়ে নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ মাটি শুকিয়ে যাবার সাথে সাথে তা পাক হয়ে যায়। কাজেই জমিন যদি শুকনো হয় তাহলে অমুসলিমের ঘরেও নামায আদায় করা জায়েয। সেই সাথে যদি পাক কাপড় বিছিয়ে নামায পড়া হয় তাহলে আরো উত্তম।

বাড়িওয়ালার নোটিশ মুতাবিক ঘর খালি না করে সেই ঘরে নামায

প্রশ্ন-৪৫৪ ঃ আমি প্রায় পনেরো বছর যাবৎ ভাড়া বাড়ি আছি। প্রায় দশ বছর আমি মালিকের হাতে ভাড়া পরিশোধ করেছি। একদিন মালিক আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললো। আমি বাড়ি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলাম। মালিক বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। ছ'বছরের মত হলো মামলাটি কোর্টে ঝুলে আছে। আমি কোর্টের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করে আসছি। এক ভদ্রলোক বললেন, জোর করে কোনো বাড়িতে থাকলে এবং মালিকের

অনুমতি না নিলে সেখানে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। মামলা দায়েরের পর থেকে বাড়িওয়ালার সাথে আমাদের কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ। এমতাবস্থায় আমরা কী করবো?

উত্তর ঃ মালিকের নোটিশ পাওয়া মাত্র বাড়ি খালি করে দেয়া ভাড়াটিয়ার কর্তব্য। খালি না করলে তা জবর-দখলের পর্যায়ে পড়ে। আর জবর-দখলকৃত জাগায় নামায হয় না। যদিও ফিক্হী মাসয়ালা আনুযায়ী আপনার নামায হয়ে যাবে কিন্তু আপনি মালিকের বাড়িতে জোর করে থাকার চেষ্টা করার কারণে অবশ্যই গুনাহ্গার হবেন। আপনি হয় মালিককে রাজী করিয়ে নেবেন, নাহয় মালিকের বাড়ি ছেড়ে দেবেন।

কবরস্থানের ওপর নির্মিত মাসজিদে নামায

প্রশ্ন-৪৫৫ ঃ বুখারী শরীফে বলা হয়েছে কবরের ওপর নামায হয় না। এ হাদীসের আলোকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে- কবরস্থানের ওপর যদি মাসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহলে সেই মাসজিদে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কবরস্থানে নামায মাকরূহ। কিন্তু যদি কবরস্থানের ওপর মাসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং নামাযীর সামনে কোনো কবর না পড়ে তাহলে নামায জায়েয আছে। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা এখানে প্রযোজ্য নয়।

ভুলে অন্য ওয়াক্তের নাম নিয়ে ইমামের পেছনে শামিল হলে

প্রশ্ন-৪৫৬ ঃ কেউ ভুলে অন্য ওয়াক্তের নাম নিয়ে রুকুতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হলো। তখন মনে পড়লো নিয়াতের সময় ভুলে যোহরের পরিবর্তে আসরের নাম নিয়েছে। এমতাবস্থায় সে কী করবে? নামায হয়ে যাবে নাকি পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর ঃ নিয়াত হচ্ছে মনের ব্যাপার। মনে মনে যদি যোহরের নামায পড়ার ইচ্ছে থাকে আর মুখে ভুলে আসরের কথা এসে পড়ে তাহলে কিছু যায় আসে না। নামায হয়ে যাবে।

মনের নিয়াতই আসল নিয়াত

প্রশ্ন-৪৫৭ ঃ মুখে নামাযের নিয়াত উচ্চারণ করতে হবে এমন কথা কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত কি না?

উত্তর ঃ মুখে নামাযের নিয়াত উচ্চারণ করতে হবে এমন কথা কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয় এবং আইম্মায়ে মুতাকাদ্দিমীন থেকেও প্রমাণিত হয়নি। মনের

নিয়াতই আসল নিয়াত। কিন্তু অনেক সময় নামাযে মনযোগ থাকে না, এজন্য পরবর্তীতে আইম্মায়ে মুতাআখ্‌খিরীন বলেছেন মুখেও নিয়াতের কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে যেন মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে মন নামাযের প্রতি ধাবিত হয়।

একাকী নামায না পড়ে কেউ যদি জামায়াতে নামায পড়ে তাহলে ইমামের পেছনে নামায আদায় করছে একথা স্মরণ রেখে নামায আদায় করাই তার জন্য যথেষ্ট। আবার ইমাম সাহেবকেও স্মরণ রাখতে হবে আমি একা নামায পড়ছি না আমার পেছেনে অন্যরাও নামায আদায় করছে।

অন্য ভাষায় নামাযের নিয়াত উচ্চারণ করা

প্রশ্ন-৪৫৮ ঃ গ্রামের মানুষ সাধারণত মাতৃভাষায় নামাযের নিয়াত উচ্চারণ করে (যেমন আমি ইমামের পেছনে যোহরের চার রাকায়াত ফরয নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালাম) নামায শুরু করে দেয়। এভাবে নামায হবে কি, নাকি আরবীতে বলতে হবে?

উত্তর ঃ মনে মনে নিয়াত করাই যথেষ্ট মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। তবু যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করে তাহলে মাতৃভাষায় নিয়াত উচ্চারণ করাও জায়েয আছে।

কিবলা থেকে কতটুকু সরে দাঁড়ালে নামায হবে?

প্রশ্ন-৪৫৯ ঃ আমরা যারা এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী তাদের কিবলা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রশ্ন হচ্ছে– যদি কেউ সামান্য দক্ষিণ কিংবা উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ায় তাহলে তার নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ কিবলা থেকে সামান্য বিচ্যুতি হলে নামায হয়ে যাবে। আর যদি ২৫° ডিগ্রী কিংবা তারচেয়ে বেশি বিচ্যুত হয়ে দক্ষিণ কিংবা উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ায় তাহলে তার নামায হবে না।

ভ্রমণকারী যদি কিবলার দিক সনাক্ত করতে না পারে

প্রশ্ন-৪৬০ ঃ ভ্রমণকারী যদি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে, যেখানে কিবলার দিক সনাক্ত করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাহলে সে কী করবে?

উত্তর ঃ প্রথমে সে কারো কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে। যদি জিজ্ঞেস করার মত কাউকে না পায় তাহলে সে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখবে কোন্ দিকে কিবলা হওয়া যুক্তিযুক্ত। এভাবে চিন্তা ভাবনার পর মন যেদিকে সায় দেবে সেদিকে কিবলা মনে করে নামায আদায় করে নেবে।

অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃক কিবলার দিক নির্ণয়

প্রশ্ন-৪৬১ ঃ অন্ধ ব্যক্তি যদি উত্তর কিংবা দক্ষিণমুখী হয়ে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায হবে কি? এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি কি তাকে ঘুরিয়ে কিবলামুখী করে দেবে?

উত্তর ঃ অন্ধ ব্যক্তির উচিত সে কারো সহযোগিতা নিয়ে কিবলার দিক নির্দিষ্ট করে নেবে। যদি সে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজে নিজে কিবলার দিক নির্ণয় করে নেয় এবং তা কিবলার দিক না হয়ে অন্য দিক হয় তাহলে তার নামায হবে না। নামাযে যদি সে অন্য দিকে ঘুরে যায় তাহলে তাকে পুনরায় কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যাবে।

যদি মাসজিদের মিহ্‌রাব কিবলামুখী না হয়

প্রশ্ন-৪৬২ ঃ মাসজিদ বানানো হয়েছে কিন্তু মিহরাব কিবলার দিক থেকে ২০° ডিগ্রী পরিবর্তন (Displace) হয়ে গেছে। পাঁচ বছর যাবত নামায পড়ে আসছি। এখন আমরা এর সংশোধন চাই। প্রশ্ন হচ্ছে শুধু মিহ্‌রাব ভেঙ্গে ঠিক করে নিলেই হবে, নাকি মাসজিদও ভেঙ্গে ঠিক করতে হবে?

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে মিহরাব ভেঙ্গে সোজা কিবলামুখী করে বানানো। মিহরাব ঠিক কিবলামুখী হলে মাসজিদ না ভেঙ্গে কাতারগুলো ঠিক করে নিলেই হয়ে যাবে। যতদিন না সংশোধন করা হয় ততদিন অবশ্য ঐভাবেই নামায হয়ে যাবে। কারণ ২০° ডিগ্রী পর্যন্ত হেরফের হলে তা গ্রহণযোগ্য।

প্রথম কিবলার দিকে মুখ করে বসা এবং সিজদা করা

প্রশ্ন-৪৬৩ ঃ অনেকে জামায়াতের পর প্রথম কিবলা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) এর দিকে মুখ করে বসে তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীল পড়ে এবং সিজদাও করে। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ কিবলার দিক মুখ করে বসে তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল করা উত্তম কাজ কিন্তু প্রথম কিবলা অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে এরূপ করা ভুল। কেননা এখন আর তা কিবলা নয়। কিবলা বাতিল হয়ে গেছে।

কিবলার দিকে পা দেয়া

প্রশ্ন-৪৬৪ ঃ কিবলার দিকে পা রাখলে চল্লিশ দিনের নামায নষ্ট হয়ে যায়, কথাটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ অবজ্ঞা করে ইচ্ছেকৃতভাবে কিবলার দিকে পা রাখা কুফুরী। কাজেই

কিবলার দিকে ইচ্ছেকৃতভাবে পা না রাখা উচিত। কিংবা এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে কিবলার অবমাননা হয়। কিবলার দিকে পা দিলেই চল্লিশ দিনের নামায নষ্ট হয়ে যায় একথা ঠিক নয়।

কা'বা এবং মদীনা শরীফের ছবি অংকিত জায়নামাযে নামায

প্রশ্ন-৪৬৫ ঃ অধিকাংশ জায়নামাযে কা'বা এবং মদীনা শরীফের ছবি অংকিত থাকে। অনেক সময় সে ছবি পায়ের নিচে পড়ে। ইমাম সাহেবকে দেখি মিম্বারের ওপর জায়নামায বিছিয়ে তার ওপর বসেন। এ ব্যাপারটি আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। যেখানে খানায়ে কা'বা এবং মদীনা শরীফের ছবি সেখানে বসা বা দাঁড়ানো ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেহেরবানী করে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ নকশা খচিত জায়নামাযে নামায না পড়া ফকীহদের দৃষ্টিতে উত্তম। যেন নামাযের মধ্যে ছবির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়। বেয়াদবীর প্রশ্নটি আপেক্ষিক। প্রচলিত রীতি ও লৌকিকতার বিভিন্নতায় তার মাত্রাও বিভিন্ন হয়। তবু এ ধরনের জায়নামাযে কেউ নামায পড়লে তার নামায হয়ে যাবে।

কার্পেটের ওপর নামায

প্রশ্ন-৪৬৬ ঃ আজকাল অনেক মাসজিদে কার্পেট বিছানো শুরু হয়েছে। যা অত্যন্ত মোটা ও নরম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ নরম কার্পেটে সিজদা দিলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কার্পেটের ওপর নামায পড়া জায়েয।

হালাল পশুর প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ওপর নামায

প্রশ্ন-৪৬৭ ঃ হরিণের চামড়া যদি প্রক্রিয়াজাত করা হয় তাহলে তার ওপর নামায জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ কোনো অসুবিধা নেই। পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত (দাবাগাত) করার পর তা পাক হয়ে যায়। আর পাক চামড়ার ওপর নামায পড়ায় দোষের কিছুই নেই।

হারাম শরীফে নামায

প্রশ্ন-৪৬৮ ঃ আমরা কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়াই এবং আমাদের দৃষ্টি থাকে সিজদার জায়গায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন খানায়ে কা'বায় নামায আদায় করবো তখন দৃষ্টি কোথায় রাখবো, সিজদার জায়গায় নাকি বাইতুল্লাহর দিকে?

উত্তর ঃ হারাম শরীফে নামায পড়ার সময়ও দৃষ্টি সিজদার জায়গায়ই রাখতে হবে।

নামাযের নিয়ম

নামাযের সময় দৃষ্টি কোথায় থাকা উচিত

প্রশ্ন-৪৬৯ ঃ যখন আমরা নামায পড়ি তখন আমাদের দৃষ্টি কোথায় রাখা উচিত?

উত্তর ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অস্থায় পায়ের দিকে, সিজদার সময় নাকের দিকে, বসে তাশাহ্হুদ পড়ার সময় হাঁটুর দিকে এবং সালামের সময় দু'কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

নামাযে দু'পা কতটুকু ফাঁক থাকবে

প্রশ্ন-৪৭০ ঃ নামাযে দাঁড়ানোর সময় দু'পা কতটুকু ফাঁক রাখা উচিত? চার আঙ্গুল, নাকি তার চেয়ে বেশি? নামাযে পায়ের আঙ্গুল নড়ে গেলে নামায মাকরূহ্ হবে কি?

উত্তর ঃ দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। পায়ের আঙ্গুল নড়ে গেলে নামায মাকরুহ্ হবে না। তবে ইচ্ছেকৃতভাবে নড়াচড়া করা উচিত নয়।

নামাযে সব তাকবীর-ই কি ফরয?

প্রশ্ন-৪৭১ ঃ মুকতাদীগণ অনেক সময় নামাযে তাকবীর বলে শেষ করতে পারে না (অবশ্য তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া) এ অবস্থায় তাদের নামায হবে কি? তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া বাকী তাকবীর বলা কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ তাকবীরে তাহরীমা ফরয। অবশিষ্ট তাকবীর সুন্নাত। কেউ যদি অবশিষ্ট তাকবীর না বলে তবু নামায হয়ে যাবে।

তাকবীরে তাহ্রীমা

প্রশ্ন-৪৭২ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠানোর ব্যাপারে তিন ধরনের রিওয়ায়েত আছে– কাঁধ বরাবর, কান বরাবর এবং মাথা পর্যন্ত। প্রশ্ন হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন ভাবেই হাত উঠিয়েছেন? নাকি বর্ণনাকারী (রাবী) গণ ইচ্ছেকতৃভাবে এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেন উম্মাতের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

উত্তর ঃ তিনটি রিওয়ায়েতই সহীহ্। এতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের নিচের অংশ কাঁধ বরাবর, বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় কানের লতি পর্যন্ত

এবং অন্যান্য আঙ্গুল মাথা পর্যন্ত থাকে। বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় যেন কানের লতি স্পর্শ করে।

প্রশ্ন-৪৭৩ ঃ আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব অনেক সময় ইকামাত শেষ হওয়ার আগেই নিয়াত বেঁধে ফেলেন। এমতাবস্থায় আমরা কি করবো? ইমামের সাথে নিয়াত বেঁধে ফেলবো নাকি ইকামাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো?

উত্তর ঃ ইকামাত শেষ হওয়ার পর তাকবীর বলে নিয়াত বাধা ইমামের জন্য উত্তম। কারণ যিনি ইকামাত বলবেন তিনিও যেন ইমামের সাথে নিয়াত বাঁধতে পারেন।

নামাযে হাত বাঁধা

প্রশ্ন-৪৭৪ ঃ অনেকে নিয়াত করার পর নামাযে হাত বাধেন না, তাদের নামায হয় কি? তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বিভিন্নভাবে নামায আদায় করেছেন?

উত্তর ঃ নামাযে হাত বাধা হাদীস থেকে প্রমাণিত, এজন্য অধিকাংশ উম্মাতের নিকট এটি সুন্নাত।

রাফি' ইয়াদাইন (তাকবীরের সময় হাত ওঠানো)

প্রশ্ন-৪৭৫ ঃ রা'ফি ইয়াদাইন জায়েয কি? কারণ অনেকে রা'ফি ইয়াদাইন করেন আবার অনেকে করেন না। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় রা'ফি ইয়াদাইন করা সুন্নাত। অন্যান্য তাকবীরের সময় (হানাফীদের নিকট) রা'ফি ইয়াদাইন না করা উত্তম।

প্রশ্ন-৪৭৬ ঃ আমাদের মহল্লায় কিছু লোক আছেন যারা বলেন- রা'ফি ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়লে নামায হয় না। তারা প্রমাণস্বরূপ সুনানু বাইহাকী থেকে হাদীস পেশ করেন। যেখানে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন রা'ফি ইয়াদাইন করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম রা'ফি ইয়াদাইন ছাড়া নামায আদায় করেছেন সে কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ) সহ অনেক ইমাম সেসব হাদীস অনুসরণ করে থাকেন। যারা রা'ফি ইয়াদাইনের প্রবক্তা তারা বড়োজোর মুস্তাহাব কিংবা উত্তম বলতে পারেন কিন্তু ওয়াজিব বলতে পারেন না। রা'ফি ইয়াদাইন ছাড়া নামায হবে না একথা বলা মূর্খতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। সুনানু বাইহাকীর যে রিওয়ায়েতের রেফারেন্স তারা দেন তা সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। অনেক মুহাদ্দিস তো তা মাওযু (জাল) পর্যন্ত বলেছেন।

নিয়াত বাঁধার সময় এবং রুকুতে যাবার সময় হাত কিভাবে রাখবে

প্রশ্ন-৪৭৭ ঃ নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠানোর পর সরাসরি নাভির নিচে বাঁধতে হবে, নাকি হাত সোজা ছেড়ে দিয়ে তারপর বাঁধতে হবে? অদ্রুপ রুকুতে যাবার পূর্বে হাত সোজা ছেড়ে দিতে হবে, নাকি সরাসরি রুকুতে গেলেই হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাত ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানোর পর সরাসরি নাভির নিচে বাঁধতে হবে। অদ্রুপ রুকুতে যাওয়ার পূর্বেও হাত ছেড়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। সোজা রুকুতে গেলেই চলবে।

বসে নামায আদায়কারী রুকুতে কতটুকু ঝুঁকবে

প্রশ্ন-৪৭৮ ঃ বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি রুকুর সময় কতটুকু ঝুঁকে রুকু করবে?

উত্তর ঃ এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন মাথা হাঁটু বরাবর এসে যায়।

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবর' বলে ফেললে

প্রশ্ন-৪৭৯ ঃ গতকাল আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব ছিলেন না। অন্য এক ভদ্রলোক ইশার নামায পড়িয়েছেন। শেষ দু'রাকাআতে তিনি রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন। নামায শেষে অনেক মুসল্লী দাবী করলেন পুনরায় নামায পড়ানোর জন্য। এক ব্যক্তি বললেন, পুনরায় নামায আদায়ের দরকার নেই, তখন নামায আর দ্বিতীয়বার পড়া হলো না। এতে অধিকাংশ মুসল্লী অস্বস্তিবোধ করে চলে গেলেন। ইমাম সাহেব যখন ভুল করেছেন তখন কি আমাদের লোকমা দেয়ার প্রয়োজন ছিলো? আমাদের নামায কি শুদ্ধ হয়েছে?

উত্তর ঃ নামায আদায় হয়ে গেছে। আর তখন লোকমা দেয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

রুকুর পর কী বলবে

প্রশ্ন-৪৮০ ঃ রুকু থেকে ওঠার পর 'রাব্বানা লাকাল হামদ, হাম্‌দান কাছীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফিহি' পুরো-ই পড়তে হবে? আর দুই সিজদার মাঝে

'আল্লাহুম্মার হামনী ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ার যুকনী' দু'আটিও কি পুরো পড়তে হবে?

উত্তর ঃ এসব দু'আ সাধারণত নফল নামাযে পড়া হয়। ফরয নামাযে পড়তে পারলে ভালো। তবে ইমামতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মুক্‌তাদীদের কষ্ট না হয়।

সিজদা মাটিতে দিতে না পারলে কী করবে

প্রশ্ন-৪৮১ ঃ আছাড় খেয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি। সেজন্য নামাযের সময় মাটিতে সিজদা করতে পারি না। মাটি থেকে একটু ওপরে মাথা থাকে। মেহেরবানী করে জানাবেন, আমি কি এভাবেই সিজদা করবো নাকি নিচে কিছু দিয়ে তার ওপর সিজদা করবো?

উত্তর ঃ যদি আপনি সিজদা করতে না পারেন তাহলে ইশারায় সিজদা করাই যথেষ্ট। সিজদা দেয়ার জন্য নিচে কিছু রাখার প্রয়োজন নেই।

সিজদার সময় কনুই কিভাবে রাখবে

প্রশ্ন-৪৮২ ঃ সিজদার সময় দেখা যায় অনেকে কনুই হাঁটুর ওপর রেখে সিজদা করে আবার অনেকে সিজদার সময় দু'কনুই এত বেশি ছড়িয়ে দেয় যে, অন্যদের বুকে গিয়ে লাগে। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ জামায়াতে নামায পড়ার সময় কনুই বেশি ছড়িয়ে দেয়া উচিত নয়, যাতে অন্যদের কষ্ট হয়। প্রয়োজনে হাঁটুর সাথে কনুই লাগিয়ে সিজদা করা জায়েয।

মহিলারা কি পুরুষের মত নিতম্ব উঁচু করে সিজদা করবে

প্রশ্ন-৪৮৩ ঃ অনেকে বলেন, মহিলারা পুরুষের মত নিতম্ব উঁচু করেই সিজদা করবে। হাদীসেও এরূপ বলা হয়েছে। তাছাড়া মক্কা শরীফে মহিলারা এভাবেই নামায আদায় করে থাকেন। আবার কিছু লোকের বক্তব্য হচ্ছে মহিলাদের টাখনু মাটিতে মিশিয়ে হাঁটু এবং বুক মিলিয়ে সিজদা করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কোন্ মতটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে হাঁটু ও বুক মিলিয়ে সিজদা করতে বলেছেন। (মারাসীলে আবী দাউদ)। ইমাম আবু হানিফার (রহ) অভিমতও হাদীসের অনুরূপ।

কোনো রাকা'আতে যদি একটি সিজদা করা হয়

প্রশ্ন-৪৮৪ ঃ 'কানযুদ্ দাকায়িক' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'কেউ যদি ভুলে কোনো

রাকা'আতে একটি সিজদা করে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায় না তবে ত্রুটিযুক্ত হয়।' এ মাসয়ালা কি ঠিক?

উত্তর ঃ প্রত্যেক রাকা'আতে দুটো সিজদা করা ফরয। সেখানে যদি সিজদা একটি করা হয় তাহলে নামায হবে না। কানযুদ দাকায়িক গ্রন্থের যে মাসয়ালাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

'যদি দ্বিতীয় সিজদা না করে পরবর্তী রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে নামায নষ্ট হবে না কিন্তু সেই সিজদা আদায় করা কর্তব্য। যখন স্মরণ হবে তখনই তার কাযা আদায় করতে হবে। এমনকি যদি আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করার মুহূর্তেও স্মরণ হয় তখন সিজদার কাযা আদায় করে পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সাহু সিজদা দিয়ে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে। আর যদি সালাম ফেরানোর পর অন্য কোনো কাজকর্ম কিংবা কথাবার্তা বলে থাকে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে, পুনরায় পড়তে হবে।'

মোটকথা দ্বিতীয় সিজদা আদায়ে বিলম্বের জন্য নামায বাতিল হয় না ঠিকই কিন্তু তার কাযা আদায় করা একান্ত প্রয়োজন এবং ফরয।

'কাওমা' ও 'জলসা'র শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-৪৮৫ ঃ আমাদের মহল্লার এক ব্যক্তি বলেন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দু'সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসে একটু দেরী করা ফরয। কিন্তু মাসজিদের ইমাম সাহেবগণ যেভাবে দ্রুত নামায পড়ান, দেখা যায় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতে না বলতেই আল্লাহু আকবার' বলে ফেলেন। এতে মুসল্লিরা এক রুকন শেষ করতে না করতেই আরেক রুকনে চলে যায়। এভাবে কি নামায শুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ নামাযের রুকুর পর ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানো এবং দু'সিজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা ফরয নয়, তবে ওয়াজিব। অবশ্যই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর ইমাম সাহেবদেরও উচিত একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে রুকনগুলো পালন করা, মুসল্লিরা যেন 'কাওমা' ও 'জালসা' সঠিকভাবে আদায় করতে পারেন। অন্যথায় নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় হাত কিভাবে রাখতে হবে

প্রশ্ন-৪৮৬ ঃ আমি শুনেছি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় হাঁটুর ওপর হাত রাখা যাবে না, কারণ মৃত্যুর সময় নাকি হাঁটু দিয়ে রুহ্ বের হয়, তাহলে হাত কিভাবে রাখবো মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় দু'হাতের তালু দু'রানের ওপর রাখতে হবে এবং আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে। আর আঙ্গুলের মাথা হাঁটুর কাছাকাছি পৌঁছুবে। তবে হাঁটু ধরা যাবে না তাহলে আর আঙ্গুলের মাথা কিবলামুখী থাকবে না। তবু যদি কেউ হাঁটুর ওপর হাত রেখে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, তাও জায়েয আছে। আপনি লিখেছেন 'হাটু দিয়ে রুহ্ বের হয়' এরূপ কথা আমি কোথাও পাইনি। এটি কারো মস্তিস্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-৪৮৭ ঃ আমি শুনেছি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আঙ্গুলগুলো হাঁটুর সামনে দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া যাবে না। তাহলে কিয়ামাতের দিন নিচ দিকে ঝুলানো অংশটুকু কেটে দেয়া হবে। এটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ এটি বেহুদা কথা। এর কোনো ভিত্তি নেই।

আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় কোন্ হাতের আঙ্গুল উঁচু করতে হবে

প্রশ্ন-৪৮৮ ঃ আমাদের মাসজিদে এক লোক আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় বাম হাতের আঙ্গুল উঁচু করে। আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে নিজেকে পন্ডিত মনে করে আমাদেরকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এদিকে তার বয়স আমাদের থেকে বেশি হওয়ায় আমরা তেমন কিছু বলতেও পারছি না। মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান দেবেন।

উত্তর ঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করতে হবে, বাম হাতের নয়। ভদ্রলোককে মাসয়ালা জানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, মানা না মানা সম্পূর্ণ তার ব্যাপার।

তাশাহ্হুদ পড়ার সময় আঙ্গুল উঁচু না করলে

প্রশ্ন-৪৮৯ ঃ এক মাওলানার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আঙ্গুল উঁচু করার শরঈ ভিত্তি কি? তিনি উত্তর দিয়েছেন এর কোনো ভিত্তি নেই। এরূপ না করলেও নামায হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসয়ালা জানিয়ে বাধিত করবেন। সেই সাথে আরো জানাবেন কখন আঙ্গুল উঁচু করতে হবে এবং কখন তা নামাতে হবে।

উত্তর ঃ তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত। এর কোনো প্রয়োজন নেই। একথা বলা ভুল। তবে এরূপ না করলে নামায হয়ে যাবে।

'আশহাদু আল লা ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় 'লা' বলার সাথে আঙ্গুল উঁচু করতে হবে এবং ইল্লাল্লাহু' বলার পর আঙ্গুল নামাতে হবে।

মুক্তাদীগণও কি পুরো আত্তাহিয়্যাতু পড়বে

প্রশ্ন-৪৯০ ঃ ইমাম সাহেব সালাম ফেরাচ্ছেন কিন্তু মুক্তাদী এখনো পুরো আত্তাহিয়্যাতু পড়ে শেষ করতে পারেননি। এমতাবস্থায় কি করবেন? ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফেরাবেন নাকি পুরো আত্তাহিয়্যাতু পড়ে পরে সালাম ফেরাবেন?

উত্তর ঃ আত্তাহিয়্যাতু..... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত উভয় বৈঠকে পড়া ওয়াজিব। যদি প্রথম বৈঠকে ইমাম সাহেব আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং মুকতাদীগণ পুরো পড়তে না পারেন, তাহলে ইমামের অনুসরণ না করে আত্তাহিয়্যাতু আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে তারপর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াতে হবে। তদ্রুপ শেষ বৈঠকেও যদি মুকতাদীগণ তাশাহ্হুদ শেষ করার আগেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেলেন তাহলে মুকতাদীগণ তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করে তারপর সালাম ফেরাবেন।

যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম বৈঠকের সময় জামায়াতে এসে শরীক হন এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়া শুরু করা মাত্র ইমাম সাহেব তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়ান তাহলে শরীক হওয়া ব্যক্তি 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, পর্যন্ত পড়ে তারপর পরবর্তী রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়াবেন। আবার এক ব্যক্তি শেষ বৈঠকে এসে জামায়াতে শরীক হলেন কিন্তু তাশাহ্হুদ শেষ করার আগেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, তখন তাড়াহুড়ো করে না উঠে বরং আত্তাহিয়্যাতু পুরো পড়ে তারপর অবশিষ্ট নামায আদায় করতে হবে।

তাশাহ্হুদের মধ্যে নবীকে সালাম

প্রশ্ন-৪৯১ ঃ আমরা নামাযে নিম্নোক্ত তাশাহ্হুদ পড়ে থাকি-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

মুহতারাম মাহমুদ আহমদ আব্বাসী 'তাহকীকে সাইয়িদ ওয়া সা'দাত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন আত্তাহিয়্যাতু পড়া-

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِمًا.

এ আয়াতের সঠিক অনুসরণ। সাহাবাগণ তাঁর হায়াতে তাইয়্যিবায় এভাবেই পড়েছেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন তাশাহ্হুদে সামান্য পরিবর্তন করে- اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ এর পরিবর্তে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ পড়েছেন।"

তারপর তিনি লিখেছেন বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীর, শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ' শিরোনামে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সহীহ্ সনদে যে রিওয়াতে করেছেন তা নিম্নরূপ-

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন সাহাবাগণ তাশাহ্হুদে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ পড়তেন। তাঁর ইন্তিকালের পর سَلَامٌ عَلَى النَّبِيِّ পড়েছেন।

আমরাতো নামাযে আগের মতই পড়ে থাকি। তাছাড়া নামায সংক্রান্ত যেসব বই পুস্তক পড়েছি সবখানে উপর্যুক্ত তাশাহহুদই লিখা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে তাশাহ্হুদ পড়লে কি নামায হবে, নাকি পরিবর্তন করে سَلَامٌ عَلَى النَّبِيِّ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ আব্বাসী সাহেবের একথা তো ঠিক নয় যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়লেই صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এ আয়াতের হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যাবে। কারণ আয়াতে কারীমায় 'সালাত' এবং 'সালাম' পেশের কথা বলা হয়েছে। আত্তাহিয়্যাতু পাঠের মাধ্যমে শুধু সালামের হক আদায় হয় সালাতের নয়। দুটো নির্দেশ যাতে একসাথে পালন করা সম্ভব হয় সেজন্য নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের পর দরূদ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাতহুল বারী থেকে যে রেফারেন্স দেয়া হয়েছে তা সহীহ্। রিওয়ায়েতের পর শাইখ ইবনু হাজার মন্তব্য করেছেন এ রিওয়ায়েত থেকে আমরা জানতে পারলাম তাশাহ্হুদে 'আস্সালামু আলান নাবিয়্যি' বলাও জায়েয। তবু যে ভাষা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন এবং তাবৎ উম্মাত যার ওপর আমল করে আসছেন সেই ভাষায় তাশাহুদ পড়া-ই উত্তম।

নামাযের দরূদ পড়ার গুরুত্ব

প্রশ্ন-৪৯২ ঃ নামাযে দরূদ পড়াতো ওয়াজিব নয়, তাহলে কী? সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব? সেদিন এক পত্রিকায় দেখলাম এক ভদ্রলোক লিখেছেন 'নামাযে দরূদ পড়া কি, সুন্নাত না মুস্তাহাব সে ব্যাপারে 'সিহাহ্ সিত্তায়' কোনো প্রমাণ নেই।

যদি 'সিহাহ্ সিত্তা' হাদীস গ্রন্থে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে হাদীসের উদ্ধৃতিসহ মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেয় এবং দীনী বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে বেড়ায়।

মিশকাত শরীফে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের রেফারেন্সে হযরত কা'ব আজুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রতি সালাম পাঠানোর পদ্ধতিতো আল্লাহ্ আমাদেরকে (নামাযে তাশাহ্হুদের মাধ্যমে) শিখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আপনি এবং আপনার আহ্লদের প্রতি সালাত পাঠাবো কিভাবে? তিনি বললেন এভাবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

কুরআন মাজীদে উম্মাতকে দুটো নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে– একটি সালাম (سلام), অপরটি সালাত (صلوة)।❖ আত্তাহিয়্যাতু এর মাধ্যমে সালামের হক আদায় হয়ে যায় কিন্তু সালাতের হক অবশিষ্ট রয়ে যায়। এ ব্যাপারে সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি উপরিউক্ত দুরূদের কথা বলেছেন।

হযরত ফুযালা ইবনু উবাইদ (রা) থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْا فِيْ صَلوٰتِه لَمْ يَحْمَدُ اللهَ وَلَمْ يَصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلَ هذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَه اَوْ لِغَيْرِهٖ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَء بِتَحْمِيْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاء.

❖ সালাত শব্দ দিয়ে যেমন আল কুরআনে নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে তদ্রূপ একই শব্দ দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পেশের কথাও বুঝানো হয়েছে। –অনুবাদক।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন। সে না আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা বললো, না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করলো। তিনি বললেন সে বড্ড তাড়াহুড়ো করছে। অতঃপর তাকে ডেকে নিয়ে বললেন- যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে তখন সে প্রথমে হাম্দ ও সানা পড়বে তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠাবে এবং সর্বশেষে দু'আ করবে।

(আবু দাঊদ, ১ম খন্ড, পৃ-২০৮; নাসাঈ, ১ম খন্ড, পৃ-১৮৯; তিরমিযী, ২ খন্ড, পৃ-১৮৩; সুনানু কুব্‌রা, ২য় খণ্ড, পৃ.-১৪৭; সহীহ্ ইবনু খুযাইমা, ১ম খন্ড, পৃ-৩৫১; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২০৮; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খন্ড, পৃ.-২৬৮)

আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَقبَلَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ بَيْنَ يَدِى رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَه فَقَالَ : يَارَسَوْلَ اللّٰهِ! اَمَّا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا هُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَ عَلَيْكَ فِىْ صَلوتِنَا؟ قَالَ فَصَمَتْ رَسُولُ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ حَتّٰى اَحْبَبْنَا اَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ... الخ

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসেই বসে পড়লো। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্ নামাযে আপনার প্রতি সালামের পদ্ধতি তো আমরা অবহিত হয়েছি কিন্তু আপনার ওপর যে দরূদ পাঠাতে হবে তা কিভাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা ভাবলাম আহা সে যদি প্রশ্ন না করতো! তখন তিনি বললেন যখন আমার ওপর দরূদ পাঠাবে তখন বলবে-

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদ........হামীদুম মাজীদ" পর্যন্ত। (সহীহ ইবনু খুযাইমা, ১ম খন্ড, পৃ-৩৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪র্থ খন্ড, পৃ-২০৭; মাওয়ারিদুয্ যমান, পৃ-১৩৮; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খন্ড, পৃ-২৬৮)।

এসব হাদীসকে ভিত্তি করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়

থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাতের আমল এভাবে চলে আসছে। নামাযের শেষ বৈঠকে প্রথমে আত্তহিয়্যাতু তারপর দরূদ এবং সর্বশেষ দু'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফেরানো। ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেছেন, নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া ফরয। অন্যান্য আকাবিরের নিকট সুন্নাত। অবশ্য উম্মাতের কেউ একথা চিন্তাও করতে পারেনা যে, বৈঠকে দরূদ না পড়লেও চলবে।

দু'আর আদব হচ্ছে প্রথমে হাম্‌দ ও সানা এবং দরূদ পড়া তারপর দু'আ করা। এভাবে দু'আ করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই নামাযের শেষেও দু'আ করার পূর্বে এই সূত্র অনুযায়ী হাম্‌দ সানা এবং দরূদ পড়া উচিত।

দু'আ মাছুরা বলতে কি বুঝায়

প্রশ্ন-৪৯৩ ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ এবং দরুদ পড়া হয়, সেই সাথে দু'আ মাছুরাও পড়া হয়। কিন্তু অনেক মুসল্লী-ই দু'আ মাছুরা জানেন না। আবার অনেক সময় জামায়াতে নামায পড়ার সময় দেখা যায় মুসল্লীদের দু'আ মাছুরা পড়া শেষ না হতেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। তখন ইমামের সাথে সালাম ফেরালে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি? আপনি আরো জানাবেন দু'আ মাছুরা সব নামাযেই কি পড়তে হবে, না শুধু ফরয নামাযে?

উত্তর ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদের পর দু'আ করা সুন্নাত। আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলে যেসব দু'আর কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে দু'আ মাছুরা বলে। সেসব দু'আর যে কোনো একটি পড়লেই সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। যারা দু'আ মাছুরা না জানার কারণে পড়তে পারে না কিংবা যারা জেনেশুনে দু'আ মাছুরা না পড়েই নামায শেষ করে তাদের নামায হয়ে যাবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

নামাযে ক'টি দু'আ পড়া যাবে

প্রশ্ন-৪৯৪ ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দু'আ মাছুরা হিসেবে ক'টি দু'আ পড়া যাবে।

উত্তর ঃ কুরআন-হাদীসে দু'আ মাছুরা হিসেবে যেসব দু'আর কথা বলা হয়েছে তার থেকে যে ক'টি খুশি পড়া যাবে। তবে ইমাম সাহেবদের খেয়াল রাখতে হবে বেশি দু'আ পড়তে গিয়ে মুসল্লীদের যেন কোনো কষ্ট না হয়।

ভুলে প্রথমে বাম দিকে সালাম ফেরালে

প্রশ্ন-৪৯৫ ঃ যদি কেউ ভুলে প্রথমে বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে তার নামায হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, হয়ে যাবে।

নামাযে কী পড়তে হবে

নামাযের জন্য কমপক্ষে চারটি সূরা মুখস্ত করতে হবে

প্রশ্ন-৪৯৬ ঃ এক ব্যক্তির শুধু সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস মুখস্থ আছে। অন্য কোনো সূরা বা আয়াত মুখস্থ নেই। এ দুটো সূরা দিয়ে যদি সব নামায পড়ে তাহলে তার নামায হবে কি?

উত্তর ঃ সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকাআতে নির্দিষ্ট একটি সূরা পড়া মাকরূহ্। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্তত চারটি সূরা মুখস্থ রাখা। যদি মুখস্থ না হয়ে থাকে তাহলে শুধু সূরা ইখলাস দিয়ে নামায পড়লেও নামায হয়ে যাবে।

ফরয নামাযে যেসব সূরা পড়া সুন্নাত

প্রশ্ন-৪৯৭ ঃ ফযর ও যোহরের সময় তিওয়ালে মুফাস্সাল, আসর ও ইশার সময় আওসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবে কিসারি মুফাসসাল পড়া সুন্নাত। তাহলে কুরআনের অবশিষ্ট পঁচিশ পারাতো নামাযে তিলাওয়াতের বাইরে রয়ে গেলো। অথচ মাসয়ালায় বলা হয়েছে কুরআন শরীফের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত করলে নামায হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ অংশ থেকে তিলাওয়াত করলে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ আল কুরআনের অবশিষ্ট অংশ সুন্নাত কিংবা নফল নামাযে পড়া যেতে পারে। ফরয নামাযে মুফাস্সাল◆ সূরাগুলো পড়াই উত্তম। (যেন কিরায়াত দীর্ঘ না হয়)।

নামাযে মনে মনে কিরায়াত পড়া

প্রশ্ন-৪৯৮ ঃ নামাযে মনে মনে কিরায়াত পড়লেই হবে, নাকি মুখে উচ্চারণ করতে হবে?

উত্তর ঃ মনে মনে পড়লে নামায হবে না। মুখে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করা প্রয়োজন। তবে এক দলের মতে এতটুকু জোরে পড়তে হবে যেন অন্যেরা না শোনে, শুধু নিজের কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে। অপর দলের মতে নিজের কান পর্যন্ত যদি আওয়াজ না পৌঁছে, শুধু উচ্চারণ সঠিক হয় তবু নামায হয়ে যাবে। প্রথম অভিমত প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি নিশ্চয়তাবোধক।

◆ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাস্সাল, সূরা বুরূজ থেকে সূরা লাম ইয়া কুন পর্যন্ত সূরা গুলোকে আওসাতে মুফাস্সাল এবং সূরা লাম ইয়া কুন থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারী মুফাস্সাল বলে। –লেখক।

একাকী নামাযে উচ্চস্বরে কিরায়াত

প্রশ্ন-৪৯৯ ঃ যদি কেউ একাকী নামায পড়ে এবং আশপাশে অন্য কেউ ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত না থাকে তাহলে কি সে উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়তে পারবে?

উত্তর ঃ রাতের নামাযে পড়তে পারবে। রাতের নামায বলতে ফযর, মাগরিব ও ইশার নামাযকে বুঝায়। (অবশ্য রাতের নফল নামাযেও উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়া জায়েয। -অনুবাদক)।

ফযর, মাগরিব এবং ইশার নামাযের কাযা দিনে জামায়াতে আদায় করলে

প্রশ্ন-৫০০ ঃ যদি ফযর, মাগরিব ও ইশার নামায কাযা হয়ে যায় এবং দিনে জামায়াতে তার কাযা আদায় করতে চায় তাহলে কিরায়াত জোরে পড়বে, না আস্তে?

উত্তর ঃ কিরায়াত উচ্চস্বরে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে দিনে কাযা হওয়া নামায (যেমন যোহর, আসর) যদি রাতে কেউ জামায়াতে পড়তে চায় তাহলে আস্তে আস্তে কিরায়াত পড়তে হবে। উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়া যাবে না।

জামায়াতে নামাযের সময় মুক্তাদী কিরায়াত পড়েবে, না চুপ থাকবে

প্রশ্ন-৫০১ ঃ জামায়াতে নামায পড়ার সময় মুকতাদীগণ সানা পড়ার পর কি করবে? কিরায়াত পড়বে নাকি চুপ করে থাকবে? অনেকে তো সূরা ফাহিতা পড়ে তারপর চুপ থাকে।

উত্তর ঃ ইমামের পেছনে নামাযে ফাতিহা পড়া, এটি একটি বিতর্কিত মাসয়ালা। ইমাম শাফিঈ একে অপরিহার্য মনে করতেন। আহলে হাদীসের ভাইদের আমলও অনুরূপ। ইমাম আবু হানীফার নিকট কিরায়াত ইমামের দায়িত্ব মুকতাদীর নয়। এজন্য হানাফীগণ ইমামের পেছনে নামাযে কিরায়াত পড়েন না।

একই রাকাআতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিরায়াত পড়া

প্রশ্ন-৫০২ ঃ ইমাম কিংবা মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) একই রাকায়াতে একাধিক জায়গা থেকে কিরায়াত পড়তে পারে কি? যেমন সূরা বাকারা থেকে এক রুকু, সূরা ইউসুফ থেকে এক রুকু কিংবা কয়েক আয়াত অথবা অন্য কোথাও থেকে কয়েক আয়াত বা রুকু এক সাথে মিলানো।

উত্তর ঃ হাঁ, জায়েয আছে।

নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের তারতীব (ধারাবাহিকতা) বলতে কি বুঝায়

প্রশ্ন-৫০৩ ঃ আমি আপনার কাছে নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের তারতীব (ধারাবাহিকতা) জানতে চাই। নিচে দুটো পদ্ধতি লিখে দিলাম কোন্‌টি ঠিক জানাবেন।

১. চার রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়বো। প্রথম রাকায়াতে ১০২ নং সূরা, দ্বিতীয় রাকায়াতে ১০৫ নং সূরা, তৃতীয় রাকায়াতে ১০৯ নং সূরা এবং চতুর্থ রাকায়াতে ১১৩ নং সূরা যদি পড়ি?

২. চার রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়বো। প্রথম রাকায়াতে ১০২ নং সূরা, দ্বিতীয় রাকায়াতে ১০৩ নং সূরা, তৃতীয় রাকায়াতে ১০৪ নং সূরা এবং চতুর্থ রাকায়াতে ১০৫ নং সূরা পড়তে পারবো কি?

উত্তর ঃ আপনি যে দুটো তারতীবের কথা লিখেছেন, উভয়টিই সঠিক। যে ক্রমধারায় আল কুরআনের সূরাসমূহ সংকলিত হয়েছে সেই ক্রমধারা বজায় রেখে নামাযে তিলাওয়াত করার নামই তারতীব। তারতীব রক্ষা না করা মাকরূহ্। শেষ দিকের ছোট সূরা পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটি পড়ার পর মাঝে একটি বাদ দিয়ে তার পরেরটি যেন পড়া না হয়। বাদ দিলে অন্তত দুটো সূরা বাদ দিয়ে তার পরেরটি পড়তে হবে।

প্রশ্ন-৫০৪ ঃ এক মাওলানা সাহেব বলেছেন ইমামের কিরায়াত পড়ার সময় ছোট সূরা বাদ দিতে হলে কমপক্ষে তিনটি সূরা বাদ দিতে হবে। এর কারণ কি, এ মাসয়ালা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ফকীহদের অভিমত হচ্ছে নামাযে দু'রাকায়াতের মাঝে ছোট একটি সূরা বাদ দিয়ে পরবর্তী সূরা পড়া মাকরূহ্। যদি বড়ো সূরা হয় তাহলে বাদ দিয়ে পরবর্তী সূরা পড়া মাকরূহ্ নয়। আর যদি ছোট সূরা হয় এবং মাঝে অন্তত দুটো সূরা বাদ দিয়ে পরের সূরা পড়া হয় মাকরূহ্ হবে না। মাকরূহ্ হওয়ার কারণ হচ্ছে ছোট একটি সূরা বাদ রেখে অন্য সূরা পড়লে মনে হয় সে ঐ সূরাটি পছন্দ করে না।

প্রশ্ন-৫০৫ ঃ আমি বেহেশতি জেওরে দেখেছি নামাযে প্রথম রাকায়াতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকায়াতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সূরা পড়া যাবে না। অনেকে চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে সূরা ফীল থেকে পড়া শুরু করে। ফলে তৃতীয় রাকায়াতে সূরা মাউন পড়তে হয়, যা তার আগের সূরার (কুরাইশ) চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এরূপ করলে নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ এখানে কয়েকটি মাসয়ালা আছে ঃ

১. ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াত যদি প্রথম রাকায়াতের চেয়ে তিন আয়াত পরিমাণ বেশি দীর্ঘ হয় তাহলে নামায মাকরূহ্ হবে। যখন দুটো সূরার আয়াত সংখ্যা প্রায় এক রকম হয় তখন আয়াতের দীর্ঘতা ও শব্দ সংখ্যার বিচারে ছোট বড়ো ধরা হবে।

২. যদিও এ নির্দেশ ফরয নামাযের বেলায় প্রযোজ্য ছিলো তবু কেউ কেউ বলেছেন নফল নামাযের বেলায়ও প্রযোজ্য। যদি দ্বিতীয় রাকায়াত প্রথম রাকায়াতের চেয়ে দীর্ঘ হয় তাহলে নামায মাকরূহ্ হবে। আবার অনেকের অভিমত হচ্ছে এটি নফলের বেলায় প্রয়োজ্য নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকায়াত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও নামায মাকরূহ্ হবেনা।

৩. যেহেতু নফল নামায স্বতন্ত্র ও ঐচ্ছিক তাই দ্বিতীয় রাকায়াত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলে কোনো দোষ নেই। সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদার জন্যও একথা প্রযোজ্য।

৪. সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। ফরয নামাযের মত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার বেলায়ও দ্বিতীয় রাকায়াত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়া মাকরূহ্।

নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া

প্রশ্ন-৫০৬ ঃ আমি জানি বিস্‌মিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা সাত আয়াত। এক মাওলানার পেছনে নামায পড়লাম। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়লেন না। এ নিয়ে তার সাথে আমার বেশ বিতর্কও হলো। মেহেরবানী করে বলবেন বিস্‌মিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার অংশ কিনা এবং নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ ইমাম হানিফা (রহ) এর নিকট বিসমিল্লাহ আল কুরআনের এক স্বতন্ত্র আয়াত। যা অন্যান্য সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেন সব সূরাই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা যায়। সূরা ফাতিহার প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া অবশ্যই জরুরী কিন্তু তা আস্তে আস্তে পড়তে হবে। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং শাইখাইন (অর্থাৎ আবু বকর রা. উমার রা.) নামাযের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়েছেন এবং চুপি চুপি পড়ছেন।

ছানা পড়ার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা

প্রশ্ন-৫০৭ ঃ নামায শুরু করে ছানা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ ছানা (অর্থাৎ সুবহানাকাল্লাহুম্মা.....) পড়ার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া যাবেনা। ছানা শেষে আউযুবিল্লাহ্‌ পড়তে হবে।

পরবর্তী রাকায়াত শুরুর পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া

প্রশ্ন-৫০৮ ঃ

ক. নামাযে পরবর্তী রাকায়াত শুরুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কি?

খ. প্রতি রাকায়াতেই কি আউযুবিল্লাহ্‌ এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ

ক. প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। কিন্তু শরহে মুনিয়ায় লিখা হয়েছে- সত্যিকথা বলতে কি, প্রথম ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাহিতার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায় তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে ফাতিহার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া মুস্তাহাব।

খ. শুধু প্রথম রাকায়াতে ছানা পড়ার পর আউযুবিল্লাহ্‌ পড়তে হবে। আর বিসমিল্লাহ্‌ পড়তে হবে প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পূর্বে।

ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামাযে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে নামায শেষ করা

প্রশ্ন-৫০৯ ঃ আমাদের মহল্লার এক মাসজিদে গত জুম'আর নামায পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকায়াতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে নামায শেষ করা হয়েছে। মুসল্লীরা মনে করলেন তিনি হয়তো ভুলে গেছেন। পরে জিজ্ঞেস করায় বললেন ইচ্ছা করেই তিনি এরূপ করেছেন। এরূপ করা নাকি সুন্নাত। মেহেরবাণী করে এ ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে যে আমলের কথা আমরা জেনেছি তাতে দেখা গেছে তিনি নামাযের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াতও পড়েছেন। শুধু ফাতিহা পড়ে নামায শেষ করেননি। ইমাম বাইহাকী সুনানু কুবরা ২য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালীন ফাতহুলবারী ২য় খন্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ইবনু খুযাইমার বরাত দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলো দুর্বল সনদযুক্ত ও মুতাওয়াতির হাদীসের বিপরীত হওয়ায় মুনকার (পরিত্যাজ্য) হিসেবে পরিগণিত। এমন কি আহলে হাদীস বলে যারা পরিচিত তারাও প্রথম দু'রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর

অন্য সূরা মিলিয়ে পড়েন। আমি বুঝতে পারলাম না আপনাদের ইমাম সাহেব কোন মাযহাবের অনুসারী এবং তিনি কেনই বা মুতাওয়াতির হাদীসের বিপরীতে দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করছেন। প্রথম দু'রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায হবে না।

দাঁড়িয়ে আত্তাহিয়্যাতু কিংবা রুকু সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করে ফেললে

প্রশ্ন-৫১০ ঃ যদি কেউ দাঁড়িয়ে আত্তাহিয়্যাতু কিংবা রুকু সিজদায় গিয়ে কিরায়াত পড়ে ফলে, তাহলে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে কেউ দাঁড়িয়ে আত্তাহিয়্যাতু কিংবা রুকু অথবা সিজদার তাসবীহ্ পড়ে ফেলে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবেনা। আর যদি সূরা ফাতিহার পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই সাহু সিজদা দিতে হবে।

আর যদি কেউ ভুলে রুকু কিংবা সিজদায় গিয়ে কিরায়াত পড়ে ফেলে তাহলে এ ব্যাপারে দু'টো অভিমত আছে।

এক. সাহু সিজদা দিতে হবে না।

দুই. সাহু সিজদা দিতে হবে। বাহরি শরী'আত গ্রন্থকার দ্বিতীয় অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ সাহু সিজদা দিতে হবে।

যোহর কিংবা আসরের দ্বিতীয় রাকায়াতে শামিল হলে কিরায়াতের তারতীব ঠিক রাখা

প্রশ্ন-৫১১ ঃ যোহর কিংবা আসরের নামাযে দ্বিতীয় রাকায়াতে শামিল হলে ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানোর পর ছুটে যাওয়া প্রথম রাকায়াতের কিরায়াতের তারতীব ঠিক রাখবো কিভাবে? তাছাড়া ফযর, মাগরিব ও ইশার নামাযের বেলায়ও আমার একই প্রশ্ন। কারণ আমি তো আর হাফিয নই।

উত্তর ঃ ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানোর পর আপনি যে ক'রাকায়াত নিজে নিজে আদায় করবেন সে ক'রাকায়াতে ইমামের অনুসরণ করা আপনার জন্য বাধ্যমূলক নয়। বরং সেগুলো একাকী নামায পড়ার মতই। এজন্য সেসব রাকায়াতে আপনার ইচ্ছামত কিরায়াত পড়তে পারেন। তবে আপনি যে ক'রাকায়াত নিজ দায়িত্বে আদায় করবেন অবশ্যই সে ক'রাকায়াতের কিরায়াত তারতীব অনুযায়ী হতে হবে। যেমন আপনি অবশিষ্ট রাকায়াত পড়ছেন, প্রথম রাকায়াতে যে সূরা পড়বেন পরবর্তী রাকায়াতে তার পরের সিরিয়ালের সূরা

পড়তে হবে। ইমাম সাহেব যেসব সূরা দিয়ে নামায পড়েছেন আপনি তার আগের সূরাও পড়তে পারেন কিংবা পরের।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে সূরা ফাতিহা

প্রশ্ন-৫১২ ঃ আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব একদিন মাগরিবের শেষ রাকায়াতে সামান্য দাঁড়িয়েই রুকু করলেন, তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণ এক মিনিটের চেয়েও কম সময় ছিলো। নামাযের পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এতো দ্রুত তিনি সূরা ফাতিহা কীভাবে পড়া শেষ করলেন? জবাবে তিনি বললেন- আমার একটু তাড়া থাকায় সূরা ফাতিহা পড়িনি। তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ে রুকুতে গিয়েছি। আমি এ ব্যাপারে এক মাওলানাকে বলায় তিনি বললেন মাগরিবের শেষ রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব। আমি ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছিনা বলে আপনার শরণাপন্ন হলাম। সঠিক বিষয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর নিকট ফরয নামাযের প্রথম দু' রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। শেষ দুরাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ফাতওয়া ঠিক আছে।

দুয়ের অধিক রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম রাকায়তেই যদি সূরা ফালাক পড়ে ফেলে

প্রশ্ন-৫১৩ ঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযে প্রথম রাকায়াতেই যদি কেউ সূরা ফালাক পড়ে ফেলে তাহলে অবশিষ্ট নামাযে কী পড়বে?

উত্তর ঃ অবশিষ্ট তিন রাকায়াতে শুধু সূরা নাস পড়তে হবে।

প্রশ্ন-৫১৪ ঃ বিত্‌র নামাযের প্রথম রাকায়াতে যদি কেউ সূরা নাস পড়ে ফেলে তাহলে অবশিষ্ট নামাযে কী করবে?

উত্তর ঃ অবশিষ্ট রাকায়াতেও সূরা নাস পড়তে হবে।

জামায়াতের কাতার

মাসজিদে কোনো জায়গাকে নির্দিষ্ট করে রাখা

প্রশ্ন-৫১৫ ঃ অনেক মাসজিদে দেখা যায় বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। চিহ্নের জন্য কাপড় বা জায়নামায বিছিয়ে রাখে। কেউ সেখানে বসতে চাইলে ঝগড়া শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ মাসজিদে প্রথমে যে আসবে খালি জায়গায় বসার অধিকার তারই। কেউ বসেছিলো, ওযু কিংবা প্রয়োজনীয় কাজে অল্প সময়ের জন্য বাইরে গেলো,

এমতাবস্থায় ফিরে এসে সেই জায়গায় বসার জন্য যদি কিছু রেখে যায় তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু জায়গা দখলে রেখে বাইরে চলে যাবে কিংবা বাজারে যাবে তারপর মানুষের কাঁধের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে বসবে এটি ঠিক নয়।

মুয়াযযিন ইমামের পেছনে কোন্ জায়গায় দাঁড়াবে

প্রশ্ন-৫১৬ ঃ মুয়াযযিন ইমামের পেছনে কোন্ জায়গায় দাঁড়াবেন, ডান দিকে না বাম দিকে?

উত্তর ঃ মুয়াযযিনের দাঁড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। যেখানে খুশি দাঁড়াতে পারেন।

ইকামাতের সময় বসে থাকা ও আঙ্গুলে চুমো খাওয়া

প্রশ্ন-৫১৭ ঃ অনেক মাসজিদে দেখা যায় ইকামাতের সময় ইমাম সাহেব ও মুসল্লীরা বসে আছেন শুধু যিনি তাকবীর দিচ্ছেন তিনি দাঁড়িয়ে। যখন হাইয়্যালাস্ সালাহ বলা হয় তখন সবাই দাঁড়িয়ে যান। আর যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা হয় তখন তারা শাহাদাত আঙ্গুলে চুমো খান। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ করা কেমন?

উত্তর ঃ হাইয়্যালাস্ সালাহ্ বলা পর্যন্ত বসে থাকা জায়েয আছে কিন্তু তারপর বসে থাকা আর জায়েয নেই। তবে উত্তম হচ্ছে আগে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে তারপর ইকামাত দেয়া। হাইয়্যালাস্ সালাহ বলা পর্যন্ত বসে থাকাকে ফরয, ওয়াজিব মনে করা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া এবং একে দীনের অংশ মনে করা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

নাবালেগ বাচ্চাদেরকে কোথায় দাঁড় করাবে

প্রশ্ন-৫১৮ ঃ এক মাওলানা সাহেব বলেছেন এক কিংবা একাধিক নাবালেগ বাচ্চাকে প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে দাঁড় করানো যাবে না, তাদেরকে সবার পেছনে দাঁড় করাতে হবে। এ ব্যাপারে শরঈ বিধান কি?

উত্তর ঃ যদি (নাবালেগ) বাচ্চা একজন হয় তাহলে বড়োদের কাতারে দাঁড় করানো যাবে। আর যদি বাচ্চারা সংখ্যায় বেশি হয় তাহলে তাদেরকে পেছনে একটি কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়াই ভালো। এটি করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) নয় বরং ভালো। বাচ্চা যদি একা থাকে তাহলে সে নামাযে গড়বর করে ফেলবে।

তাই তাকে বড়োদের কাতারে দাঁড় করালে সে বড়োদের সাথে সাথে সুন্দরভাবে নামায পড়া শিখবে। তাছাড়া অভিভাবক তাকে পেছনে না দিয়ে টেনশনমুক্ত হয়ে নামায পড়তে পারবে। এ নির্দেশ ঐ বাচ্চাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা নামায ও ওযুর পার্থক্য বুঝে। একদম ছোট বাচ্চা মাসজিদে নেয়া ঠিক নয়।

পেছনের কাতারে একাকী দাঁড়িয়ে নামায

প্রশ্ন-৫১৯ ঃ জামায়াত হচ্ছে কিন্তু সামনের কাতারে জায়গা নেই। অন্য মুসল্লী এসে জামায়াতে শরীক হবে এমন আশাও নেই। এদিকে রাকায়াতও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় পেছনের কাতারে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, নামায হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী নামায পড়লে কতটুকু ফাঁক রেখে দাঁড়াবে

প্রশ্ন-৫২০ ঃ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় উভয়ে যদি এক ফুট দূরত্ব রেখে সমান সমান দাঁড়ায় তাহলে তাদের নামায হবে কি?

উত্তর ঃ যদি তারা পৃথক পৃথক নামায পড়ে তাহলে কোনো দোষ নেই। দূরত্ব এক ফুট কিংবা কম বেশি হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

জামায়াতে নামায

এক জায়গায় জামায়াতে নামায পড়ে অন্যত্র গিয়ে জামায়াতে শরীক হওয়া

প্রশ্ন-৫২১ ঃ এক জায়গায় জামায়াতে নামায পড়ে অন্যত্র একটি কাজে যাওয়া হলো। দেখা গেলো সেখানে এখনো জামায়াত হয়নি, জামায়াতের প্রস্তুতি চলছে। এমতাবস্থায় সেখানে জামায়াতে শরীক হওয়া যাবে কী?

উত্তর ঃ শুধু যোহর ও ইশার নামায হলে দ্বিতীয়বার নফলের নিয়াতে জামায়াতে শামিল হওয়া যাবে। ফযর, আসর ও মাগরিবের নামায হলে দ্বিতীয়বার জামায়াতে অংশ্রহণ করা যাবে না।

নির্দিষ্ট ইমামের জামায়াতের পূর্বে জামায়াত পড়া

প্রশ্ন-৫২২ ঃ যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্দিষ্ট ইমামের পেছনে জামায়াত হয় সেখানে একদিন ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে কতিপয় মুসল্লী নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আসরের জামায়াত পড়ে ফেললেন।

পরবর্তীতে ইমাম সাহেব চলে আসায় তার ইমামতে আরেকটি জামায়াত হলো। উভয় জামায়াত কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেবের ইমামতে যে জামায়াত হয়েছে তাই সঠিক। প্রথমে যে জামায়াত হায়েছে তা ধর্তব্য নয়। তবে উভয় দলের নামাযই হয়ে গেছে।

মুহাররাম মহিলাদের সাথে জামায়াত

প্রশ্ন-৫২৩ ঃ মা, স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য মুহাররাম মহিলাদেরকে নিয়ে যদি বাড়িতে জামায়াত পড়া হয় (এবং মাসজিদ অনকে দূর হয়) তাহলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নিজ স্ত্রী এবং মুহাররাম মহিলা হলে তাদের নিয়ে জামায়াতে নামায পড়া জায়েয আছে। অবশ্য তারা পেছনে দাঁড়াবে। মুহাররাম মহিলা হলে মাঝে পর্দা টানানোরও প্রয়োজন নেই।

ইমামের আগেই রুকু সিজদা করা

প্রশ্ন-৫২৫ ঃ ইমামের আগেই যদি কেউ রুকু সিজদা করে তাহলে তার নামায হবে কি?

উত্তর ঃ ইক্তিদা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সে ইমামের আগে বেড়ে কিছু করবেনা। যে মুকতাদী ইমামের পূর্বেই রুকু সিজদা করে তার ইকতিদা সহীহ্ হয়না। আর ইকদিতা সহীহ্ না হলে নামাযও হয় না।

হাতিমে সুন্নাত, নফল ও বিত্‌র নামায আদায়

প্রশ্ন-৫২৬ ঃ হাতিমে ফরয নামায পড়া নিষেধ। সুন্নাত, নফল ও বিতর নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যেহেতু ফরয নামায জামায়াতে হয় তাই মুক্তাদীদের হাতিম থেকে বাইরে দাঁড়াতে হয়। বাইরে না বেরুলে মুকতাদীদের নামায হবে না। সুন্নাত ও নফল পড়া যাবে। তবে রমযানে বিতরের জামায়াতের সময়ও হাতিমের বাইরে এসে জামায়াত পড়তে হবে নইলে নামায হবে না।

যোহর মনে করে আসরের নামায আদায় করা

প্রশ্ন-৫২৭ ঃ ৩.৫০ মিনিটে যোহর নামায পড়ার জন্য মাসজিদে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে জামায়াত হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলাম। নামায শেষ করে বুঝতে পারলাম সেটি ছিলো আসর নামাযের জামায়াত। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ যদি ইমাম আসরের নিয়াত করে এবং মুকতাদী যোহরের নিয়াত করে দাঁড়ায় তাহলে মুকতাদীর নামায হবে না। অতএব আপনার যোহর নামাযও হয়নি এবং আসর নামাযও হয়নি। উভয় ওয়াক্তের নামায-ই আপনাকে পুনরায় পড়তে হবে।

বাড়িতে নামায

বিনা ওযরে বাড়িতে নামায

প্রশ্ন-৫২৮ ঃ পুরুষদের নামায বাড়িতে হয় কি? যদি সে অসুস্থ হয় তাহলে?

উত্তর ঃ ফরয নামায মাসজিদে গিয়ে পড়তে হবে। বিনা ওযরে বাড়িতে ফরয নামায পড়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। বিনা ওযরে যারা জামায়াতে নামায পড়বে না সাহাবাগণ তাদেরকে মুনাফিক মনে করতেন। অবশ্য অসুস্থ হলে কিংবা অন্য কোনো ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।

বাড়িতে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা

প্রশ্ন-৫২৯ ঃ আমার এক বন্ধু আছে, যে অধিকাংশ সময় বাড়িতেই নামায পড়ে। অথচ মাসজিদ খুব নিকটে। বাড়িতে নামায পড়লে নামায কবুল হবে কি?

উত্তর ঃ বিনা ওযরে মাসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায না পড়া কবীরাহ্ গুনাহ্। এজন্য তাওবা করা উচিত। যদি মাসজিদে গিয়ে জামায়াত না পাওয়া যায় তাহলে পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে বাড়িতেই জামায়াত পড়া উচিত।

প্রশ্ন-৫৩০ ঃ আপনি মাসজিদে গিয়ে নামায পড়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- বিনা ওযরে মাসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায না পড়া কবীরাহ্ গুনাহ্। এজন্য তাওবা করা উচিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফরয ইবাদাত করলে গুনাহে কবীরাহ্ হয় কীভাবে? এরূপ হলে আমাদের দীনও তো খৃস্টানদের মত হয়ে যাবে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে জমিনের সব জায়গায়ই মাসজিদ স্বরূপ।

উত্তর ঃ জামায়াত পরিত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তোলা কবীরাহ্ গুনাহ্। আপনি দুটো ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গেছেন। প্রথমত নামায ইবাদাত, তাহলে নামায পড়ায় কবীরাহ্ গুনাহ হয় কিভাবে? এর জবাব হচ্ছে নামায পড়ার জন্য তো কবীরাহ্ গুনাহ্র কথা বলা হয়নি, মাসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায না পড়ার প্রবণতাকে কবীরাহ গুনাহ বলা হয়েছে। জামায়াতে নামায পড়া কতিপয় ইমামের নিকট ফরয। অনেকের মতে ওয়াজিব। আবার অনেকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করেন এবং মনে করেন, যদিও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তবু তা ওয়াজিবের কাছাকাছি। হাদীসে জামায়াতে নামাযের জন্য অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

হাদীস-১. 'রাসূল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আমার ইচ্ছে হয় লাকড়ি জমা করার নির্দেশ দেই তারপর আযান দেয়ার হুকুম দেই অতঃপর ইমামতের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে

দেখি কে জামায়াতে আসেনি। তারপর তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেই। (মিশকাত পৃ-৯৫, হাওয়ালা- সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

হাদীস-২. যে মুয়াযযিনের আযান শুনলো, মাসজিদে আসার ব্যাপারে কোনো ওযরও নেই, ভয়ভীতি ও অসুখ বিসুখও তার বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। এমতাবস্থায় সে বাড়িতে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হবে না। (মিশকাত, পৃ.-৯৬ হাওয়াল, সুনান আবু দাঊদ, দারাকুতনী)

হাদীস-৩. বাড়িতে যদি শিশু ও মহিলারা না থকাতো তাহলে আমি যুবকদেরকে নির্দেশ দিতাম যারা ইশার নামাযে মাসজিদে আসে না তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য। (মিশকাত, পৃ.-৯৭; হাওয়ালা মুসনাদে আহমাদ)

হাদীস-৪. 'যে ব্যক্তি আযান শুনে মাসজিদে এলোনা তার নামায-ই নেই।' (মিশকতা. পৃ.৯৬ হাওয়ালা, দারাকুতনী)

এসব হাদীস থেকে স্পষ্টতই প্রতীমান হয় যে, জামায়াত তরক করা গুনাহে কবীরাহ্।

দ্বিতীয়ত- আপনি বলেছেন নামাযের জন্য যদি মাসজিদে যেতে হয় তাহলে আমাদের দীন-তো খৃস্টানদের মতই হয়ে গেলো। কারণ তারা শুধু গীর্জায় গিয়েই নামায পড়ে। আপনার এ সন্দেহের জবাব হচ্ছে আগের উম্মাতদেরকে ইবাদাতের জায়গায় গিয়ে ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যদি কেউ ওযরবশত না যেতে পারতো তাহলে পরে তা করে দিতে হতো। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতের জন্য আরো সহজ করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি ওয়রবশত মাসজিদে না যেতে পারে তাহলে সারা জমিনকেই তার জন্য মাসজিদ (সিজদার জায়গা) বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া নফল নামায বাড়িতে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনিক সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযও। যদি বাসায় নিশ্চিন্তে পড়া না যায় তাহলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায মাসজিদে পড়া যেতে পারে।

ইমামত

উপযুক্ত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুপোযুক্ত ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন

প্রশ্ন-৫৩১ ঃ যায়িদ ও আমর একই মাসজিদে থাকেন। যায়িদ মনোনীত ইমাম।

তিনি আলিম, হাফিয এবং ক্বারী। কিন্তু তোষামোদ কিংবা ভয়ে নামায পড়ানোর জন্য তিনি আমরকে দাঁড় করিয়ে দেন অথচ আমর আলিম, হাফিয বা ক্বারী কিছুই নন। প্রশ্ন হচ্ছে আমরের পেছনে ইক্‌তিদা করলে সবার নামায হবে কি?

উত্তর ঃ এ মাসয়ালার দুটো দিক গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার মত।

এক. যেহেতু যায়িদ মনোনীত ইমাম তাই আমরের ইমামত করা উচিত নয়। আর যদি যায়িদের অনুমতি ছাড়াই তিনি ইমামত করেন তাহলে মাকরুহ্ তাহ্‌রীমী। যায়িদ অনুমতি দিলেও তা খিলাফে আওলা (অসুন্দর)। কারণ যায়িদের যোগ্যতা আমরের চেয়ে বেশি।

দুই. যায়িদ আলিম, হাফিয ও ক্বারী, পক্ষান্তরে আমর আলিম, হাফিয ও ক্বারী কিছুই নয়। এখানে দুটো অবস্থা হতে পারে। কিরায়াত যদি সহীহ্ শুদ্ধ হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু তা হবে খিলাফে আওলা এবং মাকরূহ্ তানযিহি। আর যদি কিরায়াত সহীহ্ না হয় তাহলে নামায হবে না। এজন্য একজন ভালো ক্বারী যার ওপর নির্ভর করা যায় তাকে আমরের কিরায়াত শুনিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই করে নিতে হবে।

যে বুজর্গ ইমামতও করেন না এবং কোনো ইমামের পেছনে ইকতিদাও করেন না

প্রশ্ন-৫৩২ ঃ মহল্লায় বুজর্গ হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তি। তিনি না কখনো ইমামত করেন আর না কোনো ইমামের পেছনে ইক্‌তিদা করেন। শরঈ দৃষ্টিতে তার এ কাজ কেমন?

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি গুনাহ্‌গার। (আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যিনি জামায়াতে নামায পড়াকে অপছন্দ করেন তিনি বুজর্গ নামে অভিহিত হন কিভাবে? -অনুবাদক)

আমল ভালো কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ নয় এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৩ ঃ এমন ইমামের পেছনের নামায হবে কি, যার আমল ভালো কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত সহীহ নয়?

উত্তর ঃ কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ না হলে অনেক সময় নামায ফাসিদ হয়ে যায়। এজন্য এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা জায়েয নেই যার কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ নয়।

পারিশ্রমিক নিয়ে ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৪ ঃ পারশ্রমিক বা বেতন নিয়ে ইমামত করে এবং যারা তারাবীহ্

নামাযের জন্য পারিশ্রমিকের চুক্তি করে এমন ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয কি? না, বাড়িতে নামায পড়বো?

উত্তর : তারাবীহ্ নামাযের জন্য পারিশ্রমিকের চুক্তি করা জায়েয নেই। তবে ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্য বেতন নেয়া মুতাআখ্খিরীন (আধুনিক যুগের আলিমগণ) এর নিকট জায়েয। জামায়াত পরিত্যাগ না করে মাসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়তে হবে।

শুধু মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৫ : শুধু মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে ইমামত জায়েয কি?

উত্তর : যদি কোনো পুরুষ লোক না থাকে তাহলে মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে ইমামত জায়েয। ইমামের পেছনের কাতারে বাচ্চারা দাঁড়াবে এবং তার পেছনের কাতারে দাঁড়াবে মহিলারা। যদি বাচ্চা একজন হয় তাহলে সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে এবং মহিলা একজন কিংবা একাধিক যাই হোক না কেন পেছনের কাতারে দাঁড়াবে।

এক ব্যক্তির দু'মাসজিদে ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৬ : এক ব্যক্তি দু'মাসজিদে ইমামত করতে পারে কি?

উত্তর : এক ব্যক্তি একই নামাযে দু'বার ইমামত করতে পারেনা। কারণ প্রথম নামায ফরয। দ্বিতীয়বারের নামায তার জন্য নফল। কাজেই ফরয নামায আদায়কারী নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয নেই।

শুধু একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুকতাদী হলে

প্রশ্ন-৫৩৭ : তিনজন মুসল্লীর মধ্যে একজন মহিলা। যদি একজন পুরুষ ইমামত করেন তাহলে মহিলা এবং অপর ব্যক্তি কে কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর : পুরুষ ব্যক্তি ইমামের ডান দিকে একই কাতারে সামান্য একটু পিছিয়ে দাঁড়াবে এবং মহিলা পেছনের কাতারে একাকী দাঁড়াবে।

মিহ্রাবের ভেতর দাঁড়িয়ে ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৮ : মিহ্রাবের ভেতর দাঁড়িয়ে ইমামত করা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কিরূপ?

উত্তর : মাসজিদে মিহ্রাব রাখা হয় কিবলা চিহ্নিত করার জন্য। ইমাম মিহ্রাব থেকে সামান্য বাইরে দাঁড়াবেন। অন্তত পা যেন মিহরাবের বাইরে থাকে। কারণ পুরোপুরি মিহ্রাবের ভেতর দাঁড়ানো মাকরূহ্।

ওপরতলায় দাঁড়িয়ে নিচতলার লোকদের ইমামত

প্রশ্ন-৫৩৯ ঃ মাসজিদ যদি দ্বিতল হয় তাহলে ওপরতলায় দাঁড়িয়ে ইমামত করা যাবে কি? আর নিচতলায় দাঁড়িয়ে ঐ ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ ওপর তলায় দাঁড়িয়েও ইমামত করা যাবে এবং নিচতলা থেকে ঐ ইমামের পেছনে ইক্‌তিদা করাও জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে ইমামের নিচতলায় দাঁড়িয়ে ইমামত করা।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাসজিদ এবং ইমামত

প্রশ্ন-৩৪০ ঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাসজিদের দরজা ও জানালা স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ রাখা হয়। অনেক সময় মুসল্লী বেশি হওয়ার কারণে বারান্দায়ও দাঁড়াতে হয়। যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাসজিদের দরজা জানালা কাঁচের তৈরি হয় তাহলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইকতিদা করলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ দরজা জানালা বন্ধ হলে কিছু যায় আসে না। ইমামের তৎপরতা যদি বারান্দা থেকে বুঝ যায় অর্থাৎ যদি বারান্দা থেকে ইমামের আওয়াজ শুনা যায় তাহলে ইকতিদা জায়েয আছে। নইলে জায়েয হবে না।

পনেরো বছরের বালকের ইমামত

প্রশ্ন-৫৪১ ঃ আমার বয়স পনেরো বছর ছয় মাস। আমার কুরআন তিলাওয়াতও মোটামুটি সহীহ্। এক ভদ্রলোক ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে নামায পড়িয়ে থাকেন কিন্তু তার তিলাওয়াত সহীহ্ নয়। আমি নাবালেগ বলে নামায পড়াতে পারিনা। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে আমি নামায পড়াতে পারবো কিনা?

উত্তর ঃ এ মাসয়ালার দুটো অবস্থা

১. পনেরো বছরের বালক শরঈ দৃষ্টিতে ইমামত করতে পারে, যদিও তার দাড়ি না উঠে থাকে।

২. কিরায়াত সহীহ্ করে পড়তে পারে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে যার কিরায়াত সহীহ নয় তিনি ইমামত করলে জামায়াতে অংশগ্রহণকারী কারো নামায হবে না।

এদুটো দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনার নামায পড়ানো উচিত। আপনার উপস্থিতিতে ঐ ভদ্রলোক ইমামত করলে সকলে নামাযই বরবাদ হয়ে যাবে।

গুনাহ্গার যদি তাওবা করে তার পেছনে নামায

প্রশ্ন-৫৪২ ঃ এক ব্যক্তি কবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত ছিলো। বর্তমানে সে তাওবা করে নামাযী হয়েছে। নামাযের জরুরী মাসয়ালা মাসায়িলও শিখে নিয়েছে। অনেক সময় লোকে তাকে দীনদার মনে করে ইমামতের জন্য অনুরোধ করে। তার ইমামতে নামায হবে কী?

উত্তর ঃ তাওবা করার পর সে ইমামত করতে পারে। কারণ তাওবার দ্বারা মানুষের গুনাহ্ এমনভাবে মাফ হয়ে যায় যেন সে ইতিপূর্বে গুনাহ্ই করেনি।

অন্ধ আলিমের পেছনে নামায

প্রশ্ন-৫৪৩ ঃ অন্ধলোকের পেছনে তো নামায হয় না। কিন্তু আমাদের মাসজিদের ইমাম একজন বড়ো আলিম তবে তিনি চোখে দেখেননা। তাঁর পেছনে নামায হবে কি? যদি শুধু জুম'আর নামায পড়ি?

উত্তর ঃ অন্ধলোকের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ্ তখন, যখন সে পাক নাপাকের তারতম্য করতে ব্যর্থ হয়। নইলে নামায পড়ায় কোনো দোষ নেই। জুম'আ এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের বেলায় একই হুকুম।

মা'জুর ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন-৫৪৪ ঃ বিশ/ত্রিশ বছর ইমামত করেছেন। এখন বয়স বেশি হওয়ায় মা'জুর হয়ে গেছেন। দু'সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসতে পারেন না। তাঁর পেছনে ইক্তিদা করা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয কি? অনেক বছর একটানা ইমামত করেছেন বিধায় মুসল্লীরা কিছু মনে করছেন না।

উত্তর ঃ দু'সিজদার মাঝে যেহেতু তিনি সোজা হয়ে বসতে পারেন না, তাই অন্য একজন ইমাম নিয়োগ করা প্রয়োজন। নইলে সবার নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব দীর্ঘদিন এক মাসজিদে খিদমাত করেছেন এজন্য তাকে অন্যভাবে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

গোড়ালির গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারীর ইমামত

প্রশ্ন-৫৪৫ ঃ যারা প্যান্ট, পাজামা কিংবা লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে তাদের ইমামতের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ পাজামা, লুঙ্গি পায়ের নলার মাঝামাঝি পরা সুন্নাত। গোঁড়ালির গিঁট পর্যন্ত ঝুলানোর অনুমতি আছে। কিন্তু গিরার নিচে ঝুলিয়ে দেয়া হারাম। নামাযের সময়

এরূপ করা আরো খারাপ। তাকে সংশোধন হওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। সংশোধিত হলে ভালো, অন্যথায় তাকে ইমামত থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

হত্যাকারীর পেছনে নামায

প্রশ্ন-৫৪৬ ঃ হত্যাকারীর পেছনে (বন্দী কিংবা মুক্ত অবস্থায়) নামায পড়া জায়েয কি? এখানে (অর্থাৎ জেলে) অধিকাংশ হত্যাকারী নামায পড়িয়ে থাকেন।

উত্তর ঃ হত্যাকারীর পেছনে নামায জায়েয। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- নেককার কিংবা বদকার প্রত্যেকর পেছনেই তোমরা নামায পড়বে। হত্যাকারী তাওবা করলে নিঃসন্দেহে তার পেছনে নামায পড়া যাবে। আর যদি তাওবা না করে তাহলে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহ্ তাহ্রীমী।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়েননি এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন-৫৪৭ ঃ অনেক সময় দেখা যায় ইমাম সাহেব বিলম্বে মাসজিদে আসেন। এদিকে জামায়াতের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি কি করবেন? সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ে নেবেন, নাকি ফরয নামায পড়িয়ে তারপর সুন্নাত পড়বেন? আর যদি আগে সুন্নাত না পড়েন তাহলে তার পেছনে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেব যদি সুন্নাত না পড়তে পারেন তবু ইমামত করতে পারবেন। ইমাম সাহেবের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন তিনি ফরযের আগে সুন্নাত পড়ে নিতে পারেন। একান্তই যদি কোনো কারণে বিলম্ব হয়ে যায় তাহলে মুসল্লীদের উচিত তাকে সুন্নাত পড়ার সুযোগ করে দেয়া। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তিনি পরে পড়ে নেবেন।

ইকামাতের সময় ইমাম কর্তৃক কাতার সোজা করার তাকিদ দেয়া

প্রশ্ন-৫৪৮ ঃ আমাদের মাসজিদে দেখা যায় যখন মুয়াজ্জিন সাহেব তাকবীর বলেন তখন ইমাম সাহেব মুসল্লীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আপনি একটু আগে বেড়ে দাঁড়ান, আপনি একটু পেছনে সরে দাঁড়ান' ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাকবীরের সময় ইমাম সাহেব চুপচাপ না দাঁড়িয়ে এরূপ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ যদি নামাযী আগে পিছে দাঁড়ায় এবং কাতার সোজা না হয় তাহলে ইমাম সাহেবের উচিত কাতার সোজা করার জন্য বলা।

ইমাম ও মুকতাদীর নামাযের পার্থক্য

প্রশ্ন-৫৪৯ ঃ ইমাম ও মুকতাদীর নামাযের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে কি? যদি থাকে সেটি কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ একাকী নামায এবং ইমামের নামাযের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যারা ইমামের পেছনে নামায পড়েন (মুকতাদী) তাদেরকে ইমামের পেছনে নামাযের নিয়াত করতে হবে এবং ইমামের কিরায়াতের সময় নিজে কিরায়াত না পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন। তবে অবশিষ্ট সব রুকন আদায় ও দু'আ পড়তে হবে।

ইমামতের নিয়াত করা কি জরুরী

প্রশ্ন-৫৫০ ঃ মুকতাদী যেমন ইমামের পেছনে নামায পড়ার জন্য নিয়াত করে থাকেন, ইমামও কি তার ইমামতের জন্য নিয়াত করবেন? এ ব্যাপারে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ নিয়াত মুখে উচ্চারণ করা মুকতাদীর জন্য জরুরী নয়। ইমামের পেছনে নামায পড়ছে শুধু একথাটি মনে রাখাই যথেষ্ট। ইমামেরও স্মরণ রাখা উচিত তিনি মুসল্লীদের ইমামত করেছেন। যদি ইমাম এরূপ নিয়াত না করেন তবু তার পেছনে ইকদিতা করা জায়েয।

ইমামের আওয়াজ শুনা যায় কিন্তু কিরায়াত বুঝা যায় না এরূপ অবস্থায় ইকতিদা

প্রশ্ন-৫৫১ ঃ ইমামের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে কিন্তু কি পড়ছেন বুঝা যাচ্ছে না এরূপ অবস্থায় ঐ ইমামের ইকতিদা করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ আওয়াজ যদি শুনা যায় তাহলে ঐ ইমামের পেছনে ইক্‌তিদা করা জায়েয।

তারতীবের খিলাফ কিরায়াত পাঠকারী ইমামের পেছনে নামায

প্রশ্ন-৫৫২ ঃ নামাযে তারতীব অনুযায়ী কিরায়াত পড়া উচিত। যদি ইমাম তারতীব অনুযায়ী না পড়েন তাহলে তার পেছনে ইকতিদা করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ ইচ্ছেকৃতভাবে নামাযে কুরআনুল কারীম তারতীব অনুযায়ী না পড়া মাকরুহ্। যদি ভুলে এমন হয় তাহলে মাকরূহ্ হবে না। আমি যতদূর জানি কোনো ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে তারতীবের খিলাফ করেন না।

ভুলে এমন হতে পারে। কাজেই তার পেছনে ইক্‌তিদা করা জায়েয।

ইমামের দীর্ঘ নামায

প্রশ্ন-৫৫৩ ঃ আমাদের মহল্লার মাসজিদে ইমাম সাহেব সব সময় নামায খুব দীর্ঘ করেন। কিরায়াত এত লম্বা করেন যে দুর্বল মুসল্লী অনেক সময় বসে পড়েন। রুকু সিজদা এবং বৈঠকও বেশি দীর্ঘ হয়। অনেক সময় মনে হয় হয়তো বা তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। ইমামের ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী? মেহেরবানী জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনাদের ইমাম সাহেব ঠিক করেন না। ইমামের উচিত সব সময় মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। হাদীসে এসেছে ইমামের উচিত নামায সংক্ষিপ্ত করা। কারণ মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যাগ্রস্ত লোকও থাকে। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে– 'জামায়াতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লী যে সবচেয়ে দুর্বল, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়াবে।'

ফরয নামাযের জামায়াতে ইমামকে লোকমা দেয়া

প্রশ্ন-৫৫৪ ঃ তারাবীহ্ নামায ছাড়া ফরয নামাযে (যেমন ফযর, মাগরিব, ইশা) ইমামকে লোকমা দেয়া জায়েয কি? ইমাম যদি লোকমা গ্রহণ করে তাহলে নামায নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ যখন ইমাম ভুল কিরায়াত পড়বে তখনই তাকে লোকমা দিতে হবে। যেন তিনি সহীহ্ করে নিতে পারেন। আর যদি প্রয়োজনীয় কিরায়াত পড়ার পর ভুল হয় তাহলে ইমামের উচিত মুসল্লী কর্তৃক লোকমা দেয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে যাওয়া। আর যদি মুকতাদী লোকমা দেন তবু নামায নষ্ট হবে না।

মুসল্লীদের ওযু না থাকলে ইমামের নামাযে ভুল হয়

প্রশ্ন-৫৫৫ ঃ অনেকে মনে করেন মুসল্লীদের মধ্যে কারো ওযু নষ্ট হয়ে গেলে তখনই ইমামের নামায ভুল হয়। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ কারো ওযু নষ্ট হয়ে গেলেই ইমামের নামাযে ভুল হয়ে যায় কথাটি সত্যি নয়। অনেক বড়ো বড়ো আলিমের পর্যন্ত নামাযে ভুল হয়।

ইমাম সুন্নাত পড়ার জন্য জায়গা পরিবর্তন করা

প্রশ্ন-৫৫৬ ঃ ইমাম সাহেব ফরয নামাযের পর সুন্নাত পড়ার সময় জায়গা পরিবর্তন করে নেবেন, না সেখানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়বেন?

উত্তর ঃ জায়গা পরিবর্তন, কিংবা একটু আগে পিছে অথবা ডানে বাঁয়ে সরে সুন্নাত পড়া উচিত।

ইমামের নামায শেষে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসা

প্রশ্ন-৫৫৭ ঃ নামায শেষে দু'আ করার জন্য মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসা ইমাম সাহেবের জন্য জরুরী কি না?

উত্তর ঃ নামাযের পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসা ইমাম সাহেবের জন্য জরুরী নয়। ডান কিংবা বাম দিকে মুখ করেও বসতে পারেন।

ইমামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যকারী ব্যক্তির ঐ ইমামের পেছনে নামায

প্রশ্ন-৫৫৮ ঃ এক ব্যক্তি অনেক লোকের সামনে ইমাম সাহেবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। বলেছেন- ইমাম সাহেব ফালতু কথা বলে, সে মিথ্যেবাদী ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ ইমামের পেছনে তার নামায হবে কিনা? আর এজন্য তাকে কোনো শাস্তি দিতে হবে কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ অন্যায়ভাবে ইমামকে অপদস্থ করায় সে মস্ত বড়ো ভুল করে ফেলেছে। এজন্য তাওবা করা উচিত এবং ইমাম সাহেবের কাছে তার মাফ চাওয়া উচিত। তবে নামায হয়ে যাবে।

মুকতাদীর যদি ইমামের পেছনে নামায নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে অন্যত্র গিয়ে ইমামত করতে পারবে কি?

প্রশ্ন-৫৫৯ ঃ মীনার নিকট এক তাঁবুতে নামায পড়েছি। যিনি নামায পড়িয়েছেন তিনি তায়েফ (দূরত্ব ৫৩ মাইল) থেকে হাজ্জ করতে এসেছিলেন। যা আমি পরে জেনেছি। সেটি ছিলো যোহরের নামায। ইমাম সাহেব ছিলেন হাফিজে কুরআন (যদিও তাঁর দাড়ি ছিলো না)। তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা উচ্চশব্দে তিলাওয়াত করলেন। লোকমা দেয়া হলো। তবু তিনি দ্বিতীয় রাকায়াতেও উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়লেন। তারপর দু'রাকায়াত পড়ে নামায শেষ করলেন। আমিও তাঁর সাথে সালাম ফেরালাম। তারপর বললাম জনাব, যোহর ও আসর নামাযে তো নিঃশব্দে কিরায়াত পড়া হয়। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমি আমার সাথীদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। দেখলাম তারা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাকে দেখে তারা ইমামতের জন্য সামনে ঠেলে দিলো। আমার ইমামতে যোহর নামায পড়া হলো। আমার সেদিনের নামায ও ইমামত সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ যোহরের নামাযে সশব্দে কিরায়াত পড়া জায়েয নেই। তাছাড়া আপনি মুকীম ছিলেন তবু দু'রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। সেজন্য আপনার আগের নামায হয়নি। তাই পরে যে নামায পড়েছেন এবং ইমামত করেছেন তা ঠিক আছে।

ইক্‌তিদা

ইমামের সাথে রুকনসমূহ আদায় করা

প্রশ্ন-৫৬০ ঃ জামায়াতে নামাযের সময় যখন ইমাম সাহেব রুকু সিজদা করেন তখনই মুকতাদী রুকু সিজদা করবে, না একটু বিলম্বে রুকু সিজদা করবে?

উত্তর ঃ মুকতাদীর রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো এবং বসা ইমামের সাথে সাথেই হওয়া উচিত। শর্ত হচ্ছে ইমাম শুরু করার পর মুকতাদী শুরু করবে। ইমামের আগে যেন না হয়।

মুকতাদীগণ কতক্ষণ পর্যন্ত ছানা পড়তে পারে

প্রশ্ন-৫৬১ ঃ নিঃশব্দে কিরায়াত ও সশব্দে কিরায়াতের নামাযে কতক্ষণ পর্যন্ত ছানা পড়া যাবে?

উত্তর ঃ ইমাম যখন কিরায়াত পড়া শুরু করবেন তখন ছানা পড়া (শেষ করতে না পারলেও) ছেড়ে দিতে হবে। নিঃশব্দ কিরায়াতের নামাযে যখন মনে হবে ইমাম কিরায়াত পড়া শুরু করেছেন তখনই ছানা পড়া বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৬২ ঃ ছানা অর্ধেক পড়া মাত্র ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন। তখন অবশিষ্ট ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেব কিরায়াত শুরু করা মাত্র ছানা পড়া বন্ধ করতে হবে। আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ কিরায়াতের অংশ বিধায় তা ইমাম সাহেব পড়লেই মুকতাদীর পক্ষ থেকে হক আদায় হয়ে যাবে।

মুক্‌তাদীগণ রুকু সিজদায় ক'বার তাসবীহ্ পড়বেন

প্রশ্ন-৫৬৩ ঃ মুকতাদীগণ যতবার সুযোগ পান ততবার রুকু ও সিজদায় তাসবীহ্ পড়বেন, না শুধু তিনবার পড়বেন? যদি রুকুতে ৫ বার, সিজদায় ৭ বার এবং অন্য এক সিজদায় ইমামের তাড়াহুড়োর কারণে ৩ বার তাসবীহ্ পড়া হয় তাহলে?

উত্তর ঃ কমপক্ষে তিনবার পড়া উচিত। বেশি পারলে ভালো। তবে বেজোড় সংখ্যা হওয়া চাই।

'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' না বলে শুধু 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে রুকু থেকে ওঠা

প্রশ্ন-৫৬৪ ঃ কেউ যদি 'রাব্বানা লাকাল হামদ' না বলে ইমামের সাথে সাথে

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে রুকু থেকে ওঠে, তাহলে নামাযে কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ না, নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না।

শেষ বৈঠকে মুকতাদীগণ কয়টি দু'আ পড়বে

প্রশ্ন-৫৬৫ ঃ শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা পড়া শেষ হওয়ার পর সুযোগ পেলে মুকতাদীগণ আরো অন্য দু'আ পড়তে পারবে কি?

উত্তর ঃ ইমামের সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত যে ক'টি দু'আ পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় পড়া যাবে।

অসুস্থ ব্যক্তি ঘরে বসে মাইকে আওয়াজ শুনে ইমামের পেছনে ইকতিদা করা

প্রশ্ন-৫৬৬ ঃ আমি অসুস্থ। জুম'আর নামাযের জন্যও মাসজিদে যেতে পারিনা। মাসজিদ আমার ঘরের খুব কাছাকাছি। লাউড স্পীকারের খুতবা সহ নামাযের পুরোটাই ঘরে বসে শুনা যায়। আমি কি ঘরে বসে জুম'আর নামাযের ইকতিদা করতে পারি?

উত্তর ঃ ইকতিদা করার জন্য শুধু ইমামের আওয়াজ শুনাই যথেষ্ট নয়, বরং কাতার ও কাছাকাছি পৌঁছাতে হবে। যদি মাঝে কোনো খালি জায়গা কিংবা রাস্তা থাকে তাহলে ইকতিদা জায়েয হবে না। এ জন্য ঘরে বসে জুম'আর নামাযের আওয়াজ শুনলেও ইকতিদা করা যাবে না। ওযরবশত যদি আপনি মাসজিদে যেতে না পারেন তাহলে জুম'আর পরিবর্তে ঘরে বসে যোহর নামায পড়ে নেবেন।

'মাসবুক' এর নামায

[যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ দিকে নামাযে শরীক হয় তাকে 'মাসবুক' এবং যে প্রথম দিকে শরীক হয় কিন্তু কোনো কারণ বশত শেষ দিকে জামায়াতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে তাকে 'লাহিক' বলে। যেমন- একজন দ্বিতীয় রাকায়াতে ইমামের সাথে জামায়াতে অংশগ্রহণ করলো তাকে মাসবুক এবং আরেকজন প্রথম থেকেই জামায়াতে শরীক ছিলো কিন্তু মাঝে ওযু নষ্ট হওয়ায় কিংবা শেষ দিকে ওযু নষ্ট হওয়ায় পুনরায় ওযু করতে গিয়ে শেষের দিকে দু' এক রাকায়াতে ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারলোনা তাকে ফিক্হী পরিভাষায় 'লাহিক' বলে।]

'মাসবুক' ইমামের পেছনে ক' রাকায়াতের নিয়াত করবে

প্রশ্ন-৫৬৭ ঃ অনেক সময় জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে গেলে দেখা যায় ইমাম সাহেবের এক কিংবা দু'রাকাত পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু ক'রাকায়াত হয়েছে তা ঐ মুহূর্তে বুঝা যায় না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এমতাবস্থায় এই ইমামের পেছনে ক'রাকায়াত নামাযের নিয়াত করতে হবে?

উত্তর ঃ ইমামের পেছনে শুধু ইকতিদার নিয়াত করতে হবে এবং যে ক'রাকায়াত ছুটে গেছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর সে ক'রাকায়াত নিজে নিজে পড়ে নিতে হবে। রাকায়াত সংখ্যা উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই।

'মাসবুক' ব্যক্তি অবশিষ্ট নামায কিভাবে শেষ করবে

প্রশ্ন-৫৬৮ ঃ জামায়াতে পরে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কিভাবে অবশিষ্ট নামায শেষ করবে?

উত্তর ঃ যদি এক রাকায়াত ছুটে যায় (যেটি ছিলো ইমামের প্রথম রাকায়াত এবং নামাযেরও প্রথম রাকায়াত) তাহলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর উঠে ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ে যথারীতি রুকু সিজদা ও বৈঠক করে নামায শেষ করতে হবে। আর যদি দু'রাকায়াত ছুটে যায় তাহলে উঠে প্রথম দু' রাকায়াতের মত পড়ে নামায শেষ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়তে হবে এবং পরের রাকায়াত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা দিয়ে শেষ করতে হবে।

যদি তিন রাকায়াত ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে প্রথম রাকা'আতে ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়ে বৈঠক করবে (কারণ মাসবুক হিসেবে এ রাকায়াত দিয়ে তার দু'রাকায়াত পূর্ণ হবে)। তারপর দ্বিতীয় রাকায়াতও সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। সর্বশেষ রাকায়াত (অর্থাৎ মাসবুকের তৃতীয় রাকায়াত) শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে নামায শেষ করবে।

প্রথম রাকায়াতে রুকুর সময় জামায়াতে শরীক হলে ছানা পড়বে কখন

প্রশ্ন-৫৬৯ ঃ প্রথম রাকায়াতে রুকুর সময় যদি কেউ জামায়াতে শামিল হয় তাহলে সে ছানা পড়বে কখন?

উত্তর ঃ প্রথম থেকে জামায়াতে শামিল হলেও ইমামের কিরায়াত শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত ছানা পড়া যাবে। কিরায়াত শুরু করার সময় যদি ছানা পড়া শেষ না হয় তবু বিরত থাকতে হবে। অতএব প্রথম রাকায়াতের রুকুতে গিয়ে যে জামায়াতে শামিল হবে তার ছানা পড়তে হবে না।

ইমামের শেষ বৈঠকে মাসবুক কী করবে

প্রশ্ন-৫৭০ ঃ ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরূদ এবং দু'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফেরাবেন তখন 'মাসবুক' কী করবেন বা কতটুকু পড়ে বসে থাকবেন?

উত্তর ঃ 'মাসবুক শুধু আত্তাহিয়্যাতু আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে চুপচাপ বসে থাকবেন। ইমামের সালাম ফেরাতে যদি বিলম্ব হয় তখন আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' বাক্যটি বারবার পড়বে।

পরে জামায়াতে অংশগ্রহণ করলেও ইমামের সাথে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন-৫৭১ ঃ ইমাম সাহেব যদি সাহু সিজদা করেন তাহলে মাসবুকেরও কি সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইমামের সাথে সাথে মাসবুকেরও সাহু সিজদা করতে হবে। তবে ইমাম যখন সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন তখন সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায শেষ করতে হবে।

'মাসবুক' যদি ইমামের সাথেই সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে কী করবে

প্রশ্ন-৫৭২ ঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে কেউ শেষ দু' রাকায়াতে জামায়াতে শামিল হলো। কিন্তু ইমামের সালামের সময় সে ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেললো, এখন কী করবে? অবশিষ্ট দু'রাকায়াত পড়ে সাহু সিজদা করবে, না পুনরায় চার রাকায়াত পড়বে?

উত্তর ঃ যদি ইমামের সাথে কেউ ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। এজন্য তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে না। আর যদি ইমাম সালাম শেষ করার পর মাসবুক সালাম ফেরায় তাহলে অবশিষ্ট নামায পড়ে তাকে সাহু সিজদা করতে হবে।

'মাসবুক' কখন উঠে দাঁড়াবেন

প্রশ্ন-৫৭৩ ঃ মাসবুক অবিশিষ্ট নামায পড়ার জন্য কখন দাঁড়াবেন, ইমাম ডান দিকে সালাম ফেরানোর পর, না উভয় দিকে সালাম ফেরানোর পর?

উত্তর ঃ যখন ইমাম সাহেব বাম দিকে সালাম বলা শুরু করবেন তখন মাসবুক অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবেন। কেবল ডান দিকে সালাম ফেরানো মাত্র দাঁড়নো ঠিক নয়। কারণ সেই সালাম সাহু সিজদারও তো হতে পারে।

নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া

না-জেনে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন-৫৭৪ ঃ এক ব্যক্তি নামায পড়েছেন। অন্য এব ব্যক্তি না জেনে তার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। এখন কী হবে? নামায নষ্ট হয়ে যাবে? নাকি নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী গুনাহ্গার হবে?

উত্তর ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ্। কিন্তু এজন্য নামায নষ্ট হবে না। বেখেয়ালে কিংবা না জেনে নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়ায় দোষ হবে না।

নামাযীর সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়া

প্রশ্ন-৫৭৫ ঃ নামাযীর সামনে কতটুকু দূরত্বে চলাচল করা যায়? পেছনের কাতারে এক ব্যক্তি নামায পড়ছেন। আগের কাতারে তার ঠিক সামনে থেকে কেউ উঠে চলে যেতে পারবেন কি? যদি না পারেন তাহলে এ বাধ্যবাধকতা কত দূর পর্যন্ত?

উত্তর ঃ যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মাঠে কিংবা বড়ো মাসজিদে নামায পড়েন তাহলে সামনের দিকে তিন কাতার পরিমাণ দূরত্বে চলাচল করা যাবে। মাসজিদ ছোট হলে এ অবকাশটুকু পাওয়া যাবে না। নামাযীর সামনাসামনি যিনি বসা থাকেন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠে যেতে পারেন না।

অপরাধী কে হবেন নামাযী, না সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী

প্রশ্ন-৫৭৬ ঃ অনেকে যাতায়াতের রাস্তাকে সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ান। এমতাবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যায় তাহলে কে গুনাহ্গার হবে? নামাযী, নাকি যাকে সামনে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হলো তিনি?

উত্তর ঃ এ মাসয়ালার তিনটি দিক আছে।

১. নামাযী ব্যক্তির নামাযের জন্য বিকল্প কোনো জায়গা নেই। কিন্তু সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীর বিকল্প রাস্তা রয়েছে। এমতাবস্থায় যিনি সামনে দিয়ে যাবেন তিনি গুনাহ্গার হবেন।

২. দ্বিতীয়টি প্রথমটির উল্টো। অর্থাৎ নামাযীর জন্য বিকল্প জায়গা আছে কিন্তু যাতায়াতকারীর জন্য বিকল্প রাস্তা নেই। এমতাবস্থায় রাস্তা সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ালে নামাযী গুনাহ্গার হবেন।

৩. উভয়ের জন্যই সুযোগ আছে। নামাযীও অন্য জায়গায় নামাযের জন্য দাঁড়াতে পারেন এবং চলাচলকারীও অন্যদিক দিয়ে যেতে পারেন।

এমতাবস্থায় উভয়ই গুনাহ্গার হবেন। মোটকথা নামাযীও যেমন সতর্কতার সাথে নামাযের জন্য জায়গা নির্বাচন করবেন, তেমনিভাবে যিনি যাবেন তিনিও সতর্কতার সাথে নামাযীর সামনের পথ পরিহার করবেন।

নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে ফেরানো

প্রশ্ন-৫৭৭ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যদি কেউ যেতে চায় তাহলে নামাযরত অবস্থায় তাকে বারণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ হাতের ইশারায় বারণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তারপরও যদি যায় তাহলে সেই গুনাহ্গার হবে।

ছোট বাচ্চা নামাযের সামনে দিয়ে গেলে

প্রশ্ন-৫৭৮ ঃ আমার ছোট এক বাচ্চা আছে যার বয়স চার বছর। অনেক সময় সে নামাযের সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। এতে নামযের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

উত্তর ঃ নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যাদেরকে বুঝালে বুঝে সেসব বাচ্চাকে বুঝানো দরকার যে, নামাযের সামনে দিয়ে গেলে কিংবা দৌড়াদৌড়ি করলে গুনাহ্ হয়।

নামাযীর সামনে দিয়ে বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণী যাতায়াত করলে

প্রশ্ন-৫৭৯ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যদি বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণী যাতায়াত করে তাহলে নিয়াত ছেড়ে দিয়ে সেগুলোকে তাড়াতে হবে কি? না একমনে নামায পড়তে হবে?

উত্তর ঃ বিড়াল বা অন্য প্রাণী তাড়ানোর দরকার নেই। কোনো প্রাণী সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে নামাযের ক্ষতি হয় না। যদি হাতের ইশারায় সেগুলোকে তাড়ানো হয় তবু নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

নামাযীর সামনে দিয়ে তাওয়াফ করা

প্রশ্ন-৫৮০ ঃ খানায়ে কা'বা তাওয়াফকারী যদি নামাযীর সামনে দিয়ে যায় তাহলে গুনাহ্ হবে কি?

উত্তর ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু তাওয়াফের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। কারণ তাওয়াফও নামাযের হুকুম রাখে তাই তাওয়াফকারী নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচল করতে পারেন।

মহিলাদের নামায

মহিলাদের ওপর কখন নামায ফরয হয়

প্রশ্ন-৫৮১ ঃ কত বছর বয়সে মেয়েদের ওপর নামায ফরয হয়?

উত্তর ঃ বালেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হলে (অর্থাৎ হায়েয হলে) মেয়েদের ওপর নামায ফরয হয়। আর যদি কোনো লক্ষণ দেখা না যায় তাহলে দশম বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র নামায পড়তে হবে।

মহিলাগণ নামাযে কতটুকু শরীর ঢেকে রাখবেন

প্রশ্ন-৫৮২ ঃ নামাযে মহিলাদের কতটুকু শরীর ঢেকে রাখা জরুরী?

উত্তর ঃ হাত, পা এবং মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়া জরুরী।

পাতলা কাপড় পরে নামায

প্রশ্ন-৫৮৩ ঃ আমরা গরমের কারণে অনকে সময় ভয়েল জাতীয় পাতলা কাপড় পরে থাকি এবং সেই কাপড়েই নামায পড়ি। এক বান্ধবী বললেন শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড়ে নামায হয় না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ যে কাপড় পরলে তার ভেতর দিয়ে শরীর দেখা যায় এমন কাপড় পরে নামায হয় না। নামাযের জন্য মোটা কাপড় ব্যবহার করা উচিত।

মহিলাদের খালি মাথায় নামায

প্রশ্ন-৫৮৪ ঃ অনেক মহিলা নামাযের সময় চুল ঢেকে রাখে না এবং এমন পাতলা ও ছোট ওড়না ব্যবহার করে যে ঠিকমত হাতের কনুইও ঢাকে না। তাদেরকে যদি কিছু বলা হয় তারা বলে বান্দা থেকে যেহেতু পর্দা নেই তাহলে আল্লাহ্ থেকে পর্দা করতে হবে কেন? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ দু'হাত কব্জি পর্যন্ত, দু পা গিরা পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়া মহিলাদের নামায সহীহ্ হওয়ার অন্যতম শর্ত। এ শর্ত পূরণ ছাড়া নামায হবে না। বান্দা থেকে যেহেতু পর্দা নেই তাহলে আল্লাহ থেকে পর্দা করতে হবে কেন? মহিলার এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল দর্শন। কাপড় পরলে আল্লাহ থেকে বান্দা আড়াল হয়ে যায় না। তাহলে কাপড় ছাড়া নামায পড়তে হবে কেন? বান্দা থেকে পর্দা করতে হবে না একথাই বা তিনি পেলেন কোথায়? নিশ্চয়ই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিয়েছে।

নামাযের মধ্যে যদি বাচ্চা মাথার কাপড় ফেলে দেয়

প্রশ্ন-৫৮৫ ঃ এক মা, ছ'মাস থেকে তিন বছর যার বাচ্চাদের বয়স, মা যখন সিজদায় যান তখন বাচ্চারা কেউ তার সিজদার জায়গায় শুয়ে পড়েন আবার কেউ পিঠের ওপর বসে মাথার ওড়না খুলে চুল এলোমেলো করে ফেলে। এ অবস্থায় নামায হবে কি?

উত্তর ঃ তিনবার সুবহানাল্লাহ্ বলা যায় এতটুকু সময় যদি মাথা খোলা থাকে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি মাথা খোলামাত্র ঢেকে নেয়া যায় তাহলে নামায হয়ে যাবে।

সিজদার সময় কপালের নিচে ওড়না পড়ে গেলে

প্রশ্ন-৫৮৬ ঃ অনেক সময় সিজদায় গেলে ওড়না কপালের নিচে পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে ওড়নার ওপর-ই সিজদা করতে হয়। এভাবে সিজদা করলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কোনো অসুবিধা নেই, নামায হয়ে যাবে।

মহিলাদের জন্য আযানের অপেক্ষা করা

প্রশ্ন-৫৮৭ ঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর মহিলারা নামায পড়বেন, না আযানের অপেক্ষা করবেন?

উত্তর ঃ ওয়াক্ত হওয়ার পর আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া মহিলাদের জন্য ভালো। আযানের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যদি ওয়াক্ত হয়েছে কিনা জানা না যায়, তাহলে আযানের অপেক্ষা করা যেতে পারে।

ঘরের ছাদে মহিলাদের নামায

প্রশ্ন-৫৮৮ ঃ মহিলা বা মেয়েরা বাড়ির ছাদে নামায পড়তে পারে কি?

উত্তর ঃ ছাদে যদি পর্দার সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে পড়া যাবে। নইলে ঘরে নামায পড়া-ই ভালো।

স্বামীর ইমামতে স্ত্রীর নামায

প্রশ্ন-৫৮৯ ঃ মহিলারা তো মসজিদে যায় না। তারা স্বামীর ইমামতে ঘরে নামায পড়তে পারে কি?

উত্তর ঃ স্বামীর ইমামতে স্ত্রী জামায়াতে নামায পড়তে পারেন। তবে দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ানো যাবে না। স্ত্রী পেছনের কাতারে (একা হলেও) দাঁড়াবেন।

মহিলাদের তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত

প্রশ্ন-৫৯০ ঃ মহিলারা কি জামায়াতে নামায পড়তে পারেন না? বিশেষ করে যদি বাড়িতে তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত হয়? মহিলা মুকতাদীর জন্য কি ইমাম সাহেবের নিয়াত করা প্রয়োজন?

উত্তর ঃ যদি বাড়িতে জামায়াতের ব্যবস্থা থাকে সেতো উত্তম কথা। সেখানে মহিলারাও শামিল হতে পারেন। মহিলা মুকতাদীর জন্য ইমামের নিয়াত করা প্রয়োজন।

মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের জামায়াত

প্রশ-৫৯১ ঃ মহিলারা কি ইমামত করতে পারে? কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলা কোনো পুরুষের ইমামত করতে পারে না। কোনো মহিলা যদি মহিলাদের ইমামত করে তাহলে নামায হবে কিন্তু মাকরুহ্ হবে।

কোনো বাড়িতে জামায়াত পড়ার জন্য মহিলাদের একত্রিত হওয়া

প্রশ্ন-৫৯২ ঃ আমাদের মহল্লায় ১০/১৫টি বাড়ি আছে। জুম'আর দিন সেসব বাড়ির মহিলারা এক বাড়িতে জমায়েত হয়ে জামায়াতে নামায পড়েন। এক মহিলা ইমামত করেন আর অন্যেরা তার পেছনে ইকতিদা করেন। যিনি ইমামত করেন তিনি উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করেননি যে তারা কোন্ নামায পড়েন, জুম'আ নাকি নফল? যদি তারা জুম'আর নামায পড়ে থাকেন তাহলে তাদের জুম'আ হবে না। কারণ জুম'আর নামাযের ইমাম পুরুষ হওয়া শর্ত। যদি তা নফল নামায হয় তাহলে মহিলাদের জামায়াত করে নফল নামায পড়া নিকৃষ্টতম বিদ'আত।

জুম'আর দিন কোন্ আযানের পর মহিলারা নামায পড়বেন

প্রশ্ন-৫৯৩ ঃ জুম'আর দিন দু'বার আযান হয়। মহিলারা কোনো আযানের পর যোহর নামায পড়বেন? অনেকে বলেন মাসজিদে নামায শেষ না হলে মহিলারা নামায পড়তে পারেন না। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ মহিলাদের ওপর এমন বাধ্যবাধকতা নেই। ওয়াক্ত হলেই তারা নামায পড়ে নিতে পারেন।

যদি মহিলারা জুম'আর জামায়াতে অংশগ্রহণ করে তাহলে ক'রাকায়াত পড়বে

প্রশ্ন-৫৯৪ ঃ যদি মহিলারা জুম'আর নামায পড়ার জন্য মাসজিদে যান তাহলে তারা ক'রাকায়াত নামায পড়বেন?

উত্তর ঃ মহিলারা যদি মাসজিদে গিয়ে জুম'আর নামায পড়েন তাহলে পুরুষ যে ক'রাকায়াত পড়েন তারাও ঠিক সেই ক'রাকায়াত পড়বেন? যেমন আগে চার রাকায়াত কাবলাল জুম'আ (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) দু'রাকায়াত ফরয, পরে চার রাকায়াত বা'দাল জুম'আ (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) পড়বেন। মহিলাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয নয়। তাই যদি তারা বাড়িতে নামায পড়েন তাহলে অন্যান্য দিনের মতই যোহর নামায আদায় করবেন।

জুম'আ ও ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৫৯৫ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় মহিলারা জুম'আ ও ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে শরঈ কোন্ নির্দেশের বলে মহিলাদেরকে বিরত রাখা হলো?

উত্তর ঃ জুম'আ, জামায়াতে নামায ও ঈদের নামায মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়টি ছিলো সন্ত্রাস ও কলুষতা মুক্ত। তাছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শরঈ বিধি বিধান শেখাও মহিলাদের জন্য জরুরী ছিলো। এজন্য তাদেরকে মাসজিদে যাবার অনুমোদন দেয়া হয়েছিলো। তবে শর্ত ছিলো পর্দা করে মাসজিদে যেতে হবে। এবং প্রসাধনী ব্যবহার করে সাজসজ্জা করা যাবে না। তারপরও মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدِ وَبُيُوْتِهِنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

'তোমরা মহিলাদেরকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করোনা, তবে বাড়িতে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ, মিশকাত, পৃ. ৯৬)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلٰوتِهَا فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ بَيْتِهَا.

'মহিলাদের ঘরে নামায পড়ার চেয়ে ঘরের কামরার ভেতর নামায পড়া উত্তম। আবার সামনের কামরায় নামায পড়ার চেয়ে পেছনের কামরায় নামায পড়া (আরো) উত্তম। (আবু দাউদ, মিশকাত, পৃ.-৯৬)

উম্মু হুমাইদ সা'দিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আপনার সাথে নামায পড়াকে পছন্দ করি। জবাবে তিনি বললেন-

قَدْعَلِمْتُ اِنَّكَ تُحِبِّيْنَ الصَّلٰوةَ مَعِىَ وَصَلاَتُكِ فِىْ بَيْتِكَ خَيْرٌلَّكَ مِنْ صَلٰوتُكَ فِىْ حُجْرَتُكَ وَصَلاَتُكَ فِىْ حُجْرَتُكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلاَتُكِ فِىْ دَارُكِ وَصَلاَتُكِ فِىْ دَارُكِ خَيْرٌلَّكَ مَنْ صَلاَتُكِ فِىْ مَسْجِدِىْ. (قَالَ فَامَرَتْ فَبِىَٔ لَهَا مَسْجِدِ فِىْ اَقْطَى شَيْئٌ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمُهُ فَكَانَتْ تَصلِّى فِيْهِ حَتّٰى لَقِيْتِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ)

'আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায পড়া পছন্দ কর কিন্তু তোমার ঘরের কামরায় নামায পড়া ঘরের বিস্তৃত অংশে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর ঘরের প্রশস্ত অঙ্গনে নামায পড়া ঘরের বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার ঘরের বারান্দায় নামায পড়া মহল্লার মাসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মাসজিদের নামায আমার মাসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।'

বর্ণনাকারী বলেন- উম্মু হুমাইদ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একথা শুনে বাড়ির সকলকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন ঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় তার জন্য নামাযের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্দেশ মত ব্যবস্থা করে দেয়া হলো, অতঃপর সেখানেই তিনি নামায পড়া শুরু করলেন। আমৃত্যু।

(মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৩৭১; মাজমুউয যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, পৃ.-৩৪)

এসব হাদীস থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে সাহাবা কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈনদের আমলের দিকটিও সামনে চলে এসেছে।

এতো গেলো রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সোনালী যুগের কথা। কিন্তু পরবর্তীতে সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের আশংকায় মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া ফকীহ্গণ মাকরূহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন-

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَئِيْلَ.

'মহিলারা যেভাবে চালচলন শুরু করে দিয়েছে, যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দেখতে পেতেন তাহলে মাসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিলো বনী ইসরাইলের মহিলাদেরকে। (সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ.১২০; সহীহ্ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ.-১৮৩; মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃ.-১৮৪)

হযরত আয়িশা (রা) মহিলাদের ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা ছিলো তাঁর সমসাময়িক কালের অবস্থার প্রেক্ষিতে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় মহিলাদের মাসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কেমন হওয়া উচিত।

সত্যি বলতে কি, শরঈ নির্দেশের পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে অবস্থার। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদেরকে মাসজিদে যাবার অনুমতি দিয়েছেন যতক্ষণ সেসব শর্ত মানা হবে ততক্ষণ সে অনুমতি বলবত থাকবে। আর যখনই সেসব শর্ত পূরণ করা সম্ভব হবে না তখনই ধরে নিতে হবে অনুমতি বলবত নেই। এই ভিত্তির ওপর ইসলামী আইন বিশারদগণ (ফকীহ্গণ) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া মাকরূহ্। অন্য কথায় বলা যায় এ অনুমোদন মৌলিকত্বের দিক থেকে জায়েয কিন্তু বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার দিক থেকে তা নিষিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডাক্তার কোনো রোগীকে গরুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি একটি হালাল বস্তুকে হারাম করে দিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে একটি হালাল বস্তু বিশেষ কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তার জন্য নিষিদ্ধ করা হলো।

বিশেষ পিরিয়ডে মহিলাদের নামায

প্রশ্ন-৫৯৬ ঃ শুনেছি বিশেষ পিরিয়ডে মহিলাদের কোনো নামায পড়তে হয় না। কিন্তু এক মহিলা বললেন ঐ সময়ও নামায পড়তে হবে। পরস্পর বিরোধী কথা শুনে আমি ভীষণ বিচলিত। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ বিশেষ পিরিয়ডে মহিলাদের নামায পড়া জায়েয নেই। যিনি বলেছেন তিনি না জেনে ভুল কথাটি বলেছেন। তবে বিশেষ দিনগুলোতে নামাযের সময় ওযু করে তাসবীহ্ তাহ্লীল পড়া ভালো।

মহিলাদের নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা

প্রশ্ন-৫৯৭ : মহিলাদের নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন। বিশেষ করে সিজদার সময়ের বর্ণনা। মহিলাদের সিজদা কিভাবে করা উচিত?

উত্তর : পুরুষ এবং মহিলাদের নামাযের নিয়ম একই। তবে মহিলাদের শারীরিক গঠন ও সতরের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছুটা ব্যতিক্রমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন-

কিয়াম :

১. মহিলারা দু'পা মিলিয়ে দাঁড়াবেন। মাঝে যেন কোনো ফাঁক না থাকে। রুকু এবং সিজদার সময়ও দু'পা মিলিয়ে রাখবেন। (অবশ্য পুরুষের জন্য চার/পাঁচ আঙ্গুল ফাঁক রেখে দাঁড়ানো নিয়ম)।

২. শীতের সময় হোক বা না হোক সর্বদা চাদর বা ওড়নার ভেতর হাত রাখতে হবে এবং হাত ভেতরে ঢেকে রেখেই নিয়াত করতে হবে। (অথচ পুরুষের জন্য নির্দেশ চাদর গায়ে থাকলে তাকবীরের তাহ্‌রীমার সময় হাত বাইরে বের করে নিয়াত করতে হবে)।

৩. মহিলারা তাকবীরে তাহরীমার সময় শুধু কাঁধ বরাবর হাত উঠাবেন। (আর পুরুষরা উঠাবেন কানের লতি পর্যন্ত)।

৪. মহিলারা বুকে হাত বাঁধবেন। (আর পুরুষরা হাত বাঁধবেন নাভির নিচে)।

৫. মহিলারা কেবল বাম হাতের পাঞ্জার ওপর ডান হাতের পাঞ্জা রাখবেন। ধরার প্রয়োজন নেই। (পক্ষান্তরে পুরুষরা ডান হাতের দু আঙ্গুল অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জিকে ধরে রাখবেন এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের পাঞ্জার ওপর সোজা করে রাখবেন)।

রুকু :

১. রুকুতে মহিলাদের বেশি ঝুঁকে পড়ার প্রয়োজন নেই। হাত দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করা যায় শুধু এতটুকু পরিমাণ ঝুঁকলেই হয়ে যাবে। (পুরুষদের এতটুকু ঝুঁকতে হবে যেন পিঠ, কোমর ও মাথা একই সমতলে চলে আসে)।

২. মহিলারা রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলোও মিলিয়ে রাখবেন। (পক্ষান্তরে পুরুষরা ফাঁক করে রাখবেন)।

৩. রুকুতে মহিলারা শুধু হাত দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করে রাখবেন। (কিন্তু পুরুষরা মজবুত ভাবে হাঁটু ধরে রাখবেন)।

৪. রুকুতে মহিলারা কনুইসহ হাত পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। (আর পুরুষরা রাখবেন ফাঁক করে)।

সিজদা ঃ

১. সিজদার সময় মহিলাদের কনুই মাটিতে বিছিয়ে রাখবেন। (পক্ষান্তরে পুরুষদের কনুই মাটিতে স্পর্শ করানো যাবে না মাকরূহ্)।

২. সিজদায় মহিলারা পায়ের আঙ্গুল খাড়া না রেখে ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসে সিজদা করবেন। (কিন্তু সিজদার সময় পুরুষদের পায়ের আঙ্গুল খাড়া থাকবে। এবং নিতম্ব পায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক থাকবে)।

৩. সিজদায় মহিলাদের পেট রানের সাথে মিশে থাকবে এবং বাহুদ্বয় শরীরের সাথে লেগে থাকবে। (পুরুষের পেট রান থেকে এবং বাহু শরীর থেকে পৃথক থাকবে)।

বৈঠক ঃ

১. বৈঠকের সময় মহিলারা তাদের পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসবেন। কিন্তু পুরুষরা ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবেন।

২. বৈঠকে মহিলারা হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাঁটুর ওপর রাখবেন। আর পুরুষরা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার চেষ্টা করবেন। মিলিয়েও রাখবেন না আবার বেশি ছড়িয়েও দেবেন না।

মহিলাদের নামাযের আরো কিছু মাসায়িল

১. নামাযে কোনো অসুবিধা হলে মহিলারা তালি বাজাবেন। যেমন নামাযী মহিলার সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে তাকে ফেরানো উচিত, এমতাবস্থায় ঐ মহিলা ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের কব্জির ওপর আঘাত করে শব্দ করবেন।

২. মহিলারা পুরুষের ইমামত করতে পারবেন না।

৩. যদি মহিলাদের জামায়াতে কোনো মহিলা ইমামত করেন তাহলে ইমাম সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। বরং কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে ইমামত করবেন।

৪. সামাজিক অবক্ষয় ও ফিতনা ফাসাদের কারণে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া মাকরূহ্।

৫. যদি মহিলারা মাসজিদে যায় তাহলে তাদেরকে পুরুষ ও বাচ্চাদের পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে।

৬. মহিলাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয নয়। তবু যদি কেউ জুম'আর নামায আদায় করে তাহলে যোহর নামায আদায় করতে হবে না।

৭. মহিলাদের ওপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়।

৮. আইয়ামে তাশরীকে সময় (৯ যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ যিলহাজ্জ আসর পর্যন্ত) ফরয নামাযের পর মহিলাদের তাকবীর বলা ওয়াজিব নয়। তবে যদি কোনো মহিলা জামায়াতে নামায পড়েন তাহলে ইমামের সাথে তাকবীর বলা তার ওপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু উচ্চস্বরে তাকবীর না বলে আস্তে আস্তে তাকবীর বলবেন। কারণ তার কণ্ঠস্বরও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

৯. চতুর্দিক অন্ধকার থাকাবস্থায় ফযরের নামায পড়া মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব। তাছাড়া প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায আউয়াল ওঁয়াক্তে পড়াও তাদের জন্য মুস্তাহাব।

১০. মহিলাদের নামাযে উচ্চশব্দে কিরায়াত পড়া জায়েয নেই। যেহেতু তাদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত তাই অনেক ফকীহ্ মনে করেন মহিলারা উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. মহিলারা আযান দিতে পারেন না।

১২. মহিলারা মাসজিদে ই'তিকাফ করতে পারেন না। বরং তাদের ই'তিকাফের জায়গা হচ্ছে তাদের ঘরের নিভৃত কোণ।

যেসব কারণে নামায নষ্ট অথবা মাকরূহ্ হয়

অমুসলিমদের পোশাক পরে নামায

প্রশ্ন-৫৯৮ ঃ অমুসলিমদের পোশাক পরে নামায পড়লে কবুল হবে কি?

উত্তর ঃ নামায কবুল হওয়ার দুটো অর্থ আছে।

এক. ফরযের দায়িত্বমুক্ত হওয়া।

দুই. নামাযের যাবতীয় বরকত ও নূর লাভ করা, যা আল্লাহ্ নামাযের মধ্যে রেখেছেন। যে ব্যক্তি অমুসলিমদের পোশাক পরে এবং তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে ধারণ করার চেষ্টা করে সে ঐ পোশাকে নামায পড়লে ফরযের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না

এমন লোকদের পোশাক পরার কারণে নামায মাকরূহ্ হবে। কাজেই নামাযের পুরো বরকত তার নসীব হবে না।

নাপাক কাপড়ে নামায

প্রশ্ন-৫৯৯ ঃ নামাযের পূর্বে স্মরণ ছিলো, কাপড় নাপাক। কিন্তু নামাযের সময় ভুলে গিয়ে সেই কাপড়েই নামায পড়ে ফেলেছে। নামাযের পর স্মরণ হয়েছে। এখন কী করবে? নামায হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কাপড় এতটুকু পরিমাণ নাপাক হয় যে, সেই কাপড়ে নামায পড়া চলেনা। তাহলে নামায হবে না। যদি নামাযের মধ্যে স্মরণ হয় তাহলে নামায ছেড়ে কাপড় ধুয়ে পাক করে তারপর পুনরায় নামায পড়বে। আর যদি নামায শেষ করার পর স্মরণ হয় তাহলে কাপড় পাক করে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

সোনার আংটি পরে নামায

প্রশ্ন-৬০০ ঃ সোনার আংটি পরে নামায হয় কি? সোনার জিনিস পরা পুরুষের জন্য হারাম। সেই হারাম কাজে লিপ্ত থেকে নামায পড়লে তা হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ নামায হচ্ছে মহান আল্লাহ্র দরবারের হাজিরা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে তাঁরই দরবারে হাজির হয়, তার ব্যাপারে আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন সে কিভাবে তাঁর কৃপা পেতে পারে? যদিও ফরযের দায় থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু এরূপ করা মোটেই সমীচীন নয়।

প্রশ্ন-৬০১ ঃ মোজা পরলে তো পায়ের গিরা ঢেকে যায়, যদি গিরা ঢেকে কাপড় পরা হারাম হয় তাহলে মোজা পরে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ হবে। কারণ পায়ের গিরা ঢাকার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, জুব্বা প্রভৃতি পোশাকের বেলায় প্রযোজ্য। মোজার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

চশমা পরে নামায

প্রশ্ন-৬০২ ঃ চশমা পরে নামায পড়া জায়েয কি? এক বুজুর্গ বলেছেন চশমা খুলে রেখে নামায পড়তে হবে।

উত্তর ঃ যদি পাওয়ারের চশমা হয় এবং চশমা খুলে ফেললে সিজদার ও অন্যান্য জায়গা দেখা না যায় কিংবা দেখতে কষ্ট হয়, তাহলে চশমা পরে নামায পড়ায় কোনো দোষ নেই। আর যদি চশমায় পাওয়ার না থাকে কিংবা অল্প পাওয়ার থাকে তাহলে খুলে নেয়াই ভালো। চশমা চোখে রেখে যদি ঠিকমত সিজদা করা

না যায় অর্থাৎ নাক ও কপাল মাটিতে স্পর্শ না করে তাহলে চশমা খুলে নামায পড়া প্রয়োজন। আর যদি সিজদায় অসুবিধা না হয় তাহলে যে কোনো ধরনের চশমা-ই হোক পরে নামায পড়া যাবে।

ছবিযুক্ত টাকা পকেটে রেখে নামায

প্রশ্ন-৬০৩ ঃ অনেক টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মানুষের ছবি থাকে। সেগুলো পকেটে রেখে নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ টাকা বা বৈদেশিক মুদ্রায় ছবি থাকলেও তা পকেটে রেখে নামায পড়া জায়েয।

নামাযের মধ্যে ঘড়ি দেখা, সিজদার জায়গা ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করা

প্রশ্ন-৬০৪ ঃ

১. যদি কোনো ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাতের ঘড়ি কিংবা দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে সময় দেখে?

২. সিজদার সময় টুপি পড়ে গেছে, হাত দিয়ে উঠিয়ে মাথায় দিলো?

৩. সিজদার সময় সিজদার জায়গা থেকে ফুঁ দিয়ে মাটি কিংবা ধুলোবালি পরিষ্কার করা।

৪. চশমা খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলো, সিজদার সময় মনে হওয়ায় চশমা খুলে সিজদা দেয়া।

উপরিউক্ত অবস্থায় নামায পুনরায় পড়তে হবে, না সাহু সিজদা দিলেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ

১. নামাযে দাঁড়িয়ে ঘড়ির সময় দেখা মাকরূহ্। এতে নামাযে মনোযোগ নষ্ট হয়।

২. এক হাতে উঠিয়ে টুপি মাথায় পরলে কোনো দোষ নেই। তবে দু'হাত ব্যবহার করা যাবে না।

৩. এ কাজ মাকরূহ্।

৪. এক হাত দিয়ে খুলে নিলে নামায মাকরূহ্ হবে না।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো সংঘটিত হলে নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি এজন্য সাহু সিজদাও দিতে হবে না।

আমলে কাসীর

প্রশ্ন-৬০৫ ঃ আমাদের এক সাথী। নামাযের সময় বিভিন্নভাবে শারীরিক কসরৎ করে। যেমন কখনো হাত দিয়ে চুল নাড়াচাড়া করে, আবার কখনো পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা আংটি খুলতে আর লাগাতে থাকে। আবার এদিক সেদিক তাকাতেও দেখা যায়। আচরণগুলো এমন, দেখলে মনে হবে সে নামায পড়ছে না। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে কোনো পাত্তাই দেয় না। মেহেরবানী করে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি জানাবেন।

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাবের রায় হচ্ছে আমলে কাসীর হলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এমন কাজকে আমলে কাসীর বলা হয় যা দেখলে একজন মানুষের ধারণা হয় যে, সে নামাযে নেই। যেসব কাজের জন্য দু'হাত ব্যবহার করা হয় তাও আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত। আপনার সাথীর যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তাতে মনে হয় সেগুলো আমলে কাসীরের মধ্যে পড়ে, তাই তার নামায হয় না। তাকে সঠিক মাসয়ালা জানালেও যদি সে না মানে, এটি তার বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

নামাযে তাড়াহুড়ো

প্রশ্ন-৬০৬ ঃ অনেকে নামাযে খুব তাড়াহুড়ো করে। যেমন রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যাওয়া। আবার দু'সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে না বসা। তাছাড়া নামাযের মধ্যে হাত পা নাড়াচাড়া এবং নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করা। এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ এ ধরনের লোকদের নামায অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় আবার অনেক সময় নামায হলেও তা মাকরূহ্ হয়ে যায়। রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, দু'সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব। কাজেই যে ওয়াজিব লংঘন করে তার নামায হয় না। আবার নামাযে দাঁড়িয়ে শরীর হেলানো, হাত-পা নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি মাকরূহ্।

রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর ভুলে গেলে

প্রশ্ন-৬০৭ ঃ যদি কেউ রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে ভুলে যায় তাহলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বা প্রথম (নিয়াতের) তাকবীর ফরয। অবশিষ্ট তাকবীর সুন্নাত। কাজেই রুকুর তাকবীর ভুলে গেলেও নামায হবে। এমন কি সাহু সিজদাও দিতে হবে না।

প্রশ্ন-৬০৮ ঃ রুকুতে গিয়ে কেউ সিজদার তাসবীহ্ পড়ে ফেললো, তার নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ হাঁ হবে, এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

চোখ বন্ধ করে নামায পড়া

প্রশ্ন-৬০৯ ঃ চোখ বন্ধ করে নামায পড়া কিরূপ? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এরূপ করা হয় তাহলে কোনো দোষ নেই। কোনো কারণ ছাড়া চোখ বুঝে নামায পড়া মাকরূহ্।

মুচকি হাসি দিলে কি নামায নষ্ট হয়ে যায়

প্রশ্ন-৬১০ ঃ নামাযে মুচকি হাসি দিলে কি নামায নষ্ট হয়ে যাবে? আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ হাসির আওয়াজ না হলে শুধু মুচকি হাসি দিলে নামায নষ্ট হয় না। যদি হাসির আওয়াজ পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তি শুনতে পায় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযে পীর মুর্শিদের ধ্যান করা

প্রশ্ন-৬১১ ঃ এক ভদ্রলোক বলেছেন নামাযে দাঁড়িয়ে পীর মুর্শিদের ধ্যান করা উচিত। কথাটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ নামাযে দাঁড়িয়ে পীর মুর্শিদের ধ্যান করা জায়েয নেই। নামাযে শুধু আল্লাহর ধ্যান করতে হবে।

নামাযের মধ্যে কান্না

প্রশ্ন-৬১২ ঃ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে যদি কান্না পায় তাহলে নামায এবং ওযু নষ্ট হয়ে যাবে কি? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহ্র ভয়ে নামাযে কান্না এলে, তাতে ওযু এবং নামায কিছুই নষ্ট হবে না। যদি পার্থিব কোনো কারণে কান্না পায় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ওযু নষ্ট হবে না।

নামাযের মধ্যে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম শুনে দরূদ পড়া

প্রশ্ন-৬১৩ ঃ নামাযের কিরায়াতে যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম এসে যায় কিংবা দরুদ শরীফে তাঁর নাম বলা হয় তাহলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বললে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামাযে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনে

'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলা ঠিক নয়। তবু যদি কেউ বলে ফেলে তাহলে নামায হয়ে যাবে। এজন্য নামায নষ্ট হবে না।

নামাযের মধ্যে হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা

প্রশ্ন-৬১৩ ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা যাবে কি? যদি কেউ বলে ফেলে তাহলে তার নামায হবে কি?

উত্তর ঃ নামাযে এরূপ বলা ঠিক নয়। অজ্ঞাতসারে যদি কেউ বলেই ফেলে সেজন্য নামায নষ্ট হবে না।

নামাযে অন্য ভাষায় দু'আ করা

প্রশ্ন-৬১৪ ঃ নামাযের মধ্যে যদি কেউ সিজদা কিংবা রুকুর তাসবীহর বাংলা অর্থ, বলে, যেমন রুকুতে গিয়ে বললো 'আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি' তাহলে কি নামায় নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ হাঁ, নষ্ট হয়ে যাবে।

শেষ বৈঠক পরিত্যাগকারীর নামায

প্রশ্ন-৬১৫ ঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায। ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকায়াতে না বসে তৃতীয় রাকায়াতে বসে পড়লেন। মুসল্লীরা লোকমা দেয়ায় তিনি ওঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি চতুর্থ রাকায়াতে না বসে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন। পঞ্চম রাকায়াতেও বসলেন না। ষষ্ঠ রাকায়াত পড়ে বসলেন এবং সাহু সিজদা করে নামায শেষ করলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামাযে শেষ বৈঠক না করলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ মুক্তাদির উচিত ছিলো চার রাকায়াতে বসার জন্য লোকমা দেয়া। যা হোক যখনই ইমাম সাহেব পঞ্চম রাকায়াতের সিজদা করে ফেলেছেন তখনই ফরয নামায বাতিল হয়ে গেছে। সেই নামায নফলে পরিণত হয়েছে। কারণ চতুর্থ রাকায়াতের পর বৈঠক করা ফরয ছিলো। যেহেতু ফরয ছুটে গেছে তাই ইমাম ও মুসল্লীকে পুনরায় ফরয নামায পড়তে হবে।

যেসব কারণে নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয

মাল-সম্পদ ক্ষতির আশংকা হলে

প্রশ্ন-৬১৬ ঃ আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেব একদিন মাগরিবের সময় এক রাকায়াত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে দৌড়ে ওযুখানায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর

ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর তাকবীর বলতে বললেন অতপর পুনরায় নামায পড়ালেন। ঘড়ির জন্য নামায ছেড়ে দেয়া এবং পুনরায় তাকবীর বলা ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ কমপক্ষে এক দিরহাম মূল্যের জিনিসপত্র ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকলেও নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। ইকামাত দেয়ার পর যদি বিরতির সময় বেশি হয় তাহলে পুনরায় ইকমাত দিতে হবে। ইমাম সাহেব দুটো কাজই শরঈ নির্দেশ মুতাবিক করেছেন।

নামাযের মধ্যে হারানো বস্তুর কথা স্মরণ হলে

প্রশ্ন-৬১৭ ঃ ওযু খানায় অনেক সময় আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস রয়ে যায় যেমন ঘড়ি, চশমা প্রভৃতি। নামাযে দাঁড়ানোর পর যদি সেসব জিনিসের কথা স্মরণ হয় তাহলে কী করবো?

উত্তর ঃ নামায ছেড়ে দিয়ে তা সংগ্রহ করে নিতে হবে।

কারো জীবন বাঁচানোর জন্য নামায ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-৬১৮ ঃ এক ব্যক্তি অসুস্থ। তার কাছে মহিলারা আছেন। পুরুষ মাত্র একজন। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। এক রাকায়াত পড়া হয়েছে এমন সময় মহিলারা চিৎকার করে উঠলো হায়! হায়! রোগী মরে গেলো! এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি তার জন্য কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে নামায ছেড়ে দিতে হবে। আর যদি সে মরে গিয়েই থাকে তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে লাভ কি?

নামাযের মধ্যে কেউ বেহুশ হয়ে গেলে

প্রশ্ন-৬১৯ ঃ জামায়াতে নামায পড়া হচ্ছে। এমন সময় একজন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে উঠানো যাবে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই উঠানো যাবে। কারণ তখন তাকে উঠিয়ে সেবা যত্ন না করলে সে তো মারাও যেতে পারে।

বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ মারার জন্য নামায ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-৬২০ ঃ নামাযে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ কোনো বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হলে তা মারার জন্য নামায ছেড়ে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি আমলে কাসীর না হয় এবং এক হাতে মারা সম্ভবপর হয় তাহলে

নামায ছেড়ে না দিয়ে নামাযের মধ্যেই তা মারা জায়েয। আর যদি দু'হাত ব্যবহার করতে হয় তাহলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে।

দরোজায় আওয়াজ শুনেই নামায ছেড়ে দেয়া

৬২১ ঃ আমি নামায পড়ছি এমন সময় দরোজার বাইরে থেকে কেউ ডাক দিলেন। তিনি জানেন না আমি নামাযে আছি। তখন কী করবো?

উত্তর ঃ দরোজায় কারো আওয়াজ শুনেই নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই।

পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য নামায ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-৬২২ ঃ এক ম্যাগাজিনে দেখলাম এক ভদ্রলোক 'পিতা-মাতার সম্মান', নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে একটি হাদীস এনেছেন (রেফারেন্স নেই)- **'পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"**

আরেকটি রিওয়ায়েত এনেছেন (সেখানেও রেফারেন্স নেই) পিতা-মাতা যদি কোনো বিপদে পড়ে সন্তানকে ডাকেন তাহলে ফরয নামায ছেড়ে দিয়ে হলেও তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। আর যদি সুন্নাত ও নফল নামায পড়ার সময় তারা বিনা প্রয়োজনেও ডাকে তাহলে নামায ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন উপরিউক্ত কথাগুলো সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ দুররু মুখতারে লিখা হয়েছে। যদি ফরয নামায পড়তে থাকে তাহলে পিতা-মাতা ডাকলেও নামায ছাড়া যাবে না। তারা যদি কোনো বিপদে পড়ে যান এবং সাহায্যের জন্য আবেদন করেন তাহলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে। (এমন অবস্থায় শুধু পিতা-মাতা কেন অন্য কেউ বিপদে পড়লেও নামায ছেড়ে দেয়া যাবে) আর যদি নফল নামায পড়তে থাকে তাহলে পিতা-মাতা অবগত থাকলে নামায ছাড়ার প্রয়োজন নেই। নইলে নামায ছেড়ে দিতে হবে।

হাদীসে জুরাইজ নামক এক দরবেশের কিচ্ছা বলা হয়েছে। নামাযের সময় মা ডেকেছিলেন উত্তর না দেয়ায় অভিশাপ দিয়েছিলেন। যা পরবর্তীতে সত্য হয়েছিলো। দীর্ঘ কাহিনী। যে কথাটি সেখানে বুঝানো হয়েছে নামায ছেড়ে তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া তার উচিত ছিলো। সম্ভবত তা ছিলো নফল নামায।

নামাযে ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া

নামাযে বায়ু চেপে রাখা

প্রশ্ন-৬২৩ ঃ নামাযে যদি বায়ু নির্গত হতে চায় তাহলে চেপে রাখলে (যদি বেরুতে না পারে) নামায হবে কি?

উত্তর ঃ এমন করা মাকরুহ। তবে নামায হয়ে যাবে।

নামাযের মধ্যে ওযু নষ্ট হয়ে গেলে

প্রশ্ন-৬২৪ ঃ অনেক বড়ো জামায়াত হলে এবং সামনের দিকে দাড়ালে যদি ওযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে কী করবে? ওখানে নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বে, না বেরিয়ে ওযু করবে?

উত্তর ঃ যার ওযু নষ্ট হবে সে হাত দিয়ে নাক চেপে ধরবে তারপর পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে শুধু ওযু করার জন্য। যদি সোজা বেরুনো সম্ভব না হয় তাহলে কাতারের ফাঁক দিয়ে একেবারে ডান অথবা বাম প্রান্তে চলে যাবে তারপর মাসজিদ থেকে বের হবে। আর যদি ইমামের ওযু নষ্ট হয় তাহলে তিনি পেছন থেকে একজনকে ইমামতের দায়িত্ব দিয়ে অতপর ওযু করার জন্য বেরুবেন। যাদের ওযু নষ্ট হবে, ওযু করে পুনরায় প্রথম থেকে নামায শুরু করা উত্তম। আর যদি জামায়াত অনেক বড়ো হওয়ার কারণে বেরুনো সম্ভব না হয় তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। নামায শেষ হলে বেরিয়ে ওযু করে একাকী নামায পড়ে নেবে।

নামায পড়ার পর স্মরণ হলো ওযু ছিলো না

প্রশ্ন-৬২৫ ঃ আসরের আগে ওযু করে আসর নামায পড়লাম। পরে সেই ওযু আছে মনে করে মাগরিব নামাযও পড়লাম। কিন্তু পরে স্মরণ হলো আসর নামাযের পর ওযু নষ্ট হয়ে গেছে। তখন কি করবো? শুধু মাগরিব নামায আবার পড়বো নাকি আসর নামাযও পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর ঃ যখন আপনার স্মরণ হয়েছে, আসর নামাযের পর ওযু নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে আপনার মাগরিব নামায ওযু ছাড়া পড়া হয়েছে। ওযু ছাড়া নামায হয় না। এজন্য ওযু করে পুনরায় শুধু মাগরিব নামায কাযা পড়তে হবে।

মাযূর (অপারগ ব্যক্তি) এর হুকুম

মাযূরের নামায

প্রশ্ন-৬২৬ ঃ জনাব আমি একজন রোগী? ইস্‌তিন্‌জা করার পর ফোঁটায় ফোঁটায় পেশাব ঝরে। তাছাড়া গ্যাস প্রবলেমও আছে। প্রতি মিনিটেই গ্যাস নির্গত হতে থাকে। আমি নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করবো কিভাবে? আমি কি মাযূর হিসেবে গণ্য হবো?

উত্তর ঃ আপনি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মাযূরের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য একবার মাত্র ওযু করাই যথেষ্ট। তবে নামাযের জন্য পৃথক কাপড়

ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া নামাযের মধ্যে কাপড়ের যে অংশে পেশাব লাগবে পরে তা ধুয়ে নেবেন।

ওযুতে কৃত্রিম পা ধোয়ার প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন-৬২৭ ঃ এক দুর্ঘটনার কারণে আমার এক পা কেটে ফেলা হয়েছে। সেখানে কৃত্রিম পা লাগিয়ে নিয়েছি। অফিস কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে, নামাযের সময় ওযু করতে বেশ কষ্ট হয়। পা খুলে নেয়া সম্ভব হয়না। তখন তায়াম্মুম করে চেয়ারে বসে নামায আদায় করি। রুকু সিজদা দিতে বেশ কষ্ট হয়। আপনি মেহেরবানী করে আমাকে সহজ কোনো রাস্তা (যদি থাকে) বাতলে দেবেন।

উত্তর ঃ পায়ের গোড়ালির গিটের ওপর থেকে যদি পা কাটা থাকে তাহলে তা ধোয়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। কৃত্রিম পা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি বসতে পারলে বসেই নামায পড়বেন এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবেন।

পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায

প্রশ্ন-৬২৮ ঃ পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া মাকরুহ্ তাহ্‌রীমী।

প্রদর রোগে আক্রান্ত মহিলারা কিভাবে নামায পড়বেন

প্রশ্ন-৬২৯ ঃ আজকাল মহিলারা প্রদরে আক্রান্ত হচ্ছে। মনে হয় শতকরা ৮০ জনই প্রদরের রোগী। কেউ শ্বেতপ্রদর কিংবা কেউ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় তারা নামায পড়বে কীভাবে?

উত্তর ঃ এ রোগে নির্গত পানি নাপাক। কাজেই সেই পানি কাপড়ে লাগলে তা না ধুয়ে নামায পড়া যাবে না। হয় কাপড় ধুয়ে নিতে হবে, না হয় কাপড় বদলে নামায পড়তে হবে। তারপর দেখতে হবে এ স্রাব কতটুকু বিরতি দিয়ে নির্গত হচ্ছে। যদি বিরতির সময় এতো কম হয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে ওযু করে পবিত্রাবস্থায় নামায শেষ করা যায় না। তাহলে সে মাযূর হিসেবে গণ্য হবে। আর মাযূরের হুকুম হচ্ছে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য সে নতুন করে ওযু করবে যতক্ষণ ওয়াক্ত থাকবে ততক্ষণ (অন্য কোনো কারণ না ঘটলে) ওযুও থাকবে। ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার ওযুও শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য আবার নতুন করে ওযু করে নেবে। যদি এমন না হয়ে মাঝে মধ্যে এমনকি নামাযের মধ্যেও স্রাব দেখা দেয় তাহলে ভালোভাবে ধুয়ে পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হবে।

বিত্‌র নামায

তাহাজ্জুদের সময় বিতর পড়া

প্রশ্ন-৬৩০ ঃ ফরয নামায মাসজিদে এবং নফল নামায ঘরে পড়ার জন্য হাদীসে বলা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিতর কখন পড়া উত্তম? ইশার পর, না তাহাজ্জুদের সময়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে তার জন্য বিতর তাহাজ্জুদের সাথে পড়া উত্তম। শেষ রাতে উঠতে পারবে এ বিশ্বাস যার নেই তার জন্য ইশার পরপরই বিত্‌র পড়ে নেয়া ভালো।

বিনা ওযরে বিতর নামায বসে পড়া

প্রশ্ন-৬৩১ ঃ কোনো কারণে ইশার নামায বসে পড়লে বিত্‌রও বসে পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ বিনা ওযরে ইশা এবং বিত্‌র নামায বসে পড়া জায়েয নেই। যদি দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব না হয় সে তো ভিন্ন কথা। মাযবুর (অপারগ) অবস্থায় বসে পড়ায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-৬৩২ ঃ এক ব্যক্তি বিতরের তৃতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে রুকুতে চলে গেলো। তখনই (রুকুতে থাকাবস্থায়) মনে হলো কুনূত পড়া হয়নি। এমতাবস্থায় সে রুকূ থেকে ফিরে আসবে কি? না নামায শেষে সাহু সিজদা করবে?

উত্তর ঃ যদি রুকুতে বেশির ভাগ ঝুঁকে পড়ে কিংবা হাত হাঁটু স্পর্শ করে তাহলে রুকূ থেকে ওঠে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নামায শেষে সাহু সিজদা করলেই হয়ে যাবে। আর যদি অল্প ঝুঁকে থাকে এবং হাত হাঁটু স্পর্শ না করে থাকে তাহলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়ে তারপর রুকূ সিজদা করবে। সাহু সিজদা দিতে হবে না।

দু'আ কুনূতের পরিবর্তে সূরা ইখলাস পড়া

প্রশ্ন-৬৩৩ ঃ দু'আ কুনূত পড়তে না পারলে তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে তার হক আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ দু'আ কুনূত শেখা না হলে তার পরিবর্তে "রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতও ওয়াকিনা আযাবান্নার।" কিংবা দু'আ মাছুরা (তিনবার) পড়া যেতে পারে। কিন্তু কুনূতের পরিবর্তে সূরা ইখলাস পড়া যাবে না।

রমযানে ইমামের পেছনে দু'আ কুনূত পড়া

প্রশ্ন-৬৩৪ ঃ রমযানে ইমামের পেছনে বিত্র নামায পড়লে মুকতাদীরা কুনূত পড়বে কি?

উত্তর ঃ দু'আ কুনূত পড়া ইমাম এবং মুকতাদী উভয়ের ওপর ওয়াজিব। এজন্য মুকতাদীরও দু'আ কুনূত পড়তে হবে।

রমযান ছাড়া বিত্র নামায জামায়াতে পড়া

প্রশ্ন-৬৩৫ ঃ রমযান ছাড়া অন্য সময় বিতর নামায জামায়াতে পড়া হয় না কেন?

উত্তর ঃ সাহাবা কিরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈনের সময় থেকে এরূপ চলে এসেছে, তাই।

বিতরের পর নফল নামায

প্রশ্ন-৬৩৬ ঃ বিতর নামাযের পর অন্য কোনো নফল নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের পর দু'রাকায়াত নফল নামায পড়েছেন যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি বিতরের পর নফল পড়তে চায় তাকে নিষেধ করা ঠিক নয়। কিন্তু অনেকে বিতরের পরে নফল বসে পড়েন। এটিকে রিওয়াজ মনে করা উচিত নয়। দাঁড়িয়ে পড়া উচিত।

যদি বিত্র ও তাহাজ্জুদের নামায কাযা হয়ে যায়

প্রশ্ন-৬৩৭ ঃ আমি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ি। বিতরও তাহাজ্জুদের সাথে পড়ি। কাল আমি বিতর ও তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারিনি। উভয় নামাযই কি কাযা পড়তে হবে?

উত্তর ঃ নফল নামাযের কাযা নেই। বিতর নামাযের কাযা পড়তে হবে। যদি সুবহে সাদিকের পর ঘুম ভাঙ্গে তাহলে ওযু করে ফযরের সুন্নাতের আগে বিতর পড়ে নিতে হবে।

সুন্নাত নামায

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও গাইরি মুয়াক্কাদা

প্রশ্ন-৬৩৮ ঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও গাইরি মুয়যাক্কাদা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ যে কাজ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় করেছেন (এবং অন্যদেরকে তা করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন) এবং যা পরিত্যাগ করাকে ভর্ৎসনার যোগ্য মনে করা হয় তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে।

যে কাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু পরিত্যাগের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়না তাকে সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদা বলে। সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদাকে মুস্তাহাব এবং মানদুবও বলা হয়।

সুন্নাত ও নফল কেন পড়া হয়?

প্রশ্ন-৬৩৯ ঃ আমাদের ওপর আল্লাহ্ নামায ফরয করেছেন। আমরা ফরয নামায পড়বো। সুন্নাত এবং নফল নামায পড়ার প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ অনেক সময় নামাযে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায়। (যেমন খুশু খুজুর অভাব)। সেগুলো পূরণের জন্য সুন্নাত ও নফল নামায পড়া উচিত। (হাদীসে বলা হয়েছে- ক্বিয়ামাতের দিন ফরয নামাযের ঘাটতি নফল দিয়ে পূরণ করা হবে। -অনুবাদক।)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিত্যাগ করা

প্রশ্ন-৬৪০ ঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কোনো অবস্থাতেই কি পরিত্যাগ করা যায় না? পরে কি কাযা আদায় করতে হয়?

উত্তর ঃ সফর ও অসুস্থতার কারণে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে। বিনা কারণে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। সময় চলে গেলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার কাযা করতে হয় না। কিন্তু ফযরের সুন্নাত রয়ে গেলে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায় করা উচিত।

সুন্নাত নামায বাড়িতে না মাসজিদে পড়া উত্তম

প্রশ্ন-৬৪১ ঃ সুন্নাত নামায কোথায় পড়া উত্তম বাড়িতে না মাসজিদে?

উত্তর ঃ সুন্নাত নামায বাড়িতে পড়া উত্তম। আর যদি বাড়িতে প্রশান্তির সাথে এবং নিরিবিলিতে পড়া সম্ভব না হয় তাহলে মাসজিদে পড়ে নেয়াই উচিত।

ফযরের সুন্নাতের কাযা

প্রশ্ন-৬৪২ ঃ আমি জানি শুধু ফরয নামাযের কাযা আদায় করতে হয়। কিন্তু অনেকে বলেন ফযরের সুন্নাতেরও কাযা আদায় করতে হবে। যদি ফযরের সুন্নাতের কাযা আদায় করা জরুরী হয় তাহলে অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদারও তো কাযা আদায় করা উচিত?

উত্তর ঃ ফযরের সুন্নাতের জন্য অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য ফযরের নামায কাযা হয়ে গেলে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ফযরের ফরযের সাথে সাথে সুন্নাতেরও কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি দুপুরের পর ফযরের

কাযা পড়া হয় তাহলে আর সুন্নাতের কাযা পড়তে হবে না। ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর একমাত্র ফযরের সুন্নাতের কাযা ছাড়া আর কোনো সুন্নাতের কাযা নেই।

সুন্নাত পড়ার সময় আযান কিংবা ইকামাত হয়ে যাওয়া

প্রশ্ন-৬৪৩ ঃ সুন্নাত পড়ার সময় আযান কিংবা ইকামাত শুরু হয়ে গেলে, নামায কি ছেড়ে দিতে হবে?

উত্তর ঃ আযানের সময় নামায ছেড়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন থেকে যায় ইকামাতের সময় নিয়ে। যদি নফল কিংবা সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদা নামায হয় তাহলে দু'রাকায়াত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে। আর যদি যোহর কিংবা জুম'আর আগের চার রাকায়াত সুন্নাত হয় এবং যোহরের জামায়াত শুরু হয়ে যায় অথবা জুম'আর খুতবা শুরু হয়ে যায় তবু নামায পুরোপুরি আদায় করতে হবে। আরেক দলের মতে দু'রাকায়াত পড়ে সালাম ফেরাবে তারপর ফরযের পর চার রাকায়াত পড়ে নেবে।

সুন্নাত নামাযের শেষ দু'রাকায়াতে সূরা মিলানো

প্রশ্ন-৬৪৪ ঃ সুন্নাত নামাযে শেষ দু'রাকায়াতে সূরা মিলানো জরুরী কিনা? না শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেই হবে?

উত্তর ঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, গাইরি মুয়াক্কাদা, নফল এবং বিতর নামাযে প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। নইলে নামায হবেনা। যদি সূরা ফাতিহা পড়তে কিংবা অন্য সূরা মিলাতে ভুলে যায় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। শুধু ফরয নামায ব্যতিক্রম। প্রথম দু'রাকায়াতে সূরা মিলাতে হয় এবং শেষ দু'রাকায়াতে কিরায়াত পড়া ফরয নয়। শেষ দু'রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব।

সুন্নাত পড়ার জন্য জায়গা পরিবর্তন

প্রশ্ন-৬৪৫ ঃ অনেকেই নামায পড়ে সুন্নাত নামাযের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নেন। এটি ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ ফরয নামাযের পর ইমাম এবং মুকতাদীর জায়গা পরিবর্তন করে সুন্নাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। সুনান আবী দাউদে (১ম খণ্ড, পৃ.-১৪৪) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদা ও নফল পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন-৬৪৬ ঃ আমাদের মাসজিদে আসর এবং ইশার আগের সুন্নাত (গাইরি

মুয়াক্কাদা) নামায বিভিন্নভাবে পড়া হয়। আমি এবং আরো কতিপয় মুসল্লী যোহরের পূর্বের সুন্নাতের নিয়মে পড়ে থাকি। অনেকে দু'রাকায়াতের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা পড়ে তারপর তৃতীয় রাকায়াতের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা পড়ে তারপর তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে সানা তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে তৃতীয় রাকায়াত শুরু করেন। আপনি আমাকে মেহেরবানী করে জানাবেন কোন্ পদ্ধতিতে আমি পড়বো। আরো জনাবেন আসর ও ইশার পূর্বের সুন্নাত দু'রাকায়াত করে পড়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদা ও নফল দু'রাকায়াতের পর আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা পড়ে তৃতীয় রাকায়াত সানা দিয়ে শুরু করা উত্তম। যদি শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকায়াত আলহামদু দিয়ে শুরু করে তাতেও কোনো দোষ নেই।

তাছাড়া ইশা ও আসরের পূর্বের সুন্নাতও দু'রাকায়াত করে পড়া জায়েয আছে।

কাযা নামায

কাযা নামায পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন-৬৪৭ ঃ কাযা নামায পড়ার নিয়াত ও পদ্ধতি কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কাযা নামাযের নিয়াতে অমুক ওয়াক্তের কাযা পড়ছি একথা খেয়াল রাখাই যথেষ্ট। ওয়াক্তিয়া নামায ও কাযা নামাযের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই নিয়মে পড়তে হয়।

কতদিন পর্যন্ত কাযা নামায পড়তে হবে

প্রশ্ন-৬৪৮ ঃ আমার বয়স প্রায় ষাট বছর। পেশা ডাক্তারী। ছাত্রজীবনে তো বেশ নামায কাযা হয়েছে। আমি সেসব কাযা আদায় করতে চাই। আমার মনে হয় ২০/২৫ বছর পর্যন্ত আমার নামায কাযা হয়েছে। কিভাবে এবং কতদিনে সেই কাযা পড়তে হবে মেহেরবানী করতে জানাবেন।

উত্তর ঃ যতদিন নামায কাযা হয়েছে বলে আপনার মন সাক্ষ্য দেবে ততদিনের কাযা আদায় হয়ে গেলেই আপনি কাযা নামায পড়া বন্ধ করে দিতে পারেন। শুধু ফরয ও বিত্‌র নামাযের কাযা পড়তে হবে। অন্য কোনো নামাযের কাযা নেই। কাযা নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই যখন খুশী তা পড়তে পারেন শুধু

নিষিদ্ধ ওয়াক্ত বাদ দিয়ে। তাছাড়া প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে কাযা নামায আদায় করতে পারেন।

কাযা নামায আগে পড়তে হবে, না ওয়াক্তিয়া নামায

প্রশ্ন-৬৪৯ ঃ ওয়াক্তের নামায সম্পূর্ণ শেষ করে কাযা নামায পড়তে হবে, নাকি আগে পড়তে হবে?

উত্তর ঃ কাযা নামাযের কিছু মাসয়ালা আছে। যেমন-

১. কাযা নামাযের কোনো নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই। যখনই সুযোগ হয় তখনই পড়লে নেয়া উচিত। শুধু খেয়াল রাখতে হবে নিষিদ্ধ ওয়াক্ত যেন না হয়।

২. যার দায়িত্বে ছ'ওয়াক্ত কিংবা তারচেয়ে বেশি নামায কাযা থাকে তার জন্য কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই। ইচ্ছে করলে ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বেও পড়তে পারে আবার পরেও।

৩. ছ'ওয়াক্তের চেয়ে কম নামায যদি কারো যিম্মায় থাকে তাকে ফিক্হী পরিভাষায় সাহিবে তারতীব বলে।

এরূপ ব্যক্তিকে আগে কাযা আদায় করে তারপর ওয়াক্তের নামায পড়তে হয়। যদি ভুলে ওয়াক্তে নামায পড়ে ফেলে তাতে দোষ নেই। পরে কাযা পড়ে নিলেই হলো। কাযা নামাযের কথা স্মরণ আছে কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত বেশি নেই কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে এমতাবস্থায় আগে ওয়াক্তের নামায পড়ে তারপর কাযা নামায পড়তে হবে।

ফরয নামায দ্বিতীয়বার পড়লে সুন্নাত নামাযও কি পুনরায় পড়তে হবে?

প্রশ্ন-৬৫০ ঃ ফরয নামায পড়ে সুন্নাত ও নফল নামাযও পড়া হয়ে গেছে। এমন সময় স্মরণ হলো ফরয নামাযে ভুল হয়েছে। এখন যদি ফরয নামায পুনরায় পড়তে হয় তাহলে কি সুন্নাত এবং নফলও আবার পড়তে হবে?

উত্তর ঃ পরের সুন্নাত ফরযের অনুগামী। তাই যদি ফরয নামায পুনরায় পড়তে হয় তাহলে ফরযের পরবর্তী সুন্নাতও দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। অবশ্য বিতর ও নফল পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

'সাহিবে তারতীব' আগে জামায়াত পড়বেন, না আগে কাযা পড়বেন

প্রশ্ন-৬৫১ ঃ 'সাহিবে তারতীব' আগে জামায়াত পড়বেন, না আগে কাযা পড়বেন? অথচ জামায়াত শুরু হচ্ছে। এক মাসয়ালায় আপনি বলেছেন আগে কাযা পড়বেন। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'যখন

জামায়াত দাঁড়িয়ে যায় তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোনো নামায নেই। তাহলে আপনি কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে বললেন জামায়াত না পড়ে আগে কাযা পড়তে হবে?

উত্তর ঃ সাহিবে তারতীবের যিম্মায় যে নামায কাযা তাও তো ফরয। এজন্যই প্রথমে তিনি কাযা পড়ে নেবেন।

প্রশ্ন-৬৫২ ঃ সাহিবে তরতীব। যোহর নামায কাযা হয়েছে। আসরের সময় মাসজিদে গিয়ে দেখেন আসরের জামায়াত হচ্ছে। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন? আসরের জামায়াতে শামিল হবেন, না যোহরের কাযা আদায় করবেন?

উত্তর ঃ যোহরের কাযা আদায় করবেন। আসরের জামায়াত যদি ছুটে যায় তবু।

কাযা নামায কখন পড়া যাবেনা

প্রশ্ন-৬৫৩ ঃ কাযা নামায কখন পড়া যাবে না? আসর নামাযের পর কাযা নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ তিনটি সময় কোনো নামায জায়েয নেই। না কাযা, না নফল।

১. সূর্যোদয়ের সময়। যতক্ষণ তা উপরে ওঠে কিরণ না দেয়।

২. সূর্যাস্তের পূর্বে, যখন সূর্য ধূসর বর্ণ ধারণ করে তখন তাকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়।

৩. দুপুরের সময়। যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।

এ তিন সময় কোনো নামায-ই জায়েয নেই। এছাড়া আরো তিনটি সময় আছে যখন নফল নামায পড়া যাবে না কিন্তু কাযা নামায এবং তিলাওয়াতের সিজদার অনুমতি আছে।

১. সুবহে সাদিকের পর থেকে ফযর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত, ফযরের সুন্নাত ছাড়া আর কোনো নফল নামায পড়া জায়েয নেই।

২. ফযর নামাযের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

৩. আসর নামাযের পর থেকে (সূর্য ধূসর বর্ণ হওয়া এবং) সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এ তিন সময় নামায পড়ার অনুমতি নেই। তাহ্ইয়াতুল ওযু, তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ বা তাওয়াফের পরবর্তীতে দু'রাকায়াত নফল নামায যাই হোক না কেন। অবশ্য এ তিন সময় কাযা নামায পড়া জায়েয আছে। তবে তা লোকজনের সামনে না পড়ে গোপনে পড়া ভালো।

কাযা নামায কোথায় পড়া ভালো বাড়িতে না মাসজিদে?

প্রশ্ন-৬৫৪ ঃ কাযা নামায কোথায় পড়া ভালো, বাড়িতে না মাসজিদে? বেহেশ্তি জেওরে দেখেছি কাযা নামায বাড়িতে পড়া উত্তম। কিন্তু আমার এক বন্ধু একথা মানতে রাজী নন।

উত্তর ঃ মাসজিদেও কাযা নামায পড়া জায়েয কিন্তু মাসজিদে পড়লে লোকজন জানবে যে, অমুকের নামায কাযা হয়েছে। কেননা নামায কাযা করা গুনাহ্ আর গুনাহ্ প্রদর্শনীও গুনাহ।

কাযা নামাযের জামায়াত

প্রশ্ন-৬৫৫ ঃ কাযা নামায জামায়াতে পড়া যায় কি?

উত্তর ঃ একই সাথে যদি একাধিক লোকের নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে জামায়াতে কাযা নামায পড়া জায়েয আছে। এ ব্যাপারে হাদীসে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার এক সফরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত বিলালকে (রা) পাহারা দেয়ার ও ফযরের আযানের দায়িত্ব দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে যান। এদিকে হযরত বিলাল (রা)ও ঘুমিয়ে পড়নে। সূর্যোদয়ের পর সবার ঘুম ভাঙ্গে। বিলাল (রা) নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিয়ে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর আযান ও ইকামাত দিতে বললেন। অতপর সবাইকে নিয়ে জামায়াতে কাযা নামায আদায় করলেন। এ ঘটনা থেকে কাযা সংক্রান্ত অনেকগুলো মূলনীতি জানা যায়।

বিশেষ রাতগুলোতে নফলের পরিবর্তে ফরযের কাযা আদায় করা

প্রশ্ন-৬৫৬ ঃ আমরা তো অনেক সময় বিশেষ বিশেষ রাত জেগে নফল ইবাদাত করে থাকি। ঐসব রাতে নফলের পরিবর্তে কাযা নামায আদায় করা যায় কি?

উত্তর ঃ কাযা যখনই পড়া হোক আদায় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির দায়িত্বে কাযা নামায আছে তার নফল না পড়ে কাযা নামায পড়া উচিত। তা বিশেষ রাতগুলোতেই হোক কিংবা অন্য সময়ে।

ফরয নামায কাযা হওয়ার কারণ

প্রশ্ন-৬৫৭ ঃ আমরা অনেক সময় বেশি রাত পর্যন্ত কথাবার্তা ও গল্পগুজব করতে গিয়ে ফযরের নামায কাযা করে ফেলি। কিন্তু সকালে উঠেই কাযা পড়ে নেই। এতে গুনাহ্ হবে কি?

উত্তর ঃ ফযর নামায কাযার ব্যাপারে তিনটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার নামাযের পর কথাবার্তা না বলে ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। এক. মেহমান এসেছে তার সাথে কথার্বাতা বলে রাত বেশি করে ফেলা। দুই. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর কথাবার্তা বলতে গিয়ে রাত বেশি হয়ে যাওয়া। তিন. কিছু লোক সফরে আছে। কথাবার্তা বলে রাত কাটানোর প্রচেষ্টা। (কিংবা চাকুরীতে রাতের ডিউটি হলে কথাবার্তা বলে জেগে থাকার চেষ্টা করা)। এ সব কারণ ছাড়া ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ। মুসলিমের সারাদিনের কাজকর্ম ভালো কাজের মাধ্যমে শেষ হওয়া উচিত, আর সেই ভালো কাজটি হচ্ছে ইশার নামায। দেখা যাচ্ছে আপনারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথাটিই লংঘন করছেন। ফলে ফযর কাযা হয়ে যাচ্ছে।

২. ফযর নামায কাযা করা শক্ত গুনাহ্। হাদীসে আছে ফযর ও ইশার নামায হচ্ছে মুনাফিকদের জন্য সবচে' ভারী নামায। এজন্য ফযর নামায যেন কাযা না হয় সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

৩. তবু ফযর নামায যদি একান্ত কাযা হয়েই যায় তাহলে বিলম্ব না করে ঘুম থেকে উঠে ওযু করে প্রথমেই ফযর নামাযের কাযা আদায় করে নেয়া প্রয়োজন।

যোহরের সুন্নাতের সাথে একত্রে কাযা নামাযের নিয়াত করা

প্রশ্ন-৬৫৮ ঃ অনেকে বলেন যোহরের সুন্নাতের সাথে একত্রে ওমরী কাযার নিয়াত করলে এক সাথে দু'নামাযই হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ যোহরের সুন্নাত নামাযের সাথে কাযা নামাযের নিয়াত করা জায়েয নেই। সুন্নাত এবং কাযা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে।

ঈদ, বিত্র এবং জুম'আর নামাযের কাযা

প্রশ্ন-৬৫৯ ঃ বিত্র, ঈদ এবং জুম'আর নামায যদি কাযা হয়ে যায় তাহলে তা আদায় কিংবা কাফ্ফারার নিয়ম কী?

উত্তর ঃ বিতর কাযা হলে, পরবর্তীতে কাযা আদায় কতে হবে। জুম'আর নামাযের কাযা নেই। জুম'আর নামায পড়তে না পারলে যোহর নামায পড়তে হবে। ঈদের নামাযেরও কোনো কাযা কিংবা কাফ্ফারা নেই।

কাযা নামাযের ফিদইয়া

প্রশ্ন-৬৬০ ঃ কাযা নামাযের ফিদইয়া কখন এবং কিভাবে আদায় করতে হবে বলবেন কি?

উত্তর ঃ জীবিত অবস্থায় কাযা নামাযের ফিদইয়া আদায় করা যাবে না। বরং নামায পড়ে দিতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় তার যিম্মায় কাযা নামায রয়েছে। তাহলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা নামাযের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান করতে হবে। সাদাকাতুল ফিতরের (ফিত্‌রার) পরিমাণ যা, কাযা নামাযের প্রতি ওয়াক্তের ফিদইয়ার পরিমাণ তাই। যেহেতু বিত্‌রকে স্বতন্ত্র ওয়াক্তের নামায মনে করা হয় তাই মোট ছ'ওয়াক্তের নামায কাযা ধরে ফিদ্‌ইয়া আদায় করতে হবে। যেদিন আদায় করা হবে সেদিনের বাজার মূল্য ধরে হিসেব করতে হবে।[১]

প্রশ্ন-৬৬১ ঃ আমার এক আত্মীয়া তিন মাস কঠিন ব্যাধিতে ভুগে ইন্তিকাল করেছেন। তিনমাস তার নামায কাযা হয়েছে। কিভাবে তার ফিদইয়া আদায় করতে হবে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য সাদাকাতুল ফিতরের সম পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিদইয়া দিতে হবে। বিত্‌রকে এক ওয়াক্ত ধরে মোট ছ' ওয়াক্ত হিসেবে প্রতিদিনের ফিদইয়া হিসেব করতে হবে। নিজের সম্পদ থেকে যদি কেউ ফিদইয়া আদায় করে দেয়, হবে। আর যদি মরহুমার সম্পদ থেকে আদায় করতে চায় সেজন্য শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক ওয়ারিশ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং তাদের অনুমোদন লাগবে। যদি তিনি ফিদইয়া আদায়ের জন্য ওসিয়ত করে না গিয়ে থাকেন। যদি ওসিয়ত করে গিয়ে থাকেন তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে আদায় করতে হবে। এতে ওয়ারিশগণ রাজী থাকেন কিংবা না থাকেন তাতে কিছু যায় আসে না। যদি ফিদইয়ার মূল্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে উপরিউক্ত শর্ত সাপেক্ষে তা পরিশোধ করা যেতে পারে।

সাহু সিজদা

সিজদা সাহু কখন ওয়াজিব হয় এবং কিভাবে তা আদায় করতে হয়?

---

১. কাযা নামাযের ফিদয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন নামাযের কাযার কোনো ফিদইয়া নেই। –অনুবাদক।

প্রশ্ন-৬৬২ ঃ নামাযে কি ধরনের ভুল হলে সাহু সিজদা দিতে হয়? এবং কিভাবে তা আদায় করতে হয়?

উত্তর ঃ কোনো ফরয কিংবা ওয়াজিব বিলম্বে সম্পাদন করলে কিংবা কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু-[আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত] পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটো সিজদা করতে হবে। তারপর পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ এবং দু'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

প্রশ্ন-৬৬৩ ঃ আমি যদি ভুলে নামাযে দু'সিজদার জায়গা তিন সিজদা দিয়ে ফেলি তাহলে তার প্রতিকার কী?

উত্তর ঃ যদি নামাযে কোনো ফরয ছুটে যায় তাহলে পুনরায় নামায পড়তে হবে। সুন্নাত ছুটে গেলে মাফ। ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা ফরয বা ওয়াজিব বিলম্বে সম্পাদন করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। এজন্য নামাযীকে জানতে হবে, কোন্‌টি ফরয, কোন্‌টি ওয়াজিব এবং কোন্‌টি সুন্নাত। ভুলে দু'সিজদার জায়গায় তিন সিজদা হয়ে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

সাহু সিজদার উত্তম পদ্ধতি

প্রশ্ন-৬৬৪ ঃ

১. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর এবং দরূদ শরীফ পড়ার আগেই কি সাহু সিজদা করতে হবে?

২. সাহু সিজদার পর পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি?

৩. শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীরা সাহু সিজদা করার পর পরই সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ সালাম ফেরানোর আগে কিংবা পরে সাহু সিজদা করা জায়েয আছে। ইমাম আবু হানিফার (রহ) অনুসারীগণ ঐ নিয়মই অনুসরণ করে থাকেন যা আপনি এক এবং দু'নম্বর প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন।

মুকতাদীর ভুলের জন্য সাহু সিজদা দিতে হবে কি?

প্রশ্ন-৬৬৫ ঃ জামায়াতে নামায পড়ার সময় মুকতাদীর কোনো ভুল হলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর সাহু সিজদা করতে হবে কি?

উত্তর ঃ জামায়াতে নামায পড়ার সময় মুকতাদী কোনো ভুল করে ফেললে সেজন্য তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে না।

কাযা নামাযে ভুল হলেও কি সাহু সিজদা দিতে হবে?

প্রশ্ন-৬৬৬ ঃ কাযা নামায পড়ার সময় যদি এমন ভুল হয়ে যায় যার জন্য সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়, তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ নামায কাযা হোক, আদা হোক, ফরয, ওয়াজিব সুন্নাত কিংবা নফল যাই হোক না কেন যদি এমন কোনো ভুল হয়ে যায় যার জন্য সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

সাহু সিজদার সময় কয়টি সিজদা করতে হবে?

প্রশ্ন-৬৬৭ ঃ সাহু সিজদার সময় কয়টি সিজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ সাহু সিজদার সময়ও দুটো সিজদা-ই করতে হবে।

একাধিক ভুলের জন্য কতবার সাহু সিজদা করতে হবে

প্রশ্ন-৬৬৮ ঃ যদি নামাযে একাধিক ভুল হয় তাহলে ক'বার সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ কোনো নামাযের নিয়াত করার পর থেকে সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত যতবারই ভুল হোক না কেন সেজন্য মাত্র একবার সাহু সিজদা করতে হবে।

কিরায়াত পড়ার সময় আয়াত ভুলে গেলে

প্রশ্ন-৬৬৯ ঃ কিরায়াত পড়ার সময় যদি কেউ আয়াত ভুলে যায় তাহলে কি সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কিরায়াত পড়ার সময় আয়াত ভুলে যায় এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' বলা যায় সেই পরিমাণ সময় নীরব থাকে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

ইমামের সাথে এক রাকায়াত পায়নি এমন ব্যক্তি সেই রাকায়াত পড়ার সময় শুধু আলহামদু পড়েই রুকুতে গেলে

প্রশ্ন-৬৭০ ঃ ইমামের এক রাকায়াত পড়ার পর এক মুসল্লী জামায়াতে শরীক হলেন। ইমাম সালাম ফেরানোর পর তিনি উঠে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকুতে চলে গেলেন। অথচ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো অপরিহার্য ছিলো। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন? সাহু সিজদা দিলেই কি নামায হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ হাঁ, সাহু সিজদা দিলেই নামায হয়ে যাবে।

দাঁড়িয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেললে

প্রশ্ন-৬৭১ ঃ ছানা এবং সূরা ফাতিহার পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেললে এবং স্মরণ হওয়া মাত্র অন্য সূরা পড়লে নামায হবে কি? সংক্ষেপে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি ছানার জায়গায় (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার আগে) কেউ আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেলে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। সূরা ফাতিহার পরিবর্তে কিংবা সূরা ফাতিহার পর আত্তাহিয়্যাতু পড়লে অবশ্যই সাহু সিজদা করতে হবে।

যোহর ও আসরে উচ্চ শব্দে কিরায়াত পড়লে

প্রশ্ন-৬৭২ ঃ যোহর কিংবা আসর নামাযে কেউ উচ্চ শব্দে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেললো। স্মরণ হওয়া মাত্র অবশিষ্ট কিরায়াত চুপি চুপি পড়লো। এমতাবস্থায় সাহু সিজাদ করতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি তিন আয়াতের কম পড়া হয় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি তিন আয়াতের বেশি হয় কিংবা পুরো রাকায়াতেই উচ্চ শব্দে কিরায়াত পড়া হয় তাহলে অবশ্যই সাহু সিজদা করতে হবে।

দু'আ কুনুত পড়তে ভুলে গেলে

প্রশ্ন-৬৭৩ ঃ বিত্‌র নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে ভুলে দু'আ কুনুত না পড়েই কেউ রুকুতে চলে গেলো। তখন সে কী করবে?

উত্তর ঃ দু'আ কুনুত পড়া ওয়াজিব। ভুলক্রমে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিলেই নামায হয়ে যাবে।

সালাম ফেরানোর পর ভুলের কথা স্মরণ হলে

প্রশ্ন-৬৭৪ ঃ এক ব্যক্তি নামায ভুল করলো। কিন্তু সাহু সিজদা না করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে ফেললো। তারপর স্মরণ হলো ভুলের জন্য সাহু সিজদা করা হয় নি। তখন সে কী করবে?

উত্তর ঃ সালাম ফেরানোর পর স্মরণ হলো সাহু সিজদা করা হয়নি, তখন যদি নামাযের স্থান ত্যাগ করা না হয় এবং নামায নষ্ট হয়ে যায় এমন কোনো কাজ করা না হয় তাহলে সাহু সিজদা করে পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফেরালেই হয়ে যাবে। আর যদি নামায নষ্ট হওয়ার মত কোনো কাজ করে ফেলে তাহলে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে।

বিত্‌র নামাযে দু' রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরালে

প্রশ্ন-৬৭৫ ঃ বিত্‌র নামাযে দু'রাকায়াত পড়ে কেউ ভুলে সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে বুঝতে পারলো যে, নামাযে ভুল হয়ে গেছে। তখন কি তৃতীয় রাকায়াত পড়ে সাহু সিজদা করবে, নাকি পুনরায় নামায পড়বে?

উত্তর ঃ শুধু সাহু সিজদা করলেই হবে।

আত্তাহিয়্যাতুর জায়গায় ভুলে সূরা পড়ে ফেললে

প্রশ্ন-৬৭৬ ঃ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরিবর্তে কেউ যদি ভুলে সূরা পড়ে ফেলে তাহলে কি সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ হাঁ, এমতাবস্থায় সাহু সিজদা করা ওয়াজিব।

যদি প্রথমে বৈঠক করতে ভুলে যায়

প্রশ্ন-৬৭৭ ঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠকে (অর্থাৎ দু'রাকায়াতের পর বৈঠক) করতে ভুলে গেলে, কী করবে?

উত্তর ঃ প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব। ওয়াজিব ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয়না সাহু সিজদা দিতে হয়। ভুলে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে অবশিষ্ট দু'রাকায়াত পড়ে শেষ বৈঠকে সাহু সিজদা দিলেই নামায হয়ে যাবে।

যে ক'রাকায়াত জামায়াত থেকে ছুটে গেছে তা পড়ার সময় যদি ভুল হয়ে যায়

প্রশ্ন-৬৭৮ ঃ যে ক'রাকায়াত জামায়াত থেকে ছুটে গেছে তা পড়ার সময় যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম থেকে পৃথক হয়ে যে ক'রাকায়াত পড়বে তা একাকী নামায পড়ার মতই। সেখানে কোনো ভুল হলে অবশ্যই সাহু সিজদা করতে হবে।

মুসাফির বা ভ্রমণকারীর নামায

কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে কসর পড়তে হবে?

প্রশ্ন-৬৭৯ ঃ কসর নামাযের জন্য তিন মনজিল পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা শর্ত। তাহলে এক মনজিল কত কিলোমিটার বা কত মাইল?

উত্তর ঃ দুররুল মুখতারের ভাষ্য অনুযায়ী এক মনজিল সমান ১৬ মাইল, সুতরাং তিন মনজিল সমান ৪৮ (১৬×৩) মাইল বা ৭৭.৭৬ কিলোমিটার।

ভ্রমণকারী নিজ জনপদ অতিক্রম করা মাত্র কসর পড়বে

প্রশ্ন-৬৮০ ঃ একজন ভ্রমণকারী যিনি গাড়ীতে সফর করেছেন, কিছুক্ষণ পূর্বে গাড়ি চলা শুরু করেছে। এখনো ৭৭ কিলোমিটার অতিক্রম করেননি। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। তখন তিনি কী করবেন? কসর পড়বেন, না পুরো নামায পড়বেন?

উত্তর ঃ ভ্রমণকারী যখনই ৭৭.৭৬ কিলোমিটার কিংবা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে সফর করার নিয়াত করে বাড়ি থেকে বের হবেন এবং নিজ মহল্লা, গ্রাম বা শহর অতিক্রম করে চলে যাবেন তখনই নামায কসর পড়তে হবে।

ভ্রমণকারী কোথাও এক সপ্তাহ থাকার নিয়াত করলে

প্রশ্ন-৬৮১ ঃ অনেক সময় চাকুরীর কারণে ৫০/৬০ মাইল দুরেও সফর করতে হয়। ৭/৮ দিন থাকবো এ নিয়াত করেই সেখানে যাই। এমতাবস্থায় আমার কসর পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ কোথাও সফরে গেলে কমপক্ষে পনেরো দিন থাকার নিয়াত করলে সে মুকীম হিসেব গণ্য হবে। কসর পড়া যাবেনা। পনেরো দিনের কম থাকলে কিংবা না থাকার নিয়াত করলে কসর পড়তে হবে। কিন্তু যদি স্থানীয় কোনো ইমামের পেছনে জামায়াতে নামায পড়ে তাহলে পুরো নামাযই পড়তে হবে। কসর পড়া যাবে না। কসরের নির্দেশ শুধু নিজে ইমামত করলে কিংবা একাকী নামায পড়লে তখনকার জন্য।

পুরুষ ও মহিলা তারা তাদের শ্বশুরালয়ে গেলে মুসাফির না মুকীম?

প্রশ্ন-৬৮২ ঃ পুরুষ কিংবা মহিলা যদি (৭৭ কিলোমিটারের চেয়ে দূরে অবস্থিত) তার শ্বশুর বাড়ি যায় তাহলে সে মুসাফির (ভ্রমণকারী) নাকি মুকীম (স্থানীয় অধিবাসী) হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ পুরুষের শ্বশুর বাড়ি যদি সফরের দূরত্বের সমান দূরে অবস্থিত হয় এবং সেখানে গিয়ে পনেরো দিনের কম সময় থাকার নিয়াত থাকে তাহলে নামায কসর পড়তে হবে। আর স্ত্রীও যদি স্বামীর সাথে সাথে পনেরো দিনের কম সময়ের জন্য বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে তাহলে স্বামীর সাথে সাথে তাকেও কসর পড়তে হবে। (কারণ বিয়ের পর স্বামীর বাড়িকে স্ত্রীর নিবাস বলে গণ্য করা হয়)।

সফর থেকে ফেরার পর কসর

প্রশ্ন-৬৮৩ ঃ সফর থেকে ফেরার পরও কি কসর নামায পড়তে হবে? কখন কসর পড়া শেষ করতে হবে?

উত্তর ঃ সফর থেকে ফিরে যখন নিজ শহর, গ্রাম কিংবা লোকালয়ে প্রবেশ করবে তখন আর কসর পড়া যাবে না। পুরো নামায পড়তে হবে।

আরাফাতের ময়দানে কসর পড়া হয় কেন?

প্রশ্ন-৬৮৪ ঃ হাজ্জের দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাতে মাসজিদে নামিরাতে যোহর ও আসর নামায সব সময় কসর পড়া হয় কেন?

উত্তর ঃ আমরা (হানাফীরা) মনে করি আরাফাতে শুধু মুসাফিরদের কসর পড়া উচিত। যারা মুকীম তারা পুরো নামায পড়বে, কিন্তু সাউদি আলিমদের দৃষ্টিতে কসর হাজ্জেরই একটি অংশ। তাই ইমাম যদি মুকীমও হয় তবু কসর পড়বেন।

বাস কিংবা প্লেনে নামায

প্রশ্ন-৬৮৫ ঃ বাস কিংবা প্লেনে সফর করলে এবং সফর অবস্থায় নামাযের সময় হলে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ বাস কিংবা প্লেনে সফর অবস্থায়ও নামায ফরয। কাযা করা যাবেনা। প্লেনে তো খুব আরামের সাথেই নামায পড়া যায়। কষ্ট হয় বাসে নামায পড়ার সময়। এজন্য টিকেট কাটার আগে ড্রাইভারের সাথে কন্টাক্ট করে নেয়া উচিত, নামাযের জন্য সে গাড়ী দাঁড় করাবে। এতে যদি সে রাজী না হয় তাহলে এতটুকু দূরের টিকেট করা উচিত যেখানে নেমে নামায পড়া যাবে। তারপর অন্য বাসে চেপে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে।

প্রশ্ন-৬৮৬. প্লেনে নামায পড়লে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ আলিমের মতে প্লেনে নামায পড়লে তা হয়ে যাবে। যদি নামাযের সবগুলো শর্ত পালন করা যায়। অনেকে বলেন প্লেনে নামায পড়ার পর মাটিতে নেমে পুনরায় তা আদায় করা ভালো। যদিও তা পুনরায় পড়া অপরিহার্য নয়।

জাহাজে চাকুরীরত ব্যক্তির নামায

প্রশ্ন-৬৮৭ ঃ আমি এক সামুদ্রিক জাহাজে চাকুরী করি। জাহাজ কোনো বন্দরে নোঙর করলেও পনেরো দিনের বেশি বিলম্ব করেনা (মাঝে মধ্যে কোনো বন্দরে আবার এক মাসও নোঙর করে থাকে।) অনেক সময় একাধারে দেড় মাস পর্যন্ত জাহাজ একটানা চলতে থাকে। বাড়ির মত থাকা খাওয়া ও আরাম আয়েশের সব ব্যবস্থাই আছে। আমি আলহামদুলিল্লাহ্ নিয়মিত নামায পড়ি। অনেক সময় জামায়াতে আবার মাঝে মাঝে একাকীও পড়ি। পুরো নামাযই পড়ে থাকি। ইদানিং জাহাজে এক নতুন ক্যাপ্টেন এসেছেন। তিনি বলেন- জাহাজে যারা চাকুরী করে তাদেরকে নামায কসর পড়তে হবে। পুরো নামায পড়লে হবেনা। তার কথার প্রমাণ স্বরূপ এক মাওলানা সাহেবের ফাতওয়াও আমাকে দেখিয়েছেন। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে- যারা জাহাজে চাকুরী করেন তারা সকল বিচারেই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। যদি জাহাজ কোনো বন্দরে নোঙর করে পনেরো দিনের বেশি থাকে বা থাকার ইচ্ছে করে তাহলে তাদেরকে পুরো নামায পড়তে হবে। আপনি আরো লিখেছেন জাহাজে আপনারা বেশ আরাম

আয়েশেই আছেন। সফরের কোনো কষ্ট আপনাদেরকে ভোগ করতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, সফরের কষ্টের ওপর ভিত্তি করে শরঈ নির্দেশ দেয়া হয়নি। নির্দেশ দেয়া হয়েছে সফরকে কেন্দ্র করে। কাজেই সফরে কষ্ট হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই নামায কসর পড়তে হবে। শুধু ফরয নামাযে কসর হয়। সফর অবস্থায় সুন্নাত ও নফল নামায পড়া ঐচ্ছিক। এজন্য সুন্নাত ও নফল নামাযে কসর নেই। তবু সফরে যদি কেউ সুন্নাত ও নফল পড়ে তা জায়েয আছে।

কেউ যদি সফরে ফরয নামায পুরো পড়ে

প্রশ্ন-৬৮৮ ঃ সফরে কেউ যদি ফরয নামায পুরো পড়ে তাহলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ সফরে চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দু' রাকায়াত পড়তে হবে। কেউ যদি পুরো চার রাকায়াত পড়ে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে ফযরের দু'রাকা'আত ফরযের জায়গায় চার রাকায়াত পড়ে। কাজেই দু'রাকায়াত পড়ার নির্দেশ যেখানে এসেছে সেখানে চার রাকায়াত পড়লে হবে না। (অবশ্য জামায়াতে পড়লে ভিন্ন কথা), নামায পুনরায় পড়তে হবে।

যদি কোনো মুসাফির ইমামত করতে গিয়ে চার রাকায়াত পড়েন?

প্রশ্ন-৬৮৯ ঃ যদি কোনো মুসাফির যোহর নামাযের ইমামত করতে গিয়ে চার রাকায়াত পড়ে ফেলেন তাহলে মুকীম (স্থানীয়) মুকতাদীর নামায হবে কি? কারণ ঐ ইমামের শেষ দু'রাকায়াত তো নফল হিসেবে পরিগণিত। আর নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয নামায হয় কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফার (রহ) মতে মুসাফির ইমাম হোক কিংবা একাকী নামায পড়ুক তাকে চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকায়াত পড়তে হবে। এখন যদি কোনো মুসাফির ইমাম যোহরে চার রাকায়াত পড়ে থাকেন তাহলে স্থানীয় মুকতাদীর নামায হবে না। কারণ ইমামের শেষের দু'রাকায়াত নফল হিসেবে গণ্য। এখন রইলো মুসাফির মুকতাদীর কথা। ইমাম যদি ভুলে চার রাকায়াত পড়ে থাকেন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতের পর বৈঠক করে থাকেন এবং শেষ বৈঠকে সাহু সিজদা করেন তাহলে নামায হয়ে যাবে। আর যদি তিনি ইচ্ছাকৃত চার রাকায়াত পড়ে থাকেন এবং দু'রাকায়াত পর বৈঠকও করে থাকেন কিন্তু সাহু সিজদা না করেন তাহলে ফরয আদায় হবে না। ইমাম গুনাহ্গার হবেন। এজন্য তাওবা করে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

সফরে সুন্নাত নামায পড়া

প্রশ্ন-৬৯০ ঃ সফরে যদি কেউ স্বস্তিতে অবস্থান করে তখন সুন্নাত পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ সফরে সুন্নাত পড়া জরুরী নয়। অবশ্য ফযরের সুন্নাত পড়ার চেষ্টা করা উচিত। অবশিষ্ট সুন্নাত পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই আর না পড়লেও কোনো দোষ নেই।

সফরে তাহাজ্জুদ, ইশরাক প্রভৃতি নামায

প্রশ্ন-৬৯১ ঃ সফরে থাকাবস্থায় তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত এবং জুম'আর দিন 'সালাতুত্ তাসবীহ্' পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ সময় ও সুযোগ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই পড়া যাবে।

জুম'আর নামায

জুম'আর দিন সবচেয়ে উত্তম দিন

প্রশ্ন-৬৯২ ঃ জুম'আর দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত জানতে চাই।

উত্তর ঃ আলহামদু লিল্লাহ্! আমরা মুসলিম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের দীনী বিষয়গুলোও সঠিকভাবে জানিনা। আপনি জানতে চেয়েছেন সেজন্য আপনাকে মুবারাকবাদ

সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে জুম'আর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। হাদীসে আছে- 'দিনের যে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আ। এ দিন আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার এ জুম'আর দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনই তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এমনকি কিয়ামাতও এই দিনেই সংগঠিত হবে।' অন্য এক হাদীসে আছে- 'জুমআর দিন আদম (আ) এর তাওবা কবুল করা হয়েছিলো। এবং তিনি এই দিনে ইন্তিকাল করেছেন।' অনেক হাদীসে বলা হয়েছে- জুম'আর দিন এমন একটি সময় আছে যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর দরবারে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়। জুম'আর দিনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব হাদীস মিশকাত শরীফে আছে। উল্লেখিত হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে জুম'আর দিনের ফযীলত সম্পর্কে।

জুম'আর নামাযের গুরুত্ব

প্রশ্ন-৬৯৩ ঃ আমরা শুনেছি যে ব্যক্তি জেনে বুঝে তিন জুম'আ পরিত্যাগ করবে

সে কাফির হয়ে যায়। পুনরায় কালিমা পড়ে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। সত্যিই কি তাই?

উত্তর ঃ আপনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন হুবহু সেই বক্তব্য আমি কোনো হাদীসে পাইনি। জুম'আ পরিত্যাগ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত হাদীসগুলো এসেছে-

مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمْعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِه.

'যে ব্যক্তি অলসতা বশত পরপর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।' -আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজা ও দারিমী।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَىْ قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

'মানুষ জুম'আর নামায পরিত্যাগ করা থেকে ফিরে আসবে, নইলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দিলে মোহর মেরে দেবেন, তখন তারা আরো গাফিল হয়ে যাবে।' -মুসলিম।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابِ لاَ يُمْحِى وَلاَ يُبَدَّلَ.

'যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে জুম'আর নামায ছেড়ে দেবে তার নাম এমন কিতাবে মুনাফিক হিসেবে লিখা হবে যার লিখা মুছে ফেলা যায় না কিংবা পরিবর্তনও করা যায় না।' –সুনান আন্ নাসাঈ।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন-

'যে পরপর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করলো, সে যেন ইসলামকে পেছনে নিক্ষেপ করলো।' (মাজমু'উয্ যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০)

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়- জুম'আর নামায ত্যাগ করা সাংঘাতিক গুনাহ্। যার প্রেক্ষিতে অন্তর ভালো ও কল্যাণ বিমুখ হয়ে যায়। আল্লাহ্র নিকট সে মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে এবং গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করতে হবে।

জুম'আর নামায কি ফরয না ওয়াজিব?

প্রশ্ন-৬৯৪ ঃ জুম'আর নামায কি ফরয না ওয়াজিব? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ জুম'আর নামায ফরয। জুম'আ যোহরের স্থলাভিষিক্ত। এজন্য জুম'আর নামাযের পর যোহর নামায পড়ার প্রয়োজন হয় না। জুম'আর ফরয নামাযের আগে চার রাকায়াত এবং পরে চার রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়তে হয়। এ আট রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শেষে আরো দু'রাকায়াত সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদা নামাযও আছে।

জেলখানায় জুম'আর নামায

প্রশ্ন-৬৯৫ ঃ জেলখানার ভেতর জুম'আর নামায পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর নিকট যেসব শর্তসাপেক্ষে জুম'আর নামায পড়া জায়েয, সেসব শর্তের অন্যতম শর্ত হচ্ছে ইজনে আম অর্থাৎ এমন পরিবেশে জুম'আর নামায হতে হবে যেখানে জনসাধারণ অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে। জেলে যদি এ শর্তটি পাওয়া যায় তাহলে সেখানে জুম'আর নামায পড়া জায়েয, নইলে নয়। এ হচ্ছে প্রচলিত ফিক্‌হের সহজ মাসয়ালা। কিন্তু মুফতী মাহমুদ (রহ) জেলের মধ্যে জুম'আর নামায জায়েয বলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু ফিক্‌হের রেফারেন্সও দিয়েছেন। এ মুহূর্তে আমার কাছে সেগুলো মওজুদ নেই। এটি শুধু তার ফাতওয়া ছিলো না তিনি এর ওপর আমলও করেছেন।

সেনা ছাউনীতে জুম'আর নামায

প্রশ্ন-৬৯৬ ঃ অনেকে সময় ট্রেনিংয়ের জন্য জঙ্গল কিংবা বিজন এলাকায় ক্যাম্প করা হয়। সৈন্যসংখ্যা প্রায় চার/পাঁচশ'র মত থাকে। সেখানে জুম'আর নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ জুম'আ ফরয হয় লোকালয়ে। জঙ্গলে কিংবা বিজন এলাকায় জুম'আর নামায ফরয হয় না। সেখানে জুম'আ বার হলেও যোহর নামায পড়তে হবে। দলিল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে যোহর নামায পড়েছেন, জুম'আ পড়েন নি। অথচ সেদিন ছিলো জুম'আ বার।

খুতবা ব্যতীত জুম'আর নামায

প্রশ্ন-৬৯৭ ঃ খুতবা ব্যতীত জুম'আর নামায পড়লে, তা হবে কি?

উত্তর ঃ সম্মিলিতভাবে খুত্‌বা ছাড়া জুম'আর নামায হবে না। তবে কেউ যদি

খুতবা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাসজিদে এসে নামাযে শামিল হয়, অবশ্য তার নামায হয়ে যাবে।

খুতবার সময় সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন-৬৯৮ ঃ সৌদি আরবে জুম'আর খুতবার সময় লোকেরা সুন্নাত পড়ে। ইমাম সাহেব কিছু বলেন না, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ হানাফী মতে জায়েয নেই। তবে তাদের মাযহাব মতে জায়েয আছে।

খুতবার সময় সালাম দেয়া নেয়া

প্রশ্ন-৬৯৯ ঃ মাসজিদে খতীব সাহেব খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে সালাম দিলেন, তার জবাব দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ খুতবার সময় সালাম দেয়া বা নেয়া জায়েয নেই, হারাম।

খুতবার সময় টাকা উঠানো

প্রশ্ন-৭০০ ঃ অনেক মাসজিদে দেখা যায় খুতবার সময় টাকা উঠাতে বাক্স চালিয়ে দেয়, এটা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ জুম'আর খুতবা চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়া নেয়া এবং কথাবার্তা বলা যেমন জায়েয নেই তেমনিভাবে খুতবার সময় টাকা-পয়সা উঠানোও জায়েয নেই। (খুতবার আগে কিংবা পরে উঠানো যেতে পারে)।

জুম'আর খুতবা একজন পড়ে নামায অন্যজন পড়ালে

প্রশ্ন-৭০১ ঃ অনেক সময় দেখা যায় খুতবা একজন পড়েন এবং অন্যজন নামায পড়ান। এটি কি ঠিক? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে যিনি খুতবা দেবেন নামাযও তিনিই পড়াবেন। তবু যদি কেউ খুতবা দিয়ে অন্যজনকে দিয়ে নামায পড়ান তাও জায়েয আছে।

জুম'আতুল বিদা'

প্রশ্ন-৭০২ ঃ জুম'আতুল বিদা'র আলাদা কোনো ফযীলত আছে কি? রমযানে প্রত্যেক জুম'আ-ই তো ফযীলতের। মেহেরবানী করে জানাবেন, জুম'আতুল বিদার গুরুত্ব বাড়লো কিভাবে?

উত্তর ঃ রমযানের শেষ জুম'আকে লোকেরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাকে জুম'আতুল বিদা নামে অভিহিত করে। কিন্তু হাদীসে পৃথকভাবে এর কোনো মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়নি। এমনকি "জুম'আতুল বিদা" কিংবা "আখেরী

জুম'আ" নামে কোনো শব্দও হাদীসে নেই। রমযানের শেষ জুম'আকে "আখেরী জুম'আ" নামে বা "জুম'আতুল বিদা" নামে কখন থেকে অভিহিত হয়ে আসছে কিংবা কে এর প্রচলন করেছে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

জুম'আর দিন ঈদ হলে জুম'আর নামায পড়তে হবে কি?

প্রশ্ন-৭০৩ ঃ গত ঈদের দিন ইমাম সাহেব এক মাসয়ালা বলেছেন, ঈদ এবং জুম'আ যদি একই দিনে হয় তাহলে কেউ জুম'আর নামায না পড়লে গুনাহ্ হবে না। এটি কি সঠিক মাসয়ালা?

উত্তর ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব। আর জুম'আর নামায পড়া ফরযে আইন। ওয়াজিব ফরযের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কী করে? তাছাড়া ঈদের নামাযের ওয়াক্ত পূর্বাহ্ন আর জুম'আর নামাযের ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর। তাহলে একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত কি করে হতে পারে? অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে ঈদের নামায জুম'আর নামাযকে মুলতবী করে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম মালিক (রহ) ও ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখের এই বক্তব্য।

একটি হাদীসের কারণে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি। হাদীসটি শহুরে লোকের জন্য নয় যাযাবর বেদুঈনদের জন্য। তারা ঈদের নামায পড়ার জন্য শহরে আসতো। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যদি তারা জুম'আ না পড়ে এলাকায় চলে যায় তাতে দোষের কিছু নেই। (কারণ অজ পাড়াগায়ে এমনিই জুম'আর নামায ফরয নয়)। সেই হাদীসের নির্দেশ সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই ইমাম সাহেব মাসয়ালাটি ঠিক বলেননি। ভুল বলেছেন।

নামাযের পরে দু'আ ও যিকির

দু'আর গুরুত্ব

প্রশ্ন-৭০৪ ঃ দু'আর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাই মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ নিজেকে তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোনো কিছু চাওয়ার নাম দু'আ। প্রতিটি মুহূর্তে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

'দু'আ মুমিনের হাতিয়ার, দীনের খুঁটি এবং আসমান জমিনের নূর।' (মুসনাদ আবু ইয়ালা, মুস্তাদরাকে হাকিম)।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

'দু'আ ইবাদাতের মগজ।' (জামে আত্ তিরমিযী)।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

'দু'আ হচ্ছে প্রকৃত ইবাদাত।'

(মুসনাদ আহমাদ, আবু দাঊদ, নাসাঈ, জামে আত্ তিরমিযী)।

অন্য হাদীসে এসেছে-

'দু'আ রাহমাতের চাবি, ওযু নামাযের চাবি আর নামায জান্নাতের চাবি।' (দাইলামী)।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় দু'আ আল্লাহ্র নিকট কত প্রিয় বস্তু। বান্দা তার নিকট ছোটত্ব ও বিনয়ের সওগাত পেশ করবেন আর তিনি তার অভাব অভিযোগ শুনে তা মোচন করবেন। ইবাদাত অর্থ বান্দার নিজেকে অত্যন্ত হেয় ও মুখাপেক্ষী করে আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা। যেহেতু দু'আর মাধ্যমে এ উদ্দেশ্যটি বেশি সম্পন্ন হয় তাই দু'আকে 'প্রকৃত ইবাদাত' বা 'ইবাদাতের মগজ' বলা হয়েছে। যে নিজেকে তুচ্ছ ও হেয় করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করতে পারে না সে ইবাদাতের মজা থেকেও বঞ্চিত হয়।

সবচেয়ে উত্তম দু'আ

প্রশ্ন-৭০৫ ঃ সবচেয়ে উত্তম দু'আ কী?

উত্তর ঃ হাদীসে বলা হয়েছে- 'তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও কল্যাণ চাও। কারণ যদি তুমি এ দুটো জিনিস দুনিয়ায় পেয়ে যাও তাহলে আখিরাতেও সফল হয়ে গেলে।' (তিরমিযী)।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

যার জন্য দু'আর দরোজা খুলে গেছে তার জন্য রাহমাতের দরোজাও খুলে গেছে। আল্লাহ্র কাছে যা কিছু চাওয়া হয় তার মধ্যে আল্লাহ্র সবচেয়ে পছন্দনীয় হচ্ছে বান্দা তাঁর নিকট গুনাহ্ মাফের দু'আ করবে। (তিরমিযী)।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ.

'হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা।'

তদ্রূপ সূরা বাকারার ২০১ নং আয়াতটিও

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

দু'আ হিসেবে উত্তম। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় এ দু'আ করতেন। (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)।

কখন কিভাবে দু'আ করতে হবে

প্রশ্ন-৭০৬ ঃ কখন এবং কিভাবে দু'আ করলে কবুল হয়, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাহমাতের দরোজা সবসময়ই খোলা থাকে। যখন বান্দা তাঁর নিকট কিছু চায় তখন তিনি বান্দাকে ফিরিয়ে দেন না। প্রতিটি মুহূর্তেই দু'আ কবুল হয়। তবে হাদীসে দু'আ কবুলের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

'আল্লাহ্ তা'আলা অমনযোগী লোকের দু'আ কবুল করেন না।'

আরো বলা হয়েছে-

'ধুলো মলিন দেহ, এলো চুল, অনেক দূর থেকে সফর করে (হাজ্জের জন্য) এসেছে, বড়ো আবেগ নিয়ে 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' করছে, অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম উপায়ে অর্জিত। তার দু'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?' (সহীহ মুসলিম)।

দু'আ কবুলের আরেকটি শর্ত হচ্ছে, বান্দা দু'আ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে পারবেনা। অনেকে দু'আ করে, কিন্তু তা তাড়াতাড়ি কবুল না হলে নিরাশ হয়ে আল্লাহ সম্পর্কেও খারাপ ধারণা করে বসে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'বান্দার দু'আ কবুল করা হয় যদি সে তাড়াহুড়ো না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তাড়াহুড়ো বলতে কী বুঝানো হয়েছে? বললেন- একথা বলতে থাকে, আমি তো কত দু'আ'ই করলাম কিন্তু কবুলতো হলো না।'

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের সব দু'আ-ই আল্লাহ্ কবুল করেন কিন্তু তার অবস্থা বিভিন্ন রকম। কখনো যা চাওয়া হয় তাই দেয়া হয়, আবার কখনো তার চেয়ে উত্তম কিছু দেয়া হয়। অনেক সময় সেই দু'আর বরকতে কোনো বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়। আবার কখনো বান্দার জন্য সেই দু'আ আখিরাতের পুঁজি বানিয়ে দেয়া হয়। এজন্য বিমুখ না হয়ে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করবেন।

হাদীসে বলা হয়েছে-

'আল্লাহ কিয়ামাতের দিন ঈমানদারদেরকে ডেকে নিয়ে বলবেন, আমি তোমাদেরকে আমার নিকট চাইতে বলেছিলাম। তোমরা চেয়েছো কি? বান্দা উত্তর দেবে- হে আল্লাহ্ আমরা তো দু'আ করেছি, চেয়েছি। বলা হবে- তোমরা যত দু'আ করেছো সবই কবুল করা হয়েছে। দেখ অমুক অমুক বিপদে এ দু'আ করোনি? আর আমি তোমাদের সেই বিপদ দূর করে দেইনি? বান্দা বলবে- হ্যা, এরূপ হয়েছে। আবার বলা হবে- অমুক অমুক বিপদের সময় তোমরা এ দু'আ করোনি? কিন্তু মুসিবত দূর হয়নি, তাই না? বান্দা বলবে- হ্যাঁ, ঠিক তাই ঘটেছে। ইরশাদ হবে- 'আমি সেগুলো কবুল করে জান্নাতের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।' তারপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- মুমীন বান্দা আল্লাহর নিকট যে দু'আ-ই করুক না কেন তা কবুল করে হয় দুনিয়ায়ই তাকে বিনিময় দেয়া হয় কিংবা তা আখিরাতের উপকরণ বানিয়ে রাখা হয়। দু'আর বিনিময়ে মুমিনদেরকে আখিরাতে যা দেয়া হবে তা দেখে আফসোস করবে, আহা! দুনিয়ায় যদি কোনো দু'আ-ই কবুল না হতো! (মুস্তাদরাকে হাকিম)।

'আল্লাহ্ তা'আলা রহম ও করমের আধার। বান্দা যখন তাঁর নিকট হাত পাতে তখন তিনি খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।' (তিরমিযী, ইবনু মাজা)।

সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কুবল হয় এবং সব সময়ই কবুল হয়। তবু এমন কিছু সময় আছে যখন দু'আ করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তেমন কয়েকটি সময়ের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. সিজদারত অবস্থায়।

   হাদীসে আছে- 'মানুষ সিজদার সময় সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হয়। অতএব একাগ্রতার সাথে সেই সময় দু'আ করতে থাকো।' (সহীহ্ মুসলিম)।

   তবে হানাফীদের মতে শুধু নফল নামাযের সিজদায় দু'আ করা যাবে। ফরয নামাযের সিজদায় শুধু নির্দিষ্ট দু'আ পড়তে হবে।

২. ফরয নামাযের পর।

   নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো- 'কোন সময়ের দু'আ বেশি কবুল হয়? তিনি বলেছেন- রাতের শেষ ভাগে

এবং ফরয নামাযের পর দু'আ কবুলের সম্ভাবনা বেশি।' (জামে আত্ তিরমিযী)।

৩. সাহ্রীর সময়।

হাদীসে আছে- 'যখন রাতের দু' তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয় তখন পৃথিবীবাসীর দিকে আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টিতে চেয়ে ঘোষণা করেন- চাওয়ার মত কেউ আছে কি, কেউ মাফ চাওয়ার আছ কি যাকে আমি মাফ করে দেব? কেউ দু'আ করবে কি যার দু'আ আমি কবুল করবো? এ আহবান সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।' (সহীহ্ মুসলিম)

৪. মুয়াযযিনের আযানের সময়।

৫. রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণের সময়।

৬. আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়।

৭. সফরে থাকা অবস্থায়।

৮. অসুস্থ অবস্থায়।

৯. দুপুরে যখন সূর্য ঢলে পড়ে।

১০. দিন ও রাতের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়।

এ সময়ের কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে- 'নিজের, সন্তানের, পরিবারের ও সম্পদের ব্যাপারে তোমরা কখনো বদ দু'আ করবে না। দিন রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যখন দু'আ কবুল করা হয়। তোমার বদ দু'আটি যদি সেই সময় পড়ে যায় তাহলে নির্ঘাত কবুল হয়ে যাবে।' (সহীহ মুসলিম)

দু'আর কথাগুলো মনে মনে বলা

প্রশ্ন-৭০৭ ঃ নামাযে মনে মনে কিরায়াত পড়া সহীহ নয় এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন শব্দর উচ্চারণ নিজ কানে শোনা যায়। দু'আর সময়ও কি এতটুকু আওয়াজে দু'আ করতে হবে? অনেক সময় দু'আ করতে গিয়ে আমি এত বিহ্বল হয়ে যাই যে, কথাগুলো শুধু মনে মনে আওড়াতে থাকি। এভাবে দু'আ করলে হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঠিক আছে। মনে মনে দু'আ করলেও হবে।

দু'আর আদব

প্রশ্ন-৭০৮ ঃ নামাযের পর দরূদ শরীফ না পড়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে কি?

উত্তর ঃ দু'আর আদব হচ্ছে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর দরূদ শরীফ পড়ে নিজের ও বিশ্ববাসীর জন্য দু'আ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন– একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আল্লাহর রাসূল সেখানে তাশরীফ আনলেন। সাথে হযরত আবুবকর ও উমার ছিলেন আমি নামায শেষ করে প্রথমে হাম্‌দ (আল্লাহর প্রশংস) তারপর ছানা (দরূদশরীফ) পড়লাম। পরে আমার জন্য দু'আ করতে লাগলাম। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে লাগলেন- চাও, তোমাকে দেয়া হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে।' (তিরমিযী, মিশকাত, পৃ-৮৭)

হযরত উমার (রা) বলেছেন- 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর দরূদ না পড়ে কোনো দু'আ করলে তা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলিয়ে রাখা হয়।' (জামে আত্ তিরমিযী, মিশকাত, পৃ-৮৭)

ফরয নামাযের পর দু'আ করা

প্রশ্ন-৭০৯ ঃ ফরয নামাযের পর ইমাম ও মুকতাদীগণ মিলে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে হবে, এ ব্যাপারে শরঈ কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকলে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ

১. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয নামাযের পর দু'আ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এমন কি হাদীসে 'ফরয নামাযের পর দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়' একথাও বলা হয়েছে।

২. সহীহ্ হাদীসে-দু'আর সময় হাত উঠানো এবং দু'আ শেষে হাত মুখমণ্ডলে মুছে দেবার কথাও বলা হয়েছে।

৩. বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে বলা হয়েছে- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয নামাযের পর দু'আ করেছেন। যারা হাদীস অধ্যয়ন করেন এসব ঘটনা তাদের অজানা নয়। এজন্য ফকীহগণ ফরয নামাযের পর দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম নববী (রহ) বলেছেন-

اَلدُّعَاءُ لِلإِمَامِ وَالْمَامُوْرِ وَالْمُنْفَرِدِ مُسْتَحَبٌّ عَقِبَ كُلُّ الصَّلَوَاتِ بِلاَ خِلاَفٍ.

'নামাযের পর দু'আ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। ইমাম, মুকতাদী এবং মুনফারিদ প্রত্যেকের জন্যই দু'আ করা মুস্তাহাব।' (শরহে মুহায্যাব, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৮৮)

ইল্‌মে হাদীসে ইমাম নববীর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তিনি বলেছেন- নামাযের পর দু'আ করা সবাই মুস্তাহাব মনে করেছেন। ফরয নামাযের পর ইমাম ও মুকতাদী একত্রে দু'আ করতে পারেন কিন্তু ইমাম যা কিছু বলবেন মুকতাদী শুধু জোরে জোরে আমীন বলবেন এটি ঠিক নয়। বরং মুকতাদীগণ মনে মনে যার যার দু'আ করবেন। সুন্নাত ও নফল নামাযের পর একত্রিত হয়ে বসে সবাই মিলে যে দু'আ করা হয়, তা ঠিক নয়।

দরূদ শরীফের সাওয়াব বেশি, না ইস্তিগফারের?

প্রশ্ন-৭১০ ঃ দরূদ শরীফের সাওয়াব বেশি, না ইস্তিগফারের?

উত্তর ঃ উভয়টিই নিজ নিজ জায়গায় উত্তম। ইস্তিগফারের উদাহরণ প্লেট মেজে পরিষ্কার করা আর দরূদের উদাহরণ প্লেটকে রঙ দিয়ে ঝকঝকে করা।

সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ

প্রশ্ন-৭১১ ঃ বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়ার কথা শুনে থাকি। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন কোন্ দরূদ শরীফটি পড়া উত্তম এবং সহজ?

উত্তর ঃ সবচেয়ে উত্তম দরূদ শরীফ হচ্ছে সেইটি, যা আমরা নামাযে পড়ি। আর সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

এছাড়া হাদীসে আরো কিছু দরূদ শরীফের কথা বলা হয়েছে। আপনার যেটি ইচ্ছে পড়তে পারেন।

সবার জন্য ইস্তিগফার (মাগফিরাতের দু'আ) করা

প্রশ্ন-৭১২ ঃ মাগফিরাতের দু'আ কি সবার জন্যই করা যাবে? যারা জীবিত এবং যারা মৃত তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করার পদ্ধতি কী?

উত্তর ঃ ইস্তিগফার তো জীবিত এবং মৃত সবার জন্যই করা হয়। যেমন আরবীতে দু'আ করা হয় এভাবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالاَمْوَاتُ.

'হে আল্লাহ্! আমাকে এবং সকল মুসলিম পুরুষ ও মহিলাকে মাফ করে দিন। যারা জীবিত তাদেরকে এবং যারা মৃত তাদেরকেও।'

প্রশ্ন হতে পারে মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দু'আ করার ফায়দা কী? এর উত্তর হচ্ছে, যে ব্যক্তি সকলের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে মাফ করে দেন। আর যার জন্য সকলে দু'আ করেন আল্লাহ্ তাকেও মাফ করে দেন। অর্থাৎ সবার মাফের জন্য যিনি দু'আ করেন তার কল্যাণ তিনিও ভোগ করেন।

আহ্দনামা, দু'আ-ই গানজুল আরশ, দরূদে তাজ প্রভৃতির শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-৭১৩ ঃ আমি 'আরবাঈন-ই-নববী' পড়লাম। ১৬৮ পৃষ্ঠায় দু'আ-ই-গান্জুল আরশ, দরূদে লাখী, আহ্দনামা প্রভৃতির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা লেখা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এত ফযলীত সম্পন্ন দু'আগুলো নিশ্চয়ই মানুষের মনগড়া নয়?

আপনি শুধু বলে দেবেন নিচের দু'আগুলোর মধ্যে কোন্টি কুরআন-হাদীস সমর্থিত এবং কোন্টি সমর্থিত নয়?

১. দরূদে মাহী। ২. দরূদে লাখী। ৩. দু'আ-ই গানজুল আরশ। ৪. দু'আ-ই জামিলা। ৫. দু'আ-ই-মুস্তাজাব। ৬. আহ্দ নামা। ৭. দরূদে তাজ।

উত্তর ঃ আপনি যেসব দু'আ-দরূদের কথা লিখেছেন তা কোনো হাদীসে নেই। এমনকি তার ফযীলত সম্পর্কেও হাদীসে কিছু বলা হয়নি। যেসব ফযীলত ঐসব দু'আর আগে লেখা থাকে তা সঠিক মনে করাও জয়েয নেই। কারণ তা মিথ্যে কথা। আর মিথ্যে কথাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সাংঘাতিক গুনাহ্র কাজ।

সেসব দু'আ দরূদের কিছু কিছু বাক্য কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য আছে আবার কিছু কিছু বাক্য এমনও আছে যা আরবী ভাষাগত দিক থেকেও ভুল।

তবে একথা বলা মুশকিল যে, কে কখন এগুলো মনগড়া বানিয়ে চালু করেছে এবং মুসলিমদের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটেছে। আকাবিরগণ ঐসব দু'আর চেয়ে কুরআন- হাদীসের দু'আর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। (কাজেই কুরআন হাদীসের দু'আ বাদ দিয়ে অন্য কোনো দু'আ না পড়াই ভালো।)

নামাযের পর মুসাফাহ করা

প্রশ্ন-৭১৪ ঃ অনেক সময় দেখা যায় নামাযের পর মুসল্লীরা পরস্পর মুসাফাহা ও কোলাকুলি করে থাকে। এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ নামাযের পর মুসাফাহা করা ফকীহগণ বিদ'আত বলেছেন। কাজেই এরূপ করা উচিত নয়।

ঈদের নামায

রমযানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকারী কবে ঈদ করবে

প্রশ্ন-৭১৫ ঃ এক ব্যক্তি সাউদি আরব থেকে এদেশে এলো। সেদিন ছিলো সাউদি আরবে তার ৩০তম রোযা কিন্তু এদেশে এসে দেখলো, এদেশে ২৮তম রোযা চলছে। লোকটি কবে ঈদ করবে?

উত্তর ঃ সে যে দেশে এসেছে সেই দেশের হিসেব মত ঈদ করবে। যেহেতু আগেই তার ৩০ রোযা পূর্ণ হয়ে গেছে সেহেতু অবশিষ্ট দুটো রোযা তার নফল হিসেবে গণ্য হবে।

আবার যদি এর উল্টোটি হয় অর্থাৎ এদেশ থেকে যদি ২৮তম রোযার দিন কেউ সাউদি আরব যায় তাহলে পরদিন তাকে ঈদ করতে হবে। পরে অবশিষ্ট দুটো রোযা তাকে কাযা হিসেবে আদায় করে নিতে হবে।

যদি ঈদের নামাযে মুক্তাদীর তাকবীর ছুটে যায়

প্রশ্ন-৭১৬ ঃ ঈদের দিন কোনো মুকতাদী বিলম্বে ঈদগাহে পৌঁছুলো। এদিকে ইমাম সাহেবের তাকবীর বলা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন?

উত্তর ঃ যদি ইমাম সাহেবের তাকবীর বলা শেষ হয়ে যায়, তারপর কোনো মুকতাদী জামায়াতে শামিল হন তাহলে তাকে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর তিনবার তাকবীর বলে জামায়াতে শামিল হতে হবে। আর যদি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমাম সাহেবের সাথে রুকুতে গিয়ে তারপর রুকুর তাসবীহ্‌ না বলে তিনবার ছুটে যাওয়া তাকবীর বলতে হবে।

খুতবা ছাড়া ঈদের নামায

প্রশ্ন-৭১৭ ঃ যদি ঈদের নামাযের খুতবা পড়তে ভুলে যায় কিংবা ইচ্ছে করে না পড়ে তাহলে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ ঈদের নামাযে খুতবা পড়া সুন্নাত। তাই নামায হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাতের খিলাফ হবে।

ঈদের দিনের কোলাকুলি

প্রশ্ন-৭১৮ ঃ ঈদের দিন কোলাকুলি করা কি সুন্নাত?

উত্তর ঃ এটি সুন্নাত নয়। স্রেফ মনগড়া রসম। ঈদের দিন কোলাকুলি করাকে সুন্নাত মনে করা এবং যারা করেন না তাদেরকে খারাপ মনে করা বিদ'আত।

তারাবীহ্ নামায

তারাবীহ্ নামায কখন থেকে শুরু হয়েছে?

প্রশ্ন-৭১৯ ঃ তারাবীহ্ নামায কখন থেকে শুরু হয়েছে? তারাবীহ্ নামায কি বিশ রাকায়াতই পড়তে হবে?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামায শুরু হয় আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় থেকে। এ নামায যেন উম্মাতের ওপর ফরয হয়ে না যায় সেজন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই তিন দিনের বেশি তিনি এ নামায জামায়াতে পড়াননি। তবে সাহাবাগণ পৃথক পৃথকভাবে তারাবীহ্ নামায পড়েছেন। মাঝে মধ্যে দু'চারজন মিলে জামায়াতেও পড়েছেন। হযরত উমার (রা)-এর খিলাফাতের সময় থেকে জামায়াতে তারাবীহ্ নামায পড়ার প্রচলন হয় এবং তখন থেকেই বিশ রাকায়াত করে পড়া হচ্ছে। বিশ রাকায়াত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

তারাবীহ্ নামায আট রাকায়াত পড়া

প্রশ্ন-৭২০ ঃ আমাদের পরিবারের এক সদস্য বলেন তারাবীহ্ নামায বিশ রাকায়াতের কম পড়া ঠিক নয়। কিন্তু কয়েক ভদ্রলোক বলেছেন তারাবীহ্ নামায আট রাকায়াত পড়াও জায়েয আছে। কোন্‌টি ঠিক?

উত্তর ঃ হযরত উমার (রা)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত তারাবীহ্ নামায বিশ রাকায়াত করেই পড়া হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে কোনো ইমাম ও মুজতাহিদ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে যারা আহলে হাদীস বলে পরিচিত তাঁরা তাঁদের মস্‌লক অনুযায়ী আট রাকায়াত করেই পড়ে আসছেন। আমরা যারা হানাফী মস্‌লকের লোক তাদেরকে বিশ রাকায়াতই পড়তে হবে।

তারাবীহ্ নামায বিশ রাকায়াত পড়া কি সুন্নাত

প্রশ্ন-৭২২ ঃ তারাবীহ্ নামায যে বিশ রাকায়াতই পড়তে হবে এ ব্যাপারে কোনো দলিল প্রমাণ আছে কি? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামাযের ইতিহাসকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে তারাবীহ্ নামায।

২. হযরত উমার (রা) এর সময়ে তারাবীহ্ নামায।

৩. সাহাবা ও তাবিঈনদের যুগে তারাবীহ্।

৪. চার ইমামের দৃষ্টিতে তারাবীহ্।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তারাবীহ্ নামায

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানে তারাবীহ্ নামাযের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللهَ فَرَضَ صِيَامُ رَمَضَانِ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَه فَمَنْ صَامَه وَقَامَه اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمُ وَلَدَتْهُ اُمَّه-

"আল্লাহ্ তোমাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন রমযানের রোযা আর আমি রাতের নামায (অর্থাৎ তারাবীহ্) কে সুন্নাত করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে এবং রাতের নামায পড়বে। তাকে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত করা হবে যেমন সে গুনাহ মুক্ত ছিল যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।" (জামিউল উসূল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৪১; নাসাঈ)

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِىْ قِيَامِ وَرَمَضَانِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّاْمُرْهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةِ- فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه- فَتَوَفَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالاَمْرُ عَلىٰ ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الاَمْرُ عَلىٰ ذٰلِكَ خِلاَفَةِ اَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানে লোকেদেরকে তারাবীহ্ পড়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি জোর দিয়ে কিছু বলতেন না। এভাবে বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মসমালোচনামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে রমযানে নামায পড়বে (অর্থাৎ তারাবীহ্ পড়বে) তার পেছনের (সগীরা) গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর থেকে আবু বকর (রা) পর্যন্তও এভাবেই চললো। এমনকি উমার (রা)-এর খিলাফাতকালের প্রথম দিকেও এভাবেই চলছিলো।" (জামিউল উসূল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৩৯; সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুয়াত্তা)।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়েছেন এ সম্পর্কেও বেশ ক'টি হাদীস রয়েছে।

আয়িশা (রা) থেকে তিন রাত জামায়াতে তারাবীহ্ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- প্রথম রাতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় রাতে অর্ধেক পর্যন্ত এবং তৃতীয় রাত সাহ্রী পর্যন্ত (জামায়াতে তারাবীহ্ পড়ে অতিবাহিত করেছেন)। সহীহ্ আল বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ-২৬৯।

আবু যার (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ২৩তম রাতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২৫তম রাতে অর্ধেক পর্যন্ত এবং ২৭তম রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত জামায়াতে নামায পড়েছেন। (জামিউল উসূল ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২; তিরিমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ) নুমান ইবনু বাশীর (রা) থেকে ও আবু যার (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৮)

যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে এক রাতের কথা বলা হয়েছে। (জামিউল উসূল ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১১৯; সহীহ আল বুখারী; মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসাঈ)

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসেও এক রাতের কথা বলা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫২)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামায়াতে তারাবীহ্ পড়ার গুরুত্ব কম দিয়েছেন, কারণ তিনি ভয় পাচ্ছিলেন এ নামায যেন উম্মাতের ওপর ফরয করে না দেয়া হয়। (যায়িদ ইবনু সাবিত প্রমুখ বর্ণিত হাদীস)

রমযান মাস এলে তিনি ইবাদাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বিশেষ করে রমযানের শেষ দশ দিন সারা রাত জেগে কাটাতেন। দুর্বল সনদের এক হাদীসে বলা হয়েছে- তিনি নামায বাড়িয়ে দিতেন। (ফাইযুল কাদীর শরহে জামি সগীর, ৫ম খণ্ড, ৩২-১৩২)

অবশ্য কোনো বর্ণনায় একথা আসেনি যে, তিনি মোট ক'রাকায়াত তারাবীহ্ পড়েছেন। হযরত জাবির (রা) থেকে যে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে ৮ রাকায়াতের কথা এবং বিতরের কথা বলা হয়েছে।

(মাওয়ারিদুয যামান, পৃ-২৩০; কিয়ামুল লাইল, পৃ-১৫৭; মুজমুয়ায় যাওয়ায়িদ, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৭২; তাবারানী আবু ইয়ালা)

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে- 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়তেন। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা)। কিন্তু ইবনু আবী শাইবা বলেছেন-এ হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইবনু উসমান দুর্বল। এজন্য সনদের বিচারে হাদীসটি সহীহ্ নয়।

আল্লামা শওকানী নাইলুল আওতারে লিখেছেন-

"এ অধ্যায়ে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এরকম আরো যে হাদীস আছে তা থেকে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, রমযানে (তারাবীহ্) নামায পড়া শরঈ নির্দেশ। তা জামায়াতে পড়া হোক কিংবা একাকী। কিন্তু হাদীসে তারাবীহ্ নামাযকে নির্দিষ্ট রাকায়াত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করে দেয়া কিংবা পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি।" (নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৬৪)

২. হযরত উমার (রা)-এর সময়ে তারাবীহ্

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় তারাবীহ্ নামায আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে হয়নি। একাকী কিংবা দু'চারজন মিলে জামায়াতে পড়া হতো। হযরত উমার (রা) তাদেরকে এক ইমামের পেছনে তারাবীহ্ পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। (সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬৯)

এটি সংঘটিত হয়েছিলো খলীফা উমার (রা)-এর খিলাফাতের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ১৪ হিজরীতে। (তারীখে খুলাফা, পৃ-১২১; তারীখে ইবনু আসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৯)

হযরত উমার (রা)-এর সময় কত রাকায়াত তারাবীহ্ পড়া হতো তার জবাব সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়। তাঁর তিনজন ছাত্র তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ১. হারিস ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবী যুবাব। ২. ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা। ৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ। তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. হারিস ইবনু আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হাফিয ইবনু আবদুল বার থেকে বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "ইবনু আবদুল বার বলেন, হারিস ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবী যুবাব হযরত সায়িব ইবনু ইয়াজীদ থেকে বর্ণনা করেছেন হযরত উমার (রা)-এর সময় ২৩ রাকায়াত পড়া হতো। ইবনু আবদুল বার বলেন-২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিতর।" (উমদাতুল ক্বারী. ১১ খণ্ড, পৃ-১২৭)

২. হযরত সায়িব (রা)-এর দ্বিতীয় ছাত্র ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফার আবার ছাত্র ছিলেন তিনজন। ইবনু আবী যি'ব, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর এবং ইমাম মালিক। আর এ তিনজন ২০ রাকায়াতের পক্ষেই রিওয়ায়েত করেছেন।

[২.ক] ইবনু আবী যিব থেকে ইমাম বাইহাকী নিম্নোক্ত সনদে তাঁর গ্রন্থ সুনানু কুবরাতে উল্লেখ করেছেন-

"ইবনু আবী যি'ব ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা থেকে এবং তিনি সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন- হযরত উমার (রা)-এর সময় লোকেরা ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়তেন। দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর বিধায় হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে লোকেরা লাঠির ওপর ভর করে দাঁড়াতেন।" (সুনানু কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৬)

ইমাম নওবী, ইমাম ইরাকী ও হাফিয সুয়ূতী-এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

(আছারুস্ সুনান, পৃ-২৫১; তুহফাতুল আহওয়াযা, ২য় খন্ড, পৃ-৭৫)

[২.খ] মুহাম্মাদ ইবনু জাফরের রিওয়ায়েতে ইমাম বাইহাকী তাঁর অন্যগ্রন্থ 'মারিফাতুস্ সুনান ওয়াল আছার'-এ নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন ঃ

'মুহাম্মাদ ইবনু জাফর ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা থেকে এবং তিনি সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন আমরা উমার (রা)-এর সময়ে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং বিতর পড়েছি। (নাসবুর রাইয়াহ্, ২য় খন্ড, পৃ-১৫৪)

ইমাম নওবী তাঁর গ্রন্থ খুলাসা'য় এবং মোল্লা আলী কারী শরহে মুয়াত্তায় এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন। (আছারুস সুনান, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৪; তুহফাতুল আহওয়ায ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫)

[২.গ] ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা থেকে ইমাম মালিকের রিওয়ায়েত সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালীন ফাতহুল বারীতে এবং আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতারে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয লিখেছেন-

ইমাম মালিক ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা থেকে এবং তিনি হযরত সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা) থেকে বিশ রাকায়াত নামাযের কথাই বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৪র্থ খন্ড, পৃ-২৫৩)

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন-

ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক তা মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন। সেখানেও বিশ রাকায়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে। (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৩)

'সায়িব ইবনু ইয়াজীদ থেকে ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফা তার থেকে ইমাম মালিক এই সনদ আমি বুখারী শরীফে (১ম খণ্ড, পৃ-৩১২) পেয়েছি, কিন্তু মুয়াত্তায় এ ধরনের কোনো রিওয়ায়েত আমি পাইনি। হতে পারে এটি তাদের ভুল কিংবা ভিন্ন সংস্করণও।

৩. হযরত সায়িব (রা)-এর তৃতীয় ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের বর্ণনা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। যেমন-

[৩.ক] ইমাম মালিক প্রমুখ রিওয়ায়েত করেছেন হযরত উমার (রা) উবাই (রা) এবং তামীম (রা) কে ১১ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃ-৯৮)

[৩.খ] ইবনু ইসহাক তাঁর থেকে ১৩ রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন (ফতহুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৫৪)

[৩.গ] দাউদ ইবনু কায়িস ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে ২১ রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন। (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, পৃ-২৬০)

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো হযরত সায়িব (রা) এর দু'ছাত্র এবং ইয়াজীদ ইবনু খুসাইফার তিন ছাত্রের বর্ণনা এক ও অভিন্ন। তাঁদের বর্ণনা থেকে জানা যায় হযরত উমার (রা) লোকদেরকে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ার জন্য একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের বর্ণনা উল্টা-পাল্টা। অনেকে তাঁর থেকে এগারো রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন আবার অনেকে তেরো রাকায়াতের কথা বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ কেউ একুশ রাকায়াতের কথাও বলেছেন। উসূলে হাদীসের সূত্র অনুযায়ী উল্টা-পাল্টা বর্ণিত হাদীস প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হতে পারেনা। হযরত সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস তো তাই, যা হারিস (রা) ও ইয়াজীদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের উল্টা-পাল্টা ও সন্দেহযুক্ত বর্ণনা যদিও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তাহলে উভয়ের সাথে সেইভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যেভাবে ইমাম বাইহাকী করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য করা সম্ভব। তাঁরা প্রথমে এগারো রাকায়াত পড়তেন তারপর বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিত্র পড়ার প্রচলন করেন।" (সুনানু কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৬)

এগারো রাকায়াত বা তের রাকায়াতের যে রিওয়ায়েতই তারা বর্ণনা করুন না কেন তাদের আমল বিশ রাকায়াতের ওপরই ছিলো। যেমন-

১. ইমাম মালিক যিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ থেকে এগারো রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং তার মাযহাবের লোকেরাই বিশ রাকায়াত বা ছত্রিশ রাকায়াত পড়ে থাকেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় এ বর্ণনা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

২. ইবনু ইসহাক, যিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ থেকে তের রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন তিনিও বিশ রাকায়াতের পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী লিখেছেন-

"ইবনু ইসহাক বলেন- তারাবীহ্‌র রাকায়াত সংক্রান্ত আমি যে ক'টি বর্ণনা শুনেছি তার মধ্যে ২০ রাকায়াতের বর্ণনাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।" (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৩)

৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের ১১ রাকায়াত সংক্রান্ত হাদীসের পক্ষে অন্য কোনো হাদীস নেই। কিন্তু সায়িব ইবনু ইয়াজীদের ২০ রাকায়াত সংক্রান্ত হাদীসের পক্ষে আরো কিছু হাদীস রয়েছে। যেমন-

[৩.১] ইয়াজীদ ইবনু রাওমান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

হযরত উমার (রা)-এর সময়ে লোকেরা রমযানে ২৩ রাকায়াত নামায পড়তেন (২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিত্‌র)। (মুয়াত্তা মালিক, পৃ-৯৮; সুনানু কুব্‌রা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, পৃ-১৫৭)

এ বর্ণনাটি সনদের বিচারে অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু মুরসাল। কারণ ইয়াজীদ ইবনু রাওমান (রহ) হযরত উমার (রা)-এর সমসাময়িক লোক নন। তবু হাদীসে মুরসাল (যদি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সনদযুক্ত হয়) ইমাম মালিক, আবু হানিফা, আহমদ ইবনু হাম্বল সহ অন্যান্য ওলামার নিকট প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন– মুরসাল হাদীস প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হলে তার সমর্থনে (মুসনাদ কিংবা মুরসাল) অন্য হাদীস থাকতে হবে। এ কথার প্রেক্ষিতেও বলা যায় ইয়াজীদ ইবনু রাওমান (রহ)-এর হাদীসের অনুকূলে বেশ কিছু হাদীস মওজুদ আছে তাই এটিকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

এতো গেলো অন্যান্য গ্রন্থের মুরসাল হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা। মুয়াত্তায় যেসব মুরসাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে আহলে হাদীস বলে যারা পরিচিত তাদের রায় হচ্ছে সেগুলো সব সহীহ্।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) লিখেছেন-

'ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেছেন- আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বেশি সহীহ্ যে কিতাব তা হচ্ছে মুয়াত্তা-মালিক (রহ)। আর আহ্‌লে হাদীসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ গ্রন্থে যত রিওয়ায়াত আছে তা ইমাম মালিক ও তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ্ আর অন্যদের মতেও এমন কোনো মুরসাল মুনকাতি' হাদীস সেখানে নেই যা অন্য সনদের বিচারে মুত্তাসিল নয়। বস্তুত সবার দৃষ্টিতেই তা সহীহ্। ইমাম মালিকের সময় থেকেই মুয়াত্তার বিচ্ছিন্ন হাদীসকে মুত্তাসিল (ধারাবাহিক সনদযুক্ত) প্রমাণ করার জন্য অনেকগুলো মুয়াত্তা সংকলন করা হয়েছে। যেমন ইবনু আবী যি'ব, ইবনু উয়াইনাহ্, সাওরী ও মা'মার এর গ্রন্থাবলী।' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৩)

সত্যি কথা বলতে কি, ২০ রাকায়াত সংক্রান্ত আসল প্রমাণ তো হযরত সায়িব ইবনু ইয়াজীদ (রা) বর্ণিত হাদীস। যা সহীহ্ হবার দলিল প্রমাণ উপরে বর্ণিত হলো। আর ইয়াজীদ ইবনু রাওমান (রহ)-এর হাদীস হচ্ছে সেই হাদীসের সত্যায়নকারী।

[৩.২] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আনসারীর বর্ণনায় আছে-

"হযরত উমার (রা) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন- ২০ রাকায়াত পড়াবার জন্য।' (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৩)

এ বর্ণনাটির সনদও শক্তিশালী কিন্তু বর্ণনাটি মুরসাল।

[৩.৩] আবদুল আযীয ইবনু রাফী'র বর্ণনা-

'হযরত উবাই ইবনু কা'ব রমযানে মদীনা শরীফে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায পড়িয়েছেন এবং তিন রাকায়াত বিত্‌র।' (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৩।

[৩.৪] মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কারযী থেকে বর্ণিত হয়েছে-

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সময়ে লোকেরা রমযানে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিত্‌র নামায পড়তেন। আর তারাবীহ্ নামাযের কিরায়াত দীর্ঘ হতো।' (কিয়ামুল লাইল, পৃ-৯১)

এ রিওয়ায়াতটিও মুরসাল। কিন্তু 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে এর সনদ বর্ণনা করা হয়নি।

[৩.৫] কানযুল উম্মালে স্বয়ং উবাই ইবনু কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত উমার (রা) তাঁকে রমযানের রাতে নামায পড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমার (রা) বললেন- লোকজন তো দিনে রোযা রাখে কিন্তু ভালো পড়তে পারে না। তুমি যদি তাদেরকে কুরআন শুনাতে! উবাই (রা) বললেন- আমীরুল মুমিনীন! এটি এমন এক জিনিস যা প্রথম চেষ্টাতেই হয় না। তিনি বললেন, সে আমি জানি কিন্তু এতো খুব উত্তম কাজ। তখন উবাই ইবনু কা'ব লোকদের নিয়ে বিশ রাকায়াত নামায পড়াতে লাগলেন। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪০৯, হাদীস নং-২৩৪৭১)

৪. উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াতের আলোকে আহ্‌লে ইল্‌মগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হযরত উমার (রা) বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ার জন্যই লোকেদেরকে জামায়াতবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সাহাবা কিরাম (রা)ও তাঁর সাথে একমত হয়েছিলেন। যাকে আমরা ইজমা বলতে পারি। এখানে আমরা কয়েকজন আকাবিরে দীনের মতামত উল্লেখ করছি।

ইমাম তিরমিযী লিখেছেন–

'তারাবীহ্‌র ব্যাপারে আহ্‌লে ইল্‌মদের (জ্ঞানী) মধ্যে মতবিরোধ আছে। অনেকে বিত্‌রসহ ৪১ রাকায়াতের কথা বলেছেন। মদীনার অধিবাসীরা এ মতের প্রবক্তা এবং এ মতের ওপর তারা আমলও করতেন। তবে অধিকাংশ আহ্‌লে ইল্‌ম ২০ রাকায়াতের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যা হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবা কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ্ ইবনু মুবারক এবং শাফিঈ-এর অভিমতও এর পক্ষে। ইমাম শাফিঈ বলেন, আমি আমার শহর মক্কায় লোকদেরকে বিশ রাকায়াত পড়তে পেয়েছি।'

(জামে আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯)

[৪.১] আল্লামা যুরকানী মালিকী শরহে মুয়াত্তায় আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবনু খালফ আল কুরতুবী আল বাজী আল মালিকী (মৃত্যু ৪৯৪ হিজরী) থেকে বর্ণনা করেছেন-

"বাজী বলেন, হযরত উমার (রা) প্রথম দিকে তাকে দীর্ঘ কিরায়াতের নির্দেশ দিয়েছিলেন, উত্তম মনে করে। পরে মানুষের দুর্বলতার দিক বিবেচনা করে ২৩ রাকায়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন। দীর্ঘ কিয়ারাত কমিয়ে রাকায়াত সংখ্যা বাড়ানো হলো। (শরহে মুয়াত্তা-যুরকানী, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৯)

[৪.২] আল্লামা যুরকানী একই কথা হাফিয ইবনু আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩ হি:) এবং আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনু হাবীব আল কুরতুবী (মৃত্যু ২৩৭ হিজরী) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

[৪.৩] হাফিয ইবনু কুদামা আল মুকাদ্দাসী আল হাম্বলী (মৃত্যু-৬২০ হি) আল মুগনীতে লিখেছেন-

'আমাদের দলিল হচ্ছে হযরত উমার (রা) যখন লোকদেরকে উবাই ইবনু কা'বের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়াতেন।'

এ সম্পর্কে তিনি হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে তারপর লিখেছেন 'এ মতের ওপরই সাহাবাদের ইজমা হয়েছে।'

তারপর মদীনাবাসীদের ৩৬ রাকায়াত পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন-

"যদিও মদীনাবাসী ৩৬ রাকায়াত পড়েন তবু যে কাজ উমার (রা) করতে বলেছেন এবং যে মতের ওপর সাহাবাদের ঐক্য হয়েছে সে মতের অনুসরণ করা-ই উত্তম"। কতিপয় আহলে ইল্‌ম বলেছেন- 'মদীনাবাসীর উচিত ছিলো তাঁদের নামায মক্কার অনুরূপ পড়ার। কিন্তু মক্কাবাসীরা তারাবীহ্ নামাযের বিরতির মধ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে নিতেন যেহেতু মদীনাবাসী তাওয়াফ করতে পারতেন না তাই প্রতি তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাকায়াত করে নামায বাড়িয়ে পড়েছেন। বস্তুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে আমল করেছেন সেভাবে আমল করাই আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের জন্য উত্তম।' (আল মুগনী, ইবনু কুদামা, ১ম খণ্ড পৃ-৭৯৯)

[৪.৪] ইমাম মুহিউদ্দিন নওবী (মৃত্যু-৬৭৬ হিঃ) শরহে মুহাযযাবে লিখেছেন-

'আমাদের সাথীরা এ হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যা ইমাম বাইহাকী ও অন্যরা সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে হযরত উমার

(রা)-এর সময়ে রমযানে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়া হতো।' (আলমাজমু' শরহে মুহাযযাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩২)

[৪.৫] আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমেদ ইবরু মুহাম্মাদ কাসত্বলানী শাফিঈ (মৃত্যু-৯৩৩ হিঃ) শরহে বুখারীতে লিখেছেন-

'ইমাম বাইহাকী উভয় বর্ণনার মিল করেছেন এভাবে- প্রথমে তারা এগারো রাকায়াত পড়তেন। তারপর বিশ রাকায়াত পড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হযর উমার (রা)-এর সময় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা ওলামাগণ ইজমা হিসেবে গণ্য করেছেন।' (ইরশাদুস সারী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪২৬)

[৪.৬] আল্লামা শাইখ মানসুর ইবনু ইউনুস হাম্বলী (মৃত্যু-১০৪৬ হিঃ) কাশফুল কানা' আন মাতানিল ইক্না গ্রন্থে লিখেছেন-

'তারাবীহ্ ২০ রাকায়াত। ইমাম মালিক ইয়াজীদ ইবনু রাওমান থেকে বর্ণনা করেছেন- লোকেরা হযরত উমার (রা)-এর সময়ে রমযানে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়তেন। আর হযরত উমার (রা) সমস্ত সাহাবাদের সামনেই ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (কেউ প্রতিবাদ করেননি) সবাই ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিয়েছিলেন। এজন্য এটি ইজমার মর্যাদা লাভ করেছে।' (কাশফুল কানা' আন মাতানিল ইক্না,' ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯২)

[৪.৭] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় লিখেছেন-

'সাহাবা কিরাম ও পরবর্তী ওলামাগণ রমযানে তিনটি জিনিসকে নির্ধারণ করেছেন। (১) তারাবীহ্র জন্য মাসজিদে সমবেত হওয়া। এটি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সহজতর। (২) রাতের প্রথম ভাগে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা। যদিও বলা হয়েছে রাতের শেষভাগে ফেরেশতারা হাজির হয় এবং তা উত্তম সময়। সে ব্যাপারে উমার (রা) সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম ভাগের সিদ্ধান্ত ছিলো সহজতর করার জন্য। যে সম্পর্কে আমরা ইঙ্গিত করেছি। (৩) ২০ রাকায়াত নির্ধারণ করা।' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮)

৩. সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের যুগে তারাবীহ্

হযরত উমার (রা)-এর সময়ে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ার যে প্রচলন হয়েছিলো পরবর্তীতে সাহাবা ও তাবিঈদের সময়ও তা বলবত ছিলো। অনেক

সাহাবা এবং তাবিঈন ২০ রাকায়াত সম্পর্কে রিওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু আট রাকায়াতের বর্ণনা কেউ করেননি।

[৩.১] হযরত সায়িব (রা)-এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। সেখানে উমার (রা)-এর সময়ের সাথে সাথে হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের বর্ণনাও তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন উভয় মনীষীর সময়েই ২০ রাকায়াত করে পড়া হতো।

[৩.২] ইবনু মাসউদ (রা) তিনিও ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়েছেন। (কিয়ামুল লাইল, বৈরুত, পৃ-১৫৭)

[৩.৩] আবু আবদুর রহমান সালমী থেকে বর্ণিত, 'রমযানে হযরত আলী (রা) কারীদেরকে ডাকতেন তারপর তিনি তাদের একজনকে নির্দেশ দিতেন ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ানোর জন্য। সাথে বিতরও। তিনি নিজেও ২০ রাকায়াত পড়াতেন।'

এর একজন বর্ণনাকারী (রাবী) হাম্মাদ ইবনু শুআইব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথা বলেছেন। তবু এ হাদীসের সত্যায়নকারী (শাহিদ) অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

আবু আবদুর রহমান সালমীর এ রিওয়ায়েতে শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু তাইমিয়া তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাহ্' গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং তা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উমার (রা) ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ কার্যকরী করেছিলেন। আর আলী (রা) তাঁর খিলাফাতের শেষ দিন পর্যন্ত তা বলবত রেখেছিলেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২২৪)

হাফিয যাহাবী আল মুনতাকা (মুখতাসার মিনহাজুস সুন্নাহ) এর ৫৪২ পৃষ্ঠায় হাফিয ইবনু তাইমিয়ার প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝা যায় উভয় মনীষী একথা মনে করতেন। হযরত আলী (রা)-এর সময়ও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়া হতো।

[৩.৪] আমর ইবনু কায়িস আবুল হাসনা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন লোকদের নিয়ে রমযানে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়তে। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৩)

[৩.৫] আবু সা'দ বাকাল আবু হাসনা থেকে বর্ণনা করেছেন- হযরত আলী এক

ব্যক্তিকে নামাযে পাঁচবার বিশ্রামের (অর্থাৎ ২০ রাকায়াতের) নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাইহাকী বলেন এর সনদ দুর্বল। (সুনানু কুবরা-বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৫)

আল্লামা ইবনুত তুরকুসানী লিখেছেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর সনদ দুর্বল মনে হলেও মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবার বর্ণনার (যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে) দ্বারা সেই দুর্বলতাটুকু দূর হয়ে গেছে। কারণ সেটি হচ্ছে এ হাদীসের শাহিদ (সত্যায়নকারী)। (সুনানু কুবরার প্রান্ত টীকা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৫)

[৩.৬] শাতীর ইবনু শিকাল যিনি আলী (রা)-এর অন্যতম সাথী ছিলেন। তিনি রমযানে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিত্‌র পড়িয়েছেন। (সুনানু কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, পৃ-৯১)

[৩.৭] 'আবুল খুসাইব বলেন, সাওয়িদ ইবনু গাফলাহ রমযানে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়িয়েছেন পাঁচবার বিরতি দিয়ে (অর্থাৎ বিশ রাকায়াত)।' (সুনানু কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৬)

সাওয়িদ ইবনু গাফলাহ্ আকাবিরে তাবিঈদের অন্যতম। কারণ তিনি জাহিলী যুগ পেয়েছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর সাক্ষাৎ তিনি পাননি। কারণ যেদিন তিনি সাক্ষাতের জন্য মদীনায় এসেছিলেন সেদিনই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছিলো। এজন্য তিনি সাহাবার মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। ৮০ হিজরীতে ১২৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (তাকরীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৪১)

[৩.৮] 'হারিস (রা) রমযানে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং তিন রাকায়াত বিত্‌র নামায পড়াতেন। তিনি রুকুতে যাবার পূর্বে কুনূত পড়তেন।' (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৩)

[৩.৯] 'কিয়ামুল লাইলে আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা, সাঈদ ইবনুল হাসান এবং ইমরান আল আবদী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তারা প্রথম ২০ দিন ২০ রাকায়াত করে তারাবীহ্ পড়িয়েছেন। শেষ দশদিন চার রাকায়াত করে বাড়িয়ে দিতেন।' (কিয়ামুল লাইল, পৃ-৯৩)

হারিস, আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা (মৃত্যু-৯৬ হিঃ) এবং সাঈদ ইবনু হাসান (মৃত্যু-১০৮ হিঃ) তিনজনই হযরত আলীর (রা) ছাত্র ছিলেন।

[৩.১০] আবুল বুখতারাও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও তিন রাকায়াত বিত্র পড়িয়েছেন। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২/৩৯৩)

[৩.১১] আলী ইবনু রাবীআহ্ যিনি আলী (রা)-এর সাথী ছিলেন তিনি ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং ৩ রাকায়াত বিত্র পড়াতেন। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২/৩৯৩)

[৩.১২] আতা (মৃত্যু ১১৪ হিঃ) বলেন- আমি লোকদের বিত্রসহ ২৩ রাকায়াত পড়তে দেখেছি। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২/৩৯৩)

৪. চার ইমামের দৃষ্টিতে তারাবীহ্

ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ) এর অভিমত হচ্ছে তারাবীহ্ ২০ রাকায়াত। ইমাম মালিক (রহ) থেকে দুটো বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় তিনি তারাবীহ্ ২০ রাকায়াতের কথা বলেছেন। আরেক বর্ণনায় ৩৬ রাকায়াতের কথা বলেছেন। কিন্তু মালিকী মাযহাবের অনুসারীরা বিশ রাকায়াতের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এখানে হানাফী ফিক্হ থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন মনে করি না। অন্যান্য মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ফিক্হে মালিকী ঃ কাজী আবুল ওয়ালিদ ইবনু রুশ্দ মালিকী (মৃত্যু ৫৯৫ হি) বিদায়াতুল মুজতাহিদে লিখেছেন-

রমযানে মোট কত রাকায়াত পড়তে হবে, এ ব্যাপারে ওলামাগণ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম মালিক (রহ)-এর এক বর্ণনা মতে এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ), শাফিঈ (রহ), আহমদ (রহ) এবং দাউদ জাহেরী (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি তিন রাকায়াত বিত্র এবং ৩৬ রাকায়াত তারাবীহ্ কে পছন্দ করতেন।' (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/১৫৬)

'মুখতাসার খলীল' এর ভাষ্যকার আল্লামা শাইখ আহমদ আদ্দারদীর আল মালিকী (মৃত্যু ১২০১ হি) লিখেছেন-

'বিত্রসহ তারাবীহ্ ২৩ রাকায়াত। (সাহাবা-ও তাবিঈদের) আমল এরকমই ছিলো। উমার ইবনুল আবদুল আযীয (রহ) এর সময়ে বিতর ছাড়া ৩৬ রাকায়াত

করা হয়েছে। কিন্তু যে সংখ্যার ওপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের আমল চলে আসছে তা প্রথমটি (অর্থাৎ ২০ + ৩ = ২৩ রাকায়াত)।'

(শারহুল কাবীর আদদারদীর- দুসুকীর টীকাসহ-১/৩১৫)

ফিক্‌হে শাফিঈ ঃ ইমাম মহিউদ্দীন নওবী (রহ) [মৃত্যু ৬৭৬ হি]। 'আল মাজমু' শরহে মুহাযযাব' এ লিখেছেন-

'তারাবীহ্ রাকায়াত সংখ্যায় অন্যান্য মাযহাবের মতামত- আমাদের মাযহাব হচ্ছে- তারাবীহ্ ২০ রাকায়াত ১০ সালামের সাথে। বিত্‌র পৃথকভাবে পড়তে হবে। বিরতিকাল হবে মোট ৫টি। এক বিশ্রাম চার রাকায়াত ও দু'সালামের পর। ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম আহমদ (রহ) এবং ইমাম দাউদ (রহ) প্রমুখও এ মতের অনুসারী। কাজী আয়াস অনেক আলিমের মতামতকে একত্রিত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে আসওয়াদ ইবনু ইয়াজীদ ৪১ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং ৭ রাকায়াত বিত্‌র পড়তেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন- তারাবীহ্‌তে ৯ বার বিশ্রামকাল। বিত্‌র ছাড়া ৩৬ রাকায়াত।' (মাজমু' শরহে মুহাযযাব ৪/৩২)

ফিক্‌হে হাম্বলী ঃ হাফিয ইবনু কুদামা আল মুকাদ্দাসী আল হাম্বলী (মৃত্যু ৬২০ হি) 'আল মুগনী'তে লিখেছেন-

'ইমাম আহমদ (রহ)-এর নিকট তারাবীহ্‌র নামায ২০ রাকায়াত। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা। আর ইমাম মালিক (রহ) ৩৬ রাকায়াতের প্রবক্তা।' (আল মুগনী- ইবনু কুদামা, ১/৭৯৮-৭৯৯)

উপসংহার ঃ

বিশেষ বিশেষ সাহাবাদের উপস্থিতিতে হযরত উমার (রা) বিশ রাকায়াত তারাবীহ্‌র নির্দেশ দিয়েছেন। এতে কোনো সাহাবী দ্বিমত পোষণ করেননি। হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), ইবনু মাসউদ (রা), আব্বাস (রা), ইবনু আব্বাস (রা), তালহা (রা), যুবাইর (রা), মুয়ায (রা) প্রমুখ আনসার ও মুহাজির সাহাবী বর্তমান ছিলেন। বরং সবাই উমার (রা)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বিশ রকায়াত তারাবীহ্ মূলত সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীন। আর সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীন সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

'আমার পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক বিষয়ে মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। প্রয়োজনে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। নতুন নতুন বিষয় পরিহার করবে। কারণ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।' (মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবু দাউদ, জামে আত্ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

এ হাদীসে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে অনুসরণ করার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে তাদের ঐকমত্যের সুন্নাত পরিহার করা বিদ'আত।

রোযা ও তারাবীহ্র মধ্যে সম্পর্ক

প্রশ্ন-৭২৩ ঃ রোযা ও তারাবীহ্র মধ্যে সম্পর্ক কী? যারা রোযা রাখেন তাদের জন্য কি তারাবীহ্ পড়া জরুরী?

উত্তর ঃ পবিত্র রমযানে রোযা হচ্ছে দিনের ইবাদাত এবং তারাবীহ্ রাতের ইবাদাত। হাদীসে উভয়টি পালনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে

"রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'আলা রোযা ফরয করেছেন এবং রাতের ইবাদাতকে করেছেন অতিরিক্ত (নফল)।" (মিশকাত পৃ-১৭৩)

এজন্য দুটো ইবাদাতই করা প্রয়োজন। রোযা ফরয আর তারাবীহ্ সুন্নাত।

রোযা না রাখলেও কি তারাবীহ্ পড়তে হবে?

প্রশ্ন-৭২৪ ঃ কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযানে রোযা রাখতে পারেন না। তাকে তারাবীহ্ পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ পড়ার সামর্থ থাকলে অবশ্যই তাকে তারাবীহ্ পড়তে হবে। তারাবীহ্ এক স্বতন্ত্র ইবাদাত। রোযা রাখলেই শুধু তারাবীহ্ পড়তে হবে ব্যাপারটি এমন নয়।

পারিশ্রমিক নিয়ে তারাবীহ্র নামায পড়ানো

প্রশ্ন-৭২৫ ঃ অনেক হাফিয সাহেব যাদের থাকা-খাওয়ার কোনো সংস্থান নেই। তারা যদি রমযানে তারাবীহ্ পড়ানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নেন, জায়েয কি?

উত্তর ঃ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে তারাবীহ্ পড়ানো জায়েয নেই। যারা এরূপ করেন তাদের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ তাহ্রীমি। এর চেয়ে সূরা তারাবীহ্ পড়া অনেক ভালো।

তারাবীহ্ নামাযের জন্য হাফিয সাহেবকে হাদিয়া দেয়া

প্রশ্ন-৭২৬ ঃ কুরআন শরীফ শুনিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কোনো হাফিয সাহেব রমযানে তারাবীহ্ নামাযের মাধ্যমে কুরআন শরীফ শোনায় এবং এজন্য তাকে কোনো হাদিয়া দেয়া হয়, তাহলে নিতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ যে এলাকায় হাফিয সাহেবদেরকে পারিশ্রমিক দেয়ার প্রচলন রয়েছে সেখানে হাদিয়া দিলেও তা পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ যদি কিছুই না দেয়া হয় তাহলে লোকে মন্দ বলে। এজন্য হাফিয সাহেবদের উচিত কোনো হাদিয়া বা পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে তারাবীহ্ নামায পড়ানো।

খুব দ্রুত কুরআন শরীফ পড়েন এমন হাফিযের পেছনে তারাবীহ্

প্রশ্ন-৭২৭ ঃ খুব দ্রুত কুরআন শরীফ পড়েন এমন হাফিযের পেছনে নামায পড়া কেমন? অথচ তিনি কি পড়েন তার কিছুই বুঝা যায় না।

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামাযে অপেক্ষাকৃত দ্রুত কুরআন শরীফ পড়া হয়। তাই বলে এত দ্রুত পড়া যা মুকতাদীগণ কিছুই বুঝতে পারেন না জায়েয নেই। এর চেয়ে সূরা তারাবীহ্ পড়া উত্তম।

জামায়াতে তারাবীহ্ পড়তে গিয়ে যে ক'রাকায়াত ছুটে যায় তা কখন পড়বে? বিত্‌রের আগে না পরে?

প্রশ্ন-৭২৮ ঃ যদি কেউ দেরীতে মাসজিদে পৌঁছার কারণে তারাবীহ্ শুরু হয়ে যায় তখন সে কী করবে?

উত্তর ঃ আগে একাকী ইশার নামায এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ে নেবে। তারপর ইমামের সাথে তারাবীহ্ নামাযে শামিল হবে। অবশিষ্ট তারাবীহ্ এবং বিত্‌র নামায ইমামের সাথে পড়ে তারপর ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ একাকী পড়ে নেবে।

তারাবীহ্ নামাযের আগে বিত্‌রপড়া

প্রশ্ন-৭২৯ ঃ তারাবীহ্ নামাযের আগে বিত্‌র পড়া যায় কি?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামায শেষ করে তারপর বিতর পড়া উত্তম। কিন্তু যদি বিত্‌র আগে পড়ে তারপর তারাবীহ্ পড়া হয় তাও জায়েয আছে।

ইশার নামাযের জামায়াত না পড়ে সেখানে তারাবীহ্‌র জামায়াত পড়া

প্রশ্ন-৭৩০ ঃ কোনো জায়গায় ইশার নামায জামায়াতে পড়া হলো না, সেখানে তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ ইশার নামাযের জামায়াত না হলে সেখানে তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত পড়া যাবে না। কারণ তারাবীহ্ ইশার অনুগামী। হাঁ যদি কিছু লোক ইশার নামায জামায়াতে পড়ে তারপর সেখানে তারাবীহ্র জামায়াত শুরু করে দেয় এমন সময় কেউ এসে ইশার জামায়াত পেলো না, নিজে নিজে ইশার নামায পড়ে তারপর তারাবীহ্র জামায়াতে শরীক হলো। তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

খতম তারাবীহ্তে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৭৩১ ঃ যদি মহিলারা খতম তারাবীহ্র সাওয়াব পেতে চায় তাহলে তারা কী করবে? মাসজিদে যাবে, না অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেবে।

উত্তর ঃ মুহাররাম কোনো হাফিয থাকলে তাকে নিয়ে বাড়িতে ইশা ও তারাবীহ্র জামায়াত করা যেতে পারে। আর যদি মুহাররাম হাফিয না থাকে তাহলে গাইরি মুহাররাম হাফিযের পেছনেও পড়া যাবে কিন্তু পর্দা টানিয়ে নিতে হবে।

তারাবীহ্ নামাযে দেখে কুরআন পড়া

প্রশ্ন-৭৩২ ঃ তারাবীহ্ নামাযে দেখে দেখে কুরআন পড়লে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ নামাযে দেখে দেখে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয নেই। এরূপ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নফল নামায

নফল নামায বসে পড়া

প্রশ্ন-৭৩৩ ঃ দেখা যায় অনেকেই নফল নামায বসে পড়েন। এরূপ করা ঠিক কিনা মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মানুষ এটি অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। সকল নামায দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন কেবল নফলের বেলায়ই তাঁরা দাঁড়াতে পারেন না। নফল বসে পড়ার অনুমতি আছে কিন্তু এতে অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। তাই সব সময় নফল দাঁড়িয়ে পড়ার অভ্যাস করা উচিত।

জামায়াতে তাহাজ্জুদ নামায

প্রশ্ন-৭৩৪ ঃ তাহাজ্জুদ নামায জামায়াতে পড়া যায় কি? একবার কিছু লোক জামায়াতে তাহাজ্জুদ পড়েন। আমি তাদের সাথে অংশগ্রহণ করি। জিজ্ঞেস করলে বললেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও জামায়াতে তাহাজ্জুদ পড়েছেন। অথচ আমি কখনো এমন কথা শুনিনি।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর অভিমত হচ্ছে- নফল নামায জামায়াতে পড়া মাকরুহ্। যেহেতু তাহাজ্জুদ নামায নফল সেহেতু তাহাজ্জুদ জামায়াতে পড়া যাবে না। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামায়াতে তাহাজ্জুদ পড়েছেন কিন্তু তার ওপর আমল ছিলো না।

তাহাজ্জুদ নামাযে কোন্ সূরা পড়তে হবে?

প্রশ্ন-৭৩৫ ঃ তাহাজ্জুদ নামাযে কোন সূরা পড়তে হবে? অনেকে বলেন প্রতি রাকায়াতে 'কুল হুয়াআল্লাহ' সূরা পড়তে হয়। এটি কি সতি?

উত্তর ঃ যা মুখস্থ আছে তাই দিয়ে নামায পড়লেই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ধরাবাধা কোনো নিয়ম নেই।

মাগরিব নামাযের পূর্বে নফল

প্রশ্ন-৭৩৬ ঃ সৌদি আরবে মাগরিবের আযানের পর এবং ফরযের আগে দু'রাকায়াত নামায পড়া হয়। কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে এর হাকীকাত জানতে চাই।

উত্তর ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে অল্প সময়। এ জন্য মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার নির্দেশ। আর এই কারণেই হানাফীগণ মাগরিব নামাযের আগে নফল পড়া সমীচীন মনে করেন না। যদি কেউ পড়েন তাহলে তাকে নিষেধ করার প্রয়োজন নেই।

বিত্রের পর নফল পড়া

প্রশ্ন-৭৩৭ ঃ বিত্রের পর নফল পড়া যাবে কি? অনেকে বলেন- বিত্রের পর নফল পড়া বিদ'আত।

উত্তর ঃ বিত্র নামাযের পর বসে দু'রাকায়াত নফল পড়ার কথা তো সিহাহ্ সিত্তার হাদীসেই আছে। কাজেই একে বিদ'আত বলা যাবেনা। অবশ্য বিত্রের পর যদি নফল পড়তে হয় তাহলে দাঁড়িয়ে পড়াই উচিত।

সালাতুল হাজত

প্রশ্ন-৭৩৮ ঃ সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম জানতে চাই।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতুল হাজতের নিয়ম বলেছেন এভাবে- প্রথমে ভালোভাবে ওযু করে তারপর দু'রাকায়াত নামায পড়তে হবে। নামায শেষে আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করতে হবে। অন্যান্য

মুসলিমের জন্য দু'আ ইস্তিগফার এবং নিজের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিচের দু'আটি পড়তে হবে।

لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمِ- سَبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتَ رَحْمَتِكَ- وَمُنْجِيَاتَ اَمْرُكَ- وَعَزَائِمُ مَغْفِرَتَكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ- لاَتَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَه وَلاَهَمًّا اِلاَّ فَرَجْتَه- وَلاَ حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضَا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসআলুকা মুজিবাতা রাহমাতিকা, ওয়া মুনজিয়াতা আমরুকা। ওয়া আযায়িমু মাগফিরাতাকা, আল গানিমাতা মিন কুল্লি বির্‌রি ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন। লা তাদা' লী জাম্মা ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মা ইল্লা ফারাজতাহু। ওয়ালা হাজাতা হিয়া লাকা রিদা ইল্লা কাদাইতুহা ইয়া আর হামুর রাহিমীন।'

তারপর কাকুতি-মিনতির সাথে নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে দু'আ করতে হবে। বৈধ কাজের জন্য দু'আ করলে অবশ্যই দু'আ কবুল হবে।

মানতের নফল কখন আদায় করতে হবে

প্রশ্ন-৭৩৯ ঃ আমি মানত করেছিলাম যদি পরীক্ষায় পাস করি তাহলে ১০০ রাকায়াত নামায পড়বো। আল্লাহ্‌র রাহমাতে পরীক্ষায় পাস করেছি। আপনি মেহেরবানী করে বলে দেবেন, নফল নামাযের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে কিনা? নাকি সবসময়ই পড়া যাবে?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যখন ইচ্ছে পড়তে পারেন। তবে নিষিদ্ধ সময় অবশ্যই বাদ দিতে হবে। এমনকি ফযর ও আসরের পরও নয়।

বিপদাপদ দূর ও গুনাহের তাওবার জন্য নামায

প্রশ্ন-৭৪০ ঃ আল্লাহ্ যেন আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে বিপদাপদ থেকে হিফাযাত করেন এজন্য নফল পড়তে পারবো কি? কিংবা পরীক্ষায় পাসের জন্য অথবা গুনাহ্ মাফের জন্য?

উত্তর ঃ কোনো কাজ উপস্থিত হয়েছে, যেন তা সূচারুরূপে সমাধান করা যায়

সেজন্য 'সালাতুল হাজত'-এর ব্যবস্থা রয়েছে। আর গুনাহ্ থেকে তাওবার নিমিত্তে নফল নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে যা 'সালাতুত তাওবা' নামে পরিচিত। (এসব নামাযের ধরাবাধা কোনো নিয়ম নেই, নিয়াত করে যে কোনো সূরা দিয়ে পড়ে নিলেই হবে -অনুবাদক।)

তাহ্ইয়াতুল ওযু'র নামায

প্রশ্ন-৭৪১ ঃ তাহ্ইয়াতুল ওযু'র নামায পুরুষ এবং মহিলা, সবাই পড়তে পারে কি? সব নামাযের আগেই কি তাহ্ইয়াতুল ওযু পড়া যাবে?

উত্তর ঃ যোহর, আসর ও ইশার নামাযের আগে পড়া যাবে। সুবহে সাদিকের পর থেকে ফযরের ফরয নামায পড়ার পূর্ব পর্যন্ত শুধু ফযরের সুন্নাত ছাড়া আর কোনো নামায পড়া জায়েয নেই। আর ফযর নামাযের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগে তা পড়া যাবেই না। মাগরিবের আগেও পড়া যাবে না। কারণ মাগরিব নামায বিলম্ব করে পড়া ঠিক নয়। পুরুষ এবং মহিলা সকলের জন্য একই হুকুম।

তিলাওয়াতের সিজদা

তিলাওয়াতের সিজদার শর্ত

প্রশ্ন-৭৪২ ঃ তিলাওয়াতের সিজদার জন্যও কি সেই সব শর্ত পালন করতে হবে যেসব শর্ত নামাযের জন্য পালন করা হয়? যেমন জায়গা পাক, শরীর পাক, কিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি?

উত্তর ঃ নামাযের সিজদার জন্য যেসব শর্ত পালনীয়, তিলাওয়াতের সিজদার জন্যও সে সব শর্ত পালনীয়।

তিলাওয়াতের সিজদার নিয়ম

প্রশ্ন-৭৪৩ ঃ তিলাওয়াতের সিজদা কিভাবে করতে হয় মেহেরবানী করে জানাবেন কি?

উত্তর ঃ আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবেন। তারপর তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়বেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠবেন। ব্যস তিলাওয়াতের সিজদা হয়ে গেলো। দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাওয়া উত্তম। কেউ যদি বসে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করে তাও জায়েয আছে।

প্রশ্ন-৭৪৪ ঃ তিলাওয়াতের সিজদা মোট ক'টি করতে হবে?

উত্তর ঃ একটি আয়াত তিলাওয়াত করলে মাত্র একটি সিজদা দিতে হবে। তবে

স্থান ও সময় পরিবর্তন করে যদি ঐ আয়াত পুনরায় পড়া হয় তাহলে সেজন্য পৃথকভাবে আরেকটি সিজদা করতে হবে।

ক্যাসেট প্লেয়ারে সিজদার আয়াত শুনলে

প্রশ্ন-৭৪৫ ঃ ক্যাসেট প্লেয়ারে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ না। এতে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

সবগুলো সিজদা একত্রে আদায় করা

প্রশ্ন-৭৪৬ ঃ কুরআন শরীফ খতম করে সবগুলো সিজদা এক সাথে আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ সবগুলো সিজদা জমা করে একসাথে আদায় করা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। তিলাওয়াতের সময় যখন যে আয়াত আসে তখন সে সিজদা আদায় করে দেয়াই উত্তম। তবু যদি কেউ সবগুলো সিজদা জমা করে একত্রে আদায় করে, হয়ে যাবে।

দু'ব্যক্তি একসাথে একই সিজদার আয়াত পড়লে

প্রশ্ন-৭৪৭ ঃ একটি সিজদার আয়াত শিক্ষক পড়াচ্ছেন আর ছাত্র পড়ছেন। এমতাবস্থায় উভয়ের ওপর ক'টি সিজদা ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ উভয়ের ওপর দুটো করে সিজদা ওয়াজিব হবে। একটি পড়ার জন্য এবং আরেকটি শুনার জন্য।

সিজদার আয়াত কি আস্তে পড়া উচিত?

প্রশ্ন-৭৪৮ ঃ সিজদার আয়াত কি চুপিচুপি পড়া উচিত, না জোরে পড়া উচিত?

উত্তর ঃ যদি একাকী তিলওয়াত করা হয় তাহলে চুপিচুপি পড়া উচিত। কিন্তু যদি নামাযে (যেমন তারাবীহ্) পড়া হয় তাহলে আস্তে পড়লে মুসল্লিরা সেই আয়াত শোনা থেকে বাদ পড়ে যাবে। এজন্য নামাযে জোরে পড়া উচিত। ■

জানাযা অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন ও অন্যান্য বিষয়

গাইর মুহাররামকে কাফন-দাফনের জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া

প্রশ্ন-৭৪৯ ঃ এক মহিলা মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবেন আমার দুলাভাই (ভগ্নিপতি) এবং তিনিই আমার ওলী হিসেবে কাফন-দাফন করাবেন। প্রশ্ন হচ্ছে– এরূপ ওসিয়ত জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ কোনো মহিলার ওলী হতে পারেন তার ভাই কিংবা ছেলে। ভগ্নিপতি ওলী হতে পারেন না। এমন কি ওয়ারিসও নয়। কাজেই এরূপ ওসিয়ত করে যাওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য ভগ্নিপতি যদি নেক ও দীনদার হন এবং শরঈ মাসয়ালা-মাসায়িল সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত থাকেন তাহলে তার তদারকিতে কাফন-দাফনের জন্য ওসিয়ত করা জায়েয আছে।

অপরিচিত বেওয়ারিস লাশের কাফন-দাফন

প্রশ্ন-৭৫০ ঃ যদি কোথাও অপরিচিত বেওয়ারিস লাশ পাওয়া যায় এবং সে কোন্ ধর্মাবলম্বী তা জানা না যায় তাহলে সেই লাশের কাফন-দাফন হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ যদি মুসলিম রাষ্ট্রে সেই লাশ পাওয়া যায় এবং অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ না থাকে তাহলে ইসলামী পদ্ধতিতে তার কাফন-দাফন করতে হবে। আর যদি অমুসলিম হওয়ার কোনো আলামত পাওয়া যায়, সেইভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মৃত ভূমিষ্ঠ বাচ্চাদের কাফন-দাফন

প্রশ্ন-৭৫১ ঃ মায়ের পেট থেকে মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাতে হবে কি? তাকে কবরস্থানে দাফন করতে হবে, নাকি অন্য কোথাও? তার নাম রাখতে হবে কি? এক ইমাম সাহেব বলেছেন, তাকে কবরস্থানে দাফন না করে অন্য কোথাও দাফন করতে হবে। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ বাচ্চা মৃত ভূমিষ্ঠ হলে তাকে গোসল দেয়া ও নাম রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হিদায়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে তাকে গোসল দিতে হবে এবং

তার নাম রাখতে হবে। কিন্তু জানাযা পড়ার প্রয়োজন নেই। কাপড় মুড়ে কবরস্থানে দাফন (কবরস্থ) করতে হবে। 'কবরস্থানে দাফন না করে অন্য কোথাও দাফন করতে হবে' কথাটি তিনি ঠিক বলেননি।

লাশের কাছে কুরআন তিলাওয়াত

প্রশ্ন-৭৫২ ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় লাশের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, এটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ লাশ যে রুমে রাখা হয় সেই রুম ছাড়া অন্য রুমে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে। অবশ্য লাশ গোসল দেয়ার পর লাশের কাছে বসেও কুরআন তিলাওয়াত করা যায়।

লাশ গোসলের সময় কুলপাতা দিয়ে পানি গরম করা

প্রশ্ন-৭৫৩ ঃ অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় কুলপাতা পানিতে গরম করে সেই পানি দিয়ে মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়া হয়। এর কোনো শরঈ ভিত্তি আছে কি?

উত্তর ঃ এটি হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

গোসলের সময় লাশকে কিভাবে শোয়াতে হবে

প্রশ্ন-৭৫৪ ঃ গতকাল এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন। তাকে পূর্বদিকে মাথা এবং পশ্চিমদিকে পা রেখে শুইয়ে গোসল দেয়া হয়েছে। এতে নাকি মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলামুখী থাকে। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ দু'অবস্থায় রেখে লাশ গোসল দেয়া যায়–

এক ঃ কিবলার দিকে পা এবং কিবলার বিপরীত দিকে মাথা রেখে শুইয়ে।

দুই ঃ যেভাবে কবরে লাশ রাখা হয় সেইভাবে শুইয়ে। অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি উত্তম।

একাধিকবার লাশের গোসল দেয়া

প্রশ্ন-৭৫৫ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়। যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে এক রাত পার হয়ে যায় তাহলে আবার গোসল দিতে হবে কি? স্বামী তার স্ত্রীর লাশ বহন এবং তাকে কবরে রাখতে পারেন কি?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নিয়ম। আত্মীয়-স্বজনের জন্য

অপেক্ষা করতে গিয়ে লাশ ফেলে রাখা খুব খারাপ কাজ। একবার গোসল দিলে পুনরায় গোসলের প্রয়োজন নেই। স্বামী স্ত্রীর কফিন বহন করতে পারেন এবং স্ত্রীর মুহাররাম আত্মীয় না থাকলে কিংবা তারা সংখ্যায় কম থাকলে স্বামী স্ত্রীকে কবরে রাখতে পারেন।

লাশের শরীরে ব্যান্ডেজ থাকলে

প্রশ্ন-৭৫৬ ঃ এক ব্যক্তির ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিলো। সেই অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করলেন। তার লাশ গোসলের সময় ব্যান্ডেজ খুলে নিতে হবে, নাকি ঐভাবে গোসল দিয়ে কাফন পরাতে হবে?

উত্তর ঃ গোসলের সময় ব্যান্ডেজ খুলে নিতে হবে।

যারা লাশ গোসল করাবেন তাদের গোসল করতে হবে কি?

প্রশ্ন-৭৫৭ ঃ যারা মৃতকে গোসল দেবেন তাদের গোসল করতে হবে কি? অনেকে বলেন, এমতাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ যারা মৃতকে গোসল দেবেন তাদের ওপর গোসল ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল) একমত।

কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 'যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে সেও গোসল করবে আর যে কফিন বা খাটিয়া বহন করবে সে ওযু করে নেবে।' (মিশকাত, ৫৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একে দুর্বল হাদীসের পর্যায়ে ফেলেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এবং ইমাম আলী ইবনু আল মাদীনী বলেছেন, এ অধ্যায়ের কোনো বর্ণনাই সহীহ্ নয়। ইমাম বুখারীর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আয্ যুহালী বলেছেন- এ বিষয়ে আমার জানা মতে এমন কোনো হাদীস নেই যা নির্ভরযোগ্য। (শরহে মুহাযযাব, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৮৫)

কাজেই এ হাদীসে যে নির্দেশ এসেছে তা বড়োজোর মুস্তাহাব পর্যায়ের। যেমন জানাযা বহনকারীকে ওযু করার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু তা তার জন্য অপরিহার্য নয়। গোসলের ব্যাপারটিও তেমন। ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন- ফকীহ্দের মধ্যে এমন কাউকে আমি পাইনি যিনি মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা ওয়াজিব বলেছেন। তাছাড়া এমন কাউকেও পাইনি যিনি জানাযা (কফিন) বহন করার পর

ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে হয় এ নির্দেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। কারণ মৃতকে গোসল দেয়ার সময় শরীরে সেই পানির ছিটে-ফোঁটা এসে লেগে যায়। অনেক সময় লাশের শরীর অপবিত্র থাকলে গোসলদানকারীর শরীরেও তার ছিটে-ফোঁটা লেগে যায় এবং নাপাকীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এজন্য সংশয়মুক্ত হওয়ার জন্য গোসলের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (মু'আলিমুস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩০৫)

নতুন কাপড়ে কাফন

প্রশ্ন-৭৫৮ ঃ কেউ যদি নিজের কাফনের জন্য কাপড় কিনে রাখে তাহলে প্রতি বছর নতুন কাপড় কিনতে হবে কি?

উত্তর ঃ নতুন কাপড়ে কাফন দিতে হবে এর কোনো শরঈ ভিত্তি নেই। ধোয়া পুরনো চাদরেও কাফন দেয়া জায়েয আছে।

সেলাই করা কাপড় দিয়ে কাফন

প্রশ্ন-৭৫৯ ঃ অনেকে ঘরে সেলাই করা কাপড়-চোপড় রেখে মারা যান। অতিরিক্ত টাকা খরচ করে নতুন কাপড় না কিনে কেউ যদি সেলাই করা সেই কাপড়েই তাদেরকে কাফন দিতে চান তাহলে তা জায়েয কি?

উত্তর ঃ সেলাই করা কাপড় দিয়ে কাফন না দেয়াই উচিত। এটি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

মৃতব্যক্তিকে কর্পূর ও সুগন্ধি লাগানো

প্রশ্ন-৭৬০ ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট আগরবাতি ও লুবান জ্বালানো হয় এমনকি কবরেও মোমবাতি ও আগরবাতি লাগানো হয়। এটি কি ঠিক? কবরে ফুল দেয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ মৃতকে কাফন পরানোর পূর্বে কাফনের কাপড়ে লুবানের ধূঁয়া দেয়া সুন্নাত। মৃতের মাথা, দাড়ি সহ সারা শরীরে আতর লাগানো এবং সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (যেমন কপাল, নাক, দু'হাত, পায়ের গোড়ালীর গিট এবং পায়ের পাতা) কর্পূর লাগানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির নিকট কিংবা কবরে ফুল রাখা অথবা কবরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো বিদ'আত।

মৃত মহিলাকে কাজল দেয়া

প্রশ্ন-৭৬১ ঃ মৃত মহিলাকে কাজল কিংবা সুরমা লাগানো জায়েয কি?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই। মৃতকে কাজল কিংবা সুরমা লাগানো নিষেধ।

মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারে কি?

প্রশ্ন-৭৬২ ঃ মৃত স্ত্রীর চেহারা স্বামী দেখতে পারবেন কি? স্ত্রীকে স্পর্শ করা, কবরে নামানো এবং জানাযায় শরীক হওয়া স্বামীর জন্য জায়েয কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার চেহারা দেখতে পারবেন। কিন্তু স্পর্শ করতে পারবেন না। জানাযায় শরীক হতে এবং লাশ কাঁধে বহন করতে পারবেন। তবে মুহাররাম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে স্ত্রীকে কবরে নামাতে পারবেন না। যদি মুহাররাম আত্মীয় সংখ্যায় কম থাকেন কিংবা না থাকেন তাহলে স্বামী স্ত্রীকে কবরে নামাতে পারবেন। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। তাই স্বামীও গাইর মুহাররাম পুরুষের মত হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৭৬৩ ঃ আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- স্বামী মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখতে পারবেন কিন্তু তার শরীর স্পর্শ করতে পারবেন না। আপনার কাছে সবিনয়ে নিবেদন, এ মাসয়ালার দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। আমি যতদূর জানি হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাকে গোসল দিয়েছেন। এমন কি আবু বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রী তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। এতে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, মৃত স্বামী কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করা শুধু জায়েযই নয় বরং একে অপরকে গোসল দেয়া উত্তম। কারণ সাহাবা কিরাম শুধু জায়েয কাজই নয় বরং উত্তম কাজগুলো করেছেন। অথচ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, স্বামী স্ত্রীর কোনো একজনের মৃত্যু হলে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে যায়। মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন কি?

উত্তর ঃ স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। এ জন্যই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার বোনকে বিয়ে করা জায়েয। আর একই কারণে মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারেন না এবং গোসলও দিতে পারেন না। পক্ষান্তরে স্বামীর ইন্তিকালের পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনকাল পর্যন্ত বিয়ে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই মৃত স্বামীকে স্পর্শ করা কিংবা তাকে গোসল দেয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয। আবু বকর (রা)-কে গোসল দেয়ার ব্যাপারে আপনি যা লিখেছেন তা ঠিক আছে এতে কোনো আপত্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ আলী (রা)-এর ঘটনা। এ সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে গোসল দিয়েছিলেন। দুই. আসমা বিনতু উমাইস ও হযরত আলী (রা) দু'জনে গোসল করিয়েছিলেন। তিন. হযরত ফাতিমা (রা) মৃত্যুর পূর্বে নিজেই গোসল করে নতুন কাপড় পরেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি আজ চলে যাচ্ছি। আমি গোসলও করেছি এবং কাফনও

পরেছি, কাজেই আমার মৃত্যুর পর যেন আমার কাপড় খুলে নেয়া না হয়। একথা বলে তিনি কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং তাঁর রুহ বেরিয়ে গেলো। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে গোসল দেয়া হয়নি।

যেহেতু একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তাই এর ওপর শরঈ মাসয়ালার কোনো ভিত্তি রাখা যেতে পারে না। যদি হযরত আলী (রা) কর্তৃক গোসল দেয়ার ব্যাপারটি মেনে নেয়া হয় তবু বড়োজোর এতটুকু বলা যেতে পারে, এটি ছিলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা তাদের জন্য খাস। এটিকে সাধারণ মাসয়ালার পর্যায়ে ফেলা ঠিক হবে না।

নাপাক শরীরে লাশ বহন করা

প্রশ্ন-৭৬৪ ঃ নাপাক শরীরে লাশ বহন করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ নাপাক শরীরে লাশ বহন করা মাকরূহ্।

মৃত মহিলার লাশ সবাই বহন করতে পারে কি?

প্রশ্ন-৭৬৫ ঃ জানাযা (কফিন) যদি কোনো মহিলার হয় তাহলে সকল পুরুষই কি তা বহন করতে পারবেন?

উত্তর ঃ কবরে নামানোর সময় শুধু মুহাররাম পুরুষই নামাবেন (অবশ্য মুহাররাম পুরুষ না থাকলে কিংবা তারা সংখ্যায় কম থাকলে অন্যেরা নামাতে পারেন)। তবে যে কোনো ব্যক্তিই লাশ বহন করতে পারেন।

প্রশ্ন-৭৬৬ ঃ লাশ কবরে নামানোর পূর্বে কবরে ও লাশের গায়ে গোলাপ পানি ছিটানো হয় কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধি ছিটানো হয়। লাশের ওপর 'আহাদনামা' রাখা হয়। আবার লাশ বাড়ি থেকে কবরস্থানে নেয়ার সময় লাশের সাথে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং কবরের ওপর ফুল রাখা হয়। এগুলো শরীআহ্ সম্মত কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ এগুলো কু-সংস্কার। এর কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন-৭৬৭ ঃ কবরের ভেতর কোনো কিছু বিছানো (যেমন তুলা, ফোম ইত্যাদি) জায়েয কি?

উত্তর ঃ কবরের ভেতর কোনো কিছু বিছানো জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৭৬৮ ঃ লাশের সাথে কবরে কুরআন শরীফ কিংবা কুরআনের কিছু অংশ অথবা কালিমা (যেমন কালিমা তাইয়্যিবা) দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ লাশের সাথে কবরে কুরআন শরীফ কিংবা তার কোনো অংশ দাফন করা জায়েয নেই। হারাম। কারণ লাশ কবরের ভেতর পঁচে গলে যায়। এমন জায়গায় কুরআন শরীফ রাখা চরম বেআদবী। অন্যান্য পবিত্র কালিমা সম্পর্কেও একই হুকুম।

লাশের মুখ কিবালামুখী করা

প্রশ্ন-৭৬৯ ঃ অনেক সময় দেখা যায় লাশ কবরে চিৎ করে শুইয়ে তার মুখ কিবলামুখী ফিরিয়ে রাখা হয়, এটি কিরূপ?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির শুধু মুখ কিবলামুখী ফিরিয়ে রাখা যথেষ্ট নয় বরং পুরো শরীরকেই কিবলামুখী করে রাখতে হবে। এজন্য কবরে ডান পাশে একটু নিচু রাখলেই লাশ পুরো কিবলামুখী করে শুয়ানো সম্ভব।

মৃত মহিলার মুখ গাইর মুহাররাম পুরুষকে দেখানো

প্রশ্ন-৭৭০ ঃ মৃত মহিলার মুখ যদি গাইর মুহাররাম পুরুষকে দেখানো হয় তাহলে গুনাহ্গার হবেন কে? যিনি দেখালেন তিনি, নাকি মৃত মহিলা?

উত্তর ঃ গাইর মুহাররাম পুরুষকে কোনো মৃত মহিলার মুখ দেখানো জায়েয নেই। যারা দেখাবে তারা গুনাহ্গার হবে। আর যদি মৃত মহিলা জীবিতাবস্থায় তাদেরকে মুখ দেখিয়ে থাকে তাহলে সেও গুনাহ্গার হবে। নইলে সে গুনাহ্গার হবে না। মহিলাদের ওসিয়ত করে যাওয়া ভালো, যেন মৃত্যুর পর তার মুখ কোনো গাইর মুহাররাম পুরুষকে না দেখানো হয়।

কবরে নামানোর পর লাশের মুখ খোলা

প্রশ্ন-৭৭১ ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় লাশ কবরে রাখার পরও মুখ থেকে কাফন সরিয়ে লাশের চোহার দেখানো হয়। কবরের চারপাশে দাঁড়িয়ে লোকজন মৃতব্যক্তিকে শেষ দেখা দেখে নেন। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ কবরে রাখার পর লাশের মুখ খুলে দেখানো ঠিক নয়। কারণ অনেক সময় কবরে নামানো মাত্র আলমে বারযাখের প্রভাব লাশের ওপর পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় তা দেখে লোকজন তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

লাশ কবরে রাখার পর মাটি দেয়া

প্রশ্ন-৭৭২ ঃ সাধারণত দেখা যায় লাশ কবরে রাখার পর যারা লাশ নিয়ে

কবরস্থানে যান তারা প্রত্যেকেই তিন মুঠো করে মাটি কবরে দেন। তারপর মাটি দিয়ে কবর ভরে দেয়া হয়। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ করা কেমন?

উত্তর ঃ তিনমুঠো মাটি দেয়া মুস্তাহাব। প্রথম মুঠো দেয়ার সময় 'মিনহা খালক্নাকুম', দ্বিতীয় মুঠো দেয়ার সময়, 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম', তৃতীয় মুঠো দেয়ার সময় 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখ্‌রা' বলতে হয়। যদি এরূপ না করা হয় তবু কোনো ক্ষতি নেই।

কবরের নিকট আযান দেয়া

প্রশ্ন-৭৭৩ ঃ কবরের নিকট আযান দেযা জায়েয কি? রেডিওতে এক মৌলভী সাহেব বলেছেন জায়েয।

উত্তর ঃ আল্লামা শামী (রহ) আযান অনুচ্ছেদ ও জানাযা অধ্যায়ে লিখেছেন- কবরের নিকট আযান দেয়া বিদ'আত।

প্রশ্ন-৭৭৪ ঃ মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আযান দেয়া এবং একটু বিলম্ব করে তার জন্য দু'আ ইস্তিগফার করা কিরূপ?

উত্তর ঃ কবরের কাছে আযান দেয়া বিদ'আত। সালফে সালিহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তবে দাফনের পর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দু'আ ইস্তিগফার করা হাদীস থেকে প্রমাণিত।

কবরের কতিপয় বিধান

প্রশ্ন-৭৭৫ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কবর কেমন হওয়া উচিত? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইসলাম কবর সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছে তার সারকথা নিম্নরূপ ঃ

১. কবর প্রশস্ত এবং গভীর করে খনন করতে হবে। (গভীরতা কমপক্ষে একজন প্রমাণ সাইজের পুরুষের বুক পর্যন্ত হওয়া উচিত)।

২. কবরকে (মাটি দিয়ে ভরাট করার পর) বেশি উঁচু করা যাবেনা। আবার একেবারে সমতলও করা যাবে না বরং জমিনের চেয়ে সামান্য উঁচু রাখতে হবে (যেন কবর বলে চেনা যায়)।

৩. কবর পাকা করা যাবে না এবং কবরের ওপর কোনো গম্বুজ কিংবা অট্টালিকা নির্মাণ করা যাবে না। কবর কাঁচা রাখতে হবে স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমার (রা)-এর কবরও কাঁচা। অবশ্য মাটি দিয়ে লেপে দেয়া জায়েয আছে।

৪. কবরকে এরূপ সম্মান করা জায়েয নেই যা ইবাদাতের মত হয়ে যায়। যেমন সিজদা করা, কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া, কবরকে তাওয়াফ করা, কবরের কাছে গিয়ে হাত বেঁধে দাঁড়ানো ইত্যাদি .

চিহ্নিত করার জন্য কবরে পাথর লাগানো

প্রশ্ন-৭৭৬ ঃ কবরের ওপর নাম ঠিকানা খচিত ফলক বা পাথর লাগানো যাবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ চিহ্নিত করার জন্য নাম ঠিকানাযুক্ত ফলক বা পাথর লাগানো জায়েয আছে। কিন্তু তার ওপর কুরআনের কোনো আয়াত বা দু'আ-দরূদ লিখা জায়েয নেই।

মৃত ব্যক্তির বাড়ির সদস্যদের জন্য খাবার পাঠানো

প্রশ্ন-৭৭৭ ঃ মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজনদের জন্য ক'দিন পর্যন্ত খাবার পাঠানো উচিত? এটি কি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজনদের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত খাবার পাঠানো মুস্তাহাব। (ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়)।

কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিকে খানকা কিংবা মাদ্রাসায় দাফন করা

প্রশ্ন-৭৭৮ ঃ দেখা যায় অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিকে তাঁর খানকায় কিংবা মাদ্রাসা চত্বরে দাফন করা হয় এবং সেই কবরকে কেন্দ্র করে শির্‌ক বিদ'আতের সূত্রপাত ঘটে থাকে। এটি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কিরূপ?

উত্তর ঃ আকাবির ও মাশায়িখদেরকেও মাসজিদ কিংবা মাদ্রাসা চত্বরে দাফন করা ফকীহ্‌গণ মাকরূহ্‌ বলেছেন। (খানকায় দাফনের ব্যাপারটিও মাকরূহ্‌)।

অমুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনলে

প্রশ্ন-৭৭৯ ঃ আমরা কোনো মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে থাকি। যদি কোনো অমুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনি তখন আমরা কি বলবো?

উত্তর ঃ তখনও নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে উক্ত আয়াত পড়া যাবে।

মৃত ব্যক্তির ঋণ

প্রশ্ন-৭৮০ ঃ মৃত ব্যক্তির এমন কিছু ঋণ অপরিশোধ অবস্থায় রইলো যে সম্পর্কে তার ওয়ারিসগণ অবহিত নন। এমন কি যিনি পাওনাদার তিনিও কিছু বললেন না। এমতাবস্থায় কী করণীয়?

উত্তর ঃ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় যিনি মারা যান তার ব্যাপারটি বড়ো কঠিন। আল্লাহ যেন এ থেকে প্রতিটি মুসলিমকে হিফাযত করেন। রাসূল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঋণগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির জানাযা নামায পড়াতেন না, ব্যক্তিদের ঋণের দায়িত্ব তিনি (রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে) গ্রহণ করতেন। হাদীসে বলা হয়েছে-

'মুমিনের আত্মা ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়।' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

'একদিন ফযর নামায শেষ করে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- এখানে কি অমুক গোত্রের লোক আছে? তোমাদের এক লোককে জান্নাতের দরোজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ তার দায়িত্বে ঋণ আছে, যা সে পরিশোধ করেনি। এখন যদি তোমরা চাও তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নাও। আর যদি চাও তাহলে তাকে আল্লাহ্র আযাবে সোপর্দ করো।' (তাবারানী, বাইহাকী)

এক সাহাবা বলেছেন- 'আমার পিতা ইন্তিকাল করলেন। তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিলো তিন শো' দিরহাম। তার ছেলে সন্তান ছিলো এবং ঋণও ছিলো। আমি তার পরিবার পরিজনের জন্য কিছু ব্যয় করার ইচ্ছে করায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমাদের পিতা ঋণের দায়ে আবদ্ধ, তাকে ঋণমুক্ত করো।' (মুসনাদ-ইমাম আহমদ)

কোনো মুসলিমের ঋণ গ্রহণ করাই উচিত নয়। যদি একান্ত বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করেন, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করা উচিত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ না করুন যদি তিনি মারা যান তাহলে তার ওয়ারিসগণ পরিশোধ করবে কিনা তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যদি জীবিতাবস্থায় পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে ওসিয়ত করে যাওয়া ফরয। ওসিয়ত না করে মৃত্যু বরণ করলে কিংবা ওয়ারিসগণ ঋণের কথা জানতে না পারলে অবশ্যই গুনাহ্গার হতে হবে এবং নির্ঘাত আটকা পড়ে যাবার আশংকা রয়েছে। তখন তার ঋণও পরিশোধ হবে না আর তার মুক্তিও মিলবে না। (নাউযু বিল্লাহ্)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আপন মহিমায় যদি কিছু করেন তা তাঁর অনুগ্রহ।

মোটকথা যিনি ঋণ গ্রহণ করবেন তিনি হয় তা পরিশোধ করবেন, না হয় ওসিয়ত করে যাবেন। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেছিলেন-

যদি কেউ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কিছু পাওনা থাকেন কিংবা তিনি কাউকে কোনো বিষয়ে ওয়াদা করে থাকেন তাহলে তিনি যেন আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমি তা পরিশোধ করে দেবো। মাসয়ালা হচ্ছে- মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এতে যদি তার সমস্ত সম্পদ লেগে যায় এবং ওয়ারিসদের জন্য এক পয়সাও না থাকে, তবু।

প্রশ্ন-৭৮১ ঃ মৃত ব্যক্তি কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে গেলেন না কিন্তু ঋণ রেখে গেলেন। এমতাবস্থায় ওয়ারিসদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে না গেলে ওয়ারিসগণ সেই ঋণ পরিশোধে বাধ্য নয়। (যদি তাদের সামর্থ্য থাকে তাহলে পরিশোধ করে দেয়া উত্তম)।

প্রশ্ন-৭৮২ ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট একজন কিছু টাকা পেতেন। তাকে দেয়া হলো কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। এখন কি করা উচিত?

উত্তর ঃ তিনি যদি স্বেচ্ছায় মাফ করে দেন তাহলে ঠিক আছে।

আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু এবং বিয়ে সাদী

প্রশ্ন-৭৮৩ ঃ আমার এক আত্মীয়ার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিলো এক বৎসর পূর্বে। বিয়ের পূর্ব নির্ধারিত দিনের ১০ দিন আগে তার আম্মা ইন্তিকাল করেন। তবু তিনি নির্দিষ্ট দিনে মেয়ের বিয়ে দেন। এ নিয়ে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাকে তিরস্কার করছেন। এটি নাকি শরঈ বিধানের পরিপন্থী এবং গুনাহ্র কাজ হয়েছে। মেহেরবানী করে সঠিক মাসয়ালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ শোক পালনের সর্বোচ্চ মেয়াদ তিন দিন। এর অতিরিক্ত শোক পালন করা শরীআহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ। শুধু যেসব মহিলার স্বামী ইন্তিকাল করেন তারা ছাড়া। তাদের শোক পালনের মেয়াদ চার মাস দশ দিন। আপনার আত্মীয়া মৃত্যুর দশদিন পর বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন, এটি ঠিকই করেছেন। যারা এ কাজ ঠিক হয়নি বলছেন তারা ভুল বলছেন। এতে তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

জানাযা নামায

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযা নামায কে পড়িয়েছিলেন

প্রশ্ন-৭৮৪ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযা নামায হয়েছিলো কিনা? যদি হয়ে থাকে তাহলে কে পড়িয়েছিলেন? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযা নামায জামায়াতে হয়নি এবং সেই জানাযা নামাযে কেউ ইমামত করেননি। ইবনু ইসহাকসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন- গোসল ও কাফনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাশ হুজরায় রাখা হয়েছিলো। প্রথমে পুরুষগণ তারপর মহিলাগণ এবং সর্বশেষ শিশুরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে তার জানাযা নামায পড়েছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) তাঁর নাশরুত্‌তীব গ্রন্থে লিখেছেন-

ইবনু মাজায় হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত- যখন তাঁর জানাযা তৈরি করে রাখা হলো, তখন প্রথমে পুরুষ, তারপর মহিলা সর্বশেষ শিশুরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে তাঁর জানাযা নামায পড়লেন। জানাযা নামাযে কেউ ইমামত করেন নি। (নাশরুত্‌তীব, পৃ-২৪৪, তাজ কোম্পানী থেকে প্রকাশিত)

আল্লামা সুহাইলী (রহ) লিখেছেন-

এটি ছিলো তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ তাঁর নির্দেশেই হয়েছিলো। ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করার জন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। (আর রাওযুল আনফ, ২য় খণ্ড পৃ-৩৭৭, মুলতান থেকে প্রকাশিত)

তাবারানী ও বাযযার-এর রেফারেন্স হাফিয নূরুদ্দীন হাশিমী (রহ) মাজমু আয যাওয়ায়িদে (৯ম খণ্ড, পৃ-২৫) যে বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করেছেন আল্লামা সুহাইলী (রহ) এবং থানভী (রহ) সেই বর্ণনাটি স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে-

(বর্ণনাকারী বলেন) আমরা জিজ্ঞেস করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জানাযা নামায কে পড়াবেন? বললেন- যখন তোমাদের গোসল দেয়া এবং কাফন পরানো শেষ হবে তখন আমার কফিন (জানাযা) কবরের পাশে রেখে তোমরা সবাই সরে যাবে। প্রথমে ফেরেশতাগণ আমার জানাযা নামায পড়বেন। তারপর তোমরা পৃথক পৃথকভাবে এসে আমার জানাযা নামায পড়বে। আগে আহ্‌লে বাইতের পুরুষগণ তারপর মহিলাগণ, পরে তোমরা।'

যেহেতু শহীদগণ জীবিত তাহলে তাদের জানাযা নামায পড়তে হবে কেন

প্রশ্ন-৭৮৫ ঃ আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত।' এ আয়াত থেকে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়

যারা জীবিত তাদের জন্য জানাযা নামায পড়তে হবে কেন? জানাযা নামায তো কেবল মৃতের জন্য পড়া হয়।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের জবাব তার পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে। '-তারা জীবিত কিন্তু তোমরা (সে জীবন সম্পর্কে) বুঝতে পারছো না।' এ আয়াত থেকে বুঝা যায় শহীদদের যে জীবনের কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের মত নয়। সে এক ভিন্ন জীবন। যাকে বারযাখের জীবন বলা হয়, যে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। যেহেতু তারা দুনিয়ার জীবন শেষ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান তাই আমরা তাঁদের জানাযা নামায পড়ে থাকি। তাঁদেরকে দাফন করি এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদও ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দিই। তাঁদের বিধবা স্ত্রীগণও ইদ্দত শেষে ইচ্ছে করলে অন্যত্র বিয়ে করতে পারেন।

নবজাতকের জানাযা

প্রশ্ন-৭৮৬ ঃ কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণের পর শব্দ করলো কিংবা কেঁদে উঠলো তার কিছুক্ষণ পর মারা গেলো। এরূপ নবজাতকের জানাযা নামায পড়তে হবে কি? অথচ তার কানে আযান দেয়ার সুযোগ হয়নি?

উত্তর ঃ যে শিশু জন্মের পর জীবনের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তারপর মারা যায় এরূপ শিশুর জানাযা নামায পড়া আবশ্যক। জন্মের দু'তিন মিনিট পরই মারা যাক না কেন। কানে আযান দেয়া হয়নি, শুধু এই অজুহাতে জানাযা নামায না পড়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-৭৮৭ ঃ যদি পাঁচ-ছ'মাস বয়সের কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা যায় কিংবা মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, উভয় অবস্থায় সেসব শিশুর গোসল কাফন ও জানাযা নামায সম্পর্কে মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা যায় তাকে গোসল দিতে হবে এবং কাফন পরিয়ে জানাযা নামাযও পড়তে হবে। যত অল্প সময়ই সে জীবিত থাকুক না কেন। কিন্তু যে শিশু মৃত জন্মগ্রহণ করে তার জানাযা নামায পড়তে হবে না। তাকে গোসল দিয়ে কাপড় পরিয়ে জানাযা ব্যতিরেকে দাফন করতে হবে। তবে সেই বাচ্চারও নাম রাখা উচিত।

মাসজিদে জানাযা নামায

প্রশ্ন-৭৮৮ ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় লাশ মেহরাবের বরাবর রেখে ইমাম সাহেব জানাযা পড়তে দাঁড়িয়ে যান এবং মুসুল্লীরা মাসজিদের ভেতর কাতারবন্দী

হয়ে দাঁড়িয়ে জানাযা নামায আদায় করেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে জায়গা না থাকলে এরূপ করা জায়েয। সত্যিই কি এরূপ করা জায়েয?

উত্তর ঃ মাসজিদে জানাযা নামায পড়ার তিনটি অবস্থা আছে কিন্তু তিন অবস্থায়ই হানাফীদের নিকট মাকরুহ্।

এক ঃ জানাযা (কফিন), ইমাম এবং মুক্তাদী সকলেই মাসজিদের ভেতর থাকা।

দুই ঃ জানাযা মাসজিদের বাইরে এবং ইমাম ও মুক্তাদী মাসজিদের ভেতর থাকা।

তিন ঃ জানাযা, ইমাম এবং কিছু মুসুল্লী মাসজিদের বাইরে দাঁড়ালেন এবং কিছু মুসুল্লী মাসজিদের ভেতর দাঁড়ালেন।

যদি বাস্তব কোনো সমস্যার কারণে মাসজিদে জানাযা নামায পড়া হয় তাহলে জায়েয আছে।

হাতিমে দাঁড়িয়ে জানাযা নামাযে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৭৮৯ ঃ হারাম শরীফে প্রায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের শেষেই জানাযা থাকে। অনেক লোক হাতিমে দাঁড়িয়ে জানাযা নামাযে অংশগ্রহণ করে, যখন ইমাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে জানাযা নামায পড়ান। আমার প্রশ্ন হচ্ছে হাতিমে দাঁড়িয়ে জানাযা নামায হবে কিনা?

উত্তর ঃ মুতাকাদ্দিমীন (প্রথম দিকের আলিমগণ) থেকে এ মাসয়ালার কোনো ভাষ্য নেই। অবশ্য আল্লামা শামী (রহ) রূমের এক আলিমে দীনের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। তিনি এরূপ করা জায়েয মনে করেননি। কিন্তু আল্লামা শামী (রহ) লিখেছেন- তিনি এরূপ করা জায়েয মনে করেন। (শামী, ২য় খণ্ড পৃ-২৫৬)। আমি (লেখক) যতটুকু জানি ওয়াক্তিয়া নামায এবং জানাযা নামাযে লোকদেরকে হাতিমে দাঁড়াতে দেয়া হয় না।

ফযর ও আসর নামাযের পর জানাযা নামায

প্রশ্ন-৭৯০ ঃ হানাফী মাযহাব মতে ফজর নামাযের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ও আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায পড়াই জায়েয নয়। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী তিনি আমাকে হারামাইন শরীফ যিয়ারত করার তাওফিক দিয়েছেন। সেখানে দেখেছি ফজরের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে এবং আসর নামাযের পরপরই জানাযা হাজির করা হয় এবং তখনই জানাযা

নামায পড়া হয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? আমরা কি জানাযা নামাযে অংশ গ্রহণ করবো?

উত্তর ঃ ফজর ও আসর নামাযের পর নফল পড়া জায়েয নেই কিন্তু জানাযা নামায, তিলাওয়াতের সিজদা এবং কাযা নামায পড়ার অনুমতি আছে। এজন্যই জানাযা নামাযের অনুমতি আছে, কারণ তা পড়া জরুরী।

সুন্নাত নামায শেষ করে জানাযা নামায

প্রশ্ন-৭৯১ ঃ আমরা আগে সুন্নাত নামায শেষ করে জানাযা নামায পড়তাম। কিছুদিন হয় আমাদের মাসজিদে নতুন ইমাম সাহেব এসেছেন। তিনি ফরয নামায শেষ করে সুন্নাত পড়ার আগেই জানাযা নামায পড়েন। ফলে আমরা জানাযা শেষ করে সাথে সাথে কবরস্থানে যেতে পারিনা। এ ব্যাপারে শরঈ বিধান কী?

উত্তর ঃ ফরয নামায শেষ করে সাথে সাথে জানাযা নামায পড়া এটিই সঠিক নিয়ম। সুন্নাত পরে পড়ে নেয়া উচিত। কিন্তু বাহ্‌রি শরীআহ্'র বরাত দিয়ে দুররে মুখতারে বলা হয়েছে সুন্নাত শেষ করেও জানাযা নামায পড়া যায়।

জুতো পরে জানাযা নামায

প্রশ্ন-৭৯২ ঃ জানাযা নামায পড়ার সময় জুতো পায়ে দিয়ে পড়বে নাকি পা থেকে জুতো খুলে নেবে? দেখা যায় অনেকে জুতো খুলে আবার জুতোর ওপর দাঁড়িয়েই জানাযা নামায পড়েন। এরূপ করা যায় কি?

উত্তর ঃ জুতো পাক হলে তা পরে জানাযা নামায পড়া জায়েয। আর যদি জুতো পাক না হয় তাহলে পায়ে দিয়ে কিংবা পা থেকে খুলে জুতোর ওপর দাঁড়িয়ে জানাযা নামায পড়া জায়েয নেই। তবে নিচের অংশ নাপাক আর ওপরের অংশ যদি পাক থাকে তাহলে জুতোর ওপর দাঁড়ানো যাবে। মাটি শুকনো এবং পবিত্র হলে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে জানাযা নামায পড়া যায়।

জানাযা নামাযের নিয়ম

প্রশ্ন-৭৯৩ ঃ জানাযা নামাযের নিয়ম জানতে চাই। মেহেরবানী করে জানাবেন কিভাবে জানাযা নামায পড়া হয়।

উত্তর ঃ জানাযা নামাযে তাকবীর চারটি। প্রথম তাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ এবং চুতর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাতে হয়।

প্রশ্ন-৭৯৪ ঃ জানাযা নামাযের দু'আ স্মরণ না থাকলে কী করবে?

উত্তর ঃ দু'আ স্মরণ না থাকলে শুধু 'আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলানা ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত' পড়বে অথবা চুপ করে থাকবে।

মৃত ব্যক্তি বালেগ হলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا- اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِيْهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الْاِيْمَانِ.

'আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শা-হিদীনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া ইনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইয়াহু আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।'

নাবালেগ ছেলেদের জন্য দু'আ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطاً وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

'আল্লাহুম্মাজ্ আল্হুলানা ফারতাঁও ওয়াজ্ আল্হুলানা আজরাঁও ওয়া যুখরা। ওয়াজ আলহু লানা শা–ফিআঁও ওয়া মুশাফ্ফাআন।'

নাবালেগ মেয়েদের জন্য দু'আ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطاً وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

'আল্লাহুম্মাজ্ 'আল্হালানা ফারতাঁও ওয়াজ 'আলহা লানা আজরাঁও ওয়া যুখরা। ওয়াজ্ 'আলহা লানা শা-ফিআতুঁ আঁও ওয়া মুশাফ্ফাআহ্।

প্রশ্ন-৭৯৫ ঃ জানাযা নামাযে দু'আ পড়া জরুরী? নাকি না পড়লেও চলে?

উত্তর ঃ জানাযা নামাযে চার বার তাকবীর বলা ফরয। দু'আ পড়া সুন্নাত। দু'আ স্মরণ না থাকলে শুধু তাকবীর বললেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে জানাযা নামাযের দু'আ শিখে নেয়া উচিত। কারণ দু'আ ছাড়া একদিকে নামাযে সুন্নাতের খিলাফ হয় অপরদিকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

জানাযা নামাযের মাঝামাঝি এসে কেউ শরীক হলে

প্রশ্ন-৭৯৬ ঃ কেউ জানাযা নামাযের এক অথবা দুই তাকবীর হয়ে যাওয়ার পর এসে নামাযে শামিল হলেন, তিনি অবশিষ্ট নামায কিভাবে আদায় করবেন?

উত্তর ঃ তিনি ইমামের সালাম ফিরানোর পর এবং জানাযা উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে ছুটে যাওয়া তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন। ছুটে যাওয়া তাকবীর আদায় করার সময় কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু তাকবীরগুলো বলে সালাম ফেরালেই হবে।

জানাযা নামায শেষে হাত ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-৭৯৭ ঃ জানাযা নামাযে চতুর্থ তাকবীরের পর হাত ছেড়ে দিতে হবে নাকি ডানদিকে সালামের পর ডান হাত এবং বাম দিকে সালামের পর বাম হাত ছেড়ে দিতে হবে?

উত্তর ঃ উভয় পদ্ধতিই জায়েয।

জানাযা নামাযের পর দু'আ করা

প্রশ্ন-৭৯৮ ঃ জানাযা নামায শেষ করে তখনই আবার দু'আ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ জানাযা নামাযটাই দু'আ। কাজেই জানাযা নামাযের পর পুনরায় দু'আ করা ব্যাপারটি সুন্নাত থেকে প্রমাণিত নয়। এজন্য একে সুন্নাত মনে করে গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়।

জানাযা (কফিন) এর সাথে সাথে উচ্চস্বরে কালিমা পড়া

প্রশ্ন-৭৯৯ ঃ জানাযার সাথে সাথে উচ্চস্বরে কালিমা তাইয়্যিবা কিংবা কালিমা শাহাদাত পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ ফাতওয়া-ই-আলমগিরীতে বলা হয়েছে- জানাযার সাথে যারা যাবেন তাদের চুপ থাকা অপরিহার্য। জোরে জোরে যিকির করা কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ্। যদি কেউ যিকির করতে চায়, মনে মনে করবে। (শরহে তাহাভী ১ম খণ্ড, পৃ.-১৬২)

একাধিকবার জানাযার নামায

প্রশ্ন-৮০০ ঃ কোনো লাশের একাধিকবার জানাযা পড়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ যদি মৃত ব্যক্তির ওলী জানাযা নামায পড়ে থাকেন তাহলে পুনরায় জানাযা নামায পড়া যাবে না। আর যদি ওলী জানাযা না পড়ে থাকেন তাহলে দ্বিতীয়বার জানাযা নামায পড়া যাবে। পরবর্তী জামায়াতে তারা শরীক হতে পারবেন যারা আগের বার নামাযে শরীক হতে পারেননি।

গায়েবানা জানাযা

প্রশ্ন-৮০১ ঃ গায়েবানা জানাযা জায়েয কি? যদি জায়েয না হয় তাহলে মক্কা এবং মদীনা শরীফে গায়েবানা জানাযা হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং ইমাম মালিক (রহ) এর নিকট গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ) এর নিকট জায়েয। মক্কা ও মদীনা শরীফের ইমামদ্বয় হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এজন্য তারা গায়েবানা জানাযা জায়েয মনে করেন।

জানাযা নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-৮০২ ঃ জানাযা নামাযে মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

উত্তর ঃ মহিলাগণ জানাযা নামাযে ইমামত করতে পারবে না। তবে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু তাদেরকে একদম পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে।

কবর যিয়ারত

মৃতব্যক্তি কবরস্থানে গমনকারীদের চেনেন

প্রশ্ন-৮০৩ ঃ কবরস্থানে যদি কোনো আত্মীয় স্বজন যান যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন প্রমুখ তাহলে মৃতব্যক্তি চিনতে পারেন কি?

উত্তর ঃ হাফিয সুয়ূতী (রহ) 'শরহুস সুদূর' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বেশ কিছু রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যারা কবর যিয়ারত করতে যান মৃত ব্যক্তি তাদেরকে চিনতে পারেন, তারা সালাম দিলে উত্তরও দেন। এক হাদীসের ভাষা এরূপ-

'যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবরের কাছে যায়, যাকে মৃতব্যক্তি দুনিয়ায় চিনতেন। সালাম দিলে তার জবাব দেন এবং তাকে চিনতে পারেন।'

এ হাদীসটি হাফিয ইবনু আবদুল বারের- 'ইসতিয্‌কার' এবং 'তামহীদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের রেফারেন্সে 'শরহুস সুদূর' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিস আবদুল হক দেহলভী একে সহীহ্ বলেছেন। (পৃ-৮৮)

কবরস্থানে হাত উঠিয়ে দু'আ করা

প্রশ্ন-৮০৪ ঃ কবরস্থানে গিয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করা যায় কি?

উত্তর ঃ ফাতওয়া আলমগীরীতে (৫ম খণ্ড, পৃ-৩৫০) বলা হয়েছে- কবরস্থানে দু'আ করতে হলে কবরের দিকে পিঠ দিয়ে এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে হবে।

মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া

প্রশ্ন-৮০৫ ঃ

ক. মহিলারা কি কবরস্থানে যেতে পারেন?

খ. যদি পারেন তাহলে বিশেষ কোনো শর্ত এবং সময় আছে কি?

গ. কবরস্থানে গিয়ে পুরুষ কিংবা মহিলারা কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায পড়তে পারেন কি? যদি ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় তখন সেখানে নামায পড়া যাবে, নাকি কাযা করতে হবে?

উত্তর ঃ

ক. মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। সঠিক কথা হচ্ছে- যুবতী মহিলারা কবরস্থানে যেতে পারবেন না। বৃদ্ধা মহিলারা যেতে চাইলে সেখানে শরীআহ্ বিরুদ্ধ কোনো কাজ না করার শর্তে যেতে পারেন। (কারণ মহিলারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কবরস্থানে গিয়ে শরীআহ্ বিরুদ্ধ কাজকর্মে লিপ্ত হন)।

খ. নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে অবশ্যই পর্দার সাথে যেতে হবে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা যাবেনা।

গ. কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ বর্ণনামতে জায়েয কিন্তু আস্তে আস্তে পড়তে হবে। জোরে পড়া মাকরুহ্। সেখানে নামায পড়ার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য কবরস্থানে নফল নামায পড়া জায়েয নেই। যদি ফরয নামায পড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে একপাশে গিয়ে (কোনো কবর যেন সামনে না থাকে) পড়া যাবে।

মাযারে মানত করা

প্রশ্ন-৮০৬ ঃ অনেক জায়গায় বুজুর্গদের নামে মাযার তৈরি করা হয় এবং প্রতি বছর সেখানে ওরশ হয়, মাযারে গেলাফ পরানো হয়, সেখানে গিয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন নিয়তে মানত করেন। এটি কতটুকু ঠিক?

উত্তর ঃ এসব কাজ সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং হারাম। মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে মানত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও বাতিল। দূর্‌রে মুখতারে বলা হয়েছে-

'অধিকাংশ লোক মৃত ব্যক্তিদের নামে যে মানত করে থাকে এবং আওলিয়া কিরামের মাযারে টাকা পয়সা দেয় কিংবা ওরশ করে বা শিরনী দেয় উদ্দেশ্য ঐ বুজুর্গের প্রিয় ভাজন হওয়া, সর্বসম্মতিক্রমে এটি হারাম ও পরিত্যাজ্য।'

আল্লামা শামী (রহ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

এটি হারাম হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। যেমন-

১. এ মানত সৃষ্টির নামে হয় কিন্তু সৃষ্টির নামে কোনো মানত করা জায়েয নেই। কারণ মানত এক ধরনের ইবাদাত, আর ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য হতে পারে না।

২. যার নামে মানত করা হয় তিনি মৃত। মৃতব্যক্তি কোনো জিনিসের মালিক হন না।

৩. যিনি মানত করেন তার ধারণা আল্লাহ্ ছাড়া ঐ মৃত বুজুর্গ নিজেই ইচ্ছে করলে তার সেই কাজ করে দিতে পারেন। এটি মূলত ভ্রান্ত আকীদারই বহিঃপ্রকাশ। (দুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, পৃ.-৪৩৯; আল বাহ্রুর রায়িক, ২য় খণ্ড, পৃ.-৩২০)

ঈসালে ছাওয়াব (মৃতব্যক্তির নিকট ছাওয়াব পাঠানো)

প্রশ্ন-৮০৭ ঃ মৃতব্যক্তির আত্মায় ছাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কুলখানি করা হয় কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে লোকদেরকে খাওয়ানো হয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো ছাওয়াব হবে কি? ঈসালে ছাওয়াব বা মৃত ব্যক্তির নিকট ছাওয়াব পাঠানোর সঠিক পদ্ধতি কী? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ মৃতব্যক্তির নিকট ছাওয়াব পাঠানোর ব্যাপারে কয়েকটি কথা আছে তা ভালোভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করুন।

১. যারা দুনিয়ার পাট চুকিয়ে গত হয়েছেন তাদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া (উপহার) হচ্ছে ঈসালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব পাঠানো।

হাদীসে আছে- এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মৃত পিতা-মাতার কল্যাণের জন্য কিছু করতে পারি কি? তিনি বললেন- হ্যাঁ, পারো। তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাদের ওসিয়তকে পূর্ণ করো। তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবীর সাথে সুসম্পর্ক রাখো। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে- পিতা-মাতা জীবিতাবস্থায় কেউ অবাধ্য ছিলো কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ঐ সন্তান তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা অব্যাহত রাখলো। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পিতামাতার বাধ্যগত সন্তান হিসেবেই কবুল করে নেবেন। (বাইহাকী, মিশকাত)

আরেক হাদীসে আছে- এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা ইন্তিকাল করেছেন। আমি যদি তাদের পক্ষ থেকে দান সাদকা করি তাহলে তাদের কোনো উপকার হবে কি? তিনি বললেন অবশ্যই। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন– আমার একটি বাগান আছে আপনি সাক্ষী থাকুন আমি সেটি পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সাদকা করে দিলাম। (তিরমিযী, ১৪৫ পৃ.)

২. ঈসালে ছাওয়াবের মর্মকথা হচ্ছে- যে আমলের ছাওয়াব আপনি তাদের জন্য পাঠাতে চান সেই আমলের পূর্বে আপনার নিয়াত করতে হবে যে, এ আমলের সাওয়াব যেন আল্লাহ্ তাদেরকে দেন। আবার আমল করার পরও এধরনের নিয়াত করা যায় এবং মুখে উচ্চারণ করে দু'আ করা উত্তম।

মোট কথা সেই আমলের যে ছাওয়াব তিনি পেতেন তাই তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য দান করে দিলেন।

৩. ইমাম শাফিঈ (রহ) এর মতে মৃতব্যক্তির নিকট শুধু দু'আ ও দান সাদকার ছাওয়াব পৌঁছে, কুরআন তিলাওয়াত এবং শারীরিক কোনো ইবাদাতের ছাওয়াব পৌঁছে না। কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে সমস্ত নফল ইবাদাতের ছাওয়াবই তাদের নিকট পৌঁছে। যেমন- নফল নামায, রোযা, দান-সাদকা, হাজ্জ, কুরবানী, দু'আ ও ইস্তিগফার, যিকির, তাসবীহ্-তাহলীল, দরূদ শরীফ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। হাফিয সুয়ূতী (রহ) লিখেছেন- শাফিঈ মাযহাবের বিগত আলেমগণ এ মতেরই প্রবক্তা। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন সকল প্রকার ইবাদাতের ছাওয়াবই তাদেরকে পাঠানো যায়। যেমন কুরবানীর দিন আপনার সামর্থ থাকলে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা। আকাবিরগণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। আমরা কয়েকদিন মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করি তারপর তাদেরকে ভুলে যাই। এটি ঠিক নয়। হাদীসে আছে-

কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির মত হয়ে থাকে, যে পেরেশান হয়ে চারদিক তাকাতে থাকে বাঁচার কোনো অবলম্বন পাওয়া যায় কিনা। কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে কিনা। কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিও প্রতীক্ষা

করতে থাকেন, কেউ তার জন্য কোনো ছাওয়াব পাঠান কিনা। যখন দান-সাদকা প্রভৃতির ছাওয়াব তিনি পেয়ে যান তখন এতটুকু খুশি হন, যেন পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ তার হস্তগত হয়েছে।

৪. সাদকা বা দানের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সাদাকাতুল জারিয়া। যেমন- মৃত ব্যক্তির ছাওয়াবে জন্য টিউবওয়েল দিয়ে দেয়া, মাসজিদ বানিয়ে দেয়া, মাদ্রাসায় তাফসীর, হাদীস কিংবা ফিক্হী কিতাব প্রদান করা, কুরআন শরীফ কিনে দান করা ইত্যাদি। যতদিন এগুলো থেকে মানুষ কল্যাণ লাভ করবে ততদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি ছাওয়াব পেতে থাকবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- হযরত সা'দ (রা) একবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার ধারণা তিনি সুযোগ পেলে অবশ্যই ওসিয়ত করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান সাদকা করি তিনি কি তার ছাওয়াব পাবেন? তিনি বললেন- অবশ্যই পাবেন। সা'দ (রা) জিজ্ঞেস করলেন- কি ধরনের সাদকা করবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- সাদকা হিসেবে পানিই উত্তম। তখন তিনি একটি কূপ খনন করিয়ে তার মায়ের নামে ওয়াক্ফ করে দিলেন। (সহীহ্ আল বুখারী)

৫. ঈসালে ছাওয়াবের ব্যাপারে আরেকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, শুধু সেই (নফল) আমলের ছাওয়াবই মৃত ব্যক্তি পাবেন যা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কিংবা নাম-যশের জন্য কোনো কাজ করলে তার কোনো বিনিময় তারা পাবেন না। যেমন- কেউ তার মৃত আত্মীয়ের জন্য কাঙালী ভোজের নামে ভোজের আয়োজন করবে। তাকে বলা হলো ভোজের আয়োজন না করে টাকাগুলো কিংবা চাল-ডালগুলো ইয়াতীম-মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিন কিন্তু তিনি তা দিলেন না। এতে প্রমাণিত হয় তিনি চুপি চুপি দান করতে রাজী নন। তিনি নাম-যশের জন্য দান খয়রাত করতে চান। আমি এ কথা বলছিনা যে, কাঙালী ভোজের আয়োজন করা যাবে না। তবে তা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। নইলে কোনো ছাওয়াবই পাওয়া যাবে না।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, শুধু সেই খাদ্যেরই ছাওয়াব পাওয়া যাবে যা কোনো গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানো হয়। আমাদের দেশে এ

ধরনের অনুষ্ঠানে তাদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় যারা স্বচ্ছল এবং যাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। তারা এসে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যান। এ ধরনের অনুষ্ঠানে খুব কম সংখ্যক গরীবরাই অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

কিন্তু কাঙালী ভোজের ছাওয়াব সেটুকুই পাওয়া যাবে যে খাদ্য গরীব-কাঙালরা খেয়ে থাকেন এবং যে খাদ্যের পেছনে নাম-যশ অথবা প্রদর্শনেচ্ছা কাজ করে না।

কুরআনখানি ও কাঙালী ভোজ

প্রশ্ন-৮০৮ ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় কুলখানি কিংবা মৃত্যুবার্ষিকীতে কুরআন শরীফ খতম করা হয় এবং ভোজের আয়োজন করা হয়। যে অনুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে জায়েয কি?

উত্তর ঃ কুরআন শরীফ খতম দেয়ার রিওয়াজ বিদ'আত। গরীব-মিসকীনকে যেটুকু খাওয়ানো হয় তার ছাওয়াব পাওয়া যাবে। যেটুকু নিজে খায় সেটুকু তো তার প্রয়োজনেই লাগে আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে যা খাওয়ানো হয় তা তাদের জন্য দাওয়াত। ■

রোযা অধ্যায়

রোযার নিয়াত

প্রশ্ন-৮০৯ ঃ রমযানে রোযার নিয়াত কখন করতে হবে এবং কিভাবে?

উত্তর ঃ

❖ সুবহে সাদিকের আগেই রমযানের রোযার নিয়াত করা উত্তম।

❖ সুবহে সাদিকের আগে রোযা থাকার ইচ্ছে ছিলো না, পরে ইচ্ছে হলো, এমতাবস্থায় সুবহে সাদিকের পর পানাহার না করে থাকলে রোযা শুদ্ধ হবে।

❖ সুবহে সাদিকের পর পানাহার করা হয়নি এমতাবস্থায় দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত (রমযানের) রোযার নিয়াত করা যাবে।

❖ রমযানের রোযা রাখার জন্য এতটুকু ইচ্ছে (নিয়াত) করাই যথেষ্ট যে, আজ আমি রোযা। কিংবা রাতে ইচ্ছে করলো আগামীকাল আমি রোযা থাকবো।

প্রশ্ন-৮১০ ঃ নফল রোযার নিয়াত এবং রোযা রাখার ও ইফতারের দু'আ জানতে চাই।

উত্তর ঃ নফল রোযার জন্য ইচ্ছে করাই যথেষ্ট কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, 'ওয়াবি সাওমি গাদান নাওয়াইতু' আমি কাল রোযা রাখার ইচ্ছে করলাম। ইফতারের সময় নিচের দু'আটি পড়া যেতে পারে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

'আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়াআলা রিযকিকা আফতারতু।'

রমযানের রোযার নিয়াত এভাবেও করা যেতে পারে-

وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانُ.

'ওয়াবি সাওমি গাদান নাওয়াইতু মিন শাহ্‌রি রমাদান।'

সাহ্‌রী না খেয়ে রোযা

প্রশ্ন-৮১১ ঃ রোযা রাখার জন্য সাহ্‌রী খাওয়া কি জরুরী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রোযার জন্য সাহ্‌রী খাওয়া ভালো, যেন সারাদিন শক্তি সামর্থ বলবত থাকে। কিন্তু রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহ্‌রী খাওয়া শর্ত নয়। কেউ যদি সাহ্‌রী খাওয়ার সুযোগ না পান তবু তার রোযা হয়ে যাবে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

কাযা রোযার নিয়াত

প্রশ্ন-৮১২ ঃ রমযানে মহিলাদের যেসব রোযা কাযা হয় পরবর্তীতে তা আদায় করার সময় নিয়াত করবে কিভাবে?

উত্তর ঃ রোযা রাখার ইচ্ছে করা বা সিদ্ধান্ত নেয়াকেই রোযার নিয়াত বলে। সুবহে সাদিকের পূর্বে কাযা রোযা আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়াই যথেষ্ট। তবু যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করতে চায় সে এভাবে বলবে-

وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانُ.

'ওয়াবি সাওমি গাদান নাওয়াইতু মিন কাযায়ি রমাদান।'

ঘুমানোর পূর্বে রোযার নিয়াত করলে

প্রশ্ন-৮১৩ ঃ এক ব্যক্তি পরদিন রোযার নিয়াত করে ঘুমিয়ে গেলেন। সাহ্‌রী খেলেন না। সকালে উঠে তিনি রোযা থাকবেন কি থাকবেন না এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি?

উত্তর ঃ রাতে ঘুমোবার আগে নিয়াত করেছিলেন। সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে (ঘুমের অবস্থায়ই) তার রোযা শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সকালে উঠে এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার নেই যে, তিনি রোযা থাকবেন কি থাকবেন না। কারণ রোযা শুরু হয়ে যাবার পর রাখা না রাখার কোনো অধিকার তার আর থাকে না।

ইফতার করার জন্য নিয়াত শর্ত কিনা

প্রশ্ন-৮১৪ ঃ ইফতার করার জন্য নিয়াত করা জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ ইফতারের জন্য নিয়াত শর্ত নয়। সম্ভবত আপনি ইফতারের নিয়াত বলতে সেই দু'আকে বুঝিয়েছেন যা সাধারণত ইফতারের সময় পড়া হয়। ইফতারের সময় দু'আ পড়া মুস্তাহাব কিন্তু শর্ত নয়। যদি কেউ দু'আ না পড়ে ইফতার করে ফেলেন তবু তার রোযা হয়ে যাবে, এতে দোষের কিছু নেই।

সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ

প্রশ্ন-৮১৫ ঃ এক ব্যক্তি রমযানে রোযা রেখে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে এলেন। তিনি ইফতার করবেন কখন, বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী নাকি সৌদি আরবের সময় অনুযায়ী? উল্লেখ্য যে, সৌদি আরব ও বাংলাদেশের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য প্রায় তিন ঘন্টা।

উত্তর ঃ সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে সেই ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছেন সেখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী। যে ব্যক্তি সৌদি আরবে রোযা রেখে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেন তিনি বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ইফতার করবেন। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি বাংলাদেশে সাহ্‌রী খেয়ে রোযা রাখলেন এবং সেই দিনই সৌদি আরব পৌঁছুলেন তাহলে তিনি সৌদি আরবের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ইফতার করবেন।

রেডিওর আযান শুনে ইফতার

প্রশ্ন-৮১৬ ঃ আমাদের এখানে কাছাকাছি মাসজিদ নেই, তাই মাসজিদের আযান শোনা যায় না। রমযানে আমরা রেডিওর আযান শুনে ইফতার করি। এতে রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ যেহেতু রেডিওতে সঠিক সময় অনুযায়ী আযান শুনানো হয় তাই রেডিওর আযান শুনে ইফতার করা জায়েয।

প্লেনে ইফতারের সময়

প্রশ্ন-৮১৭ ঃ প্লেনে ইফতার করার বিধান কী? বিশেষ করে মাটি থেকে ৩৫ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে যখন প্লেন চলতে থাকে এবং স্থানীয় সময় অনুযায়ী ইফতারের সময় হয়ে যায় কিন্তু প্লেন উঁচুতে থাকায় তখনো সূর্য দৃষ্টিগোচর হয়?

উত্তর ঃ যতক্ষণ রোযাদার ব্যক্তি সূর্য দেখতে পাবেন ততক্ষণ ইফতার করার অনুমতি নেই। রোযাদার ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করবেন সেখানকার সূর্যাস্তের সময়কে হিসেবে ধরতে হবে। যদি ১০ হাজার ফুট ওপরে থাকেন তাহলে যখন সূর্য তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে তখন তারা ইফতার করবেন। তার আগে নয়। যদিও ভূমির অধিবাসীগণ আগেই ইফতার করে ফেলেন, তবুও।

কখন রোযা রেখেও তা ভেঙ্গে ফেলা যায়

প্রশ্ন-৮১৮ ঃ রোযা রাখার পর কখন তা ভেঙ্গে ফেলা যায়?

উত্তর ঃ যদি রোযাদার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতার কারণে

রোগীর মৃত্যু হতে পারে বলে আশংকা সৃষ্টি হয় তখন রোযা রেখেও তা ভেঙ্গে ফেলা যায়। কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি রোযা রেখেছিলেন, হঠাৎ করে তার অসুখ বেড়ে গেল, তাহলে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। যদি গর্ভবতী মহিলা নিজের কিংবা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোযা রেখেও ভেঙ্গে ফেলতে পারেন।

কি কি কারণে রোযা না রাখা জায়েয

প্রশ্ন-৮১৯ ঃ কি কি কারণে রোযা না রাখা জায়েয?

উত্তর ঃ

১. বালেগ ও বুদ্ধিমান প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার ওপর রোযা রাখা ফরয। বিনা কারণে রোযা না রাখা হারাম।

২. এখনো নাবালেগ (তবে বালেগের কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেছে) এমন ছেলে-মেয়েকে রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

৩. অসুস্থ ব্যক্তি, রোযা রাখতে পারেন এবং রোযা রাখলে অসুখ বেড়ে যাবার আশংকা নেই, এরূপ অবস্থায় অবশ্যই তাকে রোযা রাখতে হবে।

৪. অসুস্থতা এত বেশি যে, রোযা রাখা সম্ভব নয় কিংবা রোযা রাখলে অসুখ বেড়ে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, তাহলে রোযা না রাখা তার জন্য জায়েয আছে। কিন্তু সুস্থ হবার পর অবশ্যই সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৫. যিনি বার্ধক্যজনিত কারণে এত দুর্বল যে, রোযা রাখার সামর্থ তার নেই, তাছাড়া সুস্থ হওয়ার কোনো লক্ষণও নেই। এমতাবস্থায় তিনি রোযা না রেখে ফিদ্ইয়া প্রদান করবেন। ফিদইয়া হচ্ছে একজন মিসকিনকে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে দু'বেলা আহার করানো কিংবা খাদ্য উপকরণ সরবরাহ করা।

৬. কোনো ব্যক্তি সফরে থাকাবস্থায় যদি রোযা রাখা কষ্টকর হয় তাহলে রোযা না রাখা জায়েয আছে কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেসব রোযার কাযা আদায় করতে হবে। যদি সফরে রোযা রাখা কষ্টকর না হয় তাহলে রোযা রাখাই উত্তম।

৭. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদের রোযা রাখা জায়েয নেই। পরবর্তীতে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৮. অনেকে বিনা কারণে রোযা ছেড়ে দেন আবার অনেকে অসুস্থতা ও সফরের

কারণে রোযা রাখেন না এবং পরবর্তীতে সেসব রোযার কাযাও আদায় করেন না। বিশেষ করে মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডে যেসব রোযা কাযা হয় তা আদায়ের ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন করেন। এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং সাংঘাতিক গুনাহ্।

বাচ্চাকে দুধপান করানোর জন্য রোযা না রাখা

প্রশ্ন-৮২০ ঃ ছোট বাচ্চা, মায়ের দুধ ছাড়া আর কিছুই পান করে না এমতাবস্থায় মা যদি রোযা রাখে তাহলে দুধ কমে যায় ফলে বাচ্চা প্রয়োজনীয় দুধ পান করতে পারেনা, ক্ষুধার্ত থাকে। এরূপ অবস্থায় মায়ের জন্য রোযা না রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যদি মা রোযা রাখার কারণে বাচ্চার কষ্ট হয়, তাহলে রোযা না রাখা জায়েয আছে। অবশ্য পরে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

ঔষধ খেয়ে বিশেষ সময়কে বিলম্বিত করা

প্রশ্ন-৮২১ ঃ রমযান মাস এলে অনেক মহিলা ঔষধ খেয়ে বিশেষ সময়টিকে বিলম্বিত করেন, যেন না ভেঙ্গে রমযানের পুরো রোযাই রাখতে পারেন। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ এ কথাতো ঠিক যতক্ষণ পিরিয়ড শুরু না হয় ততক্ষণ পবিত্রাবস্থা হিসেবেই গণ্য হয়। কাজেই তখন রমযানের রোযা রাখাও জায়েয। প্রশ্ন হচ্ছে বিশেষ সময়কে বিলম্বিত করা জায়েয কিনা? শরীআহ্ এ ব্যাপ্যারে বাধ্য করেনি। শারীরিক কোনো ক্ষতির আশংকা না থাকলে এরূপ করা জায়েয।

রোযার সাথে তারাবীর কাযাও কি আদায় করতে হবে

প্রশ্ন-৮২২ ঃ ওযরবশত রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করার সাথে সাথে তারাবীর কাযাও কি আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ শুধু রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। রমযানের পর শুধু রোযার কাযা আদায় করতে হবে, তারাবীর নয়।

ছুটে যাওয়া রোযার কাযা একাধারে আদায় করা

প্রশ্ন-৮২৩ ঃ ছুটে যাওয়া রোযার কাযা কি একটানা আদায় করতে হবে, নাকি সুযোগ সুবিধা মত ধীরে সুস্থে আদায় করলেও চলবে?

উত্তর ঃ ছুটে যাওয়া রোযার কাযা আদায় করা ফরয। একটানাও আদায় করা যাবে, আবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে আদায় করাও জায়েয। মোটকথা কাযা আদায় করতে হবে। তা যেভাবেই হোক না কেন।

সারাজীবনে যদি কাযা রোযা আদায় করা সম্ভব না হয়

প্রশ্ন-৮২৪ ঃ রমযানে বাধ্য হয়ে যেসব রোযা কাযা করেছি এতদিন তা আদায় করিনি। এখন আদায় করার চেষ্টা করছি এবং আল্লাহ্র নিকট বিলম্বে আদায় করার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিগত রোযার কাযা আদায় করতে হবে নাকি তাওবা ও ইস্তিগফার করলেই চলবে? না কাফফারা প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ আপনাকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আপনি এমন একটি মাসয়ালা জানতে চেয়েছেন যা প্রতিটি মুসলিম মহিলারই জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ কারণে মহিলাদের যেসব রোযা কাযা হয় তা পরবর্তীতে আদায় করা ফরয। যদি অলসতাবশত আদায় না করা হয় তাহলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার দায় থেকেই যাবে। তাওবা ও ইস্তিগ্ফারের দ্বারা বিলম্বের কাযা আদায় করার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে কিন্তু রোযার কাযা আদায় না করলে শুধু তাওবার দ্বারা দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। দায় থেকেই যাবে। রোযার কাযা আদায় করা ফরয। যদি সারা জীবনে কাযা আদায় করেও শেষ করা না যায় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অবশিষ্ট রোযার জন্য ফিদইয়া প্রদান করার ওসিয়ত করে যেতে হবে। কখন থেকে রোযা কাযা হয়েছে সেই হিসেব যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে ১০ বৎসর বয়স থেকে প্রতি মাসে যে ক'দিন আপনি নামায পড়া থেকে বিরত থাকেন বৎসরে সেই ক'দিন কাযা হিসেব করে সারা জীবনের কাযার হিসেব বের করে নেবেন।

রোযা রেখে ভুলে কিংবা ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে

প্রশ্ন-৮২৫ ঃ কেউ যদি রোযা রেখে ভুলে পানাহার করে ফেলেন তার কাফ্ফারা কী? আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃত পানাহার করে তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর ঃ কেউ যদি ভুলে পানাহার করে ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয় না কিন্তু রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় পানাহার করলে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। অবশ্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত পানাহার করেন তাহলে কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

ভুলে ইফতার করে ফেললে

প্রশ্ন-৮২৬ ঃ এক রোযার দিন আমার স্ত্রী বাসায় ছিলেন না। আমি নিজ হাতে ইফতারী তৈরি করছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো আজকের ইফতারী ৫.৫০ মিনিটে। তাড়াতাড়ি ইফতারী রেডি করে মেঝেতে বসে পড়লাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ৫.৫৫ মিঃ বেজে গেছে। কিন্তু মাগরিবের আযান শুনতে পেলাম

না। মনে হলো হয়তো মাসজিদের মাইক অকেজো হয়ে আছে। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে জানতে পারলাম তখন সময় ৫.৫৫ মিঃ। কাজেই আমি বিলম্ব না করে ইফতার করে ফেললাম। হঠাৎ খেয়াল হলো আজকের ইফতারীর সময় তো ৬.৫০ মিঃ। তখন ভীষণ আফসোস হলো। কিছুক্ষণ পর মাগরিবের আযান হলো। আমি পুনরায় ইফতার করে মাগরিবের নামায পড়লাম। আমি এখনো বুঝতে পারিনা এমন ভুল কি করে হলো। এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু আপনি ভুলে ইফতার করেছেন তাই শুধু সেদিনের রোযার কাযা আদায় করে নিলেই হয়ে যাবে। কাফফারা আদায়ের প্রয়োজন নেই।

রোযা রেখে বিশেষ জায়গায় ওষুধ ব্যবহার করা

প্রশ্ন-৮২৭ ঃ এক ধরনের ওষুধ, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'শিয়াফ' (সাবোজিটরী) বলা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে রোযা রেখে বিশেষ জায়গায় সেই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি না? নাকি রোযার কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ রোযা রেখে এরূপ করা যাবে না। রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

গোসলের সময় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করা

প্রশ্ন-৮২৮ ঃ গোসলের সময় হঠাৎ গলার ভেতর পানি ঢুকে গেলে রোযা হবে কিনা? যদি ইচ্ছেকৃত এরূপ করা হয় তাহলে?

উত্তর ঃ ওযু গোসলের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় শুধু কাযা ওয়াযিব হবে। কাফ্ফারা হবে না। আর ইচ্ছাকৃত এরূপ করলে কাযা এবং কাফ্ফারা দুটোই ওয়াজিব হবে।

রোযা রেখে গোসলের সময় গড়গড়া করা

প্রশ্ন-৮২৯ ঃ রোযা রেখে গোসলের সময় গড়গড়া করা কিংবা নাকে পানি দেয়া নিষেধ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা কি মাফ নাকি অন্য সময় করে দিতে হবে।

উত্তর ঃ রোযা রেখে গড়গড়া করলে কিংবা নাকে পানি দিলে গলার ভেতর পানি প্রবেশের আশংকা থাকে। গোসল ফরয হলে কুলি করতে হবে এবং নাকেও পানি দিতে হবে। তবে গড়গড়া করা কিংবা নাকের ভেতরের নরম অংশে পানি পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই।

সাহ্রীর সময় শেষ হওয়ার আগে কোনো জিনিস মুখে রেখে ঘুমিয়ে গেলে

প্রশ্ন-৮৩০ ঃ আমি সাহ্রী খাওয়ার পর সুপারী মুখে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ি,

ইচ্ছা ছিলো সাহ্‌রীর সময় শেষ হওয়ার আগে তা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে রোযা থাকবো।

হঠাৎ চোখ বুজে এলো চোখ খুলে দেখি সাহ্‌রীর শেষ সময় বেশ আগেই পার হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে সুপারী ফেলে দিয়ে কুলি করে রোযা রাখলাম। আমার রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ রোযা হবে না। তবে শুধু কাযা আদায় করলেই হয়ে যাবে। (কাফ্‌ফারা প্রয়োজন নেই)।

দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা গোশতের আঁশ গিলে ফেললে

প্রশ্ন-৮৩১ ঃ একদিন আমি গোশ্‌ত দিয়ে সাহ্‌রী খাই। দাঁতের ফাঁকে গোশতের কিছু আঁশ আটকে ছিলো। সকাল ন'টার দিকে একটি আঁশ দাঁতের ফাঁক থেকে (জিহ্বা দিয়ে) বের করে গিলে ফেলি। এমতাবস্থায় আমার রোযা হবে কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ দাঁতের ফাঁকে গোশতের আঁশ আটকে ছিলো, পরে তা গলার ভেতর চলে গেল। দেখতে হবে তা ছোলা বা বুটের সমান কিংবা তার চেয়ে বড়ো কিনা। যদি সমান অথবা বড়ো হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তা বুটের দানার চেয়ে ছোট হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না, তবে মুখের বাইরের কোনো জিনিস মুখে দিয়ে গিলে ফেললে অবশ্যই রোযা ভেঙ্গে যাবে, তা পরিমাণে যাই হোক না কেন।

খাদ্য নয় এমন কিছু গিলে ফেললে

প্রশ্ন-৮৩২ ঃ কেউ যদি রোযা রেখে পয়সা গিলে ফেলে তার রোযা হবে কি? যদি না হয় তাহলে কাযা এবং কাফফারা দুটোই কি ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ খাদ্য নয় এমন কোনো জিনিস কেউ গিলে ফেললে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা নয়।

রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমো দিয়ে বীর্যপাত হলে

প্রশ্ন-৮৩৩ ঃ স্ত্রীর সাথে বিছানায় না গিয়েই যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ যদি দূর থেকে দেখায় বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হবেনা। কিন্তু স্পর্শ, মুসাফাহা কিংবা চুমো খাওয়ার কারণে বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু কাযা ওয়াযিব হবে।

প্রশ্ন-৮৩৪ ঃ রোযা রেখে স্ত্রীর সাথে বিছানায় গেলেই কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ রোযা রেখে খাওয়া দাওয়া এবং স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে কেবল কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়।

যেসব কাজে রোযা নষ্ট হয় না

ইনজেকশন ব্যবহার করলে

প্রশ্ন-৮৩৫ ঃ গত রমযানে কাঁচে আমার হাত কেটে যায়। ক্ষত গভীর হওয়ার কারণে ডাক্তার আমাকে ইনজেকশন দেন। আমি এক মৌলভী সাহেবের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার রোযা ঠিক আছে কিনা। তিনি বললেন আমার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমি রুটি ও দুধ খাই। কাজটি কি ঠিক হয়েছে? একটি কাযা আদায় করলেই কি হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না, ঠিক হয়নি। মৌলভী সাহেব সঠিক মাসয়ালা জানাতে পারেননি। ইনজেকশন নিলে রোযা নষ্ট হয়না। যেহেতু আপনি একজনের 'ফাতওয়ার' ওপর আমল করেছেন তাই শুধু কাযা আদায় করলেই হয়ে যাবে। কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।

জিহ্বা দিয়ে কোনো জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করলে

প্রশ্ন-৮৩৬ ঃ কেউ রোযা রেখে জিহ্বা দিয়ে কোনো জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করে, থুথু ফেললে তার রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ জিহ্বা দিয়ে স্বাদ আস্বাদন করে থুথু ফেলে দিলে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা মাকরুহ্।

থুথুর সাথে রক্ত গিলে ফেলা

প্রশ্ন-৮৩৭ ঃ একবার রমযানে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বের হয়। আমি থুথুর সাথে তা গিলে ফেলি। একজন বললেন তোমার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি কি আমার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে?

উত্তর ঃ থুথুর সাথে রক্ত গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। যদি থুথুর চেয়ে রক্তের পরিমাণ কম হয় এবং রক্তের স্বাদ অনুভূত না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবেনা।

কফ, থুথু গিলে ফেলা

প্রশ্ন-৮৩৮ ঃ অনেক সময় রোযাদারের মুখে বেশি বেশি থুথু আসে। বিশেষ করে নামাযের সময় বাইরে গিয়ে থুথু ফেলা বেশ কষ্টকর। এমতাবস্থায় তা না ফেলে গিলে ফেললে রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ থুথু মুখের ভেতর জমা করে একবারে গিলে ফেলা মাকরুহ্।

প্রশ্ন-৮৩৯ ঃ সর্দিকাশি আছে, এমতাবস্থায় কেউ রোযা রেখে কফ গিলে ফেললে (অনিচ্ছাকৃতভাবে), রোযা কি নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না, রোযা নষ্ট হবে না।

অনিচ্ছাকৃত গলার ভেতর মশা-মাছি কিংবা ধুলাবালু প্রবেশ করলে

প্রশ্ন-৮৪০ ঃ অনিচ্ছাকৃত কারো গলার ভেতর মশা-মাছি কিংবা ধুলাবালু ঢুকে পড়লে রোযা নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ হঠাৎ করে অনিচ্ছাকৃত মুখের ভেতর মশা-মাছি কিংবা ধুলাবালু প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হবেনা। তবে ইচ্ছেকৃত এরূপ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

ভুলে পানাহার করলে

প্রশ্ন-৮৪১ ঃ যদি কেউ ভুলে রোযা অবস্থায় পানি পান করেন কিংবা কিছু খেয়ে ফেলেন, তারপর স্মরণ হয় তিনি রোযা রেখেছেন, এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন?

উত্তর ঃ ভুলে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়না। তবে খাওয়া দাওয়ার সময় যখনই রোযার কথা মনে হবে তখনই তা পরিহার করতে হবে। পক্ষান্তরে রোযার কথা মনে ছিলো, কিন্তু ভুলে গলার ভেতর পানি ঢুকে গেল, এরূপ অবস্থায় রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

ভুলে স্ত্রীর সাথে বিছিনায় গেলে

প্রশ্ন-৮৪২ ঃ এক মাওলানা সাহেব লিখেছেন 'ভুলে স্ত্রী সহবাস করলে রোযা নষ্ট হয়না। এমন কি মাকরুহ্ও নয়।'

আমার প্রশ্ন হচ্ছে একাজ তো একা হয়না। দু'জন লাগে। দু'জন কী করে ভুল করে? একজন যদিও ভুল করে তাহলে আরেকজন তো অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে? এ সম্পর্কে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি, জানতে চাই।

উত্তর ঃ ভুল অর্থ রোযার মাস শুরু হয়েছে কিংবা দুজনেই রোযা রেখেছেন একথা উভয়ই ভুলে যাওয়া। তা না হলে তো একজন অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবেন।

আর স্বেচ্ছায় এরূপ করলে তাকে ভুল বলা যায়না। মাওলানা সাহেবের মাসয়ালা ঠিক আছে কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিত ঘটে থাকে, তাই আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন।

শিরায় ইনজেকশন কিংবা স্যালাইন ব্যবহার করলে

প্রশ্ন-৮৪৩ ঃ শিরার ভেতর ইনজেকশন কিংবা স্যালাইন ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবে কি? যদি শক্তির জন্য গ্লুকোজ কিংবা ভিটামিন ইনজেকশন অথবা স্যালাইন ব্যবহার করা হয় তাহলে?

উত্তর ঃ শিরার মধ্যে ইনজেকশন কিংবা স্যালাইন ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবেনা। শক্তির জন্য যদি গ্লুকোজ কিংবা ভিটামিন ইনজেকশন অথবা স্যালাইন ব্যবহার করা তাহলে রোযা মাকরুহ হবে।

রক্ত দান করলে

প্রশ্ন-৮৪৪ ঃ রোযা রেখে কেউ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে তার রোযা হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রক্তদান করলে রোযা নষ্ট হয়না।

প্রশ্ন-৮৪৫ ঃ রোযা অবস্থায় শরীরের কোনো জায়গা দিয়ে রক্ত বেরুলে রোযা হবে কি? আমার হাত কেটে অনেক রক্ত বেরিয়েছে, এমতাবস্থায় রোযার কাযা আদায় করা প্রয়োজন কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ রক্ত বেরুলে রোযা নষ্ট হয় না।

ঘুমের মধ্যে গোসল ফরয হলে

প্রশ্ন-৮৪৬ ঃ ঘুমের মধ্যে গোসল ফরয হলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়? নাকি রোযা নষ্ট হয় না? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ঘুমের মধ্যে গোসল ফরয হলে, সেজন্য রোযা নষ্ট হয়ে যায় না।

প্রশ্ন-৮৪৭ ঃ রোযা রাখার পর দিনের বেলা গোসল ফরয হলে, কিভাবে গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ রোযা অবস্থায় গোসল করার সময় সতর্ক থাকতে হবে, পানি যেন গলার ভেতর কিংবা মস্তিস্কে না পৌঁছে। এজন্য গড়গড়া না করে সাধারণভাবে কুলি করতে হবে এবং নাকের গভীরে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাবে না।

টুথপেস্ট ব্যবহার করলে

প্রশ্ন-৮৪৮ ঃ রোযাদার টুথপেস্ট ব্যবহার করতে পারবেন কি? না রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ্। টুথপেস্ট গলার ভেতর প্রবেশ না করলে রোযা নষ্ট হবে না।

কাযা রোযা

বালেগ হওয়ার পর রোযা কাযা হলে

প্রশ্ন-৮৪৯ ঃ শৈশবে আমার আব্বা-আম্মা আমাকে রোযা রাখতে দিতেন না। বলতেন- 'এখনো তোমার ওপর রোযা ফরয হয়নি।' আমার ধারণা আমি তখন বালেগ ছিলাম। তার চার-পাঁচ বছর পর থেকে আমি রোযা রাখা শুরু করেছি। এখন আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ বালেগ হওয়ার পর আপনি যেসব রোযা রাখতে পারেননি তা কাযা আদায় করতে হবে। বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় স্মরণ না থাকলে ধরে নিতে হবে আপনার বয়স যখন তের বৎসর ছিলো তখন থেকে আপনি বালেগ হয়েছেন। তের বৎসর বয়স থেকে হিসেব করে আপনি কাযা রোযা আদায় করবেন।

কয়েক বছরের রোযা কাযা হলে

প্রশ্ন-৮৫০ ঃ কয়েক বছরের রোযা কাযা থাকলে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি মনে না থাকে, কোন্ রমযানে কতটি রোযা কাযা হয়েছে, তাহলে এভাবে নিয়াত করতে হবে- আমার প্রথম রমযানে যেসব রোযা কাযা হয়েছে তার একটি আদায় করছি।

কাযা রোযা থাকলে নফল রোযা আদায় করা যাবে কি?

প্রশ্ন-৮৫১ ঃ আমি শুনেছি কাযা রোযা আদায় না করা পর্যন্ত নফল রোযা রাখা উচিত নয়। একথা কি ঠিক? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাঁ, ঠিক। কারণ নফল রোযার চেয়ে কাযা রোযা আদায় করা তার জন্য জরুরী। তবু ফরযের কাযা আদায় না করে কেউ নফল রোযা রাখলে তা হয়ে যাবে।

বিশেষ দিনসমূহে নফল রোযার পরিবর্তে কাযা রোযা আদায় করা

প্রশ্ন-৮৫২ ঃ যেসব বিশেষ দিনে নফল রোযা রাখা হয় সেসব দিন নফল রোযা না রেখে কাযা রোযা রাখা যাবে কি? যেমন শা'বানের ১৪তম তারিখ, ২৭শে রজব, ১০ই মুহাররাম প্রভৃতি দিনে?

উত্তর ঃ বছরের যে কোনো দিন কাযা রোযা রাখা যাবে। শুধু পাঁচদিন রাখা যাবেনা। দুই ঈদের দিন এবং কুরবানী ঈদের পরের তিন দিন।

কাযা রোযা রাখতে না পারলে

প্রশ্ন-৮৫৩ ঃ আমার শরীরের অবস্থা বেশি ভালো নয়। তবু আমি রোযা রাখার চেষ্টা করি কিন্তু মাঝে মাঝে কাযা হয়ে যায়। প্রায় ৭০ দিনের মত রোযা কাযা আছে। আল্লাহ্ তাওফিক দিলে আদায় করার নিয়াত রাখি। তবু যদি হায়াতে না কুলোয় তাহলে আমার গুনাহ হবে কি? গত সপ্তাহে এক বোনের প্রশ্নের জবাব দেখে আমার বোধোদয় হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আমি কত বেখবর।

উত্তর ঃ যেসব রোযা কাযা হয়ে যায় তা আদায় করা ফরয। হায়াতে না কুলোলে ফিদইয়া প্রদানের জন্য ওসিয়ত করে যেতে হবে।

মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডের রোযা

প্রশ্ন-৮৫৪ ঃ মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোর নামায এবং রোযার কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের মাসিকের সময় যেসব নামায কাযা হয় তা মাফ। পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না। কিন্তু রোযা মাফ নেই, পরবর্তীতে সেসব রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৮৫৫ ঃ মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোতে যেসব রোযা কাযা হয় তা কাফ্ফারা সহ আদায় করতে হবে, নাকি শুধু কাযা আদায় করলেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ শুধু কাযা আদায় করলেই চলবে। কাফ্ফারা প্রয়োজন নেই।

নফল রোযার কাযা

প্রশ্ন-৮৫৬ ঃ আমি মুহাররামের ৯ তারিখ রোযা রেখেছিলাম। দুপুরের দিকে হঠাৎ বমি হওয়া শুরু হলো। আব্বা আমাকে গ্লুকোজের শরবত খাইয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় সেই রোযার কাযা আদায় করলেই হবে, নাকি কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু কাযা আদায় করতে হবে। (নফল রোযার কাফ্ফারা নেই)। তাছাড়া এরূপ অবস্থায় রমযানের রোযা কাযা হলে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা প্রয়োজন নেই।

অন্য কেউ যদি নামায রোযার কাযা আদায় করে দেয়

প্রশ্ন-৮৫৭ ঃ স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে কাযা নামায এবং রোযা আদায় করতে পারেন কি? তদ্রূপ সন্তান পিতা-মাতার এবং পিতা-মাতা সন্তানের নামায-রোযার কাযা আদায় করতে পারবেন কিনা, জানাবেন।

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায কিংবা রোযার কাযা আদায় করতে পারবেন না।

ফিদইয়া

দুর্বল ও অসুস্থব্যক্তি 'ফিদইয়া' দিতে পারেন

প্রশ্ন-৮৫৮ ঃ দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি যিনি রোযা রাখতে পারেন না, কাউকে সাহ্‌রী ও ইফতারে খাবার খাইয়ে রোযা রাখালে তিনি দায়মুক্ত হতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ যদি এমন বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ হন যে, তিনি রোযা রাখতে পারছেন না, ভবিষ্যতে সুস্থ হয়ে কাযা আদায় করে দেবেন সে আশাও নেই, এমতাবস্থায় 'ফিদইয়া' প্রদান করা জায়েয। প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে 'ফিদইয়া' হচ্ছে কোনো গরীব মিসকীনকে দু'বেলা খাওয়ানো কিংবা ১ কেজি ৭৫০ গ্রাম চাল কিংবা চালের মূল্য প্রদান করা। সত্যি কথা বলতে কি, কারো রোযা কাউকে দিয়ে রাখানো যায় না। বরং শরীআহ্ কর্তৃক নির্দেশ হচ্ছে 'ফিদইয়া' প্রদান করা।

প্রশ্ন-৮৫৯ ঃ আমার আম্মা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ। এ পর্যন্ত ছ'মাস রোযা রাখতে পারেননি। এখনও তিনি অসুস্থ। রোযা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনবার তাকে অপারেশন করা হয়েছে। তিনি রোযার চিন্তায় অস্থির। আপনার কাছে সবিনয়ে নিবেদন, এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

উত্তর ঃ যেহেতু আপনার আম্মা রোযা রাখতে সক্ষম নন, তাই প্রতিটি রোযার পরিবর্তে 'ফিদইয়া' প্রদান করতে হবে। 'ফিদইয়া'র পরিমাণ 'সাদাকাতুল ফিতর বা 'ফিতরা'র সমান। অর্থাৎ ১ কেজি ৭৫০ গ্রাম চাল বা আটা অথবা তার মূল্য গরীব-দুঃখীকে প্রদান করা।

গর্ভাবস্থায় রোযা রাখা সম্ভব না হলে

প্রশ্ন-৮৬০ ঃ গর্ভাবস্থায় পুরো ন'মাস আমি বমি করি। শত চেষ্টা করেও বমি বন্ধ করা যায়না। আমি অনেক চেষ্টা করি রোযা রাখার জন্য। এমনকি শেষ রাতে উঠে সাহ্‌রীও খাই। কিন্তু সকাল হতে না হতেই শুরু হয় বমি। শরীর এতো দুর্বল

হয়ে পড়ে যে, আর রোযা রাখা সম্ভব হয়না। আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন, আমি কি এর পরিবর্তে কোনো মিসকীনকে খাওয়াতে পারি?

উত্তর ঃ গর্ভকালীন অসুস্থতা তো সাময়িক ব্যাপার। গর্ভাবস্থায় রোযা রাখতে না পারলে সুস্থ্ হওয়ার পর তার কাযা আদায় করে দেবেন। 'ফিদইয়া' দেয়ার নির্দেশ তো তাদের জন্য যারা রোযা রাখতে পারছেন না এবং ভবিষ্যতে পারবেন সেই আশাও নেই। যেহেতু আপনি ইচ্ছা করলে পরে কাযা আদায় করতে পারবেন, তাই রোযার পরিবর্তে 'ফিদইয়া' প্রদান করা আপনার জন্য বৈধ নয়।

রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা

কাফ্ফারার নিয়ম

প্রশ্ন-৮৬১ ঃ কাযা রোযা সম্পর্কে তো আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু রোযার কাফ্ফারা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিনা। বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ কাফ্ফারার মাসয়ালা নিম্নরূপ-

১. সক্ষম ব্যক্তি যদি রমযানে একটি রোযা সামর্থ্য থাকা সত্বেও কাযা করেন, পরবর্তীতে তাকে সেই কাযা রোযার পরিবর্তে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। (একে কাফ্ফারা বলে। কাফ্ফারার রোযা আদায় করার সময়) যদি কোনো কারণে একদিন রোযা বাদ পড়ে যায় তাহলে পুনরায় শুরু করতে হবে।

২. চান্দ্রমাসের ১ম তারিখ থেকে শুরু করলে পরবর্তী মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত একটানা রোযা রাখতে হবে। অবশ্য সেই দু'মাস ২৯ দিনের হোক কিংবা ৩০ দিনের, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি মাসের মাঝখানে থেকে শুরু করা হয় তাহলে সংখ্যা হিসেবে ষাটটি রোযা রাখতে হবে।

৩. যিনি কাফ্ফারা হিসেবে ষাটটি রোযা রাখতে পারবেন না, তিনি ষাটজন গরীব-মিসকীনকে দু'বেলা খাইয়ে দেবেন অথবা ফিতরার সমপরিমাণ খাদ্য শস্য (অর্থাৎ ১.৭৫০ কিঃগ্রাঃ) কিংবা তার মূল্য প্রতিজন হিসেবে ষাটজনকে প্রদান করতে হবে।

৪. যদি এক রমযানে একাধিক রোযা কাযা হয়ে থাকে সেজন্য একটি রোযার কাফ্ফারা আদায় করলেই হবে। কিন্তু পৃথক পৃথক রমযানে একাধিক রোযা কাযা হলে সেজন্য প্রত্যেক রমযানের জন্য পৃথক পৃথক কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

৫. যদি রমযানে দিনের বেলা কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তবে কাফ্ফারার রোযা আদায় কালে মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডে রোযা রাখতে না পারলে, তা ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে বলে ধরা হবেনা।

যেসব কারণে কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়

প্রশ্ন-৮৬২ ঃ রমযানে রোযা রেখে ইচ্ছেকৃত কিছু খেলে কিংবা পান করলে শুধু কাযা আদায় করলেই হবে নাকি কাফ্ফারাও দিতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কেউ রমযানে রোযা রেখে স্বেচ্ছায় কিছু খায় কিংবা পান করে অথবা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা এবং কাফ্ফারা দুটোই আদায় করতে হবে।

নফল এবং মানতের রোযা

নফল রোযার নিয়াত

প্রশ্ন-৮৬৩ ঃ রাতে নিয়াত করা হয়েছে- আগামীকাল রোযা রাখবো কিন্তু সাহ্‌রী খাওয়ার জন্য ওঠা সম্ভব হলোনা। এমতাবস্থায় পরদিন রোযা না রাখলে সেজন্য কাযা আদায় করতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ রাতে নফল রোযার নিয়াত করে কেউ শুয়ে পড়লেন। সুবহে সাদিকের আগে জেগে ঠিক করলেন পরদিন তিনি রোযা রাখবেন না। পরদিন রোযা না রাখলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু রাতে নিয়াত করে ঘুমুলেন পরদিন তিনি রোযা রাখবেন, ঘুম থেকে জেগে দেখেন সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ধরে নেয়া হবে তিনি রোযাদার। যদি সেদিন তিনি পানাহার করেন তাহলে সেদিনের রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে

প্রশ্ন-৮৬৪ ঃ অনেকে নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলেন, তাহলে কি তাকে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু রমযানে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে কাফ্ফারা আদায় বাধ্যতামূলক। এছাড়া অন্য কোনো রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে শুধু কাযা অপরিহার্য, কাফ্ফারা নয়।

মানতের রোযার শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-৮৬৫ ঃ মানতের রোযা না রাখলে কি গুনাহ হবে? মেহেরবানী করে

জানাবেন।

উত্তর ঃ রোযা মানত করার পর তা রাখা বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব), না রাখলে গুনাহ হবে। কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করলে সেই দিনই রোযা রাখতে হবে, বিলম্ব করা গুনাহ। বিলম্বের জন্য আল্লাহর কাছ মাফ চাইতে হবে তাই বলে বিলম্বের কারণে রোযা রাখা মাফ হয়ে যাবে না। যদি দিন নির্দিষ্ট করা না হয় তাহলে যে কোনোদিন রোযা রাখলেই চলবে। তবে দেরী না করে তাড়াতাড়ি রাখা ভালো।

মানতের রোযা না রাখতে পারলে

প্রশ্ন-৮৬৬ ঃ কেউ মানত করলো- আমার এ কাজ হয়ে গেলে আমি রোযা করবো। কাজও হয়ে গেলো কিন্তু বার্ধক্যের কারণে কিংবা অত্যধিক গরমের কারণে সে রোযা রাখতে পারছেনা। রোযার পরিবর্তে গরীব-দুঃখীকে খাইয়ে দিলে হবে কি?

উত্তর ঃ গরমের কারণে রোযা রাখা সম্ভব না হলে শীতে রাখবেন। রোযা রাখতেই হবে। আর বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখা সম্ভব না হলে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে সাদাকাতুল ফিতরের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য কিংবা তার মূল্য গরীব-দুঃখীকে দান করে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৮৬৭ ঃ আমি কোনো কাজের জন্য ছয়টি রোযা মানত করি। কিন্তু এখন আমি সেই রোযা রাখতে পারছিনা। কারণ- আমি কঠোর শ্রমের চাকুরীতে নিয়োজিত একজন মহিলা। আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন এখন আমি কী করবো?

উত্তর ঃ বার্ধক্য কিংবা দুর্বলতার কারণে রোযার পরিবর্তে 'ফিদইয়া' দেয়া যায়। এ ধরনের কোনো সমস্যা আপনার নেই। তাই আপনাকে অবশ্যই সেই ছয়টি রোযা রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে ছ'দিন ছুটি ভোগ করবেন। ফিদইয়া প্রদান করলে তা জায়েয হবে না।

জুম'আর দিনে রোযা

প্রশ্ন-৮৬৮ ঃ আমার এক বন্ধু, তিনি মাসয়ালা-মাসায়েল ভালোই জানেন, বলেছেন- শুধু জুম'আর দিন একটি রোযা রাখা উচিত নয়, তার আগের অথবা পরের দিনও রোযা রাখা উচিত। এ মাসয়ালা কি তিনি ঠিক বলেছেন?

উত্তর ঃ রোযা রাখার জন্য জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তাই জুম'আর দিন রোযা রাখতে হলে সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবারও রোযা রাখতে হবে।

প্রশ্ন-৮৬৯ ঃ শুধু জুম'আর একদিন রোযা রাখতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি জুম'আর একটি দিন ছুটি পাই, অন্য ছ'দিন খুব ব্যস্ত থাকি রোযা রাখা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় আমি শুধু জুম'আর দিন রোযা রাখতে পারবো কি?

উত্তর ঃ শুধু জুম'আর দিন রোযা রাখা মাকরুহ। যেহেতু অন্যদিন আপনার রোযা রাখার সুযোগ নেই তাই আপনি শুধু জুম'আর দিন রোযা রাখতে পারেন। তবে জুম'আর দিন রোযা রাখায় সাওয়াব বেশি এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের নিয়ম-কানুন

প্রশ্ন-৮৭০ ঃ ই'তিকাফ করা হয় কেন এবং এর নিয়ম-কানুন কী?

উত্তর ঃ রমযানের শেষ দশকে মাসজিদে ই'তিকাফ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু-আনহা বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বৎসর রমযানের শেষ দশদিন মাসজিদে ই'তিকাফ (অবস্থান) করতেন।' (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্ যেসব মুসলিমকে তাওফিক দেন তারা যেন এই সুন্নাতের ওপর আমল করে উপকৃত হন। মাসজিদ আল্লাহ্র ঘর। সেই ঘরে তাঁর রাহ্মাতের ছায়ায় বসে যাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এবার ই'তিকাফের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি-

১. রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাতু মুয়াক্কাদা-ই কিফাইয়া। মহল্লার কিছু লোক এ সুন্নাত আদায় করলে অবশিষ্ট সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। আর যদি মাসজিদে কেউ ই'তিকাফে না বসেন, মাসজিদ খালি থাকে তাহলে সবাই দায়ী হবেন।

২. যে মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায হয় সেই মাসজিদে ই'তিকাফ করা উচিত। আর যে মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে হয় না সেই মাসজিদে জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা করা মহল্লাবাসীর কর্তব্য।

৩. মহিলারা ঘরের কোনো একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে ই'তিকাফ করলে, মাসজিদে ইতিকাফের সমান সওয়াব পাবেন।

৪. ই'তিকাফের সময় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ পড়া, যিকির ও তাসবীহ্ করা, দীনী ইলম শেখা বা শেখানো, নবী-রাসূল, সাহাবা

কিরামের জীবনী পড়া কিংবা শোনা উচিত। অযথা কথাবার্তা বলা পরিহার করতে হবে।

৫. প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফের জায়গা থেকে বেরুনো জায়েয নেই। এতে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়।

৬. পেশাব, পায়খানা এবং ফরয গোসলের জন্য বাইরে বেরুনো জায়েয আছে। যদি মাসজিদে খাবার পৌঁছে দেয়ার কেউ না থাকে তাহলে খাবারের জন্য বাড়িতে যাওয়াও জায়েয আছে।

৭. যে মাসজিদে ই'তিকাফ করা হয় সেখানে যদি জুম'আর নামায না পড়া হয় তাহলে জুম'আর নামায পড়ার জন্য জামে মাসজিদে যাওয়াও জায়েয আছে। তবে এতটুকু আগে যেতে হবে, সেখানে পৌঁছে যেন খুতবার আগে সুন্নাত পড়া যায়। নামায শেষ হওয়া মাত্র ই'তিকাফের মাসজিদে ফিরে যেতে হবে।

৮. ভুলে ই'তিকাফের মাসজিদ থেকে বাইরে বেরুলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

৯. ই'তিকাফে বসে অপ্রয়োজনীয় পার্থিব কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া মাকরুহ তাহ্‌রীমী। যেমন বিনা প্রয়োজনে মাসজিদে বসে কোনো জিনিস বেচা কেনা করা। অবশ্য গরীব কেউ যদি ই'তিকাফে বসেন এবং বেচাকেনা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে তিনি বেচাকেনা করতে পারবেন। তবে পণ্য মাসজিদের ভেতর নেয়া যাবেনা।

১০. ই'তিকাফের সময় কোনো কথাবার্তা না বলে একেবারে চুপচাপ বসে থাকাও জায়েয নেই। অবশ্য যিকির, কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতির কারণে ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ বসে বসে আরাম করা জায়েয আছে।

অনেকে ই'তিকাফের সময় কোনো কথাবার্তা না বলে মুখ চোখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকাকে ইবাদাত মনে করেন, এটি ভুল। ভালো ও শালীন কথাবার্তা বলা জায়েয। খেয়াল রাখতে হবে খারাপ ও অশালীন কোনো কথা যেন মুখ থেকে না বের হয়। মোটকথা চুপচাপ ই'তিকাফে বসে থাকাটা ইবাদাত নয়। বরং নামায, তিলাওয়াত ও তাসবীহ্-তাহলীলে নিয়োজিত থাকার নামই ইবাদাত।

১১. পুরোপুরি দশ দিন ই'তিকাফ করার জন্য ২০শে রমযান সূর্যাস্তের পূর্বে

ই'তিকাফের নিয়তে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে। কারণ সূর্য ডুবার সাথে সাথে একুশ তারিখ শুরু হয়ে যায়। সূর্য ডুবার পর সামান্য সময়ও যদি ই'তিকাফের নিয়াত ছাড়া কেউ অবস্থান করেন তাহলে সুন্নাত অনুযায়ী তার ই'তিকাফ হবেনা।

১২. ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। আল্লাহ না করুন কারো রোযা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তার ই'তিকাফও নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩. ই'তিকাফকারী কোনো অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মাসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বেরিয়েছেন, তখন যদি তিনি কোনো রোগীর খোঁজ-খবর নেন তা জায়েয আছে। তবে সেখানে দেরী করতে পারবেন না।

১৪. রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাত। তবে যখনই মাসজিদে অবস্থান করা হয় তখন ই'তিকাফের নিয়তে অবস্থান করা মুস্তাহাব।

১৫. মনে মনে ই'তিকাফের নিয়াত করাই যথেষ্ট। অবশ্য মুখে উচ্চারণ করাও ভালো।

ই'তিকাফের প্রকার

প্রশ্ন-৮৭১ ঃ এখনতো রমযান মাস। আমি শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতে চাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- ১. ই'তিকাফের নিয়াত করবো? ২. ই'তিকাফ ক'প্রকার? ৩. ই'তিকাফের নিয়াত করে মাসজিদে গেলাম, তারপর পেশাব-পায়খানার জন্য বের হলাম, আবার কি নতুন করে ই'তিকাফের নিয়াত করতে হবে?

উত্তর ঃ ১. ই'তিকাফের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা-ই হচ্ছে ই'তিকাফের নিয়াত। ২. রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ সুন্নাত। অন্য সময় ই'তিকাফ নফল। ই'তিকাফের মানত করলে তা ওয়াজিব। মোটকথা ই'তিকাফ তিন প্রকার- ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল। ৩. রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের নিয়াতে মাসজিদে প্রবেশ করাই যথেষ্ঠ। পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে বেরুলে নতুন করে নিয়াতের প্রয়োজন নেই।

কত বৎসর বয়সে ই'তিকাফ করা উচিত

প্রশ্ন-৮৭২ ঃ অনেকের ধারণা বুড়ো কিংবা যাদের বয়স বেশী কেবল তাদেরই ই'তিকাফ করা উচিত। এ ধারণা কতটুকু সঠিক ?

উত্তর ঃ যুবক এবং বুড়ো সবাই ই'তিকাফ করতে পারেন। বুড়ো বয়সে যেহেতু ইবাদাতের গুরুত্ব বেড়ে যায় তাই তারা বেশীরভাগ ই'তিকাফ করে থাকেন।

মহিলাদের ই'তিকাফ

প্রশ্ন-৮৭৩ ঃ আমি চাচ্ছি এ রমযানে ই'তিকাফে বসবো। মেহেরবানী করে মহিলাদের ই'তিকাফের নিয়ম জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারেন। তাদের নিয়ম হচ্ছে– ঘরের যে অংশে সাধারণত নামায পড়া হয় সেই রকম কোনো অংশকে ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। তারপর দশদিনের ই'তিকাফের নিয়াত করে জায়গায় বসে ইবাদত বন্দেগী শুরু করে দেয়া । শরঈ কোনো ওজর ছাড়া সেখান থেকে ওঠে অন্যত্র না যওয়া। (রাতে সেখানেই ঘুমুবেন)।

ই'তিকাফ অবস্থায় যদি মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত কিন্তু মাসিকের সময় মহিলাদের রোযা রাখা জায়য নেই।

জুম'আ পড়া হয়না এরূপ মাসজিদে ই'তিকাফ

প্রশ্ন-৮৭৪ ঃ যে মাসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয়না এরূপ মাসজিদে ই'তিকাফ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ জামে মাসজিদে ই'তিকাফ করা ভালো, যেন জুম'আর নামাযের জন্য মাসজিদ ছেড়ে অন্যত্র যেতে না হয়। (জুমআ পড়া হয়না এরূপ মাসজিদে ই'তিকাফ করাও জায়েয আছে)। এইরূপ মাসজিদে যদি কেউ ই'তিকাফ করেন তাকে জুম'আর নামাযের জন্য অন্য মাসজিদে যেতে হবে। খুতবা শুরু হওয়ার এতটুকু আগে সেখানে পৌঁছুতে হবে যেন সুন্নাত পড়া যায়। নামাযের পর অবিলম্বে ই'তিকাফের মাসজিদে ফিরে আসতে হবে। যদি কেউ ফিরতে বিলম্ব করেন তবু ই'তিকাফ নষ্ট হবে না।

ই'তিকাফকারী মাসজিদের কোন্ অংশে অবস্থান করবেন

প্রশ্ন-৮৭৫ ঃ ই'তিকাফের সময় মাসজিদের যে কোণে পর্দা ঝুলিয়ে ই'তিকাফের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়, সেই জায়গা ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় ঘুমানো যাবে কি? অনেক আলিম বলে থাকেন ই'তিকাফের সময় গরমের কারণে যে অস্বস্থিবোধ হয় তা দূর করার জন্য গোসলও করা যাবে না, একথা কি ঠিক ? প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে কারো সাথে কথা বললে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ ই'তিকাফকারী মাসজিদে যে অংশকে নির্দিষ্ট করে নেন সেখানেই থাকতে

হবে কিংবা অবস্থান করতে হবে, এটি জরুরী নয়। বরং মাসজিদের যে কোনো জায়গা কিংবা যে কোনো অংশে শোয়া, বসা এবং ঘুমানো যাবে। শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য গোসলের উদ্দেশ্যে মাসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া জায়েয নেই। অবশ্য পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে বাইরে বের হলে কিংবা ওযুর সময় ওযু না করে দু'এক বালতি পানি গায়ে ঢেলে নেয়া যাবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী মাসজিদের বাইরে অবস্থান করা উচিত নয়। বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বের হলে ইমাম আবু হানিফার (রহ) মতে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়। সাহিবাঈন (ইমাম্ আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) এর মতে নষ্ট হয় না। ইমাম আবু হানিফার (রহ) বক্তব্য সতর্কতা স্বরূপ আর সাহিবাঈনের বক্তব্য উদারতা মূলক।

ই'তিকাফের সময় চাদর বা পর্দা ব্যবহার

প্রশ্ন-৮৭৬ ঃ ই'তিকাফকারী তার অবস্থান স্থলের চারদিকে চাদর বা পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখেন, এটি কি জরুরী নাকি এরূপ না করলেও ই'তিকাফ হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ চাদর দেয়া হয় ই'তিকাফকারীর একাকিত্ব ও আরামের জন্য। এরূপ না করলেও কোনো অসুবিধা নেই, ই'তিকাফ হয়ে যাবে।

ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে

প্রশ্ন-৮৭৭ ঃ কেউ রমযানের শেষ দশক ই'তিকাফে বসলেন, কিন্তু অপ্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনে ই'তিকাফ ছেড়ে ওঠে গেলেন। এমতাবস্থায় ই'তিকাফের কাযা আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসে, ই'তিকাফ ছেড়ে দেয়ার কারণে তাকে কাযা আদায় করতে হবে কিনা সেই সম্পর্কে তিন ধরনের বক্তব্য আছে।

এক. রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাত। কেউ যদি ইতিকাফে বসেন তারপর তা ভঙ্গ করে চলে যান, তাকে কাযা আদায় করতে হবেনা। তিনি যে এক বিরাট সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেন এটিই কি কম কথা? এটি হচ্ছে কিতাবের ফাতওয়া।

দুই. নফল ইবাদত শুরু করার পর তা অপরিহার্য হয়ে যায়। প্রতিদিনের ই'তিকাফ এক স্বতন্ত্র্য ইবাদাত তাই যার যে ক'দিন ই'তিকাফ নষ্ট হবে পরবর্তীতে তিনি সেই ক'দিন কাযা আদায় করে দেবেন। এটি তার জন্য জরুরী। অনেক আকাবির আলিমগণ এবং অভিজ্ঞজন এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন. দশদিন ই'তিকাফের নিয়তে ই'তিকাফ শুরু করেছিলেন কিন্তু কোনো কারণে পুরো করতে পারলেন না, এমতাবস্থায় তাকে পুরো দশদিনের ই'তিকাফেরই কাযা আদায় করতে হবে। এ মত ইমাম ইবনু হুমাম (রহ)-এর।

রোযার বিবিধ মাসায়িল

আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের রোযা

প্রশ্ন-৮৭৮ ঃ আমার এক বান্ধবী আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় সংক্ষিপ্ত রোযা রাখেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- মৃত্যুর পর ফেরেশতাগণ মৃতকে এমন জিনিস খাওয়াবেন যা তার জন্য শাস্তির কারণ হবে। যিনি এ সময়টুকু রোযা রাখবেন তিনি তা খেতে অস্বীকার করবেন। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এরূপ কোনো রোযা শরীআহ্ অনুমোদন করে কিনা?

উত্তর ঃ শরঈ রোযা তো সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত রোযা শরীআহ্ কর্তৃক প্রমাণিত নয়। যিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি মনগড়া কথাই বলেছেন।

ধনী-গরীব এবং বন্ধু-বান্ধবকে ইফতার করানো

প্রশ্ন-৮৭৯ ঃ ধনী-গরীব এবং বন্ধু-বান্ধবকে ইফতার করানোর মধ্যে মর্যাদা কোন্‌টির বেশি?

উত্তর ঃ ইফতার করানোর মর্যাদা ও সওয়াব তো যে কোনো মানুষকে ইফতার করানোর ব্যাপারেই সমান। তবে গরীবের খেদমত এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদাচরণের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ছাওয়াব আছে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইফতার

প্রশ্ন-৮৮০ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি জিনিস দিয়ে রমযানে ইফতার করতেন?

উত্তর ঃ সাধারণত খেজুর অথবা পানি দিয়ে।

রোযা অবস্থায় বারবার গোসল করা

প্রশ্ন-৮৮১ ঃ রোযা অবস্থায় দিনে একাধিকবার গোসল করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ রোযা রেখে একাধিকবার গোসল করায় কোনো দোষ নেই।

অপবিত্র অবস্থায় সাহ্‌রী খাওয়া

প্রশ্ন-৮৮২ ঃ যদি রাতে কারো ওপর গোসল ফরয হয়ে যায় তাহলে সে অপবিত্র অবস্থায় সাহ্‌রী খেতে পারবে কি?

উত্তর ঃ অপবিত্র অবস্থায় সাহ্‌রী খাওয়া যাবে এবং রোযাও হবে এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু অপবিত্র অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন-৮৮৩ ঃ কারো ওপর গোসল ফরয হয়ে গেলো কিন্তু সে গোসল না করে সাহ্‌রী খেলো। এমনকি দিনেও সে গোসল করলো না, অপবিত্র অবস্থায়ই সে ইফতার করলো তার রোযা হবে কি?

উত্তর ঃ রোযার ফরয তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সে অপবিত্র অবস্থায় থাকার জন্য গুনাহ্‌গার হবে। নামায কাযা হয়ে যায় এতটুকু সময় বিলম্ব করে গোসল করা শক্ত গুনাহ্‌।

রমযানে কাযা রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা

প্রশ্ন-৮৮৪ ঃ অনেকে মনে করেন শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে রমযানের কাযা রোযার নিয়াত করলে একই সাথে উভয় রোযা-ই আদায় হয়ে যাবে, এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, ঠিক নয়। শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে রমযানের কাযা রোযা আদায় হবেনা। উভয় রোযা-ই আলাদা আলাদাভাবে রাখতে হবে। কারণ শাওয়ালের রোযা হচ্ছে নফল আর রমযানের কাযা রোযা ফরয।

মুয়াযযিন কখন ইফতার করবেন

প্রশ্ন-৮৮৫ ঃ মুয়াযযিন কখন ইফতার করবেন? আযানের আগে নাকি পরে?

উত্তর ঃ মুয়াযযিন ইফতার করে আযান দেবেন।

রোযা নষ্ট হলেও অবশিষ্ট দিন রোযার মত থাকতে হবে

প্রশ্ন-৮৮৬ ঃ এক ব্যক্তির রোযা নষ্ট হয়ে গেল। অবশিষ্ট দিন সে কিছু খাওয়া দাওয়া করতে পারবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কোনো কারণে রমযানের রোযা নষ্ট হয়ে গেলে দিনের অবশিষ্ট সময় কিছু পানাহার করা জায়েয নেই। সারাদিন রোযাদারের মত থাকা ওয়াজিব।

অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে পারেন না, এমন ব্যক্তির তারাবীহ্ নামায

প্রশ্ন-৮৮৭ ঃ অসুখের কারণে যদি কেউ রোযা রাখতে না পারেন, তিনি তারাবীহ্ পড়তে পারবেন কি?

উত্তর ঃ যিনি অসুখের কারণে রোযা রাখতে পারেন না, তিনি সুস্থ হওয়ার পর সেই সব রোযার কাযা আদায় করে দেবেন। আর যদি এমন কোনো অসুখ হয় যা ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে তিনি ফিদইয়া প্রদান করবেন। তারাবীহ্ পড়তে সক্ষম হলে অবশ্যই তাকে তারাবীহ্র নামায পড়তে হবে। তারাবীহ্ এক স্বতন্ত্র ইবাদাত। এমন নয়, যিনি রোযা রাখবেন কেবল তিনিই তারাবীহ্ পড়বেন। ■

যাকাত অধ্যায়

সম্পদ আবর্তনে যাকাতের বিপ্লবী ভূমিকা

প্রশ্ন-৮৮৮ ঃ যাকাত থেকে সাধারণের ফায়দা কী? এতো মনে হয় এক ধরনের ট্যাক্স, যা জনকল্যাণে ব্যয় করা হয়? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আমি আপনার প্রশ্নকে পাঁচভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি–

১. যাকাতের অপরিহার্যতা (ফারযিয়াত),

২. যাকাতের উপকারিতা,

৩. যাকাত ট্যাক্স নয় বরং ইবাদাত,

৪. যাকাতের কতিপয় মাসয়ালা এবং

৫. যাকাত বণ্টনের খাত।

১. যাকাতের অপরিহার্যতা (ফারযিয়াত)

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কুরআনুল কারীমে এর জন্য বারবার তাকীদ করা হয়েছে। নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসেও এর গুরুত্ব এবং যাকাত প্রদান না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰــذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ○

"যারা আল্লাহর পথে খরচ না করে সোনা রূপা জমা করে রাখে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন সোনা রূপার স্তূপকে আগুনে গরম করে সেগুলো দিয়ে মুখ-চোখ, কপাল ও পার্শ্বদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে এতো তোমারই সম্পদ যা তুমি জমা করে রেখেছিলে। এবার

জমা করার মজা নাও।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)।

হাদীসে বলা হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانُ.

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর। ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. বাইতুল্লাহয় হাজ্জ করা। ৫. রমযানে রোযা রাখা।" (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)।

অন্য হাদীসে আছে-

مَنْ اَدَّى زَكٰوةَ مَالِه فَقَدْ ذَهَبَ عَنْه شَرُّه.

"যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করলো সে তার ক্ষতিকর বস্তু দূর করে দিলো।" (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ১৫৭৭৮; তাবারানী)।

আরেক হাদীসে তিনি বলেছেন-

اِذَا اَدَّيْتَ زَكٰوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

"যখন তোমার মালের যাকাত প্রদান করবে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব চেপে বসেছিলো তা থেকে রেহাই পেলে।" (জামিউত তিরমিযী, ইবনু মাজা)।

সুনান আন্ নাসাঈ ও ইবনু মাজার আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

مَا مِنْ اَحَدٍ لاَيُوْدِّىَ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلاَّ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ حَتّٰى يُطَوِّفَ عُنُقِه.

"যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে না কিয়ামতের দিন তার সম্পদ বিরাট অজগরে রূপান্তরিত হয়ে তার গলায় গলাবন্ধনীর মত পেঁচিয়ে থাকবে।" (সুনানু নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৩৩; সুনানু ইবনু মাজা, পৃ. ১২৮)

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে, যেখানে যাকাত না দেয়ার মর্মান্তিক পরিণতির ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

২. যাকাতের উপকারিতা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধান দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক যৌক্তিকতা রয়েছে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। যাকাতের ব্যাপারটি তার অন্যতম। এর ব্যবস্থাপনা এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং উঁচু স্তরের যে, মানুষের জ্ঞান তার সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে অপারগ। এখানে উপকারিতার সাধারণ কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করছি।

[২.১] ধনী-গরীবের যে ব্যবধান এটিকে পুঁজি করে সমাজতন্ত্রীরা মুখরোচক শ্লোগান বানিয়ে গরীবদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু গরীবদের কল্যাণ কতটুকু করেছে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবে গরীব ও ধনীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা ধনীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করলে অর্থাৎ ধনীরা তাদের সম্পদের চল্লিশভাগের এক ভাগ দরিদ্রদেরকে (যাকাত হিসেবে) দান করলে এমনটি হতো না। কারণ এ দান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় এটি ধারাবাহিক এক ইবাদাত। ধারাবাহিকভাবে এটি অব্যাহত রাখলে দেখা যাবে এক সময় ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমে যাবে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে চরম অবস্থা ধারণ করেছে তা পর্যায়ক্রমে দূরীভূত হয়ে এক জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

[২.২] মানব সমাজে সম্পদের গুরুত্ব ততটুকু, যতটুকু গুরুত্ব দেহের জন্য রক্তের। যদি শরীরে কোনো কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় তাহলে জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে যায়। তদ্রূপ সম্পদ যদি সমাজে সুষ্ঠুভাবে আবর্তিত হতে না পারে তাহলে সমাজ জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও আবর্তনের যে সব ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন যাকাত এবং সাদকা তার অন্যতম। যতক্ষণ না এ ব্যবস্থাপনা প্রকৃত অর্থে কার্যকর হবে ততক্ষণ সামাজিক জীবনে সম্পদের সুষ্ঠু আবর্তনের কথা কল্পনাও করা যাবে না এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে সমাজ নিরাপদও থাকতে পারে না।

[২.৩] পুরো সমাজকে একটি দেহ কল্পনা করুন এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে একেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনে করুন। আপনারা জানেন শরীরের কোনো অংশে দুর্ঘটনাবশত রক্ত জমে গেলে, চলাচল করতে না পারলে তা ফুলে

ওঠে এবং ফোঁড়ার মত হয়ে পেকে পুঁজ আকারে বের হয়। তেমনিভাবে সমাজদেহের কোনো অঙ্গে যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমে যায় তখন সেখানে অসুস্থতা দানা বাঁধে।

বিলাসিতা ও অপচয় হিসেবে তার প্রকাশ ঘটে। তাই আল্লাহ যাকাত-সাদকার মাধ্যমে সমাজদেহের ফোঁড়ার চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। যে পদ্ধতিতে সম্পদরূপী জমাট রক্ত সারা দেহে সমানভাবে প্রবাহিত হতে পারে।

[২.৪] মানুষের প্রতি সহানুভূতি মানবতার অন্যতম গুণ। ভুখা-নাঙ্গা, শীর্ণ-ক্লিষ্ট, গরীব অসহায়দের দুঃখ-দুর্দশা দেখে যার অন্তর কেঁদে ওঠে না সে মানুষ নয়, পশু। শয়তান তাদের পশুত্বকে জাগিয়ে তুলে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসা থেকে বিরত রাখে। এজন্য অধিকাংশ বিত্তশালী আর্ত মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন, তার অনাহারী গরীব ভাইটির প্রতিও যেন সে লক্ষ্য রাখে এবং তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে যাকাতের মাধ্যমে।

[২.৫] একদিকে সম্পদ যেমন মানব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, অপরদিকে এই সম্পদ মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং বিকৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় সম্পদের স্বল্পতা মানুষকে অমানবিক তৎপরতায় লিপ্ত করে। দারিদ্রের কষাঘাতে সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যায়। কখনো সে পেট নামক জাহান্নামকে ভরার জন্য নিজের সম্ভ্রম পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়। আবার অনেকে অভাব-অনটনে পড়ে নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রি করে দেয়। এজন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

"দারিদ্র মানুষকে কুফরীর (অকৃতজ্ঞতার) কাছাকাছি নিয়ে যায়।" (সুনানু বাইহাকী; মিশকাত; ইবনু আবী শাইবা; এ হাদীস সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ তাহির আল ফাতানী বলেছেন, এর সনদ জঈফ হলেও বক্তব্য সহীহ।

অভাবে অনটনে পড়ে মানুষ অনেক সময় আল্লাহর নিয়ামাতের কথা ভুলে গিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বসে, এতো সচরাচর দেখা যায়।

এ সকল অমানবিক তৎপরতা সমাজে বুভুক্ষ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এসব অশান্তির মূল কারণ নির্ণয় করা সমাজের সকলের

দায়িত্ব। যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এ সকল খারাপ দিকগুলোর অধিকাংশই বন্ধ করা সম্ভব।

[২.৬] তাছাড়া সম্পদের আধিক্য থেকে অনেকের নৈতিক অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়, ধনীর দুলাল যেমন অতিরিক্ত আদর ও বিলাসিতার উপকরণ পেয়ে অনেক সময় এমন আচরণ করে বসে যা মানব স্বভাব বিরুদ্ধ। সম্পদের প্রাচুর্য থেকে জন্ম নেয়া নৈতিক অনেক অপরাধ যাকাত প্রদানের কারণে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন। কারণ তারা গরীবের প্রয়োজনটাকে যে অনুভব করলো, এজন্য। তাছাড়া গরীবের দুঃখ দেখে নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

[২.৭] যাকাতের আরেকটি হিকমাত হচ্ছে, যাকাত এবং দান-সাদকায় মানুষের অনেক বিপদ-মুসিবাত দূর হয়ে যায়। অনেক হাদীসে বলা হয়েছে, যাকাত ও দান-সাদকা মানুষের জান ও মালকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখে।

[২.৮] যাকাত-সাদকার আরেকটি ফায়দা হচ্ছে– এর মাধ্যমে সম্পদের বরকত হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যারা যাকাত-সাদকা প্রদানে গড়িমসি করে, আসমানের বরকতের দরোজা তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। হাদীসে বলা হয়েছে- যে জাতি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাদেরকে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন। (তাবারানী, হাকিম)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে- চারটি আচরণের পরিণতিতে চারটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। (১) যখন কোনো জাতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদের ওপর শত্রুপক্ষকে বিজয়ী করে দেয়া হয়। (২) যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তাদের মধ্যে খুন-খারাপী বেড়ে যায়। (৩) যখন কোনো জাতি যাকাত প্রদান বন্ধ করে দেয় তখন তাদের জন্য বৃষ্টিও বন্ধ করে দেয়া হয়। (৪) যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কম দেয়, তাদেরকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলে দেয়া হয়। (তাবারানী)

সত্যিকথা বলতে কি, আল্লাহর নির্ধারিত এ বিধান, শান্তি ও স্থিতিশীল সমাজের জন্য এক বৈপ্লবিক বিধান। এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি বেড়ে গেছে।

[২.৯] অধিকাংশ মানুষের যাবতীয় তৎপরতা দুনিয়ার জীবনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু একজন মুমিন, যিনি আল্লাহ তা'আলাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসেন,

তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলেন, দুনিয়ার জীবনই তার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল নয়। তার লক্ষ্য আখিরাতের চিরন্তন জীবনের দিকে। তাই তিনি আখিরাতের বাড়ি সাজাতে ব্যস্ত থাকেন। সমস্ত শ্রম মেহনত তার আখিরাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেন যাকাত সাদকার মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদকে আখিরাতের ব্যাংকে স্থানান্তর করতে পারেন। কেননা একদিন সবকিছু ছেড়ে খালি হাতে চলে যেতে হবে। সেদিন যেন এ সম্পদ তার কাজে আসে।

[২.১০] মানুষ পৃথিবীতে এসে বিভিন্ন ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। যেমন, পিতা-মাতার সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ক ইত্যাদি।

কিন্তু মুমিনের আরেকটি সম্পর্ক থাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে। যিনি সত্যিকার অর্থে বন্ধু। সকল আত্মীয়ের চেয়ে তাঁর সাথেই আত্মিক সম্পর্ক বেশী থাকে। অন্য আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও সেই আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা যায় না। নষ্ট করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্ক দুনিয়ায়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। নাজুক মুহূর্তে, কবরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে, হাশরের ময়দানে, জান্নাতের জীবন সহ সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বরং পর্যায়ক্রমে তা আরো গভীর থেকে গভীরতর হবে। তার সাথে সম্পর্ক অন্য সকল আত্মীয়ের চেয়ে গাঢ়তর হওয়া উচিত এটি সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিরও দাবী। কিন্তু এ সম্পর্কের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় মানুষের আকাংখা (লোভ), আর সেই আকাংখা বা লোভের মূলে রয়েছে সম্পদ। যাকাত-সাদকার মাধ্যমে সম্পদের প্রতি লোভ আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত করার চেষ্টা করা হয়। গরীব দুঃখীকে যে সম্পদ যাকাত-সদকা স্বরূপ প্রদান করা হয় তা যেন গরীব দুঃখীকে দেয়া নয় বরং প্রিয়তম বন্ধুর চরণে উৎসর্গীত সামান্য উপহার মাত্র। হাদীস শরীফে এসেছে- যখন বান্দা যাকাত-সাদকা প্রদান করে তখন আল্লাহ্ তা নিজ কুদরতী হাতে গ্রহণ করেন। অতপর তা প্রতিপালন করতে থাকেন। কিয়ামাতের দিন সেই দান সরিষা থেকে পাহাড়ের আকৃতি বানিয়ে বান্দাকে ফিরিয়ে দেবেন।

আফসোস! আমরা আমাদের প্রতিপালক ও বন্ধুর দরবারে এতটুকু কুরবানী পেশ করতেও ব্যর্থ হই। আর এ ব্যর্থতার পরিণতিতেই আমরা সেদিন বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে যাব।

৩. যাকাত ট্যাক্স নয়

উপরের আলোচনা থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, যাকাত ট্যাক্স নয় বরং উঁচুমানের একটি ইবাদাত। অনেকে যাকাতের ব্যাপারে তাদের মন-মস্তিস্কে কুৎসিত এক ছবি এঁকে নিয়েছেন। তাদের ধারণা যাকাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্যান্য ট্যাক্সের মতই এক ধরনের ট্যাক্স। প্রকৃতপক্ষে যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত কোনো ট্যাক্স নয়, এমন কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেননি। হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

তদ্রূপ একথাও মনে করা যাবেনা, যাকাতদাতা ফকীর-মিসকীনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। কখনো নয়। বরং ফকীর-মিসকীনগণই উল্টো ধনীদের ওপর ইহ্সান করছেন, যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহর ব্যাংকে সম্পদ জমা করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আপনি যদি কাউকে টাকা দিয়ে আপনার একাউন্টে জমা দিতে বলেন, আপনার কি মনে হয় আপনি তার ওপর অনুগ্রহ করছেন? এটি যদি অনুগ্রহ না হয় তাহলে গরীবদেরকে যাকাত দিলেও তা অনুগ্রহ হতে পারে না।

অন্য নবীর উম্মাতগণ যেসব সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করতেন, তা কারো জন্য ভোগ করা জায়েয ছিলো না। তাকে 'জ্বালানী-কুরবানী' বলা হতো। সেসব সম্পদ কুরবানীর জায়গায় জমা করে রাখার পর আসমান থেকে আগুন এসে তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতো। সম্পদ জ্বলে যাওয়া কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন এবং সম্পদ না জ্বলে অক্ষত থাকা কবুল না হওয়ার নিদর্শন মনে করা হতো। এ উম্মাতের ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ, ধনীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেসব সম্পদ আল্লাহকে দিতে চান তা যেন গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেন, এতে এক দিকে যেমন দুঃস্থ মানুষের কল্যাণ লাভ হলো অন্যদিকে আল্লাহ তাদের দোষকে গোপন রাখার ব্যবস্থা করলেন। কার মাল হালালভাবে উপার্জিত, কার মাল হারাম পথে অর্জিত, তা পোড়ানোর মাধ্যমে প্রকাশ না করে তাঁর ইলমে ব্যাপারটিকে রেখে দিলেন।

'যাকাত ট্যাক্স নয় ইবাদাত' এর আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, আল কুরআনের এই

আয়াত-

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرًا

“এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়। সেই জিনিসই তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়া হবে।” (সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৫)

এখানে যাকাত-সাদকা বা যে কোনো ধরনের দান-খয়রাতকে আল্লাহ্ কর্জে হাসানা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই যারা যাকাত দেবেন তাদের এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তার এ দান কয়েকগুণ বাড়িয়ে আল্লাহ তাকে ফেরত দেবেন। অবশ্য একথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ্ বুঝি কারো মুখাপেক্ষী বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে বান্দার দান গরীব-মিসকীনের হাতে পৌঁছানোর আগেই তা আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়।

[৩.১] যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কেন?

এখন প্রশ্ন হতে পারে যাকাত যখন ট্যাক্স নয় ইবাদাত, তখন তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেয়া হবে কেন? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু জেনে নেয়া উচিত, ইসলামের পুরো সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সরকারের। সেই দায়িত্ব যেন আরো ভালোভাবে পালন করা সম্ভব হয়, সেজন্য যাকাত আদায় ও বন্টনের যিম্মাদারী রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে যাদের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ করা হবে তাদেরকেও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে হাদীসে আল্লাহর পথের গাজীর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। (সুনানু আবী দাউদ, জামি আত তিরমিযী)

একদিকে তাদেরকে কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে আবার অপরদিকে তাদের দায়িত্বকে সূচারুরূপে পালনের জন্য অনুভূতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা একদিকে যেমন এ দায়িত্বকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মনে করে পালন করবেন, অন্যদিকে এর প্রতিটি পয়সা গানিমাতের মাল মনে করে হিফাযাত করবেন। খিয়ানাত থেকে বিরত থাকবেন। হাদীসে বলা হয়েছে- “যাকে আমরা কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করি এবং সেজন্য তাকে ভাতাও দেই, তারপর যদি সে কোনো মাল আত্মসাত করে সে গানিমাতের মাল আত্মসাতকারীর মতই অপরাধী।” (সুনানু আবী দাউদ)

৪. যাকাতের কতিপয় মাসয়ালা

সাহিবে নিসাব প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয। আমাদের প্রত্যেকের উচিত যাকাত সংকান্ত মাসয়ালাগুলো ভালোভাবে বুঝে নেয়া। যাকাত সংক্রান্ত কতিপয় মাসয়ালার উল্লেখ করছি। সাধারণের উচিত যে কোনো মাসয়ালা আলিমদের কাছে ভালোভাবে জেনে নিয়ে তারপর আমল করা।

[৪.১] যদি কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা ব্যবসার মালামাল থাকে, (তাকে সাহিবে নিসাব বলা হয়) তার ওপর যাকাত ফরয।

[৪.২] এক ব্যক্তির নিকট কিছু সোনা, কিছু রূপা, কিছু নগদ টাকা এবং কিছু ব্যবসার মাল আছে। সবগুলো মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়, তার ওপর যাকাত ফরয হবে।

[৪.৩] কারখানা বা ফ্যাক্টরির মেশিনপত্রের যাকাত নেই। কিন্তু সেখানে যা উৎপন্ন হয় তার যাকাত দিতে হবে। তদ্রূপ যেসব কাঁচামাল ফ্যাক্টরিতে মজুত থাকে তারও যাকাত প্রদান করতে হবে।

[৪.৪] সোনা, রূপার তৈরি এমন প্রত্যেক জিনিসের ওপর যাকাত আছে। যেমন সোনা-রূপার অলঙ্কার, সোনা-রূপার থালা-বাসন, সোনা-রূপার বার (বা বিস্কুট), সোনা-রূপার বোতাম, সোনা-রূপার পানদান, কাপড়ে সোনা কিংবা রূপার কারুকাজ ইত্যাদি সবকিছুর ওপর যাকাত ফরয। (যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়)।

[৪.৫] যৌথ মালিকানাভুক্ত মিল ফ্যাক্টরির প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের ওপর যাকাত ফরয, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। মিলের শেয়ারের পরিমাণে যাকাত ফরয হয় না কিন্তু যাকাত দেয়ার মতো অন্য জিনিস মিলিয়ে যদি নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত ফরয হবে।

[৪.৬] সোনা-রূপা, ব্যবসায়ের সম্পদ এবং কোম্পানীর শেয়ার সবকিছু মিলিয়ে বছর পূর্ণ হওয়ার পর যে পরিমাণ টাকা দাঁড়াবে সেই পরিমাণ টাকা থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

[৪.৭] যখন থেকে বছরের হিসাব শুরু করা হবে তখন এবং যখন বছরের হিসেব পূর্ণ হবে তখন নিসাব পরিমাণ থাকা শর্ত। বছরের মধ্যবর্তী সময় নিসাবের হেরফের হলে তা ধর্তব্য নয়। যেমন বছরের শুরুতে কারো কাছে

দশ হাজার টাকা ছিলো, বছরের মাঝামাঝি এসে তা ছয় হাজারে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেলো তার কাছে বার হাজার টাকা আছে, তাহলে তাকে বার হাজার টাকার ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

[৪.৮] প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা উঠানোর পর যাকাত ফরয হয়, উঠানোর আগে কিংবা পেছনের বৎসরের কোনো যাকাত দিতে হবে না।

[৪.৯] যাকাত প্রদানকারী যদি বছর পূর্তির আগেই যাকাত দিয়ে দেন, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বছরের শেষে যদি সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত সম্পদের যাকাত আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

৫. যাকাত বণ্টনের খাত

[৫.১] যাকাত গরীব-মিসকীনদের হক, রাষ্ট্র ঢালাওভাবে তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে না।

[৫.২] কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের পারিশ্রমিক যাকাতের টাকা থেকে দেয়া যাবেনা। তবে যাদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় তাদের বেতন/ভাতা যাকাতের ফাণ্ড থেকে দেয়া বৈধ।

[৫.৩] রাষ্ট্র প্রকাশ্য সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করবে, অপ্রকাশ্য সম্পদের যাকাত প্রদান করা ব্যক্তির ঈমান ও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল (মিল ফ্যাক্টরী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের গচ্ছিত সম্পদকে প্রকাশ্য সম্পদ ধরা হয়। আর সোনা-রূপা এবং নগদ অর্থ যা বাড়িতে থাকে তাকে অপ্রকাশ্য সম্পদ মনে করা হয়।)

[৫.৪] কোনো অভাবীকে এমন পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে দেয়া মাকরূহ, যে পরিমাণ সম্পদ পেলে যাকাত দেয়া তার ওপর ফরয হয়ে যায়। অবশ্য যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত কার ওপর ফরয

প্রশ্ন-৮৮৯ ঃ কত বছর বয়সের সময় যাকাত ফরয হয়?

উত্তর ঃ যারা বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক তাদের ওপর যাকাত ফরয। বালিগ হওয়ার বিশেষ লক্ষণ তো প্রসিদ্ধ। (অর্থাৎ ছেলেদের স্বপ্নদোষ হলে এবং মেয়েদের মাসিক হলে বালিগ হিসেবে ধরা হয় -অনুবাদক) যদি নির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না পায় তাহলে পনেরো বছর পুরো হওয়ার সাথে সাথে ছেলে-মেয়েকে বালিগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৮৯০ ঃ রাষ্ট্র ব্যাংক একাউন্ট থেকে যাকাত কেটে নেয়ার ঘোষণা দিলো, এখন ছোট ছেলে-মেয়ে যাদের নামে ব্যাংকে একাউন্ট আছে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে পাওয়া টাকা তারা সেখানে জমা করে। তাদের টাকা থেকেও কি সরকার যাকাত আদায় করতে পারবে?

উত্তর ঃ নাবালিগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর সম্পদে যাকাত নেই। রাষ্ট্র তাদের সম্পদ থেকে যদি যাকাত কেটে নেয় তা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন-৮৯১ ঃ আমি আমার মেয়ের জন্য কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করছি। এ টাকার মালিক সে-ই। কিন্তু এখনো সে বালিগ হয়নি। সেই টাকার যাকাত প্রদান করা কি আমার ওপর ফরয?

উত্তর ঃ যেসব টাকা পয়সার মালিক ছেলে-মেয়েরা, তারা নাবালিগ থাকাবস্থায় তাদের টাকার যাকাত দিতে হবেনা। বালিগ হওয়ার পর এক বৎসর অতিবাহিত হলে সেই টাকার যাকাত ফরয হবে।

প্রশ্ন-৮৯২ ঃ আমার তিনটি মেয়ে আছে। বয়স যথাক্রমে ১২, ১০ এবং ৮। আমি তাদের বিয়ের জন্য ২০ ভরি সোনা সংগ্রহ করে রেখেছি। তাছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন ইত্যাদিও আস্তে আস্তে জমা করছি। এগুলোর যাকাত দিতে হবে কি? তাদের নামে নগদ কোনো টাকা জমা নেই।

উত্তর ঃ আপনি যদি উল্লেখিত সোনার মালিক আপনার মেয়েদেরকে বানিয়ে থাকেন, তারা বালিগ হওয়ার আগে সেগুলোর যাকাত দিতে হবে না। আর যদি সেগুলো নিজের মালিকানায় রেখে থাকেন, তাহলে যাকাত দিতে হবে। বাসন-কোসন ও ব্যবহারের কাপড় চোপড়ে যাকাত নেই।

প্রশ্ন-৮৯৩ ঃ পাগলের ওপর নামায ফরয নয়। যদি কোনো পাগল অনেক ধন সম্পদের অধিকারী হয়, তাহলে তার মাল থেকে যাকাত বাবদ অর্থ কেটে নেয়া জায়েয কি না?

উত্তর ঃ পাগলের সম্পদে যাকাত নেই।

অলংকারের যাকাত কে দেবে, স্বামী নাকি স্ত্রী?

প্রশ্ন-৮৯৪ ঃ টাকা পয়সা উপার্জন করেন পুরুষ, অধিকাংশ মহিলারাই টাকা পয়সা উপার্জন করেন না। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের অলংকারাদির যাকাত দেবে কে? স্বামী

না স্ত্রী? স্বামী যাকাত না দিলে এবং স্ত্রীর কাছে টাকা না থাকায় তিনিও যাকাত দিতে না পারলে গুনাহ্‌গার হবেন কে?

উত্তর ঃ অলংকারের মালিক যদি স্ত্রী হন তাহলে যাকাত প্রদানের দায়িত্বও তার। অনাদায়ে তিনিই গুনাহ্‌গার হবেন। স্ত্রীর অলংকারের যাকাত প্রদান করতে স্বামী বাধ্য নন। স্ত্রী তার হাত খরচের টাকা থেকে বাঁচিয়ে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। না হয় কিছু অলংকার বিক্রি করে যাকাত পরিশোধ করবেন।

প্রশ্ন-৮৯৫ ঃ আপনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন স্ত্রীর অলংকারের যাকাত প্রদানের দায়িত্ব তার নিজের। প্রশ্ন হচ্ছে- স্ত্রী তো স্বামীর অধীনস্থ। তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব স্বামীর। তিনি স্ত্রীর অভিবাবক স্বরূপ। স্ত্রী যদি উপহার স্বরূপ বিয়ের সময় কিংবা অন্য কোনো সময় কিছু অলংকার পেয়ে যান, সেগুলোর যাকাতের দায়িত্ব কেন স্বামীর ওপর বর্তাবে না?

উত্তর ঃ শরঈ বিধান হচ্ছে অলংকারের যিনি মালিক, যাকাত তিনিই দেবেন। স্বামীকে বলার পর যদি তিনি স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেন, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তিনি না দেন তাহলে স্ত্রীর উচিত যাকাত বাবদ অলংকারের নির্দিষ্ট অংশ (কিংবা তার মূল্য) দিয়ে দেয়া।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যাকাত পৃথকভাবে হিসেব করতে হবে

প্রশ্ন-৮৯৬ ঃ বিয়ের সময় কনে যে অলংকার পায় তার মালিক তো সে নিজেই। স্বামীর উপার্জিত সম্পদ যদি যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম হয় তাহলে স্ত্রীর অলংকারের সাথে মিলিয়ে হিসেব করে যাকাত দেবেন, নাকি স্বামী স্ত্রীর যাকাতের হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের সম্পদের যাকাতের হিসেব পৃথকভাবে করতে হবে।

প্রশ্ন-৮৯৭ ঃ আমি বিয়ের সময় স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ ১৩ ভরি সোনা দিয়েছি। তার বাপের বাড়ি থেকেও ৩ ভরি সোনা পেয়েছে। এখন এই ১৬ ভরি সোনার যাকাত আমার স্ত্রী না দিলে আমাকেই কি তা প্রদান করতে হবে? আমি যদি তা দিয়ে দিই তাহলে হবে কি?

উত্তর ঃ সোনার মালিক আপনার স্ত্রী। যাকাত দেয়ার দায়িত্বও তার। আপনি যদি তার অনুরোধে আপনার থেকে যাকাত দিয়ে দেন, আদায় হয়ে যাবে।

মৃত স্বামীর যাকাত

প্রশ্ন-৮৯৮ ঃ স্বামী ইন্তিকাল করেছেন। জীবনে স্বামী যাকাত প্রদান করেননি, সামান্য দান খয়রাত ছাড়া। এখন তার পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান করা বিধবা স্ত্রীর ওপর বাধ্যতামূলক কিনা?

উত্তর ঃ মৃত স্বামীর যাকাত বিধবা স্ত্রীর ওপর ফরয নয়। যাকাতের দায়িত্ব তার স্বামীরই থেকে যাবে এবং সেজন্য তিনি গুনাহ্গার হবেন। হাঁ যদি তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ যাকাত দিয়ে দেন, তো ভালো কথা।

বিগত বৎসরসমূহের যাকাত

প্রশ্ন-৮৯৯ ঃ আমি বিয়ে করেছি ৯ বছর। আমার স্ত্রীর কাছে প্রায় ৮০ ভরি সোনা আছে। আমরা এখনো তার কোনো যাকাত প্রদান করিনি। কারণ আমার এমন পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না যা দিয়ে যাকাত আদায় করা সম্ভব। আমার দুটো মেয়ে আছে। আমার স্ত্রী বিয়ের সময় সেগুলো দান হিসেবে পেয়েছে। আমরা যদি এখন সেগুলোর যাকাত দিতে চাই কিভাবে দেবো?

উত্তর ঃ ৮০ ভরি সোনার যাকাতের দায়িত্ব আপনার নয়, আপনার স্ত্রীর। যাকাত প্রদানের জন্য যদি নগদ টাকা না থাকে তাহলে সেই পরিমাণ সোনা যাকাত বাবদ প্রদান করা আপনার ওপর ফরয। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ যাকাত হতো হিসেব করে তা পুরোপুরি প্রদান করতে হবে।

যৌথ পরিবারের যাকাত

প্রশ্ন-৯০০ ঃ কোনো পরিবারে তিন ভাইয়ের যৌথ সংসার। কিন্তু প্রত্যেক ভাই পৃথক পৃথকভাবে উপার্জন করেন। প্রত্যেকের স্ত্রীর সাথে আড়াই থেকে তিন ভরি করে সোনা আছে। যা একত্রে প্রায় ৮ ভরি হয়। এমতাবস্থায় সেগুলোর যাকাত কে দেবে?

উত্তর ঃ যদি তাদের প্রত্যেকের কাছে অন্য কোনো মাল না থাকে যা মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কারো ওপর যাকাত ফরয নয়। কারণ যাকাত ফরয হয় এককভাবে নিসাব পরিমাণ মালের ওপর। এখানে কারো মালই নিসাব পরিমাণে পৌঁছেনি।

প্রশ্ন-৯০১ ঃ আমরা সব ভাই উপার্জন করে টাকা মায়ের হাতে দেই। তিনি সংসার খরচ চালান। অবশ্য কিছু অলংকার এবং টাকা পয়সা আমাদের কাছেও আছে। এমতাবস্থায় যাকাত দেয়ার দায়িত্ব কার, আমাদের নাকি মায়ের?

উত্তর ঃ যদি সেই সোনা এবং টাকা এমন পরিমাণ হয়, যা একত্রিত করে তিনভাগ করলে প্রত্যেক ভাই নিসাব পরিমাণ পান তাহলে যাকাত ফরয হবে, নইলে নয়।

প্রশ্ন-৯০২ ঃ আমি বাড়ির কর্তা। আমার দু'ছেলে উপার্জন করে। উভয় পুত্রবধুর কম হলেও ১২ ভরি করে সোনার অলংকার আছে। আমার স্ত্রীর আছে ৫ ভরি। বিয়ের উপযুক্ত এক কন্যা আছে। তার জন্য তিন ভরি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে বিয়ের সময় দেয়ার জন্য। তারও বছর পূর্তি হয়েছে। বর্তমানে একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার হলেও অলংকারের মালিকানা সংশ্লিষ্ট মহিলার। একজনের অলংকারের ওপর অন্যজনের দাবী চলে না। শাশুড়ী বউয়ের অলংকার মেয়েকেও দিতে পারে না। এমতাবস্থায় আমার বাড়ির সকলের সোনাদানা মিলিয়ে হিসেব করে যাকাত দিতে হবে নাকি পৃথক পৃথকভাবে?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মালিকানা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আপনার বউদের কাছে যে অলংকার আছে দেখতে হবে সেগুলোর মালিক কে। যদি অলংকারের মালিক বউ নিজেই হয় তাহলে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তার। আর যদি সেগুলোর মালিক ছেলেরা হয়, তাহলে যাকাত ফরয হবে ছেলেদের ওপর। আর যদি কিছু অলংকারের মালিক ছেলে হয় এবং কিছু অলংকারের মালিক বউ হয়, যদি সে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে থাকে, এমতাবস্থায় ছেলে এবং বউয়ের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রত্যেকের পৃথকভাবে নিসাব পুরা হতে হবে। আপনার স্ত্রীর যে অলংকার আছে তার সাথে রূপা বা নগদ টাকা যদি থাকে এবং সবকিছু মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে আপনার স্ত্রীর যাকাত দিতে হবে। আর যদি সেগুলো আপনার মালিকানায় থাকে এবং তার সাথে আপনার অন্যান্য সম্পদ (যেমন টাকা, রূপা ইত্যাদি) মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে যাকাত প্রদানের দায়িত্ব আপনার। আপনার মেয়ের জন্য যে সোনা কিনে রেখেছেন, দেখতে হবে তা তার মালিকানায় দিয়েছেন কিনা। যদি মেয়ের মালিকানায় না দিয়ে থাকেন তবে তার নগদ টাকা বা রূপা এরূপ পরিমাণ না থাকে যা মিলালে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাকেও যাকাত দিতে হবেনা।

অংশীদারী কারবারে যাকাত

প্রশ্ন-৯০৩ ঃ আমার এক ভাই আরেক ভাইকে ছ'হাজার টাকা দিয়ে খেলনার একটি দোকান করে দিয়েছে। মূলধন একজনের শ্রম আরেকজনের। লাভ দু'জনের সমান। এ অবস্থায় যাকাত দেয়ার দায়িত্ব কার?

উত্তর ঃ প্রথমে জেনে নেয়া দরকার, কোনো ব্যবসায় একজন পুঁজি বিনিয়োগ করলে এবং লাভে অংশীদার হলে তাকে শরঈ পরিভাষায় 'মুদারাবা' বলে। আমরা সাধারণভাবে তাকে অংশীদারীত্ব বলি। আপনি নিজেও এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্যবসার দুটো অংশ, একটি মূলধন এবং অপরটি লাভ। মূলধন এবং তার অংশের লাভের যাকাত, যিনি পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন তার। আর যিনি লাভের ভিত্তিতে কাজ করছেন, তার লাভের অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা এক বৎসর অতিবাহিত হয় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

লোনের টাকার যাকাত

প্রশ্ন-৯০৪ ঃ দশমাস আগে যায়িদ বকরকে ২০,০০০/- টাকা কর্জে হাসানা দিয়েছে। পরিশোধের কোনো সময় নির্দিষ্ট হয়নি। ১০,০০০/- টাকা দিয়ে বকর বাড়িতে ঘর দিলো। অবশিষ্ট ১০,০০০/- টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলো। বর্তমানে তা লাভ ও মূলধনে মোট ১৩,০০০/- টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় তাকে যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ মূলনীতি হচ্ছে- কাউকে টাকা কর্জ দিলে ঋণ গ্রহীতার ওপর সেই টাকার যাকাত ফরয নয়, যাকাত ফরয ঋণ দাতার ওপর। অর্থাৎ যায়িদ যে বিশ হাজার টাকা বকরকে ঋণ দিয়েছে সেই টাকার যাকাত দেয়ার দায়িত্ব যায়িদের।

বকরের কাছে যাকাত দানের মত যে মালামাল আছে তা যদি ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার মূল্যমানের হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। আর যদি বিশ হাজার টাকার চেয়ে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার দামের পরিমাণ বেশী হয়, তবে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-৯০৫ ঃ কাউকে টাকা কর্জ দিলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রতিবছর সেই টাকার যাকাত দেয়া ফরয। অবশ্য আপনার এ অধিকার আছে, প্রতি বছর আপনার অন্যান্য মালের সাথে সেই টাকারও যাকাত দিয়ে দেবেন। কিংবা সেই টাকা হাতে পেলে বিগত বৎসরের যাকাত একবারে দিয়ে দেবেন।

ফেরত পাবার সম্ভাবনা কম এমন ঋণের যাকাত

প্রশ্ন-৯০৬ ঃ চার পাঁচ বছর আগে আমার এক বন্ধু বা আত্মীয় কিছু টাকা ধার নিয়েছিলো। টাকা দেয়ার সময় পরিশোধের কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এমনকি কোনো লিখিত কাগজপত্র করা হয়নি। অনেকবার টাকা ফেরত

চেয়েছি, পাইনি। বারবার তারিখ দিয়েও সেই টাকা দেয়নি। সেই টাকা ফেরত পাবো এমন কোনো আশাও এখন করতে পারছি না। নিরাশ হয়ে আমি এখন তার কাছে টাকা চাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। মেহেরবানী করে বলবেন, যে টাকা পাঁচ বছর যাবত আমার কাছে নেই তার যাকাত কি দিতে হবে?

উত্তর ঃ কাউকে টাকা ধার দিলে সেই টাকার যাকাত ঋণ দাতাকেই পরিশোধ করতে হয়। চাইলে প্রতি বছর তার যাকাত দিতে পারে আবার টাকা আদায় হওয়ার পর বিগত বছরের যাকাত হিসেব করে একত্রেও তা পরিশোধ করতে পারে। যদি ঋণ গ্রহীতা তার ঋণের কথা অস্বীকার করে এবং ঋণদাতার কাছে কোনো সাক্ষ্য না থাকে, তাহলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার আগে যাকাত ফরয হবে না। এমন কি ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরের যাকাতও দিতে হবে না।

আমানাতের টাকার যাকাত

প্রশ্ন-৯০৭ ঃ আমার কাছে কিছু আমানাতের টাকা রয়েছে সেই টাকার যাকাত কি আমাকেই দিতে হবে, না যিনি আমানাত রেখেছেন তিনি দেবেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আমানাতের টাকার যাকাত দেয়ার দায়িত্ব আপনার নয়। যিনি আমানাত রেখেছেন যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তার। অবশ্য তিনি যদি আপনাকে যাকাত দানের জন্য বলে থাকেন তাহলে আপনি সেই টাকা থেকে যাকাত প্রদান করতে পারেন।

প্রশ্ন-৯০৮ ঃ অন্য শহরের কিছু লোক তাদের ব্যবসায়ের টাকা এক ব্যক্তির নিকট আমানাত রাখেন। তিনি তাদের টাকাগুলো হিফাযাতের জন্য নিজের নামে ব্যাংকে জমা করে রাখলেন। তাদের যখন যা প্রয়োজন চাওয়া মাত্র ব্যাংক থেকে উঠিয়ে তাদেরকে দেন। রাষ্ট্র তার একাউন্ট থেকে যাকাতের টাকা কেটে নিতে পারে কি? অথচ টাকাগুলো তার নয়।

উত্তর ঃ যাদের আমানাত যাকাত তাদের ওপর ফরয। কিন্তু রাষ্ট্র যদি প্রতিটি একাউন্ট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাতের টাকা কেটে নিতে চায় সে অধিকার তার আছে। সেজন্য যারা আমানাত রাখবেন তাদের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদানের অধিকার চেয়ে রাখতে হবে, তাহলে কর্তিত টাকা তাদের পক্ষ থেকে যাকাত বলে গণ্য হবে। আপনি যাকাত কেটে নেয়ার পর অবশিষ্ট টাকা তাদেরকে ফেরত দেবেন।

যাকাতের নিসাব এবং শর্ত

প্রশ্ন-৯০৯ ঃ কি কি জিনিসের ওপর যাকাত ফরয?

উত্তর ঃ নিচের জিনিসগুলোর ওপর যাকাত ফরয।

১. সোনা সাড়ে সাত ভরি (বা ৮৭.৪৫ গ্রাম) কিংবা তার চেয়ে বেশী হলে।

২. রূপা সাড়ে বায়ান্ন ভরি (বা ৬১২.১৫ গ্রাম) কিংবা তার চেয়ে বেশী হলে।

৩. নগদ টাকা এবং ব্যবসায়ের মাল যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সম পরিমাণ হয়।[২]

৪. এগুলো ছাড়া গবাদি পশুর ওপরও যাকাত ফরয। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ এবং উট যদি পৃথক পৃথকভাবে নিসাব[৩] পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।

---

২. কারো কাছে সমান্য সোনা আছে, কিছু রূপা আছে, কিছু নগদ টাকা আছে এবং ব্যবসার কিছু মালও আছে, সবগুলো মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয। তদ্রূপ কিছু সোনা ও রূপা আছে, অথবা সোনা ও নগদ টাকা আছে কিংবা রূপা ও ব্যবসায়ের মাল আছে, যদি এগুলোর বাজারমূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি (বা ৬১২.১৫ গ্রাম) রূপার দামের সমান হয়, তাহলে অবশ্যই যাকাত ফরয হবে। মোট কথা একাধিক পদ মিলিয়েও যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়, যাকাত দিতে হবে।

৩. **ছাগল ভেড়ার যাকাত ঃ** চারণভূমিতে বিচরণকারী ছাগল-ভেড়ার সংখ্যা ৪০ থকে ১২০ পর্যন্ত হলে যাকাত স্বরূপ একটি ছাগল প্রদান করতে হবে। ১২০ থেকে ২০০ পর্যন্ত হলে ২টি ছাগল প্রদান করতে হবে। ২০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত হলে ৩টি ছাগল প্রদান করতে হবে।
৩০০শ'র বেশী হলে প্রতি শ'র জন্য একটি করে ছাগল যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।
গরু-মহিষের যাকাত ঃ ৩০টি গরু-মহিষে যাকাত বাবদ এক বছরের একটি গরু বা গাভী প্রদান করতে হবে। তারপর প্রতি ৪০টিতে পূর্ণ দুই বৎসরের গাভী প্রদান করতে হবে। ৩০টি গরু-মহিষের কমে যাকাত নেই।
উটের যাকাত ঃ উট পাঁচটির কমে যাকাত নেই। ৫টিতে ১টি, ১০টিতে ২টি, ১৫টিতে ৩টি এবং ২০টিতে ৪টি ছাগল যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।
উটের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩৫টি হলে একটি বিনতে মাখায (অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর বয়সী মাদী উট) প্রদান করতে হবে। বিনতে মাখায না থাকলে একটি ইবনু লাবুন (অর্থাৎ পূর্ণ দু'বছর বয়সী নর উট) দিতে হবে।
উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ হলে ১টি বিনতে লাবুন (অর্থাৎ পূর্ণ দু'বছরের মাদী বাচ্চা) দিতে হবে।
উট ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হলে ১টি হিক্কাহ্ (অর্থাৎ পূর্ণ তিন বছরের মাদী উট) প্রদান করতে হবে।
উটের সংখ্যা ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত হলে ১টি জুযআহ (অর্থাৎ পূর্ণ চার বছরের উট) দিতে হবে।
উটের সংখ্যা ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে দুটো হিক্কাহ্ প্রদান করতে হবে। যদি উটের সংখ্যা ১২০ এর চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে বাড়তি প্রতি ৪০টির জন্য একটি বিনতে লাবুন এবং প্রতি ৫০টির জন্য ১টি করে হিক্কাহ প্রদান করতে হবে। -অনুবাদক।

৫. জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত দেয়া ফরয। ইসলামী শরী'আর পরিভাষায় একে ওশর বলে। বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হবে।

যাকাতের নিসাবে যে কোনো একটিকে স্ট্যান্ডারড্ (প্রামাণ্য) ধরা হয় না কেন?

প্রশ্ন-৯১০ ঃ যাকাতের নিসাব নির্ণয়ে যা স্ট্যান্ডারড্ বা প্রামাণ্য ধরা হয় তা হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার সমমূল্যমান।

প্রশ্ন হচ্ছে, এক ব্যক্তি যার কাছে সোনা কিংবা রূপা কোনোটাই নেই, আছে নগদ বিশ হাজার টাকা, তিনি কোন্‌টির সাথে নিসাব তুলনা করবেন, সোনা না রূপা? যদি রূপার সাথে তুলনা করেন তাহলে তিনি সাহিবে নিসাব গণ্য হবেন। কিন্তু সোনার সাথে তুলনা করলে তিনি সাহিবে নিসাব গণ্য হবেন না। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন?

বর্তমানে দুটোকে নিসাবের প্রামাণ্য ধরা হয় কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়তো দুটোর মান একই ছিলো। অর্থাৎ দুশো দিরহাম রূপা এবং বিশ দীনার (বা সাড়ে সাত ভরি) সোনার মূল্যমান একই ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এ দুটোর মূল্যমানে আসমান জমিনের ব্যবধান। সেজন্যেই প্রশ্ন উঠেছে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিয়ে আমল করতে হবে। যে কোনো একটিকে এককভাবে প্রামাণ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায় না?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

১. কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ফরয বা যাকাতের নিসাবে কোন্‌টিকে প্রামাণ্য ধরতে হবে? এটি শুধু জ্ঞান ও অনুমানের বিষয় নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের দিকে ফিরতে হবে। তিনি যে সব সম্পদের যে পরিমাণ নিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা বহাল রাখা জরুরী। সেখানে পরিবর্তন করার কোনো অবকাশ নেই। যেমন নামাযের রাকায়াত সংখ্যায় বেশ-কম করার কোনো সুযোগ নেই।

২. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার নিসাব দু'শো দিরহাম (অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন ভরি বা ৬১২.১৫ গ্রাম) এবং সোনার নিসাব বিশ মিসকাল (অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি বা ৮৭.৪৫ গ্রাম) নির্ধারণ করেছেন। দুটোর মূল্যমান সমান হোক বা না হোক, নিসাব হিসেবে এ দুটোর কোনোটিকেই পরিবর্তন করা যাবেনা। যেমন ফজরের দু'রাকায়াতের পরিবর্তে চার রাকায়াত কিংবা মাগরিবের তিন রাকায়াতের পরিবর্তে চার রাকায়াত পড়ার কোনো অবকাশ নেই।

৩. যার কাছে নগদ টাকা কিংবা ব্যবসায়ের মালামাল আছে তাকে এ দুটোর একটিকে প্রামাণ্য ধরে নিসাব নির্ধারণ করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে সোনা এবং রূপার মধ্যে কোন্‌টিকে প্রামাণ্য ধরা হবে? এ প্রসঙ্গে ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞগণ (ফকীহগণ) যারা এ উম্মাহর বিজ্ঞব্যক্তি তারা এ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ দুটোর মধ্যে যেটির সাথে নিসাব পুরা হয়ে যাবে সেটিকেই প্রামাণ্য ধরতে হবে। যেমন রূপার হিসাব নিসাব পূর্ণ হয়ে গেলো কিন্তু সোনার হিসাব হলো না (আর এটিই আপনার মৌলিক প্রশ্ন), এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রূপার মূল্যমানকে প্রামাণ্য ধরে নিসাব র্নিধারণ করতে হবে। এর আরো দুটো কারণ আছে। প্রথমত যাকাত থেকে গরীব মানুষ উপকৃত হয়। রূপার হিসাব নিসাব নির্ধারণ করলে তাদের উপকার বেশি হয়। দ্বিতীয়ত এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যখন রূপার সাথে নিসাব পুরা হয়ে যায় এবং সোনার সাথে পুরা হয় না তখন সতর্কতার দাবী হচ্ছে যেটির সাথে নিসাব পুরা হয়ে যায় সেটিকে প্রামাণ্য ধরে যাকাত প্রদান করা।

যাকাত কখন দিতে হবে?

প্রশ্ন-৯১১ ঃ সারা বছরই আমার নিকট টাকা ছিলো। কিছু খরচ করেছি কিছু রয়ে গেছে এভাবে। শাওয়াল থেকে রজব পর্যন্ত দশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত ছিলো। রজব মাসে আমার নিকট ৩৫ হাজার টাকা আমদানী হয়। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, রমযানে শুধু দশ হাজার টাকার যাকাত দিতে হবে, নাকি ৩৫ হাজার টাকা সহ সব টাকারই যাকাত দিতে হবে? অথচ পরের ৩৫ হাজার টাকা মাত্র তিন মাস আমার কাছে রইলো।

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক হয়ে যায় এবং এক বৎসর নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার নিকট উদ্বৃত্ত হিসেবে থাকে, এমতাবস্থায় বৎসরের শেষে যে পরিমাণ সম্পদ তার কাছে থাকবে সবগুলোর হিসেব করে যাকাত প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে আমদানীকৃত টাকার জন্য পৃথক পৃথকভাবে বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। এজন্য রমযানুল মুবারকে আপনার নিকট যত টাকা জমা থাকবে সব টাকা ওপরই যাকাত ফরয হবে।

প্রশ্ন-৯১২ ঃ যদি কারো কাছে ৬৮ হাজার টাকা এবং ৬ ভরি সোনা থাকে তাহলে সেই সোনার কি যাকাত দিতে হবে? না শুধু টাকার যাকাত দিলেই হবে?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় সোনার ওপরও যাকাত ফরয। বৎসর পূর্তির দিন সোনার বাজার মূল্য হিসেব করে উক্ত টাকার সাথে মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে।

নগদ টাকা ও ব্যবসায়ের মালের নিসাব

প্রশ্ন-৯১৩ ঃ প্রামাণ্য নিসাব তো সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা। নগদ টাকা কিংবা ব্যবসায়ের মালের নিসাব কোন্‌টির সাথে তুলনা করে হিসেব করতে হবে?

উত্তর ঃ সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার বাজার মূল্যের সাথে।

প্রশ্ন-৯১৪ ঃ বর্তমানে ন্যূনতম কত টাকা হলে যাকাত প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ সাড়ে বায়ান্ন ভরি (বা ৬১২.১৫ গ্রাম) রূপার বাজার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা যদি কারো নিকট এক বৎসর সময় পর্যন্ত থাকে তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয।[৪]

নগদ টাকা ও সোনা দুটো মিলে নিসাব পূর্ণ হলে

প্রশ্ন-৯১৫ ঃ আমার চার মেয়ে। প্রত্যেকেই প্রাপ্ত বয়স্কা। প্রত্যেকেরই কমবেশী ৪ ভরি করে সোনা আছে। সেগুলো আমি তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। আবার প্রত্যেকের কাছেই চারশো', ছ'শো বা এক হাজার করে রিয়াল জমা আছে। তাদের প্রত্যেকের ওপর কি পৃথক পৃথকভাবে যাকাত ও কুরবানী অপরিহার্য?

উত্তর ঃ আপনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রত্যেকের ওপরই আলাদা আলাদাভাবে যাকাত, কুরবানী ও ফিত্‌রা অপরিহার্য। যদিও সোনা নিসাবের চেয়ে কম কিন্তু নগদ অর্থের সাথে সোনার বাজার মূল্য হিসেব করলে তা সাড়ে বায়ান্ন ভরি (৬১২.১৫ গ্রাম) রূপার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী হয়ে যায়।

নিসাবের অতিরিক্ত এক-পঞ্চমাংশের যাকাত মাফ

প্রশ্ন-৯১৬ ঃ আমার কাছে সোনার মাত্র তিনটি অলংকার আছে। একটির ওজন ৭৮ ভরি, আরেকটির ওজন ২ ভরি এবং তৃতীয়টির ওজন এক ভরি ৫ মাশা,[৫] সর্বমোট ৮১ ভরি ৫ মাশা। আমি চাচ্ছি ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসেবে ৮০ ভরির জন্য ২ ভরি ওজনের অলংকারটি আমার এক গরীব ফুফুকে দিয়ে দেবো। এরূপ করলে যাকাত আদায় হবে কি? অনেকে বলেন, অতিরিক্ত ১৭ মাশার যাকাত মাফ। কারণ তা এক-পঞ্চমাংশের চেয়ে কম।

উত্তর ঃ নিসাবের চেয়ে সামান্য বেশী হলে তার যাকাত দিতে হবে কিনা? এ

---

৪. সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪২ হাজার টাকা। -অনুবাদক।

৫. ১ মাশা = ৭ রত্তি, ১২ মাশা = ১ তোলা বা ভরি। -অনুবাদক।

ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও সাহিবাঈন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) মনে করেন নিসাবের অতিরিক্ত পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হলেও তার যাকাত দিতে হবে। তবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিমাণের চেয়ে কম হলে তার যাকাত মাফ।

সাহিবাঈনের মতে- অতিরিক্ত মালের পরিমাণ কম বেশী যা-ই হোক না কেন তারও যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মত অনুযায়ী আপনার ওপর শুধু ৮০ ভরি সোনার যাকাত ফরয। অতিক্তি ১৭ মাশার যাকাত মাফ। কারণ তা নিসাবের এক-পঞ্চমাংশের চেয়ে কম। অবশ্য সাহিবাঈনের মতে অতিরিক্ত ১৭ মাশারও যাকাত দিতে হবে।

সাধারণের জন্য এত জটিলতার দিকে গিয়ে কাজ নেই, তাদের জন্য সোজা কথা হচ্ছে সমস্ত সম্পদকে চল্লিশ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিলেই হয়ে যাবে। আপনি ২ ভরি আপনার ফুফুকে দিয়ে দিন। তাহলে ৮০ ভরির যাকাত প্রদান হয়ে যাবে। অবশিষ্ট ১ ভরি ৫ মাশার (যা মোট ১৭ মাশা হয়) বাজার মূল্য হিসেব করে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন-৯১৭ ঃ কারো কাছে নিসাবের (অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরির) চেয়ে বেশী সোনা থাকলে পুরো সোনার মূল্য হিসেব করে যাকাত দিতে হবে, নাকি শুধু অতিরিক্ত সোনার মূল্যের যাকাত আদায় করলেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ পুরো সোনারই যাকাত দিতে হবে। অনেকে যাকাতকে ইনকাম ট্যাক্সের মত মনে করে ধরে নিয়েছে। নিসাবের কমে যেহেতু যাকাত নেই তাই নিসাবের অতিরিক্ত অংশের যাকাত দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। নিসাব পরিমাণ মাফ। এ ধারণা ঠিক নয়। নিসাব পুরো হওয়ার পর টোটাল হিসেবে যা আসে তার শতকরা $২\frac{১}{২}$ ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

কাগজের নোটের ওপর যাকাত

প্রশ্ন-৯১৮ ঃ আধুনিক কালে সকল দেশেই কাগজের নোটের প্রচলন আছে। অথচ এটি মুদ্রা নয়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুদ্রার গ্যারান্টি কার্ড মাত্র। তাহলে কাগজের নোটের ওপর যাকাত ফরয হবে কেন?

উত্তর ঃ নোট তো মূলত সম্পদের রশিদ স্বরূপ। তাই সর্বাবস্থায় নোটের ওপর যাকাত ফরয। অবশ্য নোটের মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে কিনা সেই ব্যাপারে কথা হতে পারে। অনেক আকাবির আলিমের মতে নোট

মূলত মুদ্রা নয় মুদ্রার রশিদমাত্র তাই এ রশিদের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হবে না। তা অধিকাংশ আলিম বিশেষ করে আধুনিক যুগের আলিমদের মতে নোট মুদ্রার মর্যাদা রাখে বিধায় নোটের মাধ্যমে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত মূলধন এবং লাভ উভয়টির ওপর

প্রশ্ন-৯১৯ ঃ যায়িদ ১০ হাজার টাকা বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করলো। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর সে কীভাবে যাকাত দেবে, লাভের ওপর হিসেব করে নাকি মূলধন ও লাভ উভয়টি হিসেব করে?

উত্তর ঃ বৎসরান্তে লাভ ও মূলধন উভয়টি হিসেব করে মোট পরিমাণের ওপর যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-৯২০ ঃ আমি প্রায় তিন বৎসর যাবত একটি দোকান চালিয়ে আসছি। কখনো যাকাত দেইনি। এখন আমি কীভাবে যাকাত দেবো, দোকানের পুরো মালের ওপর, না বৎসরান্তে যে লাভ হয় তার ওপর? বিগত বছর সমূহে যে যাকাত দেইনি তার কী করবো?

উত্তর ঃ আপনার দোকানে বিক্রিযোগ্য যে মাল আছে তা হিসেব করে এবং তার সাথে লাভ যোগ করে এমনকি বাড়িতে যদি যাকাত দেয়ার মত কোনো সম্পদ থাকে (যেমন সোনা, রূপা ইত্যাদি) সেগুলোও এর সাথে হিসেব করে মোট যে পরিমাণ টাকার অংক দাঁড়ায় তার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। এভাবে হিসেব করে বিগত বছরের যাকাতও দিয়ে দেবেন।

মহাজনের থেকে বাকীতে মাল এনে ব্যবসা করলে তার যাকাত

প্রশ্ন-৯২১ ঃ আমি স্পেয়ার পার্টসের ব্যবসা করি। শহর থেকে মাল এনে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দেই। মহাজনের থেকে প্রায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার মাল বাকীতে এনেছি। আমি আবার প্রায় ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকার মাল বাকীতে বিক্রি করেছি। বর্তমানে আমার কাছে প্রায় ৮০,০০০/- টাকার মাল মওজুদ আছে। আমি কীভাবে হিসেব করে যাকাত দেবো?

উত্তর ঃ যে (পরিমাণ) টাকার মাল আপনার নিকট মওজুদ আছে এবং আপনি যে (পরিমাণ) টাকার মাল বাকীতে বিক্রি করেছেন তা যোগ করবেন। তারপর মোট টাকা থেকে মহাজনের পাওনা টাকা বাদ দেবেন। তারপর যা থাকবে সেই টাকার যাকাত দেবেন। আপনার বক্তব্য অনুযায়ী মোট (৮০,০০০ + ১৮,০০০-

৩০,০০০) = ৬৮,০০০/- টাকার ওপর হিসেব করে আপনাকে যাকাত দিতে হবে।

কারখানার কাঁচামালের যাকাত

প্রশ্ন-৯২২ ঃ রূপান্তর হয়নি কারখানার এমন ধরনের কাঁচামালের মধ্যে কোন্ কোন্ মালের যাকাত দিতে হয়না?

উত্তর ঃ কাঁচামালের (Raw Materials) দুটো অবস্থা হতে পারে। এক. যা এখনো উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়নি, দুই. যা উৎপাদন হয়েছে কিন্তু এখনো বাজারজাত হয়নি। উভয় প্রকার মালের বাজার মূল্য হিসেব করে যাকাত দিতে হবে। তবে কারখানার মেশিন পত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিস যা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তার ওপর যাকাত নেই।

নিসাব পরিমাণ মাল এক বছর জমা থাকতে হবে

প্রশ্ন-৯২৩ ঃ যায়িদ এমন একটি ব্যবসা করে যেখানে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে বেঁচে যায়। প্রতিদিনই সে ১০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখে। যেমন রজব মাসে জমা শুরু করলো পরবর্তী বছর রজব মাসে তার নিকট প্রায় ৩৬,০০০/- (ছত্রিশ হাজার) টাকা জমা হলো। সেই টাকার মধ্যে এমন টাকাও আছে যা বছর পুরো হয়নি (তিন-চার মাস হয়েছে মাত্র) আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, আমার কি পুরো ৩৬,০০০/- টাকার যাকাতই দিতে হবে নাকি কিছু টাকা (যেগুলোর বছর পুরো হয়নি) হিসেবের বাইরে থাকবে?

উত্তর ঃ নিসাব পরিমাণ সম্পদে যখন এক বৎসর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার কাছে মোট যত টাকার সম্পদ থাকবে তার হিসেব করে যাকাত প্রদান করতে হবে। যেমন আপনি উল্লেখ করেছেন যায়িদ রজব মাসের দশ তারিখ থেকে রোজ ১০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা করা শুরু করলো। তাহলে যেদিন তার টাকার পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার দামের সমান হবে সেদিন থেকে এক বছর হিসেব করে যেদিন বছর পূর্ণ হবে সেই দিন তার কাছে যে পরিমাণ টাকা থাকবে সব টাকার হিসেব করে যাকাত দিতে হবে।

আনুমানিক হিসেবে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯২৪ ঃ আনুমানিক হিসেবে যাকাত দেয়া জায়েয কি? দিলে তা আদায় হবে কি না?

উত্তর ঃ পুরোপুরি হিসেব করে যাকাত দেয়া উচিত। আনুমানিক হিসেবে যাকাত

দিলে তা যদি প্রকৃত হিসেবের চেয়ে কম হয় তাহলে যাকাতের দায় তার ওপর থেকেই যাবে। হাঁ, যদি পুরোপুরি হিসেব করা কোনোক্রমেই সম্ভব না হয়, তবে এমন ভাবে হিসেব করে যাকাত দিতে হবে যেন কম না হয়ে বরং কিছু বেশি হয়।

কোনো বিশেষ কাজের জন্য নিসাব পরিমাণ টাকা জমা রাখলে

প্রশ্ন-৯২৫ ঃ আমি নিসাব পরিমাণ কিছু টাকা একটি বিশেষ কাজ অর্থাৎ বোনের বিয়ের জন্য রেখে দিয়েছি। এর যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই এর যাকাত দিতে হবে।

সোনা রূপার মূল্য নির্ধারণ করা হবে কিভাবে

প্রশ্ন-৯২৬ ঃ সোনা রূপার মূল্য নির্ধারণ করা হবে কিভাবে? কারণ নতুন সোনা-রূপা কেনার সময় এক রকম দাম নির্ধারণ করা হয়। আবার ব্যবহৃত সোনা-রূপা বিক্রির সময় আরেক রকম দাম নির্ধারণ করা হয়।

উত্তর ঃ অলংকার বিক্রি করতে গেলে যেই টাকা বিক্রি করা যাবে সেই টাকার হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে।

অলংকারের পাথর ও খাদ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন-৯২৭ ঃ যাকাত কি শুধু সোনার ওজন হিসেবে দিতে হবে, নাকি অলংকারের খাদ ও পাথরের ওজনও হিসেবে ধরতে হবে?

উত্তর ঃ অলংকারের মধ্যে পাথর দিয়ে যে কারুকাজ করা হয় সেই পাথরের যাকাত নেই। কারণ তা পৃথক করা যায়। কিন্তু যে খাদ মেশানো হয় তা সোনার ওজনের মধ্যেই শামিল। তাই খাদ মিশ্রিত সোনার বাজারে যে মূল্য থাকে সেই মূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

বৎসর পূর্তির আগে যাকাত

প্রশ্ন-৯২৮ ঃ যাকাত কি শুধু রমযান মাসেই দিতে হয়, না অন্য মাসেও দেয়া যায়? কারণ অনেক গরীব আত্মীয় স্বজন রমযানের আগে শা'বান মাসেই যাকাতের টাকা চেয়ে থাকেন। তাদের কথা হচ্ছে টাকাটা রমযানের আগে পেলে ছেলে মেয়েদের জন্য কেনাকাটা সহজ হয়।

উত্তর ঃ যাকাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাস নেই। (যে মাস থেকে নিসাব পূর্ণ হবে পরবর্তী বছর সেই মাসে যাকাত ফরয হবে) যদি কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার যাকাত দিয়ে দেয় তা আদায় হয়ে যাবে।

সৌর বছর নাকি চান্দ্র বৎসরের হিসেবে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন-৯২৯ ঃ যাকাত দেয়ার সময় সৌর বৎসরের হিসেব ধরতে হবে নাকি চান্দ্র বছরের? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যাকাতের হিসেব ধরতে হবে চান্দ্র বছরের। সৌর বৎসরের হিসেবে যাকাত দিলে তা ঠিক হবেনা।

যাকাতের টাকা পৃথক করার পর সেই টাকার যাকাত

প্রশ্ন-৯৩০ ঃ কেউ তার মাল থেকে যাকাতের টাকা পৃথক করে রাখলো। কিন্তু সেই টাকার যারা হকদার তাদের কাছে পৌঁছুতে পারলো না। এমতাবস্থায় এক বছর পার হয়ে গেলো। পরবর্তী বছর অন্য মালের যাকাতের সাথে আগের বছরের (পৃথককৃত) যাকাতের টাকার যাকাতও কি তাকে দিতে হবে?

উত্তর ঃ যাকাতের টাকা পৃথক করার পর সেই টাকার ওপর আর কোনো যাকাত নেই। পরবর্তী বছর যাকাতের টাকার সাথে সেই টাকাও বিলিয়ে দিতে হবে।

ক্রীত প্লটের ওপর যাকাত

প্রশ্ন-৯৩১ ঃ প্লট যদি খালি পড়ে থাকে, ব্যবহার না হয় তার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি প্লট কেনার সময় এই নিয়াত থাকে যে, সেখানে বাড়ি করে বসবাস করবে তাহলে তার যাকাত দিতে হবেনা। আর যদি দাম বাড়লে বিক্রি করে দেবে এই নিয়তে খরিদ করে থাকে, তার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-৯৩২ ঃ একটি প্লট কেনা হলো। কোনো নিয়াত ছাড়াই। এমতাবস্থায় যাকাতের বিধান কী?

উত্তর ঃ যদি কেনার সময় নিয়াত করা হয় পরে বেচে দেবো, তাহলে তা ব্যবসায়ের সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং তার যাকাত দেয়া ফরয। যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কেনা হয়ে থাকে তাহলে যাকাত নেই। আবার অবস্থা যদি এমন হয়- কেনার সময় বেচার নিয়াত ছিলো না কিন্তু পরে বিক্রি করে দেয়ার ইচ্ছে করলো। তাহলে সেই প্লট বিক্রি না করা পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না।

প্রশ্ন-৯৩৩ ঃ থাকার প্রয়োজন ছাড়া কোনো বাড়ি, জমি বা প্লট কেনা হলো, পরে দাম বাড়লে বিক্রি করে দেবে এই নিয়তে। এ ব্যাপারে যাকাতের বিধান কী?

উত্তর ঃ যে জমি, বাড়ি কিংবা প্লট বিক্রি করার নিয়তে কেনা হয়, প্রতি বছর তার

যাকাত দেয়া অপরিহার্য। প্রতি বছর দাম বেড়ে যে মূল্যে এসে দাঁড়ায় তার শতকরা আড়াই ($২\frac{১}{২}$) ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

বাড়ি ভাড়া দিলে তার যাকাত

প্রশ্ন-৯৩৪ ঃ আমার দুটো বাড়ি আছে। একটিতে আমি বসবাস করি এবং অন্যটি ভাড়া দিয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে ভাড়া বাড়ির মূল্য হিসেব করে যাকাত দিতে হবে, নাকি প্রাপ্ত টাকা থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ বাড়ির মূল্য হিসেব করে যাকাত দেয়া ফরয নয়। শুধু ভাড়ার হিসেব করতে হবে। যদি প্রাপ্ত ভাড়া থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার পর নিসাব পরিমাণ টাকা এক বৎসর উদ্বৃত্ত হিসেবে জমা থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে। নইলে নয়।

হজ্জের নিয়তে জমা করা টাকার যাকাত

প্রশ্ন-৯৩৫ ঃ এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা ছিলো। সে হজ্জে যাবার জন্য দরখাস্ত করে টাকা জমা দিয়েছিলো। কিন্তু লটারীতে নাম না ওঠায় তার হজ্জে যাওয়া হয়নি। জমাকৃত টাকাও তাকে ফেরত দেয়া হয়েছে। পরবর্তী বছর হজ্জে যাবার নিয়তে সেই টাকা কোনো ব্যাংকে জমা রাখা হলো। এমতাবস্থায় সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, সেই টাকার যাকাত দিতে হবে।

চাঁদার টাকার যাকাত

প্রশ্ন-৯৩৬ ঃ আমরা কতিপয় লোক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, আমাদের মধ্যে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন তার ডেড বডি যেন দেশে আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠানো যায় সেজন্য) চাঁদা সংগ্রহ করছি। এই ফাণ্ডে কেউ বেশী পরিমাণ চাঁদা দেন আবার কেউ অল্প পরিমাণ দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে- যদি নিসাব পরিমাণ চাঁদার টাকা এক বৎসর পর্যন্ত জমা থাকে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে কিনা? যদি হয় তা কিভাবে?

উত্তর ঃ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে যে চাঁদা দেয়া হয় তা ওয়াকফের সম্পদের মত হয়ে যায়। চাঁদা প্রদানকারীদের কোনো মালিকানা সেই টাকায় থাকে না। এজন্য সেই টাকার যাকাত নেই।

অলংকার ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রীর যাকাত

প্রশ্ন-৯৩৭ ঃ এক ব্যক্তির কাছে কিছু নৌকা ও জাল আছে। যা দিয়ে তিনি মাছ

ধরেন। জালের দাম প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা। নৌকাসহ তা ৪ লাখের কাছাকাছি হবে। এমতাবস্থায় যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ অলংকার ছাড়া আর কোনো ব্যবহারিক জিনিসের ওপর যাকাত নেই।

প্রশ্ন-৯৩৮ ঃ আরাম আয়েশ বা বিলাসিতার জিনিসের যাকাত দিতে হবে কি? যেমন- রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মোটর সাইকেল প্রভৃতি।

উত্তর ঃ একমাত্র সোনা বা রূপার অলংকার ছাড়া আর কোনো ব্যবহারিক জিনিসের যাকাত নেই (তা যত মূল্যবানই হোক না কেন)।

শেয়ারের যাকাত

প্রশ্ন-৯৩৯ ঃ আমার কাছে এক কোম্পানীর সাত শো' শেয়ার আছে। প্রতিটির ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা কিন্তু বর্তমান মূল্য ১৫০ টাকা (প্রতিটি)। কোন্ মূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হওয়ার দিন সেগুলোর যে বাজার মূল্য থাকে শেয়ারের সেই মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত

প্রশ্ন-৯৪০ ঃ আমি স্থানীয় একটি ব্যাংকে চাকুরী করি। আমার ফাণ্ডে প্রায় ২৯ হাজার টাকা জমা হয়েছে। সেখান থেকে আমি ২৭ হাজার টাকা লোন উঠিয়েছি। সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তবে ক'দিনের কত টাকা দিতে হবে?

উত্তর ঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকার যাকাত তখন দিতে হবে যখন তা সরকারের ফাণ্ড থেকে পুরোপুরি তুলে ফেলা হয়। যতদিন তা সরকারী খাতে জমা থাকবে ততদিন সেই টাকার কোনো যাকাত নেই।

যাকাত দেয়ার নিয়ম

এক ব্যক্তিকে এমন পরিমাণ যাকাত দেয়া, যাতে সে সাহিবে নিসাব বনে যায়

প্রশ্ন-৯৪১ ঃ আমার যাকাত আমি এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেই। পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা। এজন্য এরূপ করি, যেন সে এক সাথে সবগুলো টাকা কাজে লাগিয়ে তার অভাব অনটন দূর করতে পারে। এভাবে দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাউকে এক সাথে নিসাব পরিমাণ দেয়া মাকরূহ।

না বলে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৪২ ঃ সমাজে এমন অনেক গরীব লোক আছেন যারা যাকাত নেয়া অপছন্দ করেন। তাদেরকে না বলে অন্য কোনোভাবে যাকাত দেয়া যাবে কি? যেমন ছেলে মেয়েদের কাপড় কিনে দেয়া, তাদের পড়ার খরচ বাবদ এককালীন কিছু দেয়া ইত্যাদি।

উত্তর ঃ যাকাত দেয়ার সময় একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, এগুলো যাকাত। উপহার-উপঢৌকন হিসেবেও তা দেয়া যায়। দেয়ার সময় শুধু মনে মনে নিয়াত করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৯৪৩ ঃ যাকাতের টাকা হিসেব করে পৃথকভাবে বাড়িতে রাখলাম। কোথাও গিয়ে গরীব মানুষ পেয়ে তাকে কিছু টাকা নিজের কাছ থেকে দিয়ে দিলাম। পরে বাড়িতে এসে যাকাতের টাকা থেকে সেই পরিমাণ টাকা নিয়ে নিলাম। এরূপ করলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সারা বছর অল্প অল্প করে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৪৪ ঃ কেউ যদি চায় বছর শেষে যাকাত না দিয়ে বরং সারা বছর কিছু কিছু করে দিয়ে দেবে, এরূপ করা যাবে কি? এক ব্যক্তি বলেছেন এরূপ করলে যাকাত আদায় হবে না। তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

উত্তর ঃ যাকাতের নিয়তে সারা বছর কিছু কিছু করে দেয়া জায়েয আছে।

পেছনের বছর সমূহের যাকাত

প্রশ্ন-৯৪৫ ঃ এক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয। তিনি যাকাত প্রদান করতেন না। কিছুদিন হয় তিনি আল্লাহর দরবারে তাওবা করে চলতি বছর থেকে যাকাত দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তার জন্য বিগত বছরসমূহের যাকাতের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ নামায, রোযা ও যাকাত সবগুলোর একই হুকুম। কোনো ব্যক্তি অলসতা বশত এসব ফরয ছেড়ে দিলে শুধু তাওবা করলে ফরযের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। বরং হিসেব করে পেছনের যত নামায, রোযা ও যাকাত রয়ে গেছে তার কিছু কিছু করে আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

ব্যবহৃত কোনো জিনিস যাকাত বাবদ দেয়া

প্রশ্ন-৯৪৬ ঃ এক ব্যক্তি একটি জিনিস ছ'মাস ব্যবহার করলেন। তারপর ব্যবহৃত জিনিসকে অর্ধেক মূল্য ধরে যাকাত বাবদ কোনো গরীবকে দিয়ে দিলেন। যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যদি সেই জিনিস বাজারে বিক্রি হয় এবং তার মূল্য পাওয়া যায় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

টাকার পরিবর্তে অন্য কোনো বস্তু যাকাত বাবদ দেয়া

প্রশ্ন-৯৪৭ ঃ নগদ টাকার পরিবর্তে যাকাত গ্রহণকারীদেরকে অন্য কোনো জিনিস দেয়া যায় কি?

উত্তর ঃ দেয়া যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন অচল কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য না হয়।

যাকাতের টাকা দিয়ে গরীবদের জন্য কুটির শিল্প কারখানা করে দেয়া

প্রশ্ন-৯৪৮ ঃ যাকাতের টাকা সরাসরি গরীবকে না দিয়ে সেই টাকা দিয়ে গরীবদের জন্য কুটির শিল্প কারখানা করে দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য গরীবদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া শর্ত। কারখানা করে যদি গরীবদেরকে তাদের মালিকানা দিয়ে দেয়া হয় তাহলে হবে।

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির সোনার যাকাত

প্রশ্ন-৯৪৯ ঃ আমার কাছে ৯ ভরি সোনা আছে। সেই সাথে আমি অনেক টাকা ঋণ আছি। সরকারী একটি চাকুরী করি। বেতন যা পাই তা দিয়ে খুব কষ্টে চলতে হয়। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন- উল্লেখিত ৯ ভরি সোনার যাকাত আমি কীভাবে দেবো?

উত্তর ঃ আপনি যে টাকা ঋণ আছেন তা ৯ ভরি সোনার বাজার মূল্য থেকে বাদ দেয়ার পর যদি অবশিষ্ট টাকা সাড়ে সাত ভরি সোনার দামের সমান হয় তাহলে আপনার ওপর যাকাত ফরয হবে। তা না হলে আপনাকে যাকাত দিতে হবেনা।

স্বামীর মৃত্যুর পর যাকাত

প্রশ্ন-৯৫০ ঃ আমার এক আত্মীয়া আছেন। তার স্বামী ১২ হাজার টাকা ঋণ রেখে মারা গেছেন। আত্মীয়ার কাছে কিছু সোনা আছে। তাকে কি যাকাত দিতে হবে? যদি দিতে হয় তাহলে কিভাবে?

উত্তর ঃ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ তার একার নয়। যে সম্পদ রেখে স্বামী মারা গেছে, তা থেকে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কোনো বালেগ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাদের অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দিতে হবে। কোনো বালেগ উত্তরাধিকারীর ভাগের সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে।

ইনকাম ট্যাক্স আদায় করলে যাকাতের দায়মুক্ত হওয়া যায় না

প্রশ্ন-৯৫১ ঃ এক ব্যক্তি সাহিবে নিসাব। নিয়মিত ইনকাম ট্যাক্স আদায় করেন। তাকে যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ ইনকাম ট্যাক্স রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত। আর যাকাত একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর নির্দিষ্ট ইবাদাত। কাজেই ইনকাম ট্যাক্স আদায় করায় যাকাতের দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। পৃথকভাবে যাকাতও পরিশোধ করতে হবে।

যাকাত কাদেরকে দেয়া যায়

প্রশ্ন-৯৫২ ঃ কাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয এবং কাদেরকে নাজায়েয?

উত্তর ঃ পিতা-মাতা এবং সন্তানকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। তদ্রূপ স্বামী স্ত্রীও একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না। তাছাড়া যিনি সাহিবে নিসাব তাকেও যাকাত দেয়া যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর (বনি হাশিম)-কেও যাকাত দেয়ার হুকুম নেই। প্রয়োজনে অন্যভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজা, মামা, ভাগ্নে প্রমুখকে যাকাত দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন-৯৫৩ ঃ বনী হাশিম বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর বলতে কোন্ কোন্ গোত্রের লোককে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর বলতে, আলী (রা) এর বংশধর, আকীল (রা) এর বংশধর, জাফর (রা) এর বংশধর, আব্বাস (রা) এর বংশধর এবং হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রা) এর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। এদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না।

গরীব আত্মীয়কে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৫৫ ঃ আপন ভাই মাযুর ও রোগাক্রান্ত, আয়-রোজগারের কোনো মাধ্যম তার নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ ভাই, বোন, চাচা, মামা, প্রমুখকে যাকাত দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন-৯৫৬ ঃ দেড় বছর আগে আমাদের আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। এক মা, আমার বড়ো এক বোন এবং ছোট দু'ভাই নিয়ে আমাদের সংসার। বোনের উপার্জনের কোনো মাধ্যম নেই। এক ভাই অল্পবিস্তর রোজগার করে, আরেক ভাই লেখাপড়া করে। এমতাবস্থায় আমি আমার ভাইবোনদেরকে যাকাত দিতে পারবো কি?

উত্তর ঃ ভাই বোনকে কিংবা বোন ভাইকে যাকাত দিতে পারে, জায়েয আছে।

চাচাকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৫৭ ঃ আমাদের আব্বা বেঁচে নেই। সাত ভাইবোন ও মাকে নিয়ে আমাদের সংসার। আলহামদুলিল্লাহ্ আমাদের ওপর যাকাত ফরয হয়েছে। আমার এক চাচা আছেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আমি চাচ্ছি তাকে কিছু টাকা দেবো কিন্তু যাকাতের কথা বলতে চাচ্ছি না। এভাবে দিলে যাকাত আদায় হবে কি? তাছাড়া চাচাকে যাকাত দেয়া যায় কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ চাচাকে যাকাত দেয়া জায়েয এবং যাকে যাকাত দেয়া হয় তাকে যাকাতের কথা বলে দেয়া শর্ত নয়, শুধু দেয়ার সময় মনে মনে নিয়াত করলে যথেষ্ট।

স্ত্রী সাহিবে নিসাব এবং স্বামী গরীব হলে

প্রশ্ন-৯৫৮ ঃ যায়িদের স্ত্রীর কাছে ১৫/১৬ হাজার টাকা মূল্যের সোনা রূপা আছে। এদিকে যায়িদ ঋণগ্রস্ত। তার পিতা-মাতা তাকে জায়গা-জমির কোনো অংশ দেবেনা বলে দিয়েছে। মেহেরবানী করে জানাবেন এ অবস্থায় যায়িদ যাকাত নিতে পারবে কিনা। উল্লেখ্য যে, সাহিবে নিসাব যায়িদের স্ত্রী, যায়িদ নয়।

উত্তর ঃ যায়িদ অন্যের থেকে যাকাত নিতে পারবে কিন্তু স্ত্রী থেকে কোনো যাকাত নিতে পারবে না। মোটকথা স্ত্রী সাহিবে নিসাব হলেও স্বামী যদি গরীব হয় তাহলে সে অন্যের থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

ছেলে সন্তান প্রতিষ্ঠিত ও ধনী এমন বিধবাকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৫৯ ঃ এক বিধবা। তার চার পাঁচ ছেলে উপার্জন করে। তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত ও ধনী বলা যেতে পারে। কিন্তু তারা মাকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা পয়সা দেয় না, এমতাবস্থায় সেই বিধবাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ সেই বিধবার ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব তার ছেলেদের। ছেলেরা যদি তাদের মাকে চলার মত টাকা না দেয় এবং মহিলার চলতে খুব কষ্ট হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

বিধবা ভাবী ও ভাতিজাকে যাকাত প্রদান

প্রশ্ন-৯৬০ ঃ আমার এক ভাবী বিধবা। তার নিকট ১৫ ভরি সোনা আছে। যা তার বিয়ের সময় বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি থেকে তাকে দেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে তিনি অসহায়। তার নিজের কোনো বাড়ি নেই, আয়-রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই, খুব কষ্ট করে চলেন। তার একটিমাত্র ছেলে সে লেখাপড়া করছে। এমতাবস্থায় তাকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ আপনার ভাবী ১৫ ভরি সোনার মালিক অর্থাৎ সাহিবে নিসাব। তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। উল্টো তার ওপরই যাকাত ফরয। তবে আপনি তার ছেলেকে যাকাত দিতে পারেন।

স্বামীর ভাই-ভাতিজাকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৬১ ঃ আমার স্বামীর চার ভাই ও এক বোন। বোন আগের স্বামী থেকে তালাক নিয়ে অন্যত্র বিয়ে বসেছে। তার আগের স্বামীর তিন ছেলে আছে। যারা আমার এক দেবরের কাছে থেকে লেখাপড়া করছে। কিছুদিন হয় আমার এক দেবর ইন্তিকাল করেছে, তার ছেলেমেয়েও পড়াশুনা করছে। আমি কি সেসব বাচ্চাদের লেখাপড়া ও বিয়ে শাদীর জন্য যাকাতের টাকা থেকে খরচ করতে পারবো?

উত্তর ঃ আপনি আপনার স্বামীর ভাই-ভাতিজাকে যাকাত দিতে পারবেন। অবশ্য আপনার স্বামীও তাদেরকে যাকাত দিতে পারবেন। যাকাতের কথা তাদেরকে না বলেও যদি খরচ করেন তবু যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ঋণগ্রস্তকে যাকাতের টাকা দিয়ে সেই টাকা আবার ঋণবাবদ কেটে রাখা

প্রশ্ন-৯৬২ ঃ আমি এক ব্যক্তির নিকট ৩৩,০০০/- (তেত্রিশ হাজার) টাকা পাওনা ছিলাম। তার অবস্থা ভালো না থাকায় তা সে পরিশোধ করতে পারছিলো না। আমি সেই পরিমাণ টাকা তাকে যাকাত দিলে সে ঋণবাবদ আমাকে টাকাগুলো ফেরত দেয়। এমতাবস্থায় আমার যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আপনার যাকাত এবং তার ঋণ দুটোই আদায় হয়ে গেছে।

মাসজিদের ইমামকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৬৩ ঃ মাসজিদের ইমামকে যাকাত দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ যদি ইমাম সাহেব গরীব এবং যাকাতের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয। ইমাম হওয়ার কারণে তাকে যাকাত দিতে হবে এ রকম

মানসিকতা রাখা ঠিক নয়। এমন কি যাকাতের টাকা দিয়ে ইমামের বেতন দেয়াও জায়েয নেই।

কারাগারের ভেতর যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৬৪ ঃ জেলের ভেতর জুম'আর নামায এবং যাকাত দেয়া জায়েয কিনা। যদি জায়েয হয় তাহলে যেসব কয়েদী যাকাত নেয়ার উপযুক্ত তাদেরকে দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ জেলের ভেতর জামায়াতে নামায পড়া জায়েয তবে জুম'আর নামাযের পরিবর্তে যোহর পড়তে হবে। কয়েদীদের মধ্যে যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয।

যাকাত ও কুরবানীর চামড়া মাদ্রাসায় দেয়া

প্রশ্ন-৯৬৫ ঃ যাকাত ও কুরবানীর চামড়া মাদ্রাসায় দেয়া জায়েয কি? সেই টাকা দিয়ে মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের বেতন দেয়া কেমন?

উত্তর ঃ যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মাদ্রাসায় দেয়া জায়েয। তবে সেই টাকা দিয়ে মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের বেতন দেয়া জায়েয নেই। এ টাকা শুধু গরীব ও ইয়াতীম ছাত্র/ছাত্রীদের হক।

যাকাতের টাকা মাসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন-৯৬৬ ঃ মাসজিদ কমিটি চাচ্ছে আমাদের এলাকার একটি মাসজিদ যাকাতের টাকা সংগ্রহ করে সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ করবেন। এটি জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যাকাতের টাকা মাসজিদের কোনো কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই। করলে যাকাত আদায় হবে না।

যারা নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যাকাত কালেকশন করে তাদেরকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন-৯৬৭ ঃ অনেকে কালেকশনের টাকার অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, বা এক-চতুর্থাংশ পাবার শর্তে মাদ্রাসার নামে বিভিন্ন জায়গায় টাকা কালেকশন করে থাকে। তাদের কাছে যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট হারে অংশ দেয়ার বিনিময়ে কালেকশনের জন্য লোক নিয়োগ করা জায়েয নয়। তাকেই যাকাত দেয়া যাবে যার ব্যাপারে মনে হবে সে সঠিকভাবে যাকাতের টাকা (মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য) ব্যয় করবে। নইলে যাকাত আদায় হবে না।

ওশর

(জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত)

ওশরের পরিচিতি

প্রশ্ন-৯৬৮ ঃ ওশর কাকে বলে? যাকাতের মত ওশরেরও কি নিসাব আছে? সব জমির মালিকের ওপরই কি সমান হারে ওশর প্রদেয়? ওশর কাদেরকে দিতে হবে? যে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে সেও কি ওশর প্রদান করবে? ওশর কি বছরে একবার দিতে হবে নাকি প্রতিবার ফসল সংগ্রহের সময়? উৎপন্ন পশুখাদ্যের জন্যও কি ওশর প্রদান করতে হবে? প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ

১. ওশর হচ্ছে জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতের নাম। যদি সাধারণ বৃষ্টির পানিতেই জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় তাহলে সেই ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ ওশর হিসেবে দিতে হয়। আর যদি জমিতে সেচ (ও সার) দিয়ে ফসল উৎপন্ন করা হয় তাহলে সেই ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর হিসেবে প্রদান করা ওয়াজিব।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে ওশরের কোনো নিসাব নেই। ফসল কম-বেশি যা-ই হোক না কেন ওশর প্রদান করতে হবে।[৬]

৩. জ্বী-হাঁ, সকল কৃষকের ওপরই ওশর ওয়াজিব।

৪. ওশর তাদেরকেই প্রদান করতে হবে যারা যাকাত গ্রহণের উপযোগী।

৫. ওশর ফসলের যাকাত। তাই যারা সম্পদের যাকাত আদায় করেন তাদেরকেও ওশর প্রদান করতে হবে।

৬. বৎসরে জমিতে যে ক'বার ফসল উৎপন্ন হবে প্রতিবারই ওশর প্রদান করতে হবে।

৭. জ্বী, উৎপন্ন পশুখাদ্যেরও ওশর প্রদান করতে হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর অভিমত।

---

৬. অবশ্য অন্য ইমামদের মতে ওশরের নিসাব আছে। ওশরের নিসাব হচ্ছে ৩০ মন। এর কম হলে ওশর প্রদান করতে হবে না। -অনুবাদক।

ওশরের মূল্য পরিশোধ করা

প্রশ্ন-৯৬৯ ঃ ফল-ফসলের পরিবর্তে সেগুলোর মূল্য ওশর হিসেবে পরিশোধ করা যায় কি? নাকি মূল ফসলই প্রদান করতে হবে।

উত্তর ঃ ফরয তো উৎপন্ন ফল বা ফসলের অংশ। কেউ যদি ফল বা ফসল সরাসরি না দিয়ে তার মূল্য দিয়ে দেয় তাও জায়েয আছে।

ওশর আদায়কৃত শস্য উদ্বৃত্ত হিসেবে থাকলে

প্রশ্ন-৯৭০ ঃ ধান উৎপন্নের পর তার ওশর প্রদান করা হয়েছে। সেই ধান উদ্বৃত্ত হিসেবে এক বছর রইলো। খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হলোনা কিংবা বাজারে বিক্রি করেও দেয়া হলো না। এমতাবস্থায় সেই ধানের পুনরায় ওশর দিতে হবে কি? নাকি চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হবে?

উত্তর ঃ একবার কোনো ফসলের ওশর দেয়া হলে তা যতদিন ঘরে থাকুক, তার আর কোনো ওশর নেই। তবে সেই উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে নিসাব পরিমাণ টাকা যদি এক বৎসর পর্যন্ত জমা থাকে তাহলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে। অথবা যদি সেই ব্যক্তি সাহিবে নিসাব হয়ে থাকেন এবং বৎসরান্তে যাকাত দেয়ার পূর্বে সেই ধান বিক্রি করে দেন তাহলে অন্য সম্পদের সাথে সেই টাকারও যাকাত প্রদান করতে হবে। (আর যদি বিক্রি না করে উদ্বৃত্ত ফসল হিসেবে গোলায় ফেলে রাখে, তাহলে যতদিনই থাকুক না কেন সেই ফসলের ওশর বা যাকাত কোনোটাই দিতে হবেনা। –অনুবাদক।)

বর্গাচাষের জমিতে উৎপন্ন ফসলের উশর

প্রশ্ন-৯৭১ ঃ আমি একটি জমি বর্গাচাষ করি। এ বছর সেই জমিতে ১০ হাজার টাকার কার্পাস উৎপন্ন হয়েছে। আমি আমার ভাগে পাঁচ হাজার টাকার কার্পাস পেয়েছি। আমাকের কি পুরো দশ হাজার টাকার কার্পাসের ওশর প্রদান করতে হবে, না পাঁচ হাজার টাকার কার্পাসের?

উত্তর ঃ আপনাকে আপনার অংশের ফসলের ওশর প্রদান করতে হবে এবং জমির মালিককে তার অংশে প্রাপ্ত ফসলের ওশর পৃথকভাবে প্রদান করতে হবে।

ট্রাক্টরে চাষাবাদ কৃত জমির ওশর

প্রশ্ন-৯৭২ ঃ আগে গরু দিয়ে হালচাষ করা হতো কিন্তু এখন ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করা হয় এবং জমিতে সার প্রয়োগ করে ফসল ফলানো হয়। এমতাবস্থায় উৎপন্ন ফসলের পূর্ণ ওশরই কি প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ এরূপ জমির উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ওশর অর্থাৎ ফসলের বিশভাগের এক ভাগ প্রদান করতে হবে।

ফল পরিপক্ক হওয়ার পর বাগান বিক্রি করলে তার ওশর

প্রশ্ন-৯৭৩ ঃ এক ব্যক্তি ফল পরিপক্ক হওয়ার পর তার বাগান বিক্রি করে দিলেন। ওশর কে প্রদান করবেন বিক্রেতা না ক্রেতা?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় ক্রেতার ওপর ওশর নেই। বিক্রেতাকেই তার ফলের ওশর প্রদান করতে হবে।

ফসল কেটে সেই ফসল দিয়ে কিষাণের মজুরী দেয়া

প্রশ্ন-৯৭৪ ঃ ফসল কেটে সেই ফসল থেকে কিষাণের মজুরী দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ সাহিবাঈন [অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)]-এর নিকট জায়েয। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

আস্ সাদাকাতুল ফিতর (ফিত্রা)

প্রশ্ন-৯৭৫ ঃ সাদাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ

১. এমন প্রতিটি মুসলিমের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব যারা সাহিবে নিসাব।

২. প্রত্যেক সাহিবে নিসাব তার নিজের পক্ষ থেকে এবং না বালিগ সন্তানের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিত্র প্রদান করবেন। যদি না বালিগ সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকে তাহলে সেই সম্পদ থেকে তার ফিত্রা দিয়ে দেবেন।

৩. যারা সফরে কিংবা অসুস্থতার কারণে কিংবা গাফলতিসহ অন্য কোনো কারণে রোযা রাখতে পারেননি তাদেরকেও সাদাকাতুল ফিত্র (বা ফিতরা) প্রদান করতে হবে। (যদি তিনি সাহিবে নিসাব হন)।

৪. ঈদের দিন সুবহে সাদিকের আগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল ফিত্র দিতে হবে। আর যদি সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করে তাহলে সাদাকাতুল ফিত্র দিতে হবে না।

৫. তদ্রূপ যদি কেউ ঈদের দিন সুবহে সাদিকের আগে মারা যান, তার

সাদাকাতুল ফিত্‌র নেই। কিন্তু সুবহে সাদিকের পর মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা ওয়াজিব।

৬. ঈদের দিন ঈদের নামাযের আগে সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা উত্তম। যদি কোনো কারণে আগে না দেয়া যায় তাহলে নামাযের পরও আদায় করা জায়েয আছে। যতক্ষণ আদায় না করবে ততক্ষণ তার ওপর ওয়াজিবের দায় থেকেই যাবে।

৭. প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে পৌনে দু'সের গম বা তার মূল্য কিংবা সমমূল্যের অন্য কোনো জিনিস সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসেবে প্রদান করতে হবে।

৮. এক ব্যক্তির সাদাকাতুল ফিত্‌র একাধিক ফকীর মিসকীনকে দেয়া জায়েয আবার একাধিক ব্যক্তির সাদাকাতুল ফিত্‌র একজন দরিদ্রকেও দেয়া জায়েয।

৯. যিনি সাহিবে নিসাব নন তিনিও ইচ্ছে করলে সাদাকাতুল ফিত্‌র দিতে পারেন।

১০. ভাই-বোন, চাচা-ফুফু প্রমুখকে সাদাকাতুল ফিত্‌র দেয়া জায়েয। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে, সন্তান পিতা-মাতাকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে সাদাকাতুল ফিত্‌র দিতে পারেন না। জায়েয নেই।

১১. সাদাকাতুল ফিত্‌র গরীব মিসকীনের হক। তাদেরকে না দিয়ে সেই টাকা মাসজিদ বা অন্য কোনো ভালো কাজেও লাগানো জায়েয নেই।

মানত ও সাদাকা

প্রশ্ন-৯৭৬ ঃ সাদাকা কাকে বলে? তা কত প্রকার? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনকে দেয়া হয় কিংবা কোনো কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হয় তাকে সাদাকা বলে। সাদাকা তিন প্রকার। ১. ফরয- যেমন যাকাত। ২. ওয়াজিব- যেমন মানত, সাদাকাতুল ফিত্‌র, কুরবানী ইত্যাদি। ৩. নফল- যেমন সাধারণ দান খয়রাত।

প্রশ্ন-৯৭৭ ঃ মানত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য কি? মেহেরবানী করে জানাবেন কি?

উত্তর ঃ নিজের ওপর কোনো কিছুকে বাধ্যতামূলক করে নেয়াকে নযর বা মানত বলে। যেমন কেউ বললো আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে আমি এত টাকা সাদাকা

দেবো। কাজ হয়ে যাওয়ার পর মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর নিজের ওপর বাধ্যতামূলক না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাধ্যমত দান খয়রাত করাকে সাদাকা বলে। অবশ্য মানতও এক ধরনের সাদাকা। সেই সাদাকা প্রদান করা ওয়াজিব কিন্তু নফল সাদাকা প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

মানতের শর্ত

প্রশ্ন-৯৭৮ ঃ মানতের শর্ত কি কি? কোন্ পরিস্থিতিতে মানত করা জায়েয?

উত্তর ঃ মানত শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয। তবে তা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে।

এক. মানত আল্লাহর নামে হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে মানত করা জায়েয নেই। হারাম।

দুই. মানত হতে হবে শুধু ইবাদাতের কাজে। যে কাজ ইবাদাত নয় সেই কাজের মানত করা জায়েয নেই।

তিন. সেই ইবাদাতও হতে হবে ফরয কিংবা ওয়াজিব, যেমন- নামায, রোযা, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি। যে ইবাদাত ফরয ওয়াজিব নয় সেই ইবাদাতের মানত করা ঠিক নয়। যেমন- কুরআনখানির মানত করলে তা বাধ্যতামূলক হয় না।

সাদাকার দ্বারা বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়

প্রশ্ন-৯৭৯ ঃ আলিমদের কাছে শুনি 'সাদাকার দ্বারা বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়' এবং 'সকল রোগের ওষুধ হচ্ছে সাদাকা'- এ কথাগুলো কি সঠিক? সাদাকা কি শুধু গরীবদেরকেই দিতে হয় নাকি মাসজিদে দিলেও হবে? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ সাদাকার দ্বারা বালা মুসিবত দূর হয়। কিন্তু 'সকল রোগের ওষুধ হচ্ছে সাদাকা' এমন কথা আমি কোথাও শুনিনি। যেসব বিপদাপদ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে এসে থাকে তা সাদাকার দ্বারা দূর হয়ে যায়। কারণ সাদাকা আল্লাহ্র রাগকে থামিয়ে দেয়। যদিও মানত করা জায়েয তবু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা পছন্দ করতেন না। তাই মানত না করে বরং নফল সাদাকা করা উচিত। দুঃস্থমানবতার সেবা, মাসজিদের খেদমত এগুলোও সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। তবে সাদাকা হালাল সম্পদ থেকে করতে হবে, হারাম মালের সাদাকা গ্রহণযোগ্য নয়।

মাযারে মানত করা

প্রশ্ন-৯৮০ ঃ আমার মা মানত করেছিলেন আমার বিয়ের পর বউসহ লাল শাহবায কলন্দর সাহেবের মাযারে যাবেন। বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু মহিলারা মাযারে যাবে এটি আমার পছন্দ নয়। শরঈ দৃষ্টিতে আমি এখন কী করতে পারি?

উত্তর ঃ এ ধরনের মানত করা ঠিক নয়। এমন কি তা পুরা করাও জায়েয নয়। তাই আপনি কক্ষণো আপনার স্ত্রীকে নিয়ে মাযারে (মানত পুরা করার জন্য) যাবেন না।

নফল নামায মানতের পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়

প্রশ্ন-৯৮১ ঃ আমার মা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। আমি মানত করেছিলাম- যদি ঠিকঠাকমত আমার মায়ের অপারেশন হয়ে যায় আমি একশো রাকা'আত নফল নামায পড়বো। কিন্তু আমি মাত্র ৪৮ রাকায়াত নফল নামায পড়েছি। অবশিষ্ট নামাযও কি আমাকে পড়তে হবে?

উত্তর ঃ যদি আপনার মায়ের অপারেশন ঠিকমত হয়ে থাকে তাহলে একশো রাকা'আত নামায আপনার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে। মানত পুরা না করলে ওয়াজিবের দায় থেকেই যাবে। এজন্য আপনাকে অবশিষ্ট নামাযও পড়তে হবে।

কুরআন শরীফ খতমের মানত করা

প্রশ্ন-৯৮২ ঃ কোনো কাজের জন্য মানত করেছিলাম- কাজটি হয়ে গেলে কুরআন শরীফ খতম করবো। আমি জানতে চাচ্ছি- একজন হাফিজ সাহেবকে দিয়ে খতম করালেই হবে, নাকি একাধিক হাফিয ডেকে কুরআন শরীফ খতম করাতে হবে?

উত্তর ঃ মানত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণ নির্দিষ্ট কিছু শর্তারোপ করেছেন। যদি সেসব শর্ত (৯৭৮ নং প্রঃ দ্রঃ) না পাওয়া যায় তাহলে মানত ওয়াজিব হবে না। এই কারণে কুরআন শরীফ খতম করাবার মানত করলে তা ওয়াজিব হয় না।

সাদাকা প্রদান কখন বাধ্যতামূলক

প্রশ্ন-৯৮৩ ঃ নফল সাদাকা প্রদান করা কখন বাধ্যতামূলক হয় মেহেরবানী করে জানাবেন কি?

উত্তর ঃ যাকাত, ওশর, ফিত্‌রা, কুরবানী, মানত এবং কাফ্‌ফারা ছাড়া যাবতীয় দান-সাদাকা নফল। বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হয়ে

আপনার শরণাপন্ন হয় এবং আপনার তাওফিক থাকে তাহলে তাকে সহযোগিতা করা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক। সাধারণত নফল সাদাকা (অর্থাৎ দান খয়রাত) বালা মুসিবত দূর করে দেয়। হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে।

যার মালিক নেই এমন জিনিসের সাদাকা

প্রশ্ন-৯৮৩ ঃ বেশ কিছুদিন আগের কথা। সেদিন ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো। কোথকে যেন একটি ছাগল দৌড়ে এসে আমার ছাগলের সাথে গিয়ে বসে পড়লো। বৃষ্টি থেমে গেলে আমি ছাগলটিকে তাড়িয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সেটি আবার চলে এলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এটিকে বের করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেবো। রাস্তায় দেখি আমাদের মহল্লার এক দুষ্ট চেয়ে আছে, ভাবখানা এমন আমি তাড়িয়ে দিলেই সে ছাগলটি নিয়ে নেবে। তখন আমি সেটিকে তাড়িয়ে না দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলাম, যদি মালিককে পেয়ে যাই সেজন্য। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মালিককে পেলাম না। পরে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আজ প্রায় দু'মাস হয়ে এলো, ছাগলের দাবী নিয়ে কেউ আসেনি। আমি নিয়াত করেছি ছাগলটি বেচে টাকাগুলো কোনো গরীবকে কিংবা কোনো মাদ্রাসায় দিয়ে দেবো। মেহেরবানী করে জানাবেন কাজটি কি ঠিক হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আপনার কাজ এবং সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। সেই সাথে এটিও নিয়াত করতে হবে, যদি কখনো সেই মালিকের সন্ধান পান তাকে ছাগল বিক্রির টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। তখন আগের দানকৃত টাকা আপনার পক্ষ থেকে সাদাকা বলে গণ্য হবে। ■

১ম খণ্ড সমাপ্ত